# বিল্‌স প্রেস ক্লিপিংস

বর্ষ-২৯ সংখ্যা-০১ জানুয়ারি - ২০২৬

NEW AGE The Daily Star প্রথম আলো বণিক বার্তা

কালের কণ্ঠ বাংলাদেশ প্রতিদিন দৈনিক ইত্তেফাক THE BUSINESS STANDARD THE FINANCIAL EXPRESS

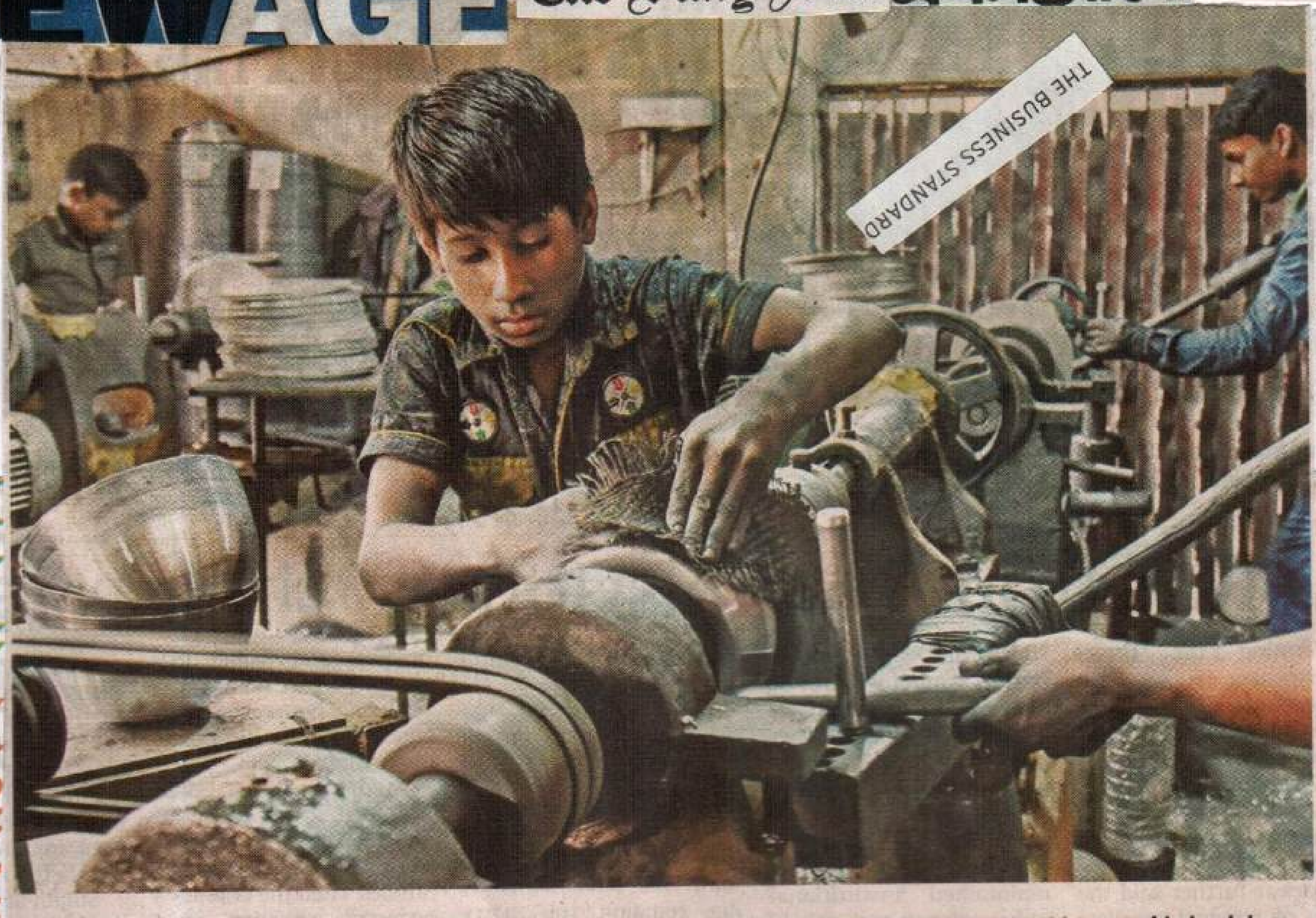

A child works at a metal workshop in the port city's Kapasgola area, his hands operating heavy machinery amid aluminium dust that poses serious respiratory and skin health risks. As the world observes Children's Day today, such scenes underline how far we are from ensuring every child's right to safety and education. The photo was taken recently. PHOTO: RAJIB RAIHAN

সমকাল সংবাদ দেশ রূপান্তর সময়ের আলো যুগান্তর


## বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ-বিল্‌স

বাড়ি-৮/এ/ক (পঞ্চম তলা) রাজ্জাক ভিলা, রোড-১৩(নতুন) 'ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা-১২০৯

ই-মেইল: bils@citech.net, www.bilsbd.org

| সূচী | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| শোভন কাজ | ০৩ - ৪০ |
| শ্রম বাজার | ৪১ - ৫২ |
| কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা | ৫৩ - ৬৯ |
| কর্মক্ষেত্রে নির্যাতন | ৭০ - ৮৪ |
| আন্দোলন ও ধর্মঘট | ৮৫ - ৯৩ |
| সংবাদপত্রে বিল্‌স | ৯৪ -১১৮ |

প্রথম আলো
বৃহস্পতিবার, ১ জানুয়ারি ২০২৬, ১৭ পৌষ ১৪৩

# বিদায়ী বছরে অজ্ঞাত লাশ, সাংবাদিক নির্যাতন বেড়েছে

**আসক ও এমএসএফের প্রতিবেদন**

বিদায়ী বছর মানবাধিকার পরিস্থিতি আগের বছরের (২০২৪) চেয়ে নাজুক হয়েছে, তা নিয়ে দ্বিমত নেই এই দুই মানবাধিকার সংগঠনের।

▶ এমএসএফের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৫ সালে ৬৪১টি অজ্ঞাতনামা লাশ উদ্ধার হয়েছে। ২০২৪ সালে ৫১০টি অজ্ঞাতনামা লাশ উদ্ধার হয়েছিল।

▶ আসকের হিসাব অনুযায়ী সদ্য বিদায়ী বছরে মব সন্ত্রাসে কমপক্ষে ১৯৭ জন নিহত হয়েছেন। ২০২৪ সালে মব সন্ত্রাসের শিকার হয়ে নিহত হন অন্তত ১২৮ জন।

**নিজস্ব প্রতিবেদক**, ঢাকা

দেশে অজ্ঞাতনামা লাশ উদ্ধার, মব (উচ্ছৃঙ্খল জনতা) সন্ত্রাসে হত্যা, কারা হেফাজতে মৃত্যু ও সাংবাদিক নির্যাতন আগের বছরের তুলনায় সদ্য বিদায়ী বছরে বেড়েছে। মানবাধিকার সংগঠন আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক) এবং মানবাধিকার সংস্কৃতি ফাউন্ডেশনের (এমএসএফ) পৃথক প্রতিবেদনে এ কথা জানিয়েছে। গতকাল বুধবার প্রতিবেদন দুটি প্রকাশ করা হয়।

দুই সংগঠনই পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদন এবং নিজেদের তথ্যানুসন্ধানের ওপর ভিত্তি করে নিজ নিজ প্রতিবেদন তৈরি করেছে। দুই সংগঠনের দেওয়া উপাত্তের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য আছে। তবে গেল বছর (২০২৫) মানবাধিকার পরিস্থিতি যে আগের বছরের (২০২৪) চেয়ে নাজুক হয়েছে, তা নিয়ে দ্বিমত নেই দুই সংগঠনের।

**অজ্ঞাতনামা লাশ ৬৪১**

এমএসএফের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৫ সালে ৬৪১টি অজ্ঞাতনামা লাশ উদ্ধার হয়েছে। যার মধ্যে ২২ জন শিশু, ৬ জন কিশোর ও ৭ জন কিশোরী, ১৫৭ জন নারী ও ৪১৫ জন পুরুষ। ৬০ বয়সের ঊর্ধ্বে ১৮ জন পুরুষ ও ৬ জন নারী রয়েছেন। ১০ জনের বয়স নিরূপণ করা যায়নি।

এমএসএফ বলছে, ২০২৪ সালে ৫১০টি অজ্ঞাতনামা লাশ উদ্ধার হয়েছিল।

এমএসএফের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, অল্পসংখ্যক অজ্ঞাতনামা লাশ শনাক্ত করা সম্ভব হলেও বাকি লাশের পরিচয় অজ্ঞাতই থেকে যাচ্ছে। পাশাপাশি অজ্ঞাতনামা লাশের পরিচয় উদ্ধারে অপারগতায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ভূমিকাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে তুলেছে। এসব অজ্ঞাতনামা লাশ স্কচটেপ দিয়ে হাত-পা বাঁধা, রাস্তার ধারে পড়ে থাকা, বস্তাবন্দী, নদীর পানিতে ভাসমান, রেললাইনের ধারে বা খাল-বিল থেকে উদ্ধার করা হয়েছে।

এমএসএফের নির্বাহী পরিচালক মো. সাইদুর রহমান আজ *প্রথম আলো*কে বলেন, অজ্ঞাতনামা লাশের সংখ্যা বেড়ে যাওয়া ভীতিকর বিষয়। এত পুলিশ এত টহল থাকে তারপরও অজ্ঞাত লাশের সংখ্যা বাড়ে কীভাবে? কেউ না কেউ তো এসব হত্যার সঙ্গে জড়িত। আর পুলিশকে জিজ্ঞেস করলেও তারা এসব হত্যার সঠিক কারণ জানাতে পারে না।

**মব সন্ত্রাস**

আসকের হিসাব অনুযায়ী সদ্য বিদায়ী বছরে মব সন্ত্রাসে কমপক্ষে ১৯৭ জন নিহত হয়েছেন। ২০২৪ সালে মব সন্ত্রাসের শিকার হয়ে নিহত হন অন্তত ১২৮ জন। অন্তর্বর্তী সরকারের এই সময়কালে কমপক্ষে ২৯৩ জন মব সন্ত্রাসের শিকার হয়ে নিহত হয়েছেন।

এমএসএফের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৫ সালে অন্তত ৪২৮টি গণপিটুনির ঘটনা ঘটেছে, যা ২০২৪ সালের তুলনায় তিন গুণ। এসব ঘটনায় ১৬৬ জন নিহত হয়েছেন ও ৪৬০ জন আহত হয়েছেন। ২২০ জনকে আহত অবস্থায় পুলিশে সোপর্দ করা হয়েছে।

**কারা হেফাজতে মৃত্যু**

এমএসএফের তথ্য অনুযায়ী সদ্য বিদায়ী বছরে কারা হেফাজতে ১১৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। গত বছর মারা যান ১০৮ জন। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী গত বছর ১১২ জনের মৃত্যু হয়েছে অসুস্থতাজনিত কারণে। একজন আত্মহত্যা করেছে, গণপিটুনির পর কারা হেফাজতে মৃত্যু হয়েছে একজনের, রহস্যজনকভাবে মৃত্যু হয়েছে ১ জনের এবং নির্যাতনে মৃত্যু হয়েছে ১ জনের।

এমএসএফের তথ্যমতে, ২০২৪ সালে কারা হেফাজতে মারা যান ১০৮ জন।

**সাংবাদিক নির্যাতন ও হয়রানি**

২০২৫ সালে সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে সহিংসতা, ভয়ভীতি প্রদর্শন ও আইনি নিপীড়নের ঘটনা একটি উদ্বেগজনক ধারায় পৌঁছেছে বলে মনে করে আসক।

আসকের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৫ সালের জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়ে অন্তত ৩৮১ জন সাংবাদিক নির্যাতন ও হয়রানির তথ্য পাওয়া গেছে। এর মধ্যে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর দ্বারা নির্যাতন, হয়রানি বা হুমকির শিকার হয়েছেন অন্তত ২৩ জন সাংবাদিক।

আর এমএসএফের তথ্য অনুযায়ী, গত বছর ২৮৯টি ঘটনায় ৬৪১ জন সাংবাদিক দেশের বিভিন্ন জেলায় পেশাগত দায়িত্ব পালনের সময় হত্যা, হামলা, হুমকি, আইনি হয়রানি ও নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। ২০২৪ সালে এ সংখ্যা ছিল ৩৬৪।

আসকের জ্যেষ্ঠ সমন্বয়কারী আবু আহমেদ ফয়জুল কবীর বলেন, বছরের বিভিন্ন সময়ে মব সন্ত্রাস, বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড এবং অগ্নিসংযোগের ঘটনা সমাজে ভয় ও অনিশ্চয়তা তৈরি করেছে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষার নামে বলপ্রয়োগ ও জবাবদিহির ঘাটতি আইনের শাসনের ওপর আস্থা আরও দুর্বল করেছে।

সমকাল
বুধবার । ৭ জানুয়ারি ২০২৬ ।

সমুদ্রে গ্যাস অনুসন্ধান

# পিএসসি খসড়ায় শ্রমিক স্বার্থ উপেক্ষিত হওয়ার শঙ্কা

■ **সমকাল প্রতিবেদক**

বাংলাদেশের সমুদ্র এলাকায় গ্যাস অনুসন্ধানের জন্য প্রণীত উৎপাদন-অংশীদারি চুক্তি (পিএসসি) খসড়া পর্যালোচনায় শ্রমিকদের স্বার্থ উপেক্ষিত হওয়ার শঙ্কা সৃষ্টি হয়েছে। শ্রমিকদের জন্য আইনগতভাবে বাধ্যতামূলক 'শ্রমিক মুনাফা অংশগ্রহণ তহবিল' (ডব্লিউপিপিএফ) চুক্তিপত্র থেকে বাদ দেওয়া হতে পারে বলে সূত্র জানিয়েছে। আগামী ১৫ জানুয়ারির মধ্যে প্রতিবেদন জমা দেওয়া কথা রয়েছে।

২০০৬ সালের শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন আইন অনুসারে, দেশের সব কোম্পানি তাদের লাভের নির্দিষ্ট অংশ এ তহবিলে জমা দিতে বাধ্য। এ অর্থ দিয়ে শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন, সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণমূলক নানা কার্যক্রম পরিচালিত হয়। বিশেষ করে বহুজাতিক ও দেশীয় কোম্পানিগুলো প্রতিবছর নিয়ম মেনে এ তহবিলে অর্থ দিয়ে আসছে। পিএসসি খসড়ায় শ্রমিকদের জন্য এ তহবিল থেকে অব্যাহতি দেওয়ার সুপারিশ করা হতে পারে বলে সংশ্লিষ্ট একটি সূত্র জানিয়েছে।

বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন কনফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক বাবুল আক্তার বলেন, শ্রমিকদের অধিকার রক্ষায় এ তহবিল বাধ্যতামূলক। পিএসসির সঙ্গে আইন লঙ্ঘন করে শ্রমিকদের অংশ বাদ দেওয়া হলে তা শ্রমিক স্বার্থবিরোধী হবে। এটা শ্রমিকদের অধিকারকে ক্ষুণ্ন করবে এবং আন্তর্জাতিকভাবে দেশের শ্রমনীতি ও মানবাধিকার অবস্থানের জন্যও নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে। তিনি বলেন, কোনো এক বা দুই কোম্পানির জন্য যদি বিশেষ ছাড় দেওয়া হয়, তাহলে সবার জন্য তা প্রযোজ্য করতে হবে। এতে সরকারের রাজস্ব আয়ে প্রভাব পড়লেও শ্রমিকদের স্বার্থ অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত।

পিএসসি পর্যালোচনা কমিটির সদস্য অধ্যাপক ড. ম তামিম বলেন, 'পিএসসিতে শ্রমিক মুনাফা অংশগ্রহণ তহবিল থাকবে কি থাকবে না, তা জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সিদ্ধান্তের বিষয়। আমরা ১৫ জানুয়ারির মধ্যে প্রতিবেদন জমা দেওয়ার চেষ্টা করছি, তাতে এই বিষয়ে সুপারিশ থাকবে কিনা তা চূড়ান্ত হয়নি।'

আইন অনুযায়ী, ডব্লিউপিপিএফ থেকে সরকারের জন্য ১০ শতাংশ অর্থ সরকারি শ্রমিক কল্যাণ তহবিলে এবং ১০ শতাংশ কর্মচারী কল্যাণ তহবিলে যায়। বাকি ৮০ শতাংশ কর্মচারীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়, যার মধ্যে ৩০ শতাংশ আয়কর হিসেবে আদায় হয়। তহবিলগুলো শ্রমিকদের কল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

খাত-সংশ্লিষ্টরা বলেন, শ্রমিক কল্যাণে ডব্লিউপিপিএফ তহবিল খুবই প্রয়োজনীয়। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থার নির্দেশনা অনুসারে শ্রমিক অধিকার সুরক্ষায় এ তহবিলের গুরুত্ব অপরিসীম। তাদের মতে, খসড়া পিএসসিতে বিদেশি কোম্পানিগুলোকে করমুক্ত সুবিধা, আমদানি শুল্ক অব্যাহতি এবং সম্পূর্ণ ব্যয় পুনরুদ্ধারের সুযোগ দেওয়া হয়, যা বিনিয়োগবান্ধব হিসেবে বিবেচিত।

সমকাল | শুক্রবার | ২ জানুয়ারি ২০২৬

# সবচেয়ে বেশি সবুজ কারখানার স্বীকৃতি এসেছে গত বছর

■ সমকাল প্রতিবেদক

## লিড সনদ

২০২৫ সালে সবচেয়ে বেশি ৩৮টি পোশাক কারখানা পরিবেশবান্ধব সবুজ কারখানার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি 'লিডারশিপ ইন এনার্জি অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল ডিজাইন' (লিড) সনদ পেয়েছে। এর আগে অন্য কোনো বছর এত বেশি সংখ্যক কারখানা এই সনদ পায়নি। বেশির ভাগ কারখানাই লিড সনদের উপযোগী করে নির্মাণ করা হচ্ছে। এ রকম অন্তত আরও ৬০০ কারখানা লিড সনদ প্রাপ্তির প্রক্রিয়ায় রয়েছে।

শিল্পকারখানার ভবন নির্মাণ থেকে পণ্য উৎপাদন পর্যন্ত সব পর্যায়ে পরিবেশ সুরক্ষার বিষয়টি বিশ্লেষণ করে গ্রহণযোগ্য মানের কারখানাকে লিড সনদ দিয়ে থাকে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠান ইউএস গ্রিন বিল্ডিং কাউন্সিল (ইউএসজিবিসি)। বাণিজ্যিক ভবন, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, বাড়িসহ অন্যান্য স্থাপনার ক্ষেত্রেও লিড সনদ দেওয়া হয়। লিড সনদের উদ্দেশ্য হচ্ছে পরিবেশ সুরক্ষা এবং সবুজ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে সাশ্রয়ী উৎপাদন। এ ধরনের কারখানায় উৎপাদিত পণ্যে একটি 'গ্রিন ট্যাগ' থাকে। সচেতন ভোক্তাদের কাছে যার কদর রয়েছে। এ কারণে বড় ব্র্যান্ড এবং ক্রেতাদেরও আগ্রহ বেশি থাকে। ক্রেতাদের সঙ্গে দর কষাকষিতে এগিয়ে থাকা যায়। দেশের এবং পোশাক খাতেরও ব্র্যান্ড ইমেজ বাড়ে। প্রাকৃতিক আলো-বাতাসেই চলে উৎপাদন। ফলে এসব কারখানায় সাধারণত দুর্ঘটনা খুব কম হয়।

তৈরি পোশাক উৎপাদন ও রপ্তানিকারক উদ্যোক্তাদের সংগঠন বিজিএমইএ সূত্রে জানা গেছে, বিদায়ী পঞ্জিকা বছরে সর্বাধিক ৩৮টি পোশাক কারখানার লিড সনদ পেয়েছে। এর আগে ২০২২ সালে সর্বোচ্চ সংখ্যক কারখানার লিড সনদের রেকর্ড ছিল। ওই বছর ৩০টি কারখানা লিড সনদ পেয়েছিল। মাঝখানের দুই বছর ২০২৩ এবং ২০২৪ সালে এই সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ২৪ ও ২৬টি। ২০১১ সালে মাত্র ২টি কারখানার লিড সনদ প্রাপ্তির মধ্য দিয়ে এর যাত্রা হয় দেশের শিল্প খাতে। ১৯৯৩ সাল থেকে এ সনদ দিয়ে আসছে ইউএসজিবিসি।

গেল বছরে পাওয়া সবুজ সনদের মধ্যে সর্বাধিক সংখ্যক ২২টি কারখানাই প্লাটিনাম মানের। লিড সনদের মোট ১১০ নম্বরের মধ্যে ৮০ নম্বরের ওপরের কারখানাকে প্লাটিনাম সনদ দেওয়া হয়। মানের নম্বর ৬০ হলে গোল্ড ক্যাটেগরির সনদ। বিদায়ী বছর ১১টি কারখানা গোল্ড সনদ পেয়েছে। ৫০ থেকে ৫৯-এর মধ্যে হলে সিলভার ক্যাটেগরির সনদ দেওয়া হয়। এই ক্যাটেগরির সনদ পেয়েছে ৫টি কারখানা। এ ছাড়া ৪০ থেকে ৪৯ নম্বরের ক্ষেত্রে শুধু 'লিড সনদ' দিয়ে থাকে ইউএসজিবিসি। সব মিলিয়ে দেশে এখন সবুজ সনদের পোশাক কারখানার সংখ্যা ২৭০টিতে উন্নীত হলো। এগুলোর মধ্যে প্লাটিনাম ১১৪টি। গোল্ড ১৩৭ ও সিলভার ১৫টি। এ ছাড়া সাধারণ লিড সনদের কারখানা রয়েছে ৪টি।

সংবাদ
ঢাকা : বৃহস্পতিবার ১৭ পৌষ ১৪৩২
Dhaka : Thursday 1 January 2026

# তীব্র শীত কুয়াশা আগুন জ্বেলে শীত নিবারণের চেষ্টা দুর্ভোগে শ্রমজীবিদের

প্রতিনিধি, গজারিয়া (মুন্সীগঞ্জ)

চলতি শীত মৌসুমে শীত ও কুয়াশায় কারণে কনকনে ঠান্ডায় বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে গজারিয়া উপজেলার বিভিন্ন এলাকার নিম্ন আয়ের শ্রমজীবী মানুষ। শীত নিবারণের জন্য কাঠ, লাকড়ি ও খড়কুটো জ্বেলে শীত নিবারণের চেষ্টা করতে দেখা গেছে শীতার্তদের।

সংশ্লিষ্ট ভুক্তভোগীদের সূত্রে জানা যায়, চারদিকে নদী বেষ্টিত দ্বীপ সদৃশ গজারিয়া উপজেলার নদী তীরবর্তী গ্রামগুলোতে আনুপাতওক হারে শীতের তীব্রতা বেশী অনুভুত হচ্ছে। গত শনিবার সকালে উপজেলার ভিটিকান্দি, নয়াকান্দি ও ভবেরচরসহ বিভিন্ন এলাকায় সরেজমিনে ঘুরে দেখা যায়, নারী-পুরুষ ও বৃদ্ধরা সড়কের পাশে খোলা স্থানে আগুন জ্বালিয়ে গা গরম করার চেষ্টা করছেন, অপর দিকে তীব্র ঠান্ডা আবহাওয়া উপেক্ষা করে কাজ করছেন শ্রমিকেরা। টানা শীত ও ঘন কুয়াশার কারণে দিনমজুর, কৃষি শ্রমিক, অটোরিকশা চালকসহ খেটে খাওয়া মানুষের স্বাভাবিক জীবন যাত্রা মারাত্মক ভাবে ব্যাহত হচ্ছে। ভিটিকান্দি গ্রামের জালাল দেওয়ান বলেন, এখন সকাল ১০টা বাজে, কিন্তু সূর্যের কোনো দেখা নেই। গত দুই দিন ধরে প্রচণ্ড শীত পড়ছে। একই গ্রামের মোমেজা আক্তার বলেন, গরম কাপড় নাই। শীতে খুব কষ্টে আছি, আগুনেই ভরসা। ভবেরচর বাসষ্ট্যান্ড এলাকার হোটেল শ্রমিক সুমন মিয়া জানান, সারারাত কনকনে ঠান্ডা থাকে, দিনের বেলাতেও একই অবস্থা,আমাদের মতো খেটে খাওয়া মানুষের কষ্টের শেষ নাই। কাজ না করলে পেটে ভাত জুটবে না, তাই কষ্ট হলেও কাজে বের হতে হয়।

লক্ষীপুর গ্রামের কৃষি শ্রমিক মোতালেব মিয়া বলেন,.কয়েক দিন ধরে প্রচণ্ড ঠান্ডার কারণে কাজে যেতে কষ্ট হচ্ছে। হাত-পা বরফের মতো ঠান্ডা হয়ে যায়। তবুও সংসার চালানোর জন্য কাজে বের হয়েছি বলেন তিনি।

ভবেরচর এলাকার অটোরিকশা চালক হান্নান মিয়া জানান, প্রচণ্ড শীতের কারণে তিনি গাড়ি নিয়ে বের হতে পারছেন না। এমন শীতে কীভাবে কাজে বের হব? পরিবার-পরিজন নিয়ে খুব কষ্টে আছি, বলেন তিনি।

শীতের এই দুর্ভোগ মোকাবিলায় উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকেও উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছেন গজারিয়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মাহমুদুল হাসান। তিনি বলেন, প্রকৃত অসহায়, হতদরিদ্র ও দুস্থদের তালিকা করে পর্যায়ক্রমে শীতবস্ত্র সহায়তা দেওয়া হবে। স্থানীয়দের দাবি, প্রশাসনের পাশাপাশি সমাজের সামর্থবান মানুষেরা এগিয়ে আসলে শীতজনিত দুর্ভোগ কিছুটা হলেও লাঘব হবে বলে মনে করছেন তারা।

প্রথম আলো
শুক্রবার, ২ জানুয়ারি ২০২৬,

আইএফজের প্রতিবেদন

# বিশ্বে গত বছর ১২৮ সাংবাদিক নিহত

এএফপি

বিদায় নেওয়া ২০২৫ সাল বিশ্বজুড়ে সাংবাদিক ও সংবাদকর্মীদের জন্য ছিল রক্তক্ষয়ী একটি বছর। দ্য ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অব জার্নালিস্টস (আইএফজে) তাদের বার্ষিক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার বেলজিয়ামের ব্রাসেলস থেকে আইএফজের এ বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০২৫ সালে পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে বিশ্বে ১২৮ জন সাংবাদিক নিহত হয়েছেন, যা আগের বছরের তুলনায় বেশি। ১২৮ জনের মধ্যে অর্ধেকের বেশি প্রাণ হারিয়েছেন মধ্যপ্রাচ্যে।

আইএফজের জেনারেল সেক্রেটারি অ্যান্থনি বেলাঙ্গার বার্তা সংস্থা এএফপিকে বলেন, 'এ সংখ্যা শুধু একটি পরিসংখ্যান নয়; এটি আমাদের সহকর্মীদের জন্য একটি বৈশ্বিক সতর্কসংকেত।'

প্রতিবেদনে ফিলিস্তিন পরিস্থিতির ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আইএফজে জানায়, গাজায় ইসরায়েলের যুদ্ধে ২০২৫ সালে শুধু ফিলিস্তিন ভূখণ্ডেই ৫৬ জন সংবাদকর্মী নিহত হয়েছেন।

বেলাঙ্গার বলেন, 'এত অল্প সময়ে এবং এত ছোট ভৌগোলিক এলাকায় এত বিপুলসংখ্যক সংবাদকর্মীর মৃত্যু আমরা আগে কখনো দেখিনি।'

সাংবাদিকদের ওপর দমন-পীড়নের ক্ষেত্রে চীন শীর্ষ স্থানে রয়েছে। হংকংসহ চীনের বিভিন্ন কারাগারে ১৪৩ জন সাংবাদিক বন্দী আছেন। ভিন্নমত দমনে জাতীয় নিরাপত্তা আইনের অপব্যবহারের জন্য চীন ও হংকং কর্তৃপক্ষের সমালোচনা করেছে পশ্চিমা দেশগুলো।

অন্যদিকে রিপোর্টার্স উইদাউট বর্ডারস জানিয়েছে, ২০২৫ সালে পেশাগত দায়িত্ব পালনকালে বিশ্বে ৬৭ জন সাংবাদিক নিহত হয়েছেন।

কোভিড কাড

THE FINANCIAL EXPRESS January 4, 2026

OPINION

# Green revolution in RMG: Leave no factories behind

***Securing green financing from banks is often a lengthy and complex process involving high transaction costs, which many small and medium enterprises find difficult to meet***

*writes*

**Atiqul Kabir Tuhin**

For apparel makers, 2025 has been an exceptionally challenging year. In the aftermath of the July-August 2024 uprising that ended Sheikh Hasina's authoritarian rule, the sector had hoped for a fresh start. Instead, a series of setbacks has pushed the industry into renewed crisis. Frequent labour unrest, a sharp rise in banks' lending rates that has driven up production costs, and a tougher US tariff regime have combined to squeeze manufacturers from all sides. Factory closures, weakening demand in key export markets and a near twofold increase in financing costs due to soaring interest rates have left the apparel sector grappling with one of its most difficult periods in recent years.

However, 2025 was not entirely bleak. Despite the multifarious challenges, the readymade garment (RMG) sector recorded a notable achievement in sustainability. During the year, 38 garment factories received international recognition as green factories - the highest number of such certifications achieved in a single year so far. This milestone has taken the total number of LEED-certified green garment factories in Bangladesh to 270, with another 600 reportedly in the pipeline for certification. The growing shift towards green factories highlights the industry's commitment to environmentally responsible manufacturing, even amid persistent economic headwinds.

It is worth noting that LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) is the world's most widely used green building rating system. Awarded by the United States Green Building Council (USGBC), LEED certification is a globally recognised symbol of sustainability excellence. To qualify, factories must meet stringent criteria on carbon emissions, energy and water efficiency, waste management and indoor environmental quality, all under the rigorous evaluation and supervision of the USGBC.

Bangladesh RMG industry's stride towards environmental sustainability is arguably unmatched anywhere in the world. Notably, nine of the world's top 10 greenest garment factories are located in Bangladesh. Moreover, 48 of the 100 highest-scoring green garment factories globally are based in the country, firmly positioning Bangladesh as a global leader in environmentally sustainable apparel manufacturing.

Green factories can play a crucial role in addressing the challenges of climate change as Bangladesh is among the countries most vulnerable to its impacts. At the same time, LEED certification is not merely a sustainability benchmark; it has emerged as a strategic competitiveness tool for the apparel industry. As international buyers, regulators and consumers increasingly demand lower environmental footprints, Bangladeshi manufacturers are proactively aligning with evolving standards on carbon efficiency, efficient use of water and energy, and climate-resilient infrastructure.

However, as large factories move towards green transformation, small-scale entrepreneurs risk being left behind as going green requires huge initial investment. Moreover, securing green financing from banks is often a lengthy and complex process involving high transaction costs, which many small and medium enterprises find difficult to meet.

Feasible solutions are therefore needed to support smaller manufacturers. One option could be the introduction of coalition-based schemes, allowing small-scale entrepreneurs to team up and submit collective applications to banks and financial institutions for green financing. The shared objective should be to elevate the RMG industry to the next level of sustainability through a comprehensive and inclusive approach.

At the same time, factories must strengthen partnerships with international buyers and brands to deliver on environmental commitments. Achieving meaningful progress will require not only stronger commitment from manufacturers, but also a greater willingness on the part of brands to pay a premium for products made in green factories.

Finally, it needs to be kept in mind that sustainability is a marathon, not a sprint. Setting higher benchmarks is therefore essential to make the industry truly environment-friendly. The next objective could be a transition towards a circular economy. Such a shift will be crucial in building a resilient, competitive and sustainable apparel industry for the future.

*aktuhin.fexpress@gmail.com*

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
সোমবার ॥ ৫ জানুয়ারি ২০২৬ ।

# শ্রমিকের স্বার্থরক্ষার বিষয়টি উপেক্ষিত

নিজস্ব প্রতিবেদক

বাংলাদেশ তেল-গ্যাস অনুসন্ধানের জন্য ব্যবহৃত উৎপাদন অংশীদারি চুক্তির (পিএসসি) ২০২৫ চূড়ান্ত করার উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। তবে সেই খসড়া ঘিরে তৈরি হয়েছে নতুন শঙ্কা। অভিযোগ উঠেছে, এই খসড়ার সঙ্গে সামঞ্জস্য আনতে শ্রম আইন ও শ্রমবিধি সংশোধনের মাধ্যমে শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার 'শ্রমিক মুনাফা অংশগ্রহণ তহবিল (ডব্লিউপিপিএফ)' থেকে সমুদ্রভিত্তিক তেল-গ্যাস খাতকে অব্যাহতি দেওয়ার সুপারিশ করা হতে পারে।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে, পিএসসি পর্যালোচনায় জ্বালানি ও খনিজসম্পদ মন্ত্রণালয় গঠিত কমিটি শ্রমিকের জন্য বরাদ্দ থাকা ডব্লিউপিপিএফ না রাখার সুপারিশ করতে যাচ্ছে। অথচ গতবার অফশোর বিডিংয়ে বিদেশি কোম্পানিগুলোর দরপত্রে অংশগ্রহণ না করার কারণ বের করতে যে কমিটি হয়েছিল তারা কোম্পানিগুলোর কাছে এর কারণ জানতে চাইলে ডব্লিউপিপিএফের বিষয়টি উঠিয়েছিল। বিদেশি কোম্পানিগুলো পিএসসিতে ডব্লিউপিপিএফ বিষয়ে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করার বিষয়ে জানিয়েছিল। শ্রমিকসহ স্বার্থসংশ্লিষ্ট সবাই বলেছেন, শ্রম মন্ত্রণালয়সহ ত্রিপক্ষীয় পরামর্শ ছাড়া ডব্লিউপিপিএফ না রাখা হলে শ্রমিকের অধিকার লঙ্ঘন হবে। এটি দেশি এবং আন্তর্জাতিক যে নিয়মনীতি আছে তারও পরিপন্থি।

বাংলাদেশে ২০০৬ সালে আইন করে শ্রমিক মুনাফা অংশগ্রহণ তহবিল (ডব্লিউপিপিএফ) গঠন করা হয়। এই আইন অনুযায়ী শ্রমিকের কল্যাণে প্রত্যেক কোম্পানি তার লাভের একটা অংশ তহবিলে জমা দিতে বাধ্য। এ বাধ্যবাধকতা থাকায় দেশিসহ বহুজাতিক কোম্পানিগুলো প্রতি বছর এই তহবিলে তাদের লাভের নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ জমা দিয়ে থাকে। সে অর্থ দিয়ে শ্রমিকের জীবনমান উন্নয়নে খরচ করা হয়। শ্রমিকের স্বার্থ সুরক্ষায় সব কোম্পানির ক্ষেত্রে এই আইন মেনে চলা উচিত বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরাও। আইএলও-এর পরামর্শ অনুযায়ী বাংলাদেশ ছাড়াও পাকিস্তানসহ বিভিন্ন দেশে আইন করে এই তহবিল গঠনে বাধ্যবাধকতা রাখা হয়েছে।

কোভিড কাড

NEW AGE SUNDAY, JANUARY 4, 2026,

# 802 workers killed in 713 workplace accidents in 2025

Staff Correspondent

A TOTAL of 802 workers were killed in 713 workplace accidents across the country in 2025, highlighting persistent and widespread insecurity in workplaces, according to a survey released on Saturday by Safety and Rights Society.

The survey shows a rise in fatalities compared with 2024, when 758 workers were killed in 639 workplace accidents nationwide.

Of the total deaths recorded this year, 385 occurred in the transport sector, making it the deadliest sector for workers. At least 78 workers were killed in road accidents while travelling to and from work.

Safety and Rights Society said the findings were based on an analysis of reports published in 15 national and 11 local newspapers. The organisation noted that media-based data often underrepresent the true scale of workplace fatalities.

According to the sector-wise breakdown, transport-related accidents accounted for the highest number of deaths. Service institutions, including workshops and gas and electricity supply entities, recorded 145 fatalities.

The construction sector saw 120 deaths, while 58 workers were killed in factories and other productive institutions. The agricultural sector accounted for 94 deaths.

An analysis of causes shows that road accidents were responsible for the majority of fatalities, claiming 479 lives. Other causes included electrocution 96, lightning strikes 78, falls from heights or scaffolding 50, drowning 28, being hit by or crushed under heavy or solid objects 25, fire and explosions 20, collapse of soil, hills, bridges, buildings, roofs or walls 14, and exposure to toxic gases in chemical plants, septic tanks or water tanks 8. Four workers died from other causes.

The survey identified poor road infrastructure, unfit vehicles, unskilled or inefficient drivers, an uncontrolled transport system, weak law enforcement and reckless driving as key factors behind the high number of transport-related deaths.

In the manufacturing and construction sectors, major risks included unauthorised factory construction, lack of safety training, unsafe use of chemicals, hazardous electrical connections, working at heights without protective barriers and inadequate precautions while working in confined spaces such as septic or water tanks.

Releasing the survey, the executive director Sekender Ali Mina said that the actual number of deaths was likely higher, as many accidents go unreported.

He noted that at least 76 workers were killed this year while commuting to work, stressing the need to ensure safety during travel to and from workplaces. He also warned of an alarming rise in deaths caused by lightning, particularly among agricultural workers, many of whom receive no compensation. He called for effective social protection measures for these workers.

Safety and Rights Society said most of the workers killed this year were aged between 21 and 40. The organisation urged the government to ensure decent and safe working conditions through legal reforms and stricter enforcement in line with the ratification of the occupational safety and health conventions of the International Labour Organization, including Conventions 155 and 187.

সংবাদ নিবার ১৯ পৌষ ১৪৩২ Saturday 3 January 2026

# দাদন-ঋণের ফাঁদে দশমিনার জেলেপল্লী

পটুয়াখালীর দশমিনা উপজেলার জেলেপল্লীর মানুষ দাদন আর ব্যাংক-এনজিওর ঋণের চাপে দুঃসহ এক বাস্তবতার মুখোমুখি হয়েছেন। তেঁতুলিয়া ও বুড়াগৌরাঙ্গ নদীতে মাছ ধরতে নেমেও তারা আশানুরূপ মাছ পাচ্ছেন না। অল্প যে মাছ মেলে, তা বিক্রি করে সংসার চালানো আর ঋণের কিস্তি দেয়া বড় দায়। এ নিয়ে সংবাদ-এ বিস্তারিত প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে।

নিষেধাজ্ঞার সময় মাছ ধরা বন্ধ থাকলেও ঋণের কিস্তি বন্ধ থাকে না। সময়মতো কিস্তি দিতে না পারলে নতুন ঋণ পাওয়া যায় না। অনেক জেলে বৈরি আবহাওয়া উপেক্ষা করে নদীতে যান শুধু কিস্তির টাকা জোগাড় করতে। নদী-খাল-বিল থেকে আশানুরূপ মাছও মেলে না অনেক সময়।

দশমিনার উপকূলীয় জেলেপল্লীগুলোতে দাদন ব্যবসায়ীদের চাপ এখন নিত্যদিনের বিষয়। যে কোনো পরিস্থিতিতেই দাদনের টাকা শোধ করতেই হবে। ঋণ-কিস্তি-ঋণ। এই দুষ্টচক্র থেকে জেলেরা বেরোতে পারছেন না।

নিষিদ্ধ জালের অবাধ ব্যবহার, প্রজনন মৌসুমে ডিমওয়ালা মাছ ধরা, কৃষি জমিতে অতিরিক্ত কীটনাশক ব্যবহার এবং মৎস্য আইনের দুর্বল প্রয়োগ প্রভৃতি কারণে প্রাকৃতিক উৎস থেকে মাছ আহোরণ কঠিন হয়ে পড়েছে জেলেদের জন্য। মাছের খামার করার সামর্থ্য রাখেন না অনেকে জেলেই।

জেলেদের এই সংকট থেকে বের করতে সংশ্লিষ্টদের উদ্যোগী হতে হবে। তাৎক্ষণিক ও দীর্ঘমেয়াদি উদ্যোগ নিতে হবে। দাদন ব্যবস্থার লাগাম টানতে হবে। জেলেদের জন্য হয়রানি ছাড়া সহজ শর্তে ঋণ দেয়া যায় কিনা সেটা দেখতে হবে। নিষেধাজ্ঞার সময়ে কিস্তি স্থগিত করা দরকার। দাদন-ঋণের ফাঁদ ভেঙে জেলেদের স্বাভাবিক জীবনে ফেরানো না গেলে দশমিনার জেলেপল্লীর ভবিষ্যৎ আরও অন্ধকারে তলিয়ে যাবে।

সংবাদ ঢাকা : শুক্রবার ২৫ পৌষ ১৪৩২ Dhaka : Friday 9 January 2026

# কৃষিতে নারীর শ্রম, মজুরিতে বৈষম্য

মুন্সীগঞ্জের গজারিয়ায় কৃষি কাজে নারীদের অংশগ্রহণ বেড়েছে। ঘরের কাজের পাশাপাশি তারা মাঠের কাজেও নিয়মিত শ্রম দিচ্ছেন। ধানের বীজ রোপণ, সার প্রয়োগ, আগাছা দমন, কীটনাশক ছিটানো, ধান কাটা ও মাড়াই–সব পর্যায়েই নারীদের উপস্থিতি চোখে পড়ে। অনেকে আবার বাড়ির আশপাশে অনাবাদি জমিতে শাকসবজি ও ফলমূল আবাদ করে পরিবারের আয়ে বাড়তি অবদান রাখছেন।

সমস্যা হলো, কৃষি কাজে নারীদের চাহিদা থাকলেও পারিশ্রমিকের ক্ষেত্রে বৈষম্য রয়ে গেছে। সংবাদ-এ প্রকাশিত একটি প্রতিবেদন থেকে জানা যাচ্ছে, একই ধরনের কাজ ও একই সময় শ্রম দিলেও পুরুষ শ্রমিক যেখানে ৫০০ টাকা মজুরি পান, সেখানে নারী শ্রমিকরা পান ৩০০ থেকে সাড়ে ৩৫০ টাকা। কাজের সময় ও সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রেও তারা সমান আচরণ পান না বলে অভিযোগ রয়েছে। মৌসুমি কৃষিকাজে নারীদের কাজের সুযোগ সীমিত থাকায় অনেক সময় তারা কম মজুরিতেও কাজ করতে বাধ্য হন।

সরকারি সহায়তার ক্ষেত্রেও বৈষম্যের অভিযোগ রয়েছে। কৃষি উপকরণ, সারবীজ, কৃষক কার্ড ও ঋণ সুবিধার বড় অংশ এখনও পুরুষ কৃষকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ। ফলে মাঠে সক্রিয় ভূমিকা থাকা সত্ত্বেও নারী কৃষকরা প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি ও সহায়তা থেকে বঞ্চিত হন।

স্থানীয় জমির মালিকরা স্বীকার করছেন, নারী শ্রমিকরা কাজে মনোযোগী ও দায়িত্বশীল। আবার এলাকাভেদে পুরুষ শ্রমিকের সংকট থাকায় কৃষিকাজ সচল রাখতে নারীদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এই প্রেক্ষাপটে সমান কাজের জন্য সমান মজুরি এবং সমান সুযোগ নিশ্চিত করা শুধু ন্যায়সংগতই নয়, কৃষির স্থায়িত্বের জন্যও প্রয়োজনীয়।

এটি ইতিবাচক বিষয় যে, কৃষিতে নারীর অংশগ্রহণ বাড়ছে। তবে এই পরিবর্তন টেকসই করতে হলে মজুরি বৈষম্য দূর করা অত্যন্ত জরুরি। পাশাপশি সরকারি সুবিধায় নারীদের সমান প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করতে হবে। নারীর ন্যায্য মজুরির প্রশ্নে সামাজিক সচেতনতা বাড়াতে হবে।

NEW AGE
WEDNESDAY, JANUARY 7, 2026

READYMADE GARMENT SECTOR

# Many challenges lie ahead in 2026

**Saddam Hossain**

BANGLADESH'S readymade garment sector is likely to face another challenging year in 2026 amid weak global demand, political uncertainty, banking sector stress, and mounting pressure from least developed country graduation, business leaders and economists said.

They warned that the sector, which struggled throughout 2025 due to tariff shocks and volatility in key export markets, might continue to face headwinds unless political stability was restored through a credible national election and supportive policy measures are taken.

According to data from the Export Promotion Bureau, Bangladesh exported RMG products worth $38.83 billion in 2025, a marginal 0.89 per cent increase from $38.48 billion in 2024.

Despite modest annual growth, exports remained on a negative trajectory from July to December, raising concerns among exporters about the sustainability of growth this year.

During July-November of the 2025-26 financial year, exports to the European Union declined by 1.03 per cent to $7.83 billion, while shipments to the United States grew by only 3.06 per cent to $3.22 billion.

Exports to non-traditional markets also fell by 3.19 per cent to $2.67 billion during the period.

Business leaders said that deteriorating law and order, a fragile banking sector, declining exports, and prolonged stagnation in new investment and job creation added to the sector's woes in 2025.

Mohammad Hatem, president of the Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association, said that both new investment and expansion of existing factories were virtually absent amid political uncertainty and weak law and order.

'There are no signs of improvement in the short term. Restoration of law and order and a credible election could help restore confidence among local entrepreneurs and attract foreign investment,' he said.

Exporters said that many garment manufacturers faced difficulties in opening back-to-back letters of credit due to poor health of the banking sector, while rising non-performing loans — estimated at around 36 per cent of total loans — eroded confidence among depositors and businesses.

'The banking sector is going through a severe crisis and businesses are suffering the most because of it,' Hatem said, adding that urgent reforms were needed.

Shovon Islam, managing director of Sparrow Group, said that international buyers closely monitored political situation in sourcing countries.

'Buyers are currently in a state of observation and caution, particularly regarding the February election,' he stated, noting that a return to political stability could potentially spark a recovery from April to May.

He described 2025 as one of the most challenging years for the RMG sector, comparing it to the shocks experienced during the abolition of the quota system, the Rana Plaza tragedy and the Covid-19 pandemic.

The sector also continues to grapple with the impact of higher US tariffs.

In April 2025, the United States imposed sharply higher reciprocal tariffs on apparel imports from several countries, including Bangladesh, initially raising duties to 37 per cent.

The rate was later reduced to 35 per cent, then to 20 per cent, following negotiations concluded on July 31, 2025.

NEW AGE

SUNDAY, JANUARY 4, 2026

90

# Labour migration 11.54 pc up in 2025

## *KSA absorbs 67pc migrants, destination diversification, skill dev stressed*

**Rashad Ahamad**

LABOUR migration from Bangladesh increased by 11.54 per cent in 2025, compared to 2024, but the overwhelming concentration of the migration to a single destination raised concerns among experts.

Sixty-seven per cent of the total 11, 28,641 workers migrated during 2025 went to the Kingdom of Saudi Arabia, despite years of official rhetoric about market diversification for such workers.

Labour migration analysts described the trend as risky and unsustainable, noting that Saudi Arabia primarily recruited low-skilled construction workers ahead of the preparations for hosting the FIFA World Cup 2034, rather than creating long-term, high-value employment opportunities.

Refugee and Migratory Movements Research Unit founding chair Tasneem Siddiqui said that Bangladesh's migration flow had become dangerously concentrated to a single country.

'Total migration is now focused on Saudi Arabia, which remains largely a destination for unskilled labour. This is not a healthy trend for migration sustainability,' she said.

Echoing the concern, Ovibashi Karmi Unnayan Program chair Shakirul Islam warned that Bangladesh could face serious challenges once Saudi Arabia's infrastructure projects are completed.

'Once the construction phase ends, the scope for low-skilled migration will shrink. Many traditional destinations have already shut or tightened their doors to Bangladeshi workers,' he said, urging the government to urgently explore alternative labour markets.

However, Ministry of Expatriates' Welfare and Overseas Employment additional secretary Ahmadul Haque said that a sudden transition to skilled migration was not realistic.

'Preparing skilled workers requires time, planning, and institutional capacity. While we aim to increase skilled migration, the demand for low-skilled workers can't be ignored,' he said.

He added that only 2.5 per cent of the workers trained at government-run technical training centres for overseas employment actually migrated, claiming that many trained individuals were reluctant to go abroad.

According to the Bureau of Manpower, Employment and Training, 11,28,641 people migrated to 142 countries in 2025. Of them, 61,977 were women, who migrated to 63 countries.

Saudi Arabia alone received 7,52,894 workers, including 44,578 women. Other major destinations included Qatar, which hired 1, 07,486 workers (including 2,319 women), and Singapore around 70,000 workers during the year.

This file photo shows a crowd of workers waiting outside the Hazrat Shahjalal International Airport in the capital.
— New Age photo

In comparison, 10, 11,869 workers migrated in 2024, 13, 05,453 in 2023, and 11, 35,873 in 2022.

A trend analysis shows that while Saudi Arabia has long been Bangladesh's top labour destination, its share reached an unprecedented high in 2025.

The migration to the kingdom accounted for 62 per cent of the total migration in 2024, 38 per cent in 2023, and 54 per cent in 2022.

Tasneem Siddiqui said that although granting voting rights to expatriate Bangladeshis was a positive step for migrant political inclusion, migration governance itself had not improved.

'The sector needs qualitative transformation. Migrated workers remain one of the highest contributors to the national economy through remittance, yet governance reforms have lagged behind,' she said.

P.T.O

কোহিনূর কাদের

THE FINANCIAL EXPRESS January 7, 2026

# Labourers, homeless suffer as Rajshahi records lowest temperature at 7°C

OUR CORRESPONDENT

RAJSHAHI, Jan 06: Day labourers and homeless people have been suffering the most as Rajshahi reeled under an intense cold spell with the temperature dropping to seven degrees Celsius on Tuesday morning.

The biting cold has caused widespread hardship, particularly for low- and middle-income groups.

Despite the harsh weather, day labourers, construction workers, rickshaw-van pullers and auto-rickshaw drivers are compelled to head out early in the morning in search of work, risking their health to earn a living.

The situation is distressing for the city's homeless population. With little or no access to warm clothing, many are seen burning straw, firewood or discarded materials on the sidewalks, bus terminals and railway stations to keep warm. At night, they huddle together in groups, sharing body heat in an effort to survive the biting cold-yet the chill remains relentless.

Abdur Rahim Ali, a day labourer, said the cold has made it almost impossible to work. "Even if there is work, the body doesn't respond. Hands and feet go numb," he said, adding that winter means uncertainty for people like him-uncertainty over whether work will be available at all.

Saiful Islam, another labourer who travels daily from Charghat Upazila to Binodpur area of the city in search of work, echoed similar concerns. "I wear two or three layers of warm clothes, but still the cold pierces through. If I don't work, how will my family survive?" he asked.

Auto-rickshaw driver Sayem Ali said passenger numbers have dropped significantly due to the cold. "People are avoiding going out. Income has fallen, but driving in this freezing weather is extremely painful," he said.

Meanwhile, the sudden fall in temperature has triggered a moderate cold wave, severely disrupting normal life in the northwestern district.

Wrapped in a thick blanket of fog, Rajshahi has remained largely deprived of sunshine for several consecutive days.

From early morning until noon, the cold shows little sign of easing, while icy winds and dense fog continue to paralyse daily activities. Visibility has dropped sharply, leaving the view from the roads hazy and life unusually sluggish.

According to the Rajshahi Meteorological Observatory, the minimum temperature was recorded at seven degrees Celcius at around 6:00 am on Tuesday, marking a fall of three degrees Celsius within just 24 hours. It was the lowest temperature the country recorded this winter.

Meteorologists said the sudden dip has intensified the cold wave conditions across the region.

Children and elderly people have been among those bearing the brunt of the cold most severely.

A visit to different parts of the city revealed a starkly different Rajshahi compared to what it is in other seasons. Streets appeared unusually quiet, with fewer pedestrians than usual. Those who ventured out, did so hurriedly, bundled in layers of warm clothing, yet visibly shivering. Thick fog blurred vision, making even short-distance of travel uncomfortable and risky.

The cold wave has not only affected humans but also animals and birds. Early morning scenes show fewer cattle grazing in open fields, while birds cluster tightly on tree branches to protect themselves from the cold.

Nature itself seems locked in a silent struggle against the winter chill.

Farmers, too, are worried. With sunshine absent for days, agricultural activities are being affected. Dense fog and excessive dew are raising concerns over potential damage to winter crops, including boro rice and seasonal vegetables. Farmers fear that prolonged foggy conditions may hamper normal crop growth.

Weather officials said humidity levels reached nearly 100 per cent, intensifying fog formation and reducing visibility to as low as 600 metres.

Rahidul Islam, acting officer of the Rajshahi Meteorological Department, said the moderate cold wave is the result of a sudden temperature drop and may persist for several more days.

"There is no immediate indication of a significant rise in temperature," he added.

Road transport has also been affected, with vehicles forced to use headlights even during daytime due to poor visibility. Drivers are moving at reduced speeds to avoid accidents, causing traffic congestion on key city roads during the morning hours.

Meanwhile, the district administration has initiated relief efforts to assist cold-stricken people. Rajshahi District Relief and Rehabilitation Officer Abdul Hai Sarkar said the district requires around 55,000 blankets.

"So far, we have received about 32,500 blankets. Procurement of additional blankets worth Tk 3.2 million is currently underway," he said.

anaetru@gmail.com

## Labour

Continued from B1

She also criticised budget cuts in the migration sector, noting that allocation had fallen from Tk 1,200 crore to Tk 800 crore last year.

'Without adequate budgetary support, no sector can grow or modernise,' she said.

Despite growing global demand for women workers in caregiving, nursing, and healthcare, Bangladesh continues to send women migrants mostly as domestic workers to Saudi Arabia and Qatar, and garment workers to Jordan.

In 2025 alone, 10,487 Bangladeshi women migrated to Jordan to work in the apparel sector.

Ahmadul Haque said that the government was working to expand skilled migration to Japan, noting that the country could potentially absorb up to two million foreign workers due to its ageing population.

Although more than 10 lakh people migrate annually, a significant number of them return home prematurely. However, the government does not maintain comprehensive data on returnees, raising further concerns about policy planning and worker reintegration.

Shakirul Islam urged the government to pursue diversification in both destination countries and skill categories, while also strengthening migration governance to reduce excessive migration costs.

THE BUSINESS STANDARD WEDNESDAY 07.01.2026

# A new social contract for workers in Bangladesh

**Bangladesh's growth was built on millions of workers, yet dignity and security remain fragile. The question is no longer if reform is needed, but whether the country will treat workers as partners, not costs**

At dawn in Gazipur, when garment factory lights flicker on and the streets begin to stir, thousands of workers make their way through narrow lanes with lunch boxes in hand and hope that today will be kinder than yesterday.

The workers' lives are built on effort, resilience, and the quiet expectation that tomorrow might offer something better.

Yet for many workers, that promise remains fragile. The question before the country is no longer whether workers deserve more, but whether Bangladesh is prepared to redefine the relationship between labour, business, and the state through a new social contract.

A social contract is not a law alone. It is the shared belief that if workers commit their skills and their time, society will protect their dignity, security, and future. In Bangladesh, that understanding has been stretched thin.

Despite decades of industrial expansion and integration into global markets, many workers still face accidents, illnesses, or job loss. Wages rarely keep pace with living costs. Informal work remains the norm. Safety improvements, while real, remain uneven. This is not simply a labour issue but a question of national values.

The importance of a new social contract becomes clearer when we see through the lens of Environmental, Social, and Governance (ESG) responsibility. While environmental concerns often dominate headlines and governance occupies boardrooms, the "social" pillar rests directly on the lived experience of workers.

Global investors, international brands, and development partners increasingly recognise that labour standards are not peripheral issues but central indicators of sustainable development.

For Bangladesh, the global supply chains heavily depend on human labour. Thus, the social dimension of ESG is not abstract; it is deeply personal.

Workers in Bangladesh have already paid a high price for progress. Tragedies such as Rana Plaza forced the country and the world to confront uncomfortable truths about working conditions, accountability, and the human cost of production.

Since then, improvements in building safety, inspections, and compliance have been substantial, especially in the Ready-Made Garments (RMG) sector.

Yet safety alone does not constitute dignity. True social responsibility requires wages that sustain families, working hours that respect health, contracts that provide security, and voices that are heard rather than managed.

A new social contract would require a shift in mindset. Instead of viewing labour merely as a cost to be minimised, it must be understood as a partner in value creation. When workers feel protected and valued, everyone benefits. Productivity rises, loyalty deepens, and innovation follows.

But this does not happen by accident. Employers must go beyond basic compliance and invest in their workers' well-being. Governments must act before crises hit – not after workers have already paid the price.

Fair pay is a prerequisite for the new social contract. Many workers are squeezed between rising living costs and stagnant pay. Minimum wage adjustments often happen late and rarely reflect actual living expenses.

A new social contract would acknowledge that a living wage is not a privilege but a foundation of social stability. This does not imply ignoring business realities, but it demands collaborative wage-setting mechanisms that reflect both productivity and human need.

Employment guarantee is equally critical. The economy is vastly dominated by informal work, leaving millions without contracts, health coverage, or pensions. These workers power transport systems, farms, households, and small enterprises, yet remain invisible in policy frameworks.

Integrating informal workers into social protection systems is one of the greatest challenges as well as one of the greatest opportunities for Bangladesh's development. Without it, inequality will continue to widen, undermining social cohesion.

Workplace safety, though improved in export-oriented industries, remains dangerously uneven in many other sectors. On construction sites, in shipbreaking yards, brick kilns, and on the roads, workers still face serious risks every single day.

Too often, injuries that could have been prevented are brushed aside as accidents when, in reality, they reflect failures of management, weak oversight, and a lack of care.

A real social contract would not treat safety rules as paperwork or an inconvenience, but as a basic moral duty owed to every person who shows up for work.

Education and skills development are also part of this new agreement. A society that invests in lifelong learning strengthens its economy.

Workers who can upgrade their skills are not merely employable but are empowered. Therefore, workers need continuous opportunities to adapt as automation and digitalisation reshape industries.

Business leaders have a major role to play in making this new social contract real. Bangladeshi companies are now more connected to global markets than ever, working with international buyers and investors who are paying close attention to labour standards and transparency.

This pressure, if handled well, can become a powerful force for positive change. Companies that invest in worker training, fair wages, safe conditions, and employee representation do not merely meet standards but build resilience.

Such companies are better positioned to attract responsible investment, retain skilled labour, and navigate global market shifts.

Besides, regulatory enforcement must be consistent and insulated from political influence I SEE PAGE 14 COL 1

**Workers must have a seat at the table when decisions affect their livelihoods. Social dialogue between government, employers, and workers should not be a procedural formality. It should be the heartbeat of a functioning social contract.**

NEW AGE
THURSDAY, JANUARY 8, 2026,

# Labour migration became complex in 2025: RMMRU

## *Female migration falls, syndicates active, unskilled workers dominate*

**Staff Correspondent**

LABOUR migration from Bangladesh became more complex in 2025 due to weak governance, persistent dominance of recruitment syndicates, high migration costs and a rise in unskilled and undocumented migration, said a report on the state of overseas migration.

The Refugee and Migratory Movements Research Unit launched the report at the National Press Club in Dhaka city on Wednesday when it said that although overall overseas migration increased by 12 per cent in 2025 than the last year, but female migration sharply declined.

In 2025, total 11,30,757 people migrated from Bangladesh, but only 62,317 of them—about 5.5 per cent—were women, the report noted, citing data from the Bureau of Manpower Employment and Training.

Women accounted for around 16 per cent of total overseas migration between 2015 and 2019, as female labour migration gradually increased over the previous two and a half decades since 1991, when women workers from Bangladesh began going abroad officially.

RMMRU founding chair and Dhaka University professor Tasneem Siddiqui said that the quality of migration remained a major concern, as the majority of workers continued to migrate in low-skilled categories.

She said that only about 30 per cent of migrants belonged to skilled or professional categories, urging the government to prioritise skills development and impose discipline on the recruitment system.

Tasneem Siddiqui also called for a systematic reduction in the number of recruiting agencies, noting that Bangladesh currently had around 2,600 licensed agencies, many of which were owned by the same families under different names.

Bangladesh currently had the highest number of recruiting agencies in South Asia, while India allowed 192 agencies, Pakistan 464, Nepal 416 and Sri Lanka 248, she mentioned.

'Political affiliation of recruiting agents must be controlled,' she said, adding that recruiting licences held by lawmakers should be suspended during their tenure as Member of Parliament to avoid conflict of interest.

Ekushey Padak-winning photographer and Drik managing director Shahidul Alam said that migrant workers were often treated merely as statistics rather than as human beings.

'We must value migrant workers not as numbers but as people who make enormous sacrifices for the country,' he said.

The RMMRU in its concern further said that while the government maintained records of outgoing migrant workers, there were significant gaps in providing support to workers facing difficulties abroad, as well as in reintegrating returnee migrants.

The organisation placed 13 recommendations to improve migration governance.

Its recommendations include upgrading the BMET to a full directorate with multiple departments; creating a separate cadre service for the Ministry of Expatriates' Welfare and Overseas Employment; ensuring proper use of the Wage Earners' Welfare Board fund; allocating at least 1 per cent of the national budget to the migration sector; and modernising training centres to match global labour market demand.

Despite repeated policy commitments, migration destinations remain highly concentrated, with about 90 per cent of migrants going to just five countries, of which the Kingdom of Saudi Arabia alone took in 67 per cent Bangladeshi migrant workers in 2025.

Worker sourcing also remained geographically concentrated, with migrants originating from fewer than a dozen districts including Cumilla, Brahmanbaria, Dhaka, Tangail, Noakhali, Kishoreganj out of the country's 64 districts.

Having said that granting voting rights to expatriate Bangladeshis was a positive step, Tasneem Siddiqui mentioned that the recent labour agreement between Bangladesh and Japan was another encouraging development.

However, she warned that recruitment rackets, particularly linked to the Malaysian labour market, might become active again if strong regulatory oversight was not ensured.

দেশ রূপান্তর
বুধবার, ২৮ জানুয়ারি ২০২৬,

# ভোটের ছুটি নিয়ে মালিক শ্রমিক মতানৈক্য

**আয়েন উদ্দীন**

দেশের শিল্পাঞ্চলে জাতীয় নির্বাচন ও গণভোট উপলক্ষে টানা চার দিনের ছুটির প্রস্তাব উৎপাদন এবং রপ্তানিতে নেতিবাচক প্রভাব পড়ার আশঙ্কা প্রকাশ করছেন শিল্পমালিকরা। এ জন্য শুধু ভোটের দিন সাধারণ ছুটি ঘোষণা অথবা ১০ ও ১১ ফেব্রুয়ারি ছুটি সাপ্তাহিক বা বার্ষিক ছুটির সঙ্গে সমন্বয়ের প্রস্তাব দিয়েছেন তারা। আর শ্রমিক নেতারা বলছেন, সরকার শুধু মালিকদের সুবিধা দেখলে হবে না, শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকারের দিকে খেয়াল রাখতে হবে।

শ্রম আইন বিশেষজ্ঞ ও শ্রমিক নেতারা বলছেন, সরকারের ঘোষিত সাধারণ ছুটি সব খাত ও অঞ্চলের শ্রমিকদের জন্য প্রযোজ্য ও বাধ্যতামূলক। শিল্পাঞ্চলের শ্রমিক কিংবা শিল্পাঞ্চলের বাইরে শ্রমিক– সাধারণ ছুটির ক্ষেত্রে এমন কোনো ধারা নেই। এই পরিস্থিতিতে আগামী ২৯ জানুয়ারি সরকার, শ্রমিক ও মালিক প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত ত্রিপক্ষীয় পরামর্শ পরিষদ (টিসিসি) সভা হওয়ার কথা রয়েছে।

গত রবিবার আসন্ন ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচন ও গণভোট উপলক্ষে আগামী ১১ ও ১২ ফেব্রুয়ারি দুই দিন নির্বাহী আদেশে সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সরকারি ছুটি ঘোষণা করে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়। পাশাপাশি শিল্পাঞ্চলের শ্রমিক ও কর্মচারীদের জন্য আগামী ১০ ফেব্রুয়ারি বিশেষ ছুটি দেওয়া হয়েছে। ফলে শিল্পাঞ্চলে টানা তিন দিন ছুটি নির্বাচনী ছুটি থাকছে।

**শিল্পাঞ্চল**

**সমাধানে ২৯ জানুয়ারি ত্রিপক্ষীয় বৈঠক**

বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশনের (বিইএফ) সভাপতি ফজলে শামীম এহসান দেশ রূপান্তরকে বলেন, সরকারের সাধারণ ছুটির আওতায় তৈরি পোশাকশিল্প পড়ে না। অর্থাৎ আইনে শিল্পাঞ্চলের কথা বলা হয়েছে। তেজগাঁও, সাভার, নারায়ণগঞ্জ ও কুমিল্লা শিল্পাঞ্চলের শ্রমিকদের জন্য এ ছুটি কার্যকর হবে। এখন আমাদের বিষয়ে অনেকে অপপ্রচার করছেন, আমরা শ্রমিকদের অধিকার রক্ষা করছি না। এটা সঠিক নয়। এর সমাধানে আমরা মন্ত্রণালয়কে চিঠি দিয়েছি। আগামী ২৯ জানুয়ারি টিসিসি সভা (সরকার, শ্রমিক ও মালিক প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত ত্রিপক্ষীয় পরামর্শ পরিষদ) হবে। সেখানে বিষয়টি চূড়ান্ত হবে। তবে, আমরা শ্রমিকদের ছুটির জন্য আগ্রহী। কারণ শ্রমিকদের কারখানায় আটকিয়ে রাখার কোনো ইচ্ছা আমাদের নেই। আমরা চাই, যে সময় ছুটি থাকবে, পরবর্তী সময়ে বা ছুটির আগে সমন্বয় করে নিতে। আমাদের শ্রমিক ভাই-বোনরা জাতীয় নির্বাচনে তাদের প্রতিনিধি নির্বাচিত

NEW AGE
TUESDAY, JANUARY 6, 2026,

# Rising workplace fatalities expose systemic failure

Deaths and injuries of hundreds of workers in workplace accidents every year expose a systemic failure that amounts to criminal negligence. When hardly a day goes by without such accidents claiming workers' lives, the government and employers appear nonchalant about the issue, which is one of the main reasons Bangladesh is considered one of the worst countries in terms of worker safety. A Safety and Rights Society report says that at least 802 workers died and many more became injured in 713 workplace accidents in 2025. The figure is higher than that in 2024, when 758 workers died in 639 accidents. The report, based on news published in newspapers, however, does not present a complete picture as many workplace accidents remain unreported or under-reported. As in previous years, the transport sector recorded the highest fatalities, totalling 385, while 145 were killed in workshops, gas and electric supply establishments and 120 were killed in construction, among others. The survey finds that the highest number of 479 workers died in road accidents.

Besides, at least 96 workers died by electrocution, 78 by lightning strikes, 50 after falling from heights or scaffolding while 28 died by drowning, 25 were hit by or crushed under heavy or solid objects, 20 were killed in fire and explosions. The collapse of soil, hills, bridges, buildings, roofs or walls killed 14 and exposure to toxic gases in chemical plants, septic tanks or water tanks killed eight. Occupational safety has for long been a neglected area in Bangladesh. After every major workplace disaster, the authorities routinely come up with promises of action, but these are rarely acted on. Besides unabated workplace accidents, labour rights violations of other kinds are also rampant. All this has made Bangladesh one of the worst countries for workers. The Global Rights Index has ranked Bangladesh among the 10 worst countries for workers for nine consecutive years since 2017. The index has repeatedly identified a severe lack of workplace safety measures as one of the worrying indicators of labour rights violations. What is also concerning is that while there are some safety measures in the formal sector, the informal sector, which employs about 80 per cent of workers, largely lacks safety measures and oversight.

The government must, therefore, seriously address the issues that have contributed to the alarming state of workplace safety. It needs to ensure labour rights and improve legal and policy frameworks, systems and services related to labour rights. The government also investigate workplace accidents, bring negligent employers and authorities to justice and compensate the victims and their families.

THE BUSINESS STANDARD THURSDAY 08.01.2026

# Migrant workers neglected despite record remittance: RMMRU

MIGRATION - BANGLADESH

**TBS REPORT**

State Investment for migration sector is 'alarmingly low' at 0.08% of budget, it says

Despite Bangladesh receiving a record amount of remittances, state investment and budget allocation for migrant workers remain alarmingly low, according to migration expert Tasneem Siddiqui, acting executive director of the Refugee and Migratory Movement Research Unit (RMMRU).

Presenting the RMMRU report titled "The Dynamics of Labour Migration 2025 from Bangladesh: Achievements and Challenges" at the National Press Club yesterday, Siddiqui stated that Bangladesh received $32.82 billion in remittances from January to December 2025, which is the highest ever and about 22% higher than the previous year.

"Yet, only 0.08% of the total national budget is allocated to the migration sector. This is not only unfortunate, but it is also shameful," she added.

Siddiqui noted that for years, researchers and civil society organisations have been demanding the migration budget be increased to at least 1% of the national budget – a recommendation also mentioned in the government's White Paper – but it has not been implemented.

Worryingly, the RMMRU report shows state investment is declining as remittance earnings rise; the allocation for the expatriates' welfare and employment ministry was reduced from around Tk1,200 crore in the previous fiscal year to about Tk800 crore in the current year.

Calling the budget cut an example of a lack of state priority, Siddiqui said, "A child who does not cry is not given milk. The same is happening with migrant workers – the greater their contribution, the less attention they receive from the state."

**Skills crisis and lack of priority**

Siddiqui called the budget cut an example of a lack of state priority, arguing that the budget shortage makes meaningful structural reforms in skills development impossible. Government training centres are currently able to train less than one-third of their capacity due to the lack of modern equipment and trainers, she said.

ঢাকা : শুক্রবার ২৫ পৌষ ১৪৩২
Dhaka : Friday 9 January 2026
সংবাদ

# গাইবান্ধায় ধুঁকছে বিসিক শিল্পনগরী কর্মসংস্থানহীন লাখো মানুষ

আফতাব হোসেন, গাইবান্ধা

উত্তরাঞ্চলের জেলা গাইবান্ধার অর্থনীতির আকাশে দীর্ঘ সাড়ে তিন দশক ধরে শিল্পায়নের কালো মেঘ জমে আছে। কৃষিপ্রধান এই জনপদে ভারী শিল্পকারখানা না থাকা এবং বিসিক শিল্পনগরীর বেহাল দশার কারণে কর্মসংস্থানহীন হয়ে পড়েছে লাখ লাখ তরুণ। স্থানীয়ভাবে কাজের সুযোগ না থাকায় জেলাজুড়ে দারিদ্র্যের হার কমছে না, বরং কর্মহীন মানুষ বাধ্য হয়ে পাড়ি জমাচ্ছে অন্য জেলায়।

এক স্থবিরতার প্রতিচ্ছবি গাইবান্ধা বিসিকের তথ্যমতে, ১৯৮৭ সালে জেলা সদরের ধানঘড়া এলাকায় ১৫ একর জমির ওপর এই শিল্পনগরীর যাত্রা শুরু হয়। ১৯৯৮ সালে কার্যক্রম শুরু হলেও আজ ৩৫ বছর পর চিত্রটি অত্যন্ত হতাশাজনক।

বিসিকে মোট ১০৫টি প্লট রয়েছে, যার সবকটি বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। অথচ সরেজমিনে দেখা গেছে, ৩৫ শতাংশ প্লটে আজ পর্যন্ত কোনো কারখানা গড়ে ওঠেনি। অনেক উদ্যোক্তা প্লট দখল করে রাখলেও উৎপাদনে যাননি।

৫৩টি শিল্প ইউনিটের মধ্যে প্রায় ২১টি ইউনিট লোকসান ও নানা সংকটে বহু বছর ধরে বন্ধ রয়েছে। বর্তমানে হাতেগোনা কয়েকটি সরিষার তেলের মিল ও ক্ষুদ্র কারখানা কোনোমতে টিকে আছে।

শিল্পনগরীর ভেতরে চলাচলের রাস্তাগুলোর পিচ উঠে বড় বড় গর্তের সৃষ্টি হয়েছে। ড্রেনেজ ব্যবস্থা অকার্যকর হওয়ায় সামান্য বৃষ্টিতেই হাঁটুসমান পানি জমে। এছাড়া সীমানা প্রাচীর না থাকায় বিসিক এলাকা এখন অনেকটাই অরক্ষিত।

এদিকে, ভারী শিল্পের হাহাকার ও বন্ধ চিনিকল গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে অবস্থিত ঐতিহ্যবাহী রংপুর চিনিকলটি ২০২০ সাল থেকে উৎপাদন বন্ধ করে আছে। এর ফলে কেবল হাজার হাজার শ্রমিকই বেকার হননি, বিপাকে পড়েছেন ৫০ হাজার আখচাষিও। জেলায় বিকল্প কোনো ভারী শিল্প না থাকায় কৃষিপণ্য সংরক্ষণের সুযোগ নেই। ফলে ভুট্টার জেলা হিসেবে পরিচিত গাইবান্ধার কৃষকরা তাদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন।

স্থানীয় ব্যবসায়ীদের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল পাইপলাইনের মাধ্যমে প্রাকৃতিক গ্যাস সংযোগ। বগুড়া থেকে রংপুর পর্যন্ত গ্যাস লাইন গাইবান্ধার ওপর দিয়ে গেলেও, এই জেলায় কোনো পয়েন্ট বা স্টেশন রাখা হয়নি। গাইবান্ধা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির সভাপতি বলেন, গ্যাস না থাকায় বড় উদ্যোক্তারা এখানে বিনিয়োগ করতে সাহস পাচ্ছেন না। অথচ গ্যাস থাকলে এখানে টেক্সটাইল বা এগ্রো-বেজড বড় শিল্প গড়ে তোলা সম্ভব ছিল।

দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র ও অভিবাসন শিল্পায়নের এই বন্ধ্যাত্বের সরাসরি প্রভাব পড়ছে জেলার দারিদ্র্য পরিস্থিতির ওপর। স্থানীয় কর্মসংস্থান না থাকায় সিজনাল মঙ্গা, বিশেষ করে আশ্বিন-কার্তিক মাসে কৃষি কাজ না থাকায় প্রান্তিক পরিবারগুলোতে এখনো খাদ্যাভাব দেখা দেয়।

জেলার সাঘাটা, সদর, ফুলছড়ি ও সুন্দরগঞ্জ উপজেলার চরাঞ্চলের বিশাল জনগোষ্ঠী এখন রাজধানীমুখী। বেঁচে থাকার তাগিদে তারা রিকশা চালনা বা পোশাক কারখানায় স্বল্প মজুরিতে কাজ করছে। শিক্ষিত যুবকরা নিজ জেলায় কাজের সুযোগ না পেয়ে হতাশায় নিমজ্জিত হচ্ছেন।

উদ্যোক্তা মাহবুবা বেগম বলেন, আমরা বিসিকে জায়গা চাইলেও পাই না, কারণ প্রভাবশালীরা প্লট নিয়ে ফেলে রেখেছে। এদের লিজ বাতিল করে প্রকৃত ব্যবসায়ীদের জায়গা দেয়া হলে অন্তত কিছু মানুষের কর্মসংস্থান হতো।

সম্ভাবনার আলো যেখানে তবে আশার কথা হলো, গোবিন্দগঞ্জে বন্ধ চিনিকলের জমিতে একটি ইপিজেড (রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল) স্থাপনের পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। এটি বাস্তবায়িত হলে প্রায় ২ লাখ মানুষের কর্মসংস্থান হতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। গোবিন্দগঞ্জের নাট্যকর্মী গোপাল মোহন্ত জানান গাইবান্ধায় ইপিজেড স্থাপন হলে দারিদ্রতার বৃত্ত থেকে জেলা বের হতে পারবে।

এছাড়া গোবিন্দগঞ্জের কোচাশহরের ক্ষুদ্র হোঁসিয়ারি শিল্পকে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা দিলে এটি একটি বড় কুটির শিল্পে রূপ নিতে পারে।

বিসিক গাইবান্ধায় জিইউকে সুপার টেস্টি ফুড প্রোডাক্টস-এর ব্যবস্থাপক অখিল চন্দ্র বর্মন জানান, বিসিক-এর অভ্যন্তরে অত্যন্ত নাজুক অবস্থা। রাস্তাঘাট, ড্রেনেজ, নিরাপত্তা কোনটিই নাই। নিজেদের ব্যবস্থাপনায় চালাতে হচ্ছে।

উন্নয়ন গবেষক ও গণউন্নয়ন কেন্দ্রের নির্বাহী প্রধান এম. আবদুস সালাম জানান, গাইবান্ধাকে দারিদ্র্যমুক্ত করতে হলে বিসিকের বরাদ্দকৃত কিন্তু অব্যবহৃত প্লটগুলোর লিজ দ্রুত বাতিল করে নতুন উদ্যোক্তাদের দিতে হবে। জেলায় জরুরিভিত্তিতে গ্যাস সংযোগ নিশ্চিত করার পাশাপাশি কৃষিভিত্তিক প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প স্থাপনে বিশেষ ঋণ সুবিধা দিতে হবে।

শিল্পায়নের চাকা সচল না হলে গাইবান্ধার ২৫ লাখ মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি কেবল কাগজে-কলমেই সীমাবদ্ধ থাকবে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।

সংবাদ
Dhaka : Thursday 8 January 2026

# গজারিয়ায় মজুরি বৈষ্যমের শিকার হচ্ছেন নারী কৃষি শ্রমিকরা

প্রতিনিধি, গজারিয়া (মুন্সীগঞ্জ)

গজারিয়া উপজেলায় কৃষি কাজে নারীর অংশগ্রহণ দিন দিন বেড়েই চলেছে। ঘরের কাজের পাশাপাশি কৃষি কাজেও পুরুষের সাথে সমানতালে শ্রম দিচ্ছেন নারীরা।

কৃষি কাজে নারী শ্রমিকদের চাহিদা থাকলেও পারিশ্রমিকের দিক বিবেচনায় এখনও বৈষম্যের শিকার হচ্ছেন নারী শ্রমিকরা।

সূত্রমতে, আবহমান কাল ধরে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে গ্রামীণ জনপদে কৃষি কাজে গ্রামীণ নারীদের অংশ গ্রহন ছিল। নারী কৃষি শ্রমিকেরা প্রত্যক্ষভাবে পুরুষের সমান মাঠে কৃষিকাজে অংশ গ্রহন করলেও মজুরী বৈষম্যের শিকার হচ্ছেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

সরেজমিনে দেখা গেছে, ফসলের ক্ষেতে ধানের বীজ রোপণ করা থেকে শুরু করে সার দেওয়া, আগাছা দমন, কীটনাশক ছিটানো, ধান কাটা মাড়াই,রবিশস্য উৎপাদন কাজ করছেন নারী শ্রমিকরা। অনেকেই আবার বাড়ির পাশে বা উঠানে অনাবাদি জায়গায় শাক-সবজি, ফল-ফলাদির আবাদ করে সংসারে বাড়তি রোজগারের পথ খুঁজে নিয়েছেন।

তবে এসব নারী শ্রমিকদের দাবি, এখনো তারা তাদের শ্রমের ন্যায্য মজুরী বা পারিশ্রমিকসহ কাজের সময় ও সুযোগ সুবিধায় বৈষ্যমের শিকার হচ্ছেন।

সরকারিভাবে কৃষি উপকরণ, সারবীজ, কৃষক কার্ড ও ঋণের বেশিরভাগ সুবিধা পুরুষ কৃষক পেলেও বঞ্চিত হচ্ছেন নারী কৃষকরা।

জমিতে সার প্রয়োগ করছিলেন জমির মালিক, তিনি জানালেন নারী শ্রমিকেরা কাজে ফাঁকি দেন কম কাজ ভালো করেন কিন্তু মজুরী পুরুষের তুলনায় কম। তাই তাদেরকে কাজে নিয়েছি।

শ্রমিক নাজমা জানালেন সারা বছর কৃষি কাজে নারী শ্রমিকদের কাজ থাকে না, আলুসহ রোপন ও রবিশস্য মৌসুমে আমাদের কাজ থাকে, ন্যায্য মজুরী পাই না তবু যা পাই তাই সংসারের কাজে খরচ করতে পারি। তাদের দাবী, সকাল সাড়ে আটটা থেকে বিকাল ৪/৫ পর্যন্ত সময়ে কাজ করে সেখানে পুরুষ শ্রমিকের মজুরী ৫০০ টাকা তারা মজুরী পায় তিন থেকে সাড়ে তিনশ টাকা।

নারী শ্রমিকদের কাজের বিষয়ে মহাজন শেখ হাবিবুর রহমান মেম্বার বলেন মহিলারা কাজে ফাঁকি দেয় না এদেরকে কাজের বিষয় বুঝিয়ে দিলে তারা ভালো কাজ করে, এলাকায় পুরুষ শ্রমিক তেমন পাওয়া যাচ্ছে না এরা আছে বলে কৃষি কাজে সমস্যা হচ্ছে না নতুবা কৃষি কাজে সমস্যা হতো। নারীর সমঅধিকার ও সমমূল্যায়নের বিষয়টি নিশ্চিত করতে সরকারের পাশাপাশি সমাজের সকলকে সচেতন হতে হবে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

সংবাদ
ঢাকা : শুক্রবার ২৫ পৌষ ১৪৩২
Dhaka : Friday 9 January 2026

# কনকনে শীতে দুর্ভোগে শ্রীমঙ্গলের চা-শ্রমিকরা, তাপমাত্রা ৭ ডিগ্রি

প্রতিনিধি, শ্রীমঙ্গল

সারাদেশের মতো শ্রীমঙ্গলেও জেঁকে বসেছে তীব্র শীত। কনকনে ঠাণ্ডায় কাঁপছে চায়ের রাজধানী ও পর্যটন নগরী, দেশ-বিদেশে পরিচিত কসমোপলিটন শহর শ্রীমঙ্গল। ভোরের আলো ফোটার আগেই হিমেল হাওয়ার তীব্রতায় নিঃশব্দ হয়ে পড়ে পুরো জনপদ, বিপর্যস্ত হয়ে ওঠে স্বাভাবিক জনজীবন। গত বৃহস্পতিবার ভোর ৬টায় শ্রীমঙ্গল উপজেলা আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রে ৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে, যা চলতি মৌসুমে এ অঞ্চলের সর্বনিম্ন। শীতের এমন দাপটে সবচেয়ে বেশি ভোগান্তিতে পড়েছেন ছিন্নমূল, দরিদ্র ও খেটে খাওয়া মানুষ।

শ্রীমঙ্গল যেন শীতকে অন্যভাবেই অনুভব করে। চারদিকে হাওর, পাহাড়, বনাঞ্চল ও বিস্তীর্ণ চা বাগানঘেরা এই উপজেলা ভৌগোলিকভাবেই শীতপ্রবণ। টিলা ও উঁচু পাহাড়ি বনাঞ্চল রাতে দ্রুত তাপ বিকিরণ ঘটায়, ফলে সূর্যাস্তের পরপরই তাপমাত্রা দ্রুত নেমে যায়। দিনের বেলায়ও ঘন কুয়াশার কারণে সূর্যের আলো ঠিকমতো পৌঁছাতে পারে না। গত এক সপ্তাহ ধরে সূর্যের দেখা মিলছে খুব কম বা ক্ষণিকের জন্য উঁকি দিলেও দ্রুতই তা কুয়াশার আড়ালে হারিয়ে যাচ্ছে।

এ অঞ্চলের হাওর ও জলাভূমিও শীতের তীব্রতা বাড়াতে বড় ভূমিকা রাখছে। জলাভূমির ওপর দিয়ে বয়ে আসা ঠাণ্ডা বাতাস ও রাতভর জমে থাকা আর্দ্রতা মিলেমিশে সৃষ্টি করছে ঘন কুয়াশা। সন্ধ্যা নামলেই চা বাগান ও হাওর এলাকা ঢেকে যাচ্ছে কুয়াশার চাদরে। ভোর পর্যন্ত সেই কুয়াশা না কাটায় রাস্তা-ঘাটে দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে পড়ছে, দুর্ভোগে পড়ছে যানবাহন চলাচল।

চা-বাগান অধ্যুষিত শ্রীমঙ্গলে খোলা বিস্তীর্ণ ভূমি ও সারি সারি গাছের ফাঁক দিয়ে শীতল বাতাস বাধাহীনভাবে প্রবাহিত হয়। ফলে শীতের কামড় এখানে তুলনামূলক বেশি অনুভূত হয়। পাহাড় ও বনাঞ্চল দিনে যেমন সূর্যের আলো আংশিকভাবে আটকে দেয়, রাতে তেমনই ঠাণ্ডা বাতাস ধরে রেখে দীর্ঘ সময় তাপমাত্রা নিচে নামিয়ে রাখে। এসব প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য মিলেই শ্রীমঙ্গলকে দেশের অন্যতম শীতল অঞ্চল হিসেবে পরিচিত করেছে।

এই শীত সবচেয়ে কঠিন হয়ে উঠেছে শ্রমজীবী মানুষ, চা শ্রমিক ও পথশিশুদের জন্য। ভোরের কনকনে ঠাণ্ডায় কাজে বের হতে গিয়ে তারা পড়ছেন চরম দুর্ভোগে। অনেককে দেখা যাচ্ছে আগুন জ্বালিয়ে কিংবা পুরনো ও পাতলা কাপড় গায়ে জড়িয়ে কোনোমতে দিন পার করতে। পর্যাপ্ত শীতবস্ত্রের অভাবে ঠাণ্ডাজনিত রোগের ঝুঁকিও বাড়ছে।

উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশের ইতিহাসে শ্রীমঙ্গল একটি শীতলতম স্থান হিসেবে পরিচিত। আবহাওয়া অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, ১৯৬৪ সালে এখানে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছিল ৩ দশমিক ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এর চার বছর পর, ১৯৬৮ সালে সেই রেকর্ড ভেঙে তাপমাত্রা নেমে আসে ২ দশমিক ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসে, যা দেশের ইতিহাসে অন্যতম সর্বনিম্ন।

প্রকৃতির অপার সৌন্দর্যের জন্য খ্যাত শ্রীমঙ্গল শীতে হয়ে ওঠে আরও নিঃশব্দ ও স্থির। কুয়াশায় মোড়া চা বাগান, পাহাড়ি বন আর হাওরের জলরাশি একদিকে যেমন সৃষ্টি করে মনোমুগ্ধকর দৃশ্য, অন্যদিকে তেমনি এই ৭ ডিগ্রির শীত মানুষের জীবনে ডেকে আনছে কঠিন বাস্তবতা।

**গাইবান্ধায় জনজীবন বিপর্যস্ত**

**প্রতিনিধি, গাইবান্ধা** জানান, উত্তরের জেলা গাইবান্ধায় জেঁকে বসেছে হাড় কাঁপানো শীত। জেলাজুড়ে বইছে মৃদু শৈত্যপ্রবাহ। ঘন কুয়াশা আর হিমেল হাওয়ায় এ অঞ্চলের স্বাভাবিক জনজীবন পুরোপুরি বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। শীতজনিত কারণে গত ২৪ ঘণ্টায় গাইবান্ধা জেলায় শিশু ও বৃদ্ধসহ ৫ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে ৯টায় গাইবান্ধা জেলায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ১০ ডিগ্রি সেলসিয়াস। স্থানীয় আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে, জেলাজুড়ে মৃদু শৈত্যপ্রবাহ বইছে এবং এই অবস্থা আরও কয়েকদিন অব্যাহত থাকতে পারে। গত প্রায় তিন সপ্তাহ ধরে এই জনপদে ঘন কুয়াশার চাদরে ঢাকা থাকায় দুপুর পর্যন্ত সূর্যের আলো মাটিতে পৌঁছাতে পারছে না। এর সঙ্গে উত্তর দিক থেকে আসা হিমেল হাওয়া শীতের তীব্রতাকে বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে।

তীব্র শীতে সবচেয়ে বেশি বিপাকে পড়েছেন জেলার চরাঞ্চল ও নিম্ন আয়ের মানুষ। কুয়াশার কারণে সড়কগুলোতে হেডলাইট জ্বালিয়ে চলাচল করছে যানবাহন। কনকনে শীত উপেক্ষা করে রিকশাচালক, ভ্যানচালক ও কৃষি শ্রমিকরা কাজের সন্ধানে বের হলেও মিলছে না কাঙ্ক্ষিত আয়। স্থবির হয়ে পড়েছে জেলার স্বাভাবিক কর্মচাঞ্চল্য। শীত থেকে বাঁচতে চরাঞ্চলের মানুষকে খড়কুটো জ্বালিয়ে উষ্ণতা নিতে দেখা গেছে। শীতের প্রকোপ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে শীতজনিত রোগের প্রাদুর্ভাব। জেলা সদরসহ বিভিন্ন হাসপাতালে শিশু ও বয়স্ক রোগীর ভিড় বাড়ছে। এদিকে মৃত্যুর সংবাদে আতঙ্কও বাড়ছে।

সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে শীতবস্ত্র বিতরণ কার্যক্রম শুরুহয়েছে। তবে স্থানীয়দের অভিযোগ, চাহিদার তুলনায় বরাদ্দের পরিমাণ অত্যন্ত কম। বিশেষ করে চরাঞ্চলের হতদরিদ্র মানুষ এখনও পর্যাপ্ত সহায়তা পাননি বলে জানিয়েছেন। গাইবান্ধা জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ২২ হাজার কম্বল বিতরণ করা হয়েছে এবং আরও চাহিদা চেয়ে মন্ত্রণালয়ে আবেদন করা হয়েছে বলে জানা গেছে। বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা গণউন্নয়ন কেন্দ্রের পক্ষ থেকেই শীতার্তদের মাঝে কম্বল বিতরণ করা হচ্ছে। এই সংস্থাটির পক্ষ থেকে ১ হাজার নারী পুরুষের মাঝে কম্বল বিতরণ করা হয়েছে বলে জানান নির্বাহী প্রধান এম আবদুস সালাম।

সরকারি-বেসরকারিভাবে শীতবস্ত্র বিতরণের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেছেন এই অঞ্চলের শীতার্ত মানুষজন।

সমকাল
শনিবার । ১০ জানুয়ারি ২০২৬ ।

# চা-শ্রমিকদের বঞ্চনা

রাসেল আহমদ

১৭৫৭ সালে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে এ অঞ্চলে ঔপনিবেশিক শোষণের ভিত্তি রচিত হয়। একই সময়ে ব্রিটেনে শিল্পবিপ্লবের সূচনা হলে কাঁচামাল ও লাভজনক পণ্যের সন্ধানে উপনিবেশগুলোকে ব্যবহার শুরু করে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি। এই প্রেক্ষাপটেই ১৮৪০ থেকে পঞ্চাশের দশকে সিলেট ও আসামে চা-শিল্প গড়ে ওঠে।

একজন শ্রমিকের দৈনিক ন্যূনতম খাদ্য ব্যয়ই কমপক্ষে ২৫০ টাকা। ছয় সদস্যের পরিবারের জন্য প্রয়োজন ১২শ থেকে ১৫শ টাকা। অথচ রেশন, ছুটি ও বাসস্থানের হিসাব জুড়ে দিয়ে মালিকপক্ষ দৈনিক ৫৬০ টাকার বিভ্রান্তিকর প্রচারণা চালাচ্ছে বলে অভিযোগ শ্রমিকদের। প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে তুলনা করলে বৈষম্য আরও স্পষ্ট। ভারতে চা-শ্রমিকদের দৈনিক মজুরি ৩৪০ থেকে ৬৮০ টাকা, শ্রীলঙ্কায় প্রায় ৬৭০ টাকা। বাংলাদেশে যখন গার্মেন্টস শ্রমিকদের বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট এবং সরকারি কর্মচারীদের জন্য নতুন পে কমিশনের উদ্যোগ নেওয়া হয়, তখন চা-শ্রমিকরা ব্যাপক বৈষম্যের শিকার।

চা-বাগানে সরকার বদলায়, বদলায় না শ্রমিকের ভাগ্য। সিলেটের মালিনীছড়া চা-বাগানে শ্রমিকদের সঙ্গে সাম্প্রতিক আলাপে উঠে এসেছে বঞ্চনার দীর্ঘ, করুণ এবং প্রায় অপরিবর্তিত এক ইতিহাস। শ্রমিকদের কথায়, 'সরকার বদলায়, শাসকের নাম বদলায়; কিন্তু চা-শ্রমিকদের জীবনে সুখ আসে না।'

চা-শ্রমিকদের দৈনিক এক হাজার টাকা ন্যূনতম মজুরি ও বার্ষিক ১৫ শতাংশ ইনক্রিমেন্ট কোনো বিলাসী দাবি নয়, এটি বেঁচে থাকার ন্যূনতম শর্ত। চা-শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরির লড়াই কেবল একটি শিল্পের প্রশ্ন নয়; এটি মানবিক মর্যাদা, সাংবিধানিক ন্যায্যতা ও সামাজিক ন্যায়ের প্রশ্ন। শ্রমিকরা ২০২৩ সালে প্রণীত গেজেটকে স্পষ্ট ভাষায় চা-শ্রমিক স্বার্থবিরোধী বলে অভিহিত করছেন। তাদের মতে, এই গেজেট শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার সুরক্ষার বদলে মালিকপক্ষের সুবিধাকেই প্রাধান্য দিয়েছে। ফলে ওই গেজেট বাতিলের দাবিও এখন চা বাগানগুলোতে ক্রমশ জোরালো হচ্ছে।

আরেকটি গভীর উদ্বেগের জায়গা হলো চা বাগানের ভূমি দখল। শ্রমিকদের অভিযোগ চা-শিল্পের নামে প্রাপ্ত ভূমি একের পর এক দখল হয়ে যাচ্ছে।

■ রাসেল আহমদ : সাংবাদিক ও কলাম লেখক
raselahamed1980bk@gmail.com

# Labour compliance challenges

by **Saqeb Mahbub** and **Afrin Sadia Nusrat**

THE interim government in November 2025 passed the Labour (Amendment) Ordinance 2025, bringing about extensive changes in the Labour Act that impact the labour framework. While the reforms are positioned to strengthen worker rights and align with international standards under the International Labour Organisation, its immediate implications for employers are profound and demanding.

The legislation broadens the law's scope, mandates new administrative obligations and significantly enhances enforcement mechanisms. Employers, especially those employing a large number of workers, now face a substantially more complex and high-stake compliance environment.

The labour law is only applicable to those falling within the definition of worker set by the law. As such, only those are able to enjoy the rights provided in the law and also exercise those rights in labour courts. One of the most consequential aspects of the amendment is the expansion of the definition of 'worker' in Section 2(65) of the law.

The previous definition offered broad exclusions, explicitly stating that a worker 'does not include a person mainly in a managerial, administrative [or supervisory] capacity,' meaning that a large category of white-collar employees working in these capacities did not enjoy labour law protection and were governed by employment contracts and company policy. The amendment removes this exclusion from the core definition. The new, more inclusive definition states: '"worker" means any individual, including someone who is undergoing training... who is employed in any establishment or industry... to perform skilled, unskilled, manual, technical, business development, or clerical work as an employee or officer, by whatever designation called....'

The inclusion of 'officer' and the functional category of 'business development' tasks immediately pulls a number of previously exempted white-collar staff into the category of 'worker.' This means that, depending on the type of organisation, a significant number of employees previously excluded from labour law protection are entitled to labour law protection and enforcement mechanisms.

The maternity benefit entitlement has been changed to expand welfare support for female workers. The ordinance has replaced the earlier eight weeks' maternity benefit period with 60 days and extended the total paid leave to 120 days from the date of delivery. The period is the total new paid leave entitlement while the 60 days is the standardised equivalent used to adjust administrative time frame previously specified in weeks. It requires at least six months of service before entitlement and maintains the exclusion where a woman has two or more surviving children although it now refers to the mother as 'mother/parturient."

Payment methods for the maternity benefit are modernised as benefits may now be given in cash, bank deposit or electronic fund transfer and the wage calculation method is simplified, using monthly wages divided by 26n instead of a three months' average.

However, for other core provisions, such as notice requirements, proof of delivery, payment timelines and employer obligations in case of the worker's death, all time frames are adjusted from eight weeks to 60 days. The restriction on job termination during pregnancy and post-delivery also aligns with this sixty days, reflecting the modernisation and digitalisation of procedures without changing the basic protections.

This change primarily impacts employers by requiring them to update all internal human resource manuals, policy documents and reporting software to replace "eight weeks' with 'sixty days' to ensure a full procedural compliance.

The ordinance shifts the balance of industrial power by making it substantially easier for workers in larger establishments to organise and register a trade union. Under the previous requirement, a trade union could only be registered if at least 20 per cent of the workers in the establishment are its members.

The new structure specifies clear numerical ceilings for membership requirements based on the total worker count. As little as 20 workers in an establishment may now jointly apply to register a trade union. However, the union must meet specific membership thresholds based on the total number of workers in the establishment.

The ordinance converts the establishment of a provident fund from an optional provision to a statutory obligation once a minimum threshold of workers is reached, introducing substantial administrative and financial responsibilities for management. The previous provisions were optional and were not triggered until 75 per cent of the workers united to demand its establishment. The new ordinance makes it mandatory for factories and establishments employing 100 or more permanent workers to establish and maintain a provident fund.

The amendment also introduces an option for workers to participate in the national 'Pragati' pension scheme as an alternative to the employer-constituted provident fund. The investment provisions have been simplified, limiting investments to government-approved sectors while the earlier version detailed specific investment categories such as ICB Mutual Fund Certificates or government securities.

A comprehensive framework addressing workplace harassment and discrimination has been introduced, demanding the institutionalisation of internal complaints and compliance committees. The ordinance explicitly mandates equal pay for equal work, prohibiting wage discrimination based on gender or disability.

The responsibilities against violence and harassment at work have been significantly expanded. The previous provision was exclusive to the protection of women. The amendment introduced broad and mandatory duties for the owner, employer and authority to ensure that the workplace environment is not hostile and are required to formulate and implement a workplace policy against violence and harassment which is applicable for everyone.

In addition, the mandatory requirement of the establishment of a 'committee for disposal of complaints on discrimination, violence, and harassment' has been added.

Under the ordinance, the requirement of establishing an alternative dispute resolution authority dedicated to the resolution of individual and collective labour disputes has been added. This authority is mandated to operate on the crucial principles of impartiality and fairness, notwithstanding any other existing laws.

While labour courts retain their statutory jurisdiction, the introduction of a dedicated ADR authority reflects a legislative intent to strengthen pre-adjudicatory dispute resolution mechanisms. The framework is designed to operate alongside, rather than in substitution of labour courts.

The Labour Act (Amendment) Ordinance marks a significant transformation in labour landscape, expanding protections for workers while imposing more rigorous compliance obligations on employers. From broadened worker definitions and enhanced maternity benefits to mandatory social security and equality frameworks, the ordinance modernises labour regulation to align with rising international standards. Employers must now proactively adapt their policies, processes and reporting mechanisms to meet the heightened requirements, ensuring both legal compliance and a fair, safe and inclusive workplace.

*Saqeb Mahbub, a barrister-at-law, is a partner and Afrin Sadia Nusrat is an associate at law firm Mahbub and Company.*

NEW AGE

SUNDAY, JANUARY 11, 2026,

নিউ এজ

ঢাকা : রোববার ২৭ পৌষ ১৪৩২
Dhaka : Sunday 11 January 2026
সংবাদ

# নতুন সরকারের বড় চ্যালেঞ্জ বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান: সিপিডি

অর্থনৈতিক বার্তা পরিবেশক

নির্বাচন-পরবর্তী নতুন সরকারের সামনে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হবে বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান তৈরি গবেষণাপ্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি) এমনটাই মনে করছে। নতুন সরকারের প্রধান কাজ হবে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করা। এখনকার বিনিয়োগ স্থবিরতা নতুন সরকারের জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দেবে। ব্যাংকের উচ্চ সুদহার ও রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার কারণে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ বাড়ছে না বলে অনুষ্ঠানে অভিযোগ করা হয়।

গতকাল ঢাকার ধানমন্ডিতে বেসরকারি গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) নিজস্ব কার্যালয়ে আয়োজিত বাংলাদেশের অর্থনীতি ও নির্বাচনী বাঁকে বহুমাত্রিক ঝুঁকি শীর্ষক সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা হয়। এতে মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন সংস্থাটির নির্বাহী পরিচালক ফাহমিদা খাতুন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন সম্মাননীয় ফেলো মোস্তাফিজুর রহমান ও সিপিডির গবেষণা পরিচালক খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম।

ফাহমিদা খাতুন বলেন, 'বিনিয়োগ না বাড়লে বৈষম্য ও অস্থিরতা বাড়বে। তিনি বলেন, সমাজে যদি ন্যায়সংগত সুযোগ না থাকে, তাহলে একদিকে বৈষম্য তৈরি হয়, অন্যদিকে অস্থিরতা দেখা দেয়। ২০২৪ সালের জুলাইয়ে যে আন্দোলন হয়, তার পেছনেও এই বাস্তবতা কাজ করেছে। বাজারে চাকরি নেই, সরকারি চাকরিই একমাত্র ভরসা, সেখানেও কোটা-সংকট। এর সঙ্গে যুক্ত হয় উচ্চ মূল্যস্ফীতি। সব মিলিয়ে মানুষের জীবনে প্রবল অর্থনৈতিক চাপ তৈরি হয়েছিল।'

ফাহমিদা খাতুন মনে করেন, 'এ বাস্তবতায় অর্থনীতিতে যে বিনিয়োগের ঘাটতি তৈরি হয়েছে, সেখান থেকে আমরা যদি বেরোতে না পারি, তাহলে এই সমস্যাগুলো জিইয়ে থাকবে।'

ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সম্পর্কে ফাহমিদা খাতুন বলেন, 'বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় শক্তি হলো উদ্যমী তরুণ জনগোষ্ঠী। বাংলাদেশ জাতি হিসেবে এখনো তরুণ। মানুষের গড় বয়স মাত্র ২৬ থেকে ২৭ বছর। এই তরুণদের যদি আমরা সঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারি, তাহলেই অর্থনীতিতে গতি ফিরবে।'

ফাহমিদা খাতুন আরও বলেন, 'আমরা এমন এক যুগে বাস করছি,

> গতকাল ঢাকার ধানমন্ডিতে বেসরকারি গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) নিজস্ব কার্যালয়ে আয়োজিত বাংলাদেশের অর্থনীতি ও নির্বাচনী বাঁকে বহুমাত্রিক ঝুঁকি শীর্ষক সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা হয়। এতে মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন সংস্থাটির নির্বাহী পরিচালক ফাহমিদা খাতুন।

যেখানে প্রযুক্তি জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বড় ধরনের পরিবর্তন নিয়ে আসছে। এই পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার সক্ষমতা সবচেয়ে বেশি আছে তরুণদের।'

নির্বাচনী চ্যালেঞ্জ নিয়ে প্রশ্ন করা হলে ফাহমিদা খাতুন বলেন, 'নির্বাচন পরিচালনা ও চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের। আমরা চাই, আগামী নির্বাচন নিরপেক্ষ ও অংশগ্রহণমূলক হোক। অর্থের অপব্যবহার যেন না হয়, সে জন্য নীতিমালা আছে; প্রত্যেক প্রার্থীকে তা মানতে হবে। নির্বাচনে টাকার ছড়াছড়ি যেন না হয়।'

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো নির্বাচন যেন সহিংসতামুক্ত পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়, যাতে মানুষ নির্বিঘ্নে ভোটকেন্দ্রে গিয়ে নিজের ভোট দিতে পারেন। আমরা এমন নির্বাচন দেখতে চাই বলে মন্তব্য করেন ফাহমিদা খাতুন।

সিপিডির সম্মাননীয় ফেলো মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, 'দেশি-বিদেশি ঋণের বোঝা বাড়ছে। জাতীয় বাজেটের প্রধান খাত এখন ঋণের সুদ পরিশোধ। এই চাপ প্রতিনিয়ত বাড়ছে। তাই বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের ফাঁদে পড়তে পারে, এমন ঝুঁকি আছে।

অনুষ্ঠানে আরও বলা হয়, দেশে এডিপি বাস্তবায়নের হার গত ১০ বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন পর্যায়ে রয়েছে। বেসরকারি বিনিয়োগ ঐতিহাসিকভাবে নিচে নেমে গেছে, সাম্প্রতিক সময়ের মধ্যে এটি সর্বনিম্ন। বিদেশি বিনিয়োগও সর্বনিম্ন পর্যায়ে রয়েছে। খাদ্য মূল্যস্ফীতি কিছুটা কমলেও খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি অসহনীয় পর্যায়ে রয়েছে। এ অবস্থায় দেশের ব্যাংক ব্যবস্থার উন্নয়নে অন্তর্বর্তী সরকারের সংস্কার কাজ নির্বাচিত সরকারকেও চালিয়ে যেতে হবে।

নির্বাচিত সরকারকে ব্যাংক খাতের সংস্কার চালিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দিয়ে সিপিডির নির্বাহী পরিচালক বলেন, 'নতুন সরকারের সময়ে সংস্কার কার্যক্রম যেন থেমে না যায়। সংস্কার কাজ চালিয়ে যেতে হবে। প্রয়োজন হলে একীভূত করতে হবে। প্রয়োজন হলে কোনোটি বন্ধ করে দিতে হবে। আমানতকারীদের মধ্যে আস্থা তৈরি করতে হবে। ব্যাংক খাত নিয়ে স্পষ্টভাবে রাজনৈতিক অঙ্গীকার থাকতে হবে। দেশে অর্থনৈতিক গতি মন্থর রয়েছে। এডিপি বাস্তবায়ন গত ১০ বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন। এডিপি বাস্তবায়নের ধীরগতি চিন্তার বিষয়। বেসরকারি বা ব্যক্তিগত বিনিয়োগ ঐতিহাসিকভাবে নিচে নেমে গেছে। সাম্প্রতিক সময়ের মধ্যে এটি সর্বনিম্ন। বিদেশি বিনিয়োগও সর্বনিম্ন পর্যায়ে রয়েছে।'

রাজস্ব বাড়াতে বেশকিছু পরামর্শ দিয়ে সিপিডির নির্বাহী পরিচালক বলেন, 'রাজস্ব বাড়াতে নতুন পথ খুঁজতে হবে। করদাতাদের উৎসাহিত করতে হবে।

অপ্রয়োজনীয় কর ছাড় বাদ দিতে হবে। অবৈধ অর্থপাচার রোধে ব্যবস্থা নিতে হবে। এলডিসির জন্য কর ব্যবস্থা ঢেলে সাজাতে হবে। ব্যাংক থেকে অতিরিক্ত ঋণ নেওয়া যাবে না। প্রকল্প ব্যয়ের খরচ নজরদার রাখতে হবে।'

মূল্যস্ফীতি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'দেশে খাদ্যপণ্যের দাম কেন কমছে না? বিশ্বের সঙ্গে ফারাক রয়েছে। চালের সঙ্গে মূল্যস্ফীতির সম্পর্ক রয়েছে। তথ্য বলছে, চালের চাহিদার চেয়ে দেশে উৎপাদন বেশি রয়েছে। বিশ্বে চালের দাম কমলেও বাংলাদেশে কমেনি।

দেশে বিক্রেতারা সবচেয়ে বেশি লাভ করছেন আলু, পেঁয়াজ, কাঁচামরিচ, বেগুন, মাছ, মাংস-এসবে। এখানে মধ্যস্বত্বভোগী থাকে। কিন্তু চালের ক্ষেত্রে তেমন লাভ হয় না।' সংবাদ সম্মেলনে সিপিডির বিভিন্ন পর্যায়ের গবেষকেরা উপস্থিত ছিলেন।

ক্যান্টিন কাণ্ড

বুধবার, জানুয়ারি ১৪, ২০২৬ ■ পৌষ ৩০, ১৪৩২ বণিকবার্তা

### এলপিজিতে চলে ৮০ শতাংশের ব্যবসা

# দাম সহনীয় না হলে রেস্তোরাঁ বন্ধের পরিকল্পনা, বিপাকে পড়ার শঙ্কায় ৩০ লাখ কর্মী

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

দেশে হোটেল ও রেস্তোরাঁর সংখ্যা ৪ লাখ ৩৬ হাজারের মতো। এর মধ্যে রেস্তোরাঁ রয়েছে ৬০ হাজারের অধিক, যার ৮০ শতাংশই এলপিজির ওপর নির্ভর করে ব্যবসা পরিচালনা করছে। তাই সাম্প্রতিক দেশব্যাপী এলপি গ্যাসের সংকটে সবচেয়ে বেশি সমস্যায় পড়েছে এ খাতটি। গ্যাসের দাম সহনীয় পর্যায়ে না এলে রেস্তোরাঁ বন্ধ রাখার সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছেন মালিকরা। আর সেটি হলে বিপাকে পড়বেন এ খাতে কর্মরত ৩০ লাখ কর্মী।

দেশে এলপিজি সংকটে রেস্তোরাঁ খাতে প্রভাব নিয়ে গতকাল এক সংবাদ সম্মেলন করে এ খাতের মালিকদের সংগঠন 'বাংলাদেশ রেস্তোরাঁ মালিক সমিতি'। সেখানে মালিকদের হয়রানি, মূল্যস্ফীতি, নিয়মবহির্ভূত স্ট্রিট ফুডের দৌরাত্ম্যসহ নানা সংকট তুলে ধরা হয়। সেই সঙ্গে এ খাতের সংকট কাটাতে এলপিজির বাইরে পাইপলাইনের গ্যাস সংযোগ দিতে বিতরণ কোম্পানি তিতাসসহ সরকারের সংশ্লিষ্টদের কাছে দাবি জানানো হয়।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) তথ্য অনুযায়ী, সারা দেশে হোটেল-রেস্তোরাঁর সংখ্যা ৪ লাখ ৩৬ হাজার। এসব প্রতিষ্ঠানে কর্মরত রয়েছেন ৩০ লাখ কর্মী। রেস্তোরাঁ মালিক সমিতি অবশ্য বলছে, এ খাতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে দুই কোটি মানুষ নির্ভরশীল। খাতটি পরিচালনায় প্রতি মাসে বিপুল পরিমাণ প্রাকৃতিক গ্যাস ও এলপিজির ব্যবহার হয়। তবে চাহিদা অনুযায়ী পাইপলাইনের গ্যাস না পাওয়ায় ৮০ শতাংশ রেস্তোরাঁ এলপিজির ওপর নির্ভরশীল। বর্তমানে বাজারে যে দামে এলপিজি বিক্রি হচ্ছে এবং সরবরাহ সংকট তৈরি হয়েছে, তাতে বড় ধরনের চ্যালেঞ্জে পড়েছেন এ খাতের ব্যবসায়ীরা।

বাংলাদেশ রেস্তোরাঁ মালিক সমিতির মহাসচিব ইমরান হাসান *বণিক বার্তাকে* বলেন, 'নিয়ন্ত্রণহীনভাবে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির কারণে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম ভোক্তার ক্রয়ক্ষমতার বাইরে চলে যাচ্ছে। এর সরাসরি প্রভাব পড়ছে রেস্তোরাঁ খাতে। ডিসেম্বর থেকে দেশে এলপিজির তীব্র সংকট চলছে। এ সমস্যার সমাধান ওই অর্থে হয়নি। অনেক প্রতিষ্ঠান এরই মধ্যে লোকসান গুনতে শুরু করেছে। কর্মীদের কথা চিন্তা করে এখনো তারা রেস্তোরাঁ বন্ধ করেনি। আবার দামও বাড়ানো যাচ্ছে না। কারণ দাম বাড়ালে গ্রাহক থাকবে না। তারাও চাপে পড়বে। কিন্তু এভাবে চলতে থাকলে এ ব্যবসায় কেউ আর টিকে থাকতে পারবেন না।'

হোটেল ব্যবসায়ীদের নেতা ইমরান হাসান আরো বলেন, 'রেস্তোরাঁ খাতে বর্তমানে যে অস্থিরতা চলছে তা কমিয়ে আনতে হলে প্রথমে জ্বালানি সংকট নিরসন করতে হবে। সেই সঙ্গে ভোক্তা পর্যায়ে খাবারের দাম সহনীয় রাখতে হলে অন্তর্বর্তী সরকার এবং আগামীতে যে সরকার আসবে তাদেরও উদ্যোগ নিতে হবে। তাছাড়া রেস্তোরাঁয় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়সহ ১২টি সংস্থা তদারকি করে। এতে নানা হয়রানির শিকার হতে হয়। সে জন্য আমরা ওয়ান স্টপ সার্ভিস চালুর দাবি জানাচ্ছি।'

দেশে গত দুই সপ্তাহ এলপিজির তীব্র সংকট চলছে। ১ হাজার ৮০০ থেকে ২ হাজার টাকা দিয়েও গ্যাস সিলিন্ডার পাচ্ছেন না গ্রাহকরা। যদিও বর্তমানে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন (বিইআরসি) নির্ধারিত ১২ কেজি এলপিজি সিলিন্ডারের দাম ১ হাজার ৩০৬ টাকা। গ্যাস সংকটের ফলে এলপিজির অটোগ্যাস স্টেশন, শিল্পসহ অন্যান্য খাতেও এর প্রভাব পড়ছে।

এরই মধ্যে জ্বালানি বিভাগ ও বিইআরসি এলপিজি খাতের স্টেকহোল্ডার ও বিভিন্ন সংগঠনের সঙ্গে বৈঠক করেছে। একই সঙ্গে বাজার পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে সারা দেশে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ভ্রাম্যমাণ আদালতও পরিচালনা করছে। যদিও বাজার এখনো স্থিতিশীল হয়নি।

### হোটেল-রেস্তোরাঁয় এলপিজির ব্যবহার

| | |
|---|---|
| মোট হোটেল-রেস্তোরাঁ | ৪ লাখ ৩৬ হাজার |
| এলপিজির ওপর নির্ভরশীল | ৮০% |
| এলপিজি সংকটে ব্যয় বৃদ্ধি | ২৫-৩০% |
| মোট এলপিজিতে হিস্যা | ২৫% (৩০ হাজার টন) |
| রেস্তোরাঁ খাতে মোট কর্মী | ৩০ লাখ |

সূত্র : বিবিএস ও বাংলাদেশ রেস্তোরাঁ মালিক সমিতি

সাম্প্রতিক দেশব্যাপী এলপি গ্যাসের সংকটে সমস্যায় পড়েছে হোটেল ও রেস্তোরাঁর খাত। গ্যাসের দাম সহনীয় পর্যায়ে না এলে রেস্তোরাঁ বন্ধ রাখার সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছেন মালিকরা। তাতে বিপাকে পড়বেন এ খাতে কর্মরত ৩০ লাখ কর্মী

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

কোভিদ কাড

## দাম সহনীয় না হলে

শেষ পৃষ্ঠার পর

রেস্তোরাঁ মালিক সমিতি জানায়, দেশে প্রতি মাসে ১ লাখ ২০ হাজার টন এলপিজি সরবরাহ হয়। এসব গ্যাস শিল্প, আবাসিক, ব্যক্তিগত গাড়ি ও হোটেল-রেস্তোরাঁয় ব্যবহার হয়ে থাকে। এর মধ্যে ২৫ শতাংশই ব্যবহার হয় হোটেল-রেস্তোরাঁয়। কিন্তু বর্তমানে এলপিজির মূল্যবৃদ্ধির কারণে জ্বালানি খরচ আগের চেয়ে বেড়েছে ২৫-৩০ শতাংশ।

রেস্তোরাঁ খাতের সংকট নিয়ে গতকাল ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে (ডিআরইউ) এক সংবাদ সম্মেলনে সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীরা নানা দাবি তুলে ধরেন। তারা দাবি করেন, বিগত সরকারের সময়ে কৃত্রিমভাবে প্রাকৃতিক গ্যাসের সংকট দেখিয়ে রেস্তোরাঁ খাতে গ্যাস সংযোগ বন্ধ করে দেয়া হয়। সেই সঙ্গে কিছু অসাধু ব্যবসায়ী ও আমলার যোগসাজশে এলপিজি ব্যবসা বেসরকারি সিন্ডিকেটের হাতে তুলে দেয়া হয়। ফলে পুরো বাজারের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে তারা একচেটিয়া ব্যবসা করছে বলেও অভিযোগ করা হয় সংবাদ সম্মেলনে।

সংবাদ সম্মেলনে রেস্তোরাঁ মালিকরা আরো জানান, গণ-অভ্যুত্থানের পরও গ্যাস সিন্ডিকেট ভাঙা সম্ভব হয়নি। বিভিন্ন অজুহাতে নতুন গ্যাস সংযোগ বন্ধ থাকলেও তিতাসের সংযোগ থাকা রেস্তোরাঁগুলোয়ও পর্যাপ্ত সরবরাহ নেই। ফলে অতিরিক্ত দামে এলপিজি কিনে রান্না করতে গিয়ে রেস্তোরাঁগুলোর ব্যয় অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে গেছে। ফলে খাবারের দাম বাড়াতে বাধ্য হওয়ায় গ্রাহক হারাচ্ছেন মালিকরা। অথচ লোকসান বেড়েই চলেছে বলে তাদের দাবি।

প্রথম আলো

বৃহস্পতিবার, ৮ জানুয়ারি ২০২৬,

# গত বছর ৯০ শতাংশ কর্মী গেছেন ৫ দেশে

**রামরুর প্রতিবেদন**

গত বছর ১১ লাখ ৩০ হাজার ৭৫৭ কর্মী বিদেশে গেছেন। আগের বছরের তুলনায় এবার অভিবাসীর সংখ্যা প্রায় ১২ শতাংশ বেড়েছে।

**নিজস্ব প্রতিবেদক**, *ঢাকা*

সরকারি তথ্য অনুসারে গত বছর বাংলাদেশ থেকে কর্মীরা ১৪১টি দেশে গেছেন। এর মধ্যে ৯০ শতাংশ কর্মী গেছেন মাত্র ৫টি দেশে। একজন করে কর্মী গেছেন ১৩টি দেশে। ৩৪টি দেশে ২ থেকে ১০ জন করে কর্মী গেছেন। যেসব দেশে ১০০ জনের কম অভিবাসী কর্মী যান, সেসব দেশকে অভিবাসনের দেশ হিসেবে চিহ্নিত করা শোভন নয়।

'বাংলাদেশ থেকে শ্রম অভিবাসনের গতি-প্রকৃতি ২০২৫: অর্জন ও চ্যালেঞ্জসমূহ' শিরোনামে প্রকাশিত প্রতিবেদনে এসব তথ্য উঠে এসেছে। গতকাল বুধবার রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রতিবেদনটি প্রকাশ করে অভিবাসন খাতের বেসরকারি গবেষণা সংস্থা রামরু। এতে বলা হয়, দীর্ঘদিন ধরে বিদেশে এক দেশকেন্দ্রিক শ্রমবাজার। অন্তত ৮-১০টি বাজারে নিয়মিত কর্মী পাঠানোর অবস্থা থাকা উচিত।

রামরুর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০২৫ সালে ১১ লাখ ৩০ হাজার ৭৫৭ জন কর্মী বিদেশে গেছেন। আগের বছরের তুলনায় এবার অভিবাসীর সংখ্যা প্রায় ১২ শতাংশ বেড়েছে। মোট অভিবাসীর ৬৭ শতাংশ গেছেন সৌদি আরবে। এ সংখ্যা ৭ লাখ ৫৪ হাজার ৩৬৯ জন। এরপর কাতারে ১০ শতাংশ, ৬ শতাংশ সিঙ্গাপুরে, কুয়েতে ৪ শতাংশ এবং মালদ্বীপে ৪ শতাংশ কর্মী গেছেন।

তবে ১৯৭৬ সাল থেকে এখন পর্যন্ত কতজন কর্মী বিদেশে গেছেন, তার হিসাব থাকলেও ফিরে আসা কর্মীর হিসাব নেই। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত বছর ৬২ হাজার ৩১৭ জন নারী কর্মী বিদেশে গেছেন। এই সংখ্যা আগের বছরের তুলনায় ১ দশমিক ৯ শতাংশ বেশি। ২০১৬ থেকে ২০১৯ পর্যন্ত প্রতিবছর লাখের বেশি নারী বিদেশে গেছেন। করোনার প্রভাবে ২ বছর কমলেও ২০২২ সালে আবার এ সংখ্যা লাখ ছাড়ায়। এরপর থেকে আবার কমছে।

কাতার, ব্রুনেই, সংযুক্ত আরব আমিরাত, দক্ষিণ কোরিয়া, কুয়েত, হংকং ও জাপানেও নারী অভিবাসন ঘটেছে। তবে হংকং ও জাপানের মতো গন্তব্যে নারী অভিবাসীর সংখ্যা খুব কম ছিল বলে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে। শোভন কর্মক্ষেত্রের অনিশ্চয়তা, ঘরের মধ্যে নারীর প্রতি সহিংসতা নারী অভিবাসনকে ক্রমাগত নিরুৎসাহিত করছে। তবে রক্ষণশীল পিতৃতান্ত্রিক মানসিকতা নারীকে ঘরের বাইরের কাজে অংশগ্রহণকে পুনরায় সীমিত করছে কি না, তা গবেষণা করে দেখা প্রয়োজন।

অনুষ্ঠানে আলোকচিত্রী শহীদুল আলম বলেন, বিদেশে যাওয়া কর্মীদের সংখ্যা হিসেবে দেখার চেয়ে মানুষ হিসেবে দেখাটা জরুরি। এ খাতে বিনিয়োগ বলতে গেলে নেই। অথচ নিয়মিত বিদেশ থেকে টাকা আসছে। আর সেই টাকার একটি অংশ চুরি করে কেউ কেউ বিদেশে বাড়ি বানাচ্ছে। যে অভিবাসীদের কাছ থেকে এত আয়, তাদের জীবন সহজ করতে কিছু করা হচ্ছে না।

প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন রামরুর ভারপ্রাপ্ত নির্বাহী পরিচালক তাসনিম সিদ্দিকী।

সংবাদ

ঢাকা : রোববার ৪ মাঘ ১৪৩২

Dhaka : Sunday 18 January 2026

# তিস্তা-যমুনা চরের ১৫ লাখ মানুষ দারিদ্র্যের ঝুঁকিতে

আফতাব হোসেন, গাইবান্ধা

গাইবান্ধার সাঘাটা উপজেলার দিঘলকান্দি চরের কৃষি শ্রমিক আব্দুল খালেক প্রামানিক। ছয় সদস্যের সংসার চলে তার দৈনিক আয়ে। কিন্তু বর্তমানে এলাকায় কোনো কাজ নেই। বছরের এই সময়টায় সাধারণত তিনি বা তার মতো শ্রমিকরা কাজের সন্ধানে অন্য জেলায় যান, কিন্তু এবার সেখানেও কৃষি শ্রমিকের চাহিদা নেই। ফলে বাধ্য হয়ে অলস সময় পার করছেন বাড়িতেই। গত এক মাস ধরে রোজগার বন্ধ থাকায় ধারদেনা ও চড়া সুদে ঋণ নিয়ে কোনোমতে সংসার চালাচ্ছেন তিনি।

শুধু আব্দুল খালেক নন; একই গ্রামের চান্দু মোল্লা, নুর ইসলাম, আব্দুল আজিজ, জামাত আলীসহ চরাঞ্চলের হাজারো শ্রমজীবীর গল্প এখন একই। কাজের তীব্র সংকটে তিস্তা ও যমুনা পাড়ের শ্রমজীবী মানুষের কপালে এখন চিন্তার ভাঁজ। কাজ না থাকায় গাইবান্ধাসহ উত্তরাঞ্চলের চরাঞ্চলের প্রায় ১৫ লাখ মানুষ নতুন করে দারিদ্র্যের ঝুঁকিতে পড়েছেন।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) তথ্যমতে, একজন মানুষ মাসে গড়ে ৩ হাজার ৮২২ টাকার নিচে আয় করলে তিনি দারিদ্র্যসীমার নিচে অবস্থান করেন। বাংলাদেশে ৪ থেকে ৫ সদস্যের একটি পরিবার সাধারণত একজনের আয়ের ওপর নির্ভরশীল। গত কয়েক বছরে কৃষি ব্যবস্থার উন্নয়ন, নদীভাঙন রোধ এবং সরকারি-বেসরকারি নানা উদ্যোগে রংপুর বিভাগের কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, দিনাজপুর ও গাইবান্ধা জেলা শীর্ষ ১০ দরিদ্র জেলার তালিকা থেকে বেরিয়ে এসেছিল। কিন্তু বর্তমানে কর্মসংস্থানের অভাবে সেই অর্জন ধরে রাখা কঠিন হয়ে পড়েছে।

বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা গণউন্নয়ন কেন্দ্রের (জিইউকে) তথ্য অনুযায়ী, রংপুর বিভাগের ৪৬০টি চরের প্রায় ২৪ লাখ মানুষ সরাসরি কৃষি শ্রম বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করেন। এরমধ্যে প্রায় ১৫ লাখ মানুষ বর্তমানে কাজের অভাবে মানবেতর জীবনযাপন করছেন। দিনমজুর এসব মানুষ একদিন কাজ না পেলে অন্যের কাছে হাত পাততে বাধ্য হন।

এ বিষয়ে গণউন্নয়ন কেন্দ্রের (জিইউকে) নির্বাহী প্রধান ও উন্নয়ন গবেষক এম. আবদুস সালাম বলেন, উত্তরাঞ্চলের মানুষের আয়ের প্রধান উৎস কৃষি। এখানকার ৭০ শতাংশ মানুষ কৃষি শ্রমের ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু সারা বছর কৃষিতে কাজ থাকে না। এই সাময়িক বেকারত্ব দূর করতে বিকল্প কর্মসংস্থান ও স্থায়ী আয়ের পথ তৈরি করা জরুরি।

সুন্দরগঞ্জ উপজেলার কাপাসিয়া গ্রামের পরিমল পাল বলেন, চরে শ্রম দিয়ে খাই। কিন্তু এখন কাজ নেই, পকেটে টাকাও নেই। সংসার চালানোই দায় হয়ে পড়েছে। চন্ডিপুর ইউনিয়নের কৃষক আব্দুর রউফ সরকার জানান, চরে কৃষিকাজ হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু শ্রমিকের মজুরি আর ফসলের দামের অসামঞ্জস্যতায় কৃষকরাও বিপাকে আছেন, ফলে শ্রমিকের কাজ কমছে। রংপুরের পীরগাছা উপজেলার তাহাজুল ইসলাম বলেন, আগে অন্য জেলায় কাজ করতে যেতাম, এখন সেখানেও ডাক পড়ে না।

স্থানীয় রাজনৈতিক ও সামাজিক নেতারা বলছেন, এই অঞ্চলের দারিদ্র্য বিমোচনে ভারী শিল্পকারখানা স্থাপনের বিকল্প নেই। গাইবান্ধা জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মাহাম্মুন্নবী টিটুল বলেন, তিস্তা ও উত্তরের জনপদে ভারী শিল্পকারখানা স্থাপন না করা হলে এখানকার মানুষের জীবনমানের টেকসই উন্নয়ন ঘটবে না। উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক বাবুল আহমেদ বলেন, তিস্তা বাঁচলে কৃষি বাঁচবে। নদী রক্ষা প্রকল্প বাস্তবায়ন হলে কৃষিতে বিপ্লব ঘটবে, যা আমাদের অস্তিত্বের লড়াই।

পানি বিশেষজ্ঞ ও ইমেরিটাস অধ্যাপক ড. আইনুন নিশাত এ প্রসঙ্গে বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে খাপখাইয়ে চলা মানুষের জন্য কৃষি ব্যবস্থার আধুনিকায়ন জরুরি। আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী পানির ন্যায্য হিস্যা আদায়ে সরকারকে জোরালো উদ্যোগ নিতে হবে। উত্তরাঞ্চলের টেকসই উন্নয়নের জন্য সঠিক পরিকল্পনা এবং স্থানীয়ভাবে বেকার মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা প্রয়োজন।

# Plastic factories still choke Old Dhaka as Munshiganj Industrial Park misses yet another deadline

**SNAIL'S PACE OF PLASTIC INDUSTRIAL PARK**

- Hundreds of plastic factories in Old Dhaka pose serious health hazard to workers, residents
- Move to relocate plastic factories from Dhaka to Munshiganj makes little progress in 10 years
- Trouble with land acquisition causes delays in project implementation
- Tk45,000cr worth plastic goods produced and sold domestically
- In FY25, Bangladesh exported plastic products to 126 countries — Earned $1.2 billion
- The sector supports around 12 lakh people directly and indirectly

MANUFACTURING – BANGLADESH

**MAHADI HASAN**

Despite long-standing health and environmental concerns linked to plastic factories in Old Dhaka, the government's effort to shift them to Munshiganj has made little progress over the past ten years. Although a modern plastic industrial city was approved in 2015, persistent land acquisition hurdles stalled the project at its outset.

The project was originally approved on 1 December 2015, with a target completion date of June 2018. Following multiple extensions, the deadline was last set for December 2025, but the project has just started and the timeline has now been pushed back again to December 2027, marking the project's fifth extension.

According to the Bangladesh Small and Cottage Industries Corporation (BSCIC) sources, 47% of earth filling work has been completed, while overall project progress stands at only 14-15%. Once land filling is finished, construction will begin in phases, BSCIC Chairman Saiful Islam said.

He said delays occurred mainly because the agency failed to secure the initially allocated land at the start of the project. Strong resistance from local residents prevented land acquisition for nearly seven years, from 2015 to 2022, and five project directors were unable to resolve the issue. Eventually, in 2023, the government

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

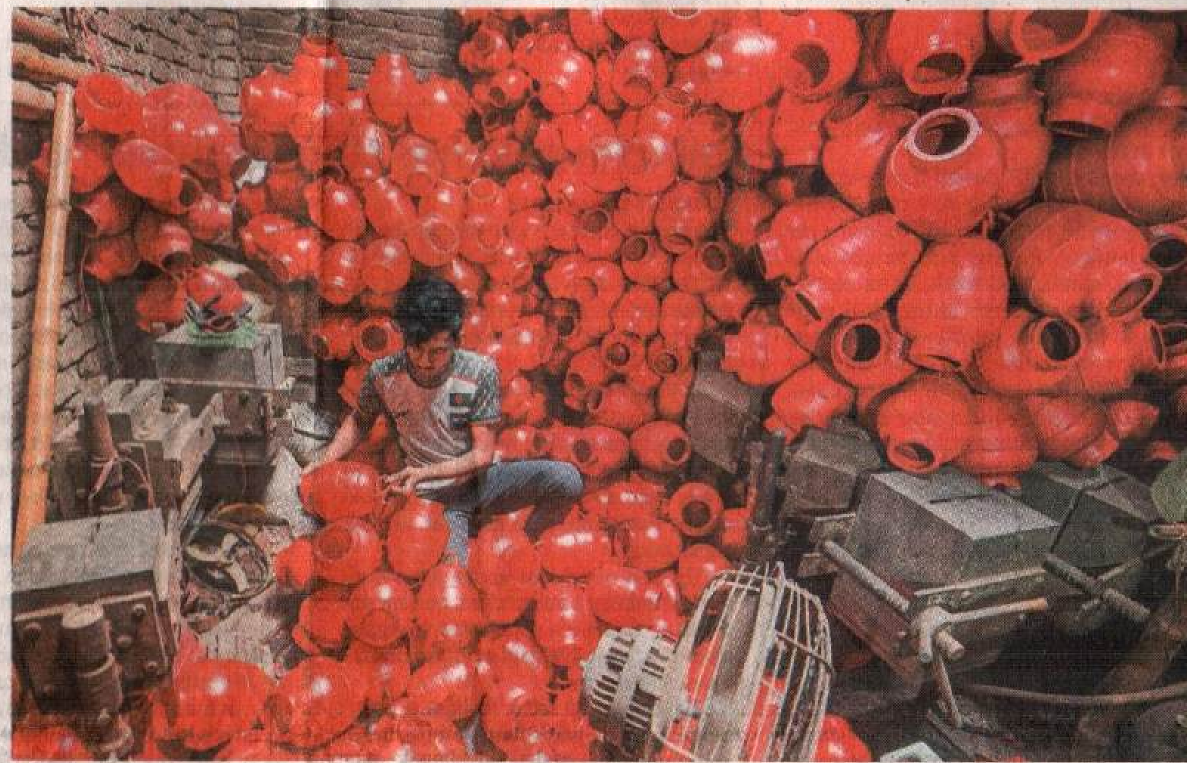

A worker arranges drinking containers for chickens at a poultry equipment workshop in Islambag, adjacent to Beribadh, Dhaka, recently. The vessels are sold wholesale at Tk40 each to retail traders. PHOTO: MEHEDI HASAN

THE BUSINESS STANDARD
TUESDAY 13.01.2026

# Plastic factories still choke Old Dhaka as Munshiganj

CONTINUED FROM PAGE 5

decided to abandon the original site beside the expressway and relocate the project near the Chemical Industrial City.

According to BSCIC, the authority finally took possession of the new land on 15 July 2025. Boundary demarcation and pre-leveling work were completed despite adverse monsoon conditions, and earth-filling activities began soon after.

The plastic industrial city's initial estimated cost of Tk133 crore has risen to Tk509 crore, largely due to an expansion of the project area from 50 acres to 95 acres, inflation, and higher construction expenses. Project Director Md Anis Uddin explained that the expanded area doubled the length of roads, drains, and boundary walls, significantly increasing costs.

He also noted that earth-filling costs rose from Tk200 per cubic metre in 2012 to Tk510 in 2023. Despite these challenges, he expressed hope that the project would be completed by December 2027, though low river water levels during the dry season could hamper sand transportation and impede progress.

Industry leaders warn that prolonged delays are taking a toll on the sector. According to the Bangladesh Plastic Goods Manufacturers and Exporters Association (BPGMEA), plastic goods worth around Tk45,000 crore are produced and sold domestically, contributing about Tk3,500 crore annually in internal revenue. In the 2024–25 fiscal year, Bangladesh exported plastic products to 126 countries, earning approximately $1.2 billion – a 20% year-on-year increase. The sector supports around 1.2 million people directly and indirectly.

BPGMEA President Shamim Ahmed said plastic factories operating within Dhaka remain in hazardous conditions, frequently facing fire risks that endanger workers and nearby residents. He expressed frustration that the Munshiganj project has remained unfinished for nearly 10 years, saying the delay is hurting exports, damaging Bangladesh's image, and creating financial and psychological stress for entrepreneurs.

Regarding plot allocations, the BSCIC chairman said plots will only be handed over once the project is fully completed. He said the authority recognises the plastic industry's vast potential and is keen to complete the project swiftly to help the sector grow and attract new investment.

প্রথম আলো
বৃহস্পতিবার, ১৫ জানুয়ারি ২০২৬,

# টঙ্গীতে শ্রমিকদের অসুস্থতা

## নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করুন

গাজীপুরের টঙ্গীতে একের পর এক পোশাকশ্রমিক অসুস্থ হয়ে পড়ার ঘটনা গভীর উদ্বেগের। প্রথম আলোর খবরে এসেছে, দুই দিনের ব্যবধানে টঙ্গীর একই কারখানার শতাধিক শ্রমিক হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। বিষয়টি কোনোভাবেই স্বাভাবিক বলে ধরে নেওয়ার সুযোগ নেই। এটি কেবল একটি কারখানার স্বাস্থ্যঝুঁকির প্রশ্ন নয়, বরং দেশের তৈরি পোশাক খাতের কর্মপরিবেশ, শ্রমিক সুরক্ষা ও তদারকির দুর্বলতার প্রতিফলন।

পোশাক খাত বাংলাদেশের রপ্তানি আয়ের প্রধান চালিকা শক্তি। এই খাতের ওপর নির্ভর করে লাখ লাখ মানুষের জীবিকা। অথচ সেই খাতেই বারবার এমন ঘটনা ঘটছে। শ্রমিকেরা কাজ করতে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ছেন, আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ছে, উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। প্রশ্ন হচ্ছে, এত বড় একটি শিল্পে শ্রমিকের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে দেশ কেন বারবার ব্যর্থ হচ্ছে।

প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, অসুস্থ শ্রমিকদের উপসর্গের মধ্যে রয়েছে বমি, শ্বাসকষ্ট, মাথা ঘোরা ও অস্বস্তি। এগুলো একত্রে দেখলে পরিবেশগত কোনো ঝুঁকি, রাসায়নিক গ্যাস, বায়ু চলাচলের সমস্যা অথবা মানসিক চাপের বিষয়টি সামনে আসে। বিশেষ করে এর আগে বেতন বকেয়ার দাবিতে আন্দোলনের সময়েও একই ধরনের অসুস্থতার ঘটনা ঘটেছিল। ফলে কেবল শারীরিক কারণ নয়, কর্মপরিবেশের চাপ, উদ্বেগ ও নিরাপত্তাহীনতাও বিবেচনায় নেওয়া জরুরি।

দুঃখজনক হলো, এমন ঘটনার পরও প্রায়ই আমরা শুনি, 'তাৎক্ষণিক কারণ জানা যায়নি', 'তদন্ত চলছে'। কিন্তু তদন্তের ফল কী হলো, দায় কার, ভবিষ্যতে কীভাবে এমন ঘটনা ঠেকানো হবে, সে বিষয়ে খুব কমই স্পষ্ট তথ্য সামনে আসে। এতে শ্রমিকদের মধ্যে অনিশ্চয়তা বাড়ে, মালিকপক্ষের ওপর আস্থা কমে এবং সামগ্রিকভাবে শিল্প খাত ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

এ ধরনের পরিস্থিতিতে প্রথম দায়িত্ব কারখানা কর্তৃপক্ষের। কর্মস্থলে বায়ু চলাচল, রাসায়নিক ব্যবহারের নিরাপত্তা, আগুন ও স্বাস্থ্যঝুঁকি মোকাবিলার প্রস্তুতি নিয়মিতভাবে পরীক্ষা করা জরুরি। পাশাপাশি শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি সময়মতো পরিশোধ করা, তাঁদের অভিযোগ শোনার ব্যবস্থা রাখা এবং মানসিক চাপ কমানোর উদ্যোগ নেওয়াও সমান গুরুত্বপূর্ণ।

রাষ্ট্রের দায়িত্বও কম নয়। শ্রম অধিদপ্তর, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের নিয়মিত ও কার্যকর পরিদর্শন নিশ্চিত করতে হবে। কাগজে-কলমে নয়, বাস্তব পর্যায়ে তদারকি জোরদার করা প্রয়োজন। একই সঙ্গে অসুস্থতার প্রকৃত কারণ নির্ধারণে স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ তদন্ত জরুরি, যাতে ভবিষ্যতে এমন ঘটনা আর না ঘটে।

পোশাকশ্রমিকেরা কেবল উৎপাদনের যন্ত্র নন। তাঁরা মানুষ। তাঁদের সুস্থতা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত না হলে এই খাতের টেকসই উন্নয়ন সম্ভব নয়। টঙ্গীর ঘটনাটি যেন আরেকটি উপেক্ষিত সংখ্যায় পরিণত না হয়। এটি হোক শ্রমিক নিরাপত্তা ও কর্মপরিবেশ উন্নয়নের জন্য একটি সতর্কবার্তা।

সংবাদ
ঢাকা : শনিবার ৩ মাঘ ১৪৩২
Dhaka : Saturday 17 January 2026

# বাগেরহাটের মোংলা বন্দরের সহযোগিতায় শ্রমিকদের ২৬ শতাংশ মজুরি বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত

প্রতিনিধি, বাগেরহাট

বাংলাদেশের দ্বিতীয় সমুদ্র বন্দর বাগেরহাটের মোংলা বন্দরে কর্মরত শ্রমিকদের কল্যাণ, নিরাপত্তা ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিত করণে মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় শ্রমিকদের ২৬ শতাংশ মজুরী বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হয়েছে। মোংলা বন্দরের কর্মরত শ্রমিকরা তাদের শ্রমিক কর্মচারী সংঘের মাধ্যমে কর্মঘণ্টা, মজুরি বৃদ্ধি, ভাতা, শ্রমিক কল্যাণ বোর্ডের সুবিধা, বীমা, চিকিৎসা সুবিধাসহ মোট ১৮টি যৌক্তিক দাবি উপস্থাপন করেন। দাবিগুলো মোংলা বন্দর বার্থ ও শিপ অপারেটরস অ্যাসোসিয়েশন (মালিক পক্ষ) এবং শ্রমিক প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান রিয়ার অ্যাডমিরাল শাহীন রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত একাধিক দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে আলোচনাশেষে পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে দীর্ঘদিনের অনিষ্পন্ন দাবিগুলো বৃহস্পতিবার বন্দর কর্তৃপক্ষের সম্মেলন কক্ষে এক সভায় নিষ্পত্তির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। দাবিগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও প্রধান দাবি ছিল শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি। এ পরিপ্রেক্ষিতে মালিক পক্ষ কর্তৃক শ্রমিকদের বিদ্যমান প্রথানুসারে স্বাভাবিক ৮ ঘণ্টা কর্মঘণ্টার মজুরির উপর ২৬ শতাংশ মজুরি বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

এ ছাড়াও কর্মরত শ্রমিকদের বাসস্থান থেকে কর্মস্থলে যাতায়াত সংক্রান্ত বিষয়টি বিশেষভাবে বিবেচনায় আনা হয়। সংশ্লিষ্ট এলাকায় বসবাসরত শ্রমিকদের কর্মস্থলে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে কিয়ারা লঞ্চঘাট থেকে ডিউটি পালনের জন্য নির্ধারিত সময়ের পূর্বে যাত্রা শুরু এবং ডিউটি শেষে নিরাপদে বাসস্থানে ফেরত পৌঁছানো পর্যন্ত সময়কে কর্মঘণ্টার অন্তর্ভুক্ত হিসেবে গণ্য করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। একই সঙ্গে ডিউটি শেষে মালিক পক্ষ কর্তৃক শ্রমিকদের দ্রুত ও নিরাপদে কিয়ারা পৌঁছানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে সর্বসম্মতিক্রমে নির্ধারণ করা হয়।

অবশিষ্ট অন্যান্য ১৬টি দাবি পারস্পরিক সমঝোতা ও ঐকমত্যের ভিত্তিতে পর্যায়ক্রমে নিষ্পত্তি করা হয়। সভায় মালিক পক্ষের প্রতিনিধিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মোংলা বন্দর বার্থ ও শিপ অপারেটরস অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি সৈয়দ জাহিদ হোসেন, সেক্রেটারি মো. জুলফিকার আলী এবং শ্রমিক পক্ষের প্রতিনিধি মোংলা শ্রমিক সংঘের সহসাধারণ সম্পাদক শ্রমিক নেতা মাহবুবুর রহমান মানিক, শ্রমিক কর্মচারি সংঘের শ্রমিক নেতা মো. আলাউদ্দিন, শেখ রুস্তম, কাজী ফারুক, জিয়াউর রহমান হিরণসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য শ্রমিক নেতারা। এ সভায় মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

ঢাকা : সোমবার ৫ মাঘ ১৪৩২
Dhaka : Monday 19 January 2026
সংবাদ sangbadec

# ১০ থেকে ৩০ কাউন্টের সুতা আমদানিতে বন্ড সুবিধা প্রত্যাহার

অর্থনৈতিক বার্তা পরিবেশক

দেশীয় স্পিনিং শিল্পের অস্তিত্ব রক্ষা, রপ্তানি খাতে মূল্য সংযোজন বাড়ানো এবং এলডিসি উত্তরণ-পরবর্তী চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাক শিল্পে ব্যবহৃত ১০ থেকে ৩০ কাউন্টের সুতা আমদানিতে বন্ডেড ওয়্যারহাউজ সুবিধা প্রত্যাহারের নির্দেশ দিয়েছে সরকার।

পাশাপাশি, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কাস্টমস কর্তৃপক্ষকে বিল অব এন্ট্রিতে কটন ইয়ার্নের কাউন্ট স্পষ্টভাবে উল্লেখ নিশ্চিত করতে এবং এইচএস কোডের অপব্যবহাররোধে কঠোর নজরদারির নির্দেশনা দিয়েছে। মন্ত্রণালয় মনে করে, এ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হলে দেশীয় টেক্সটাইল শিল্প সুরক্ষিত হবে এবং এলডিসি উত্তরণ-পরবর্তী বৈশ্বিক বাণিজ্য ব্যবস্থায় বাংলাদেশের প্রস্তুতি আরও শক্তিশালী হবে।

গত ১২ জানুয়ারি স্বাক্ষরিত বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ডব্লিউটিও সেল-২ থেকে এক চিঠিতে এ বিষয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে (এনবিআর) প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে আনুষ্ঠানিকভাবে অনুরোধ জানানো হয়েছে। বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের সুপারিশ এবং বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস অ্যাসোসিয়েশনের (বিটিএমএ) আহ্বানের ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, যেখানে শিল্পের সুরক্ষা, বিনিয়োগ বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দেশীয় সক্ষমতা বাড়ানোর বিষয় গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে, কাস্টমস ট্যারিফের এইচএস হেডিং ৫২.০৫, ৫২.০৬ ও ৫২.০৭-এর আওতায় ১০ ও ৩০ কাউন্টের সুতায় বন্ড সুবিধা থাকায় গত কয়েক বছরে আমদানি অস্বাভাবিক হারে বেড়েছে।

পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২০২২-২৩ অর্থবছরে এসব এইচএস হেডিংয়ের আওতায় সুতা আমদানির পরিমাণ ছিল প্রায় ৩৬ হাজার মেট্রিক টন, যার মূল্য ছিল প্রায় ১ হাজার ৪৮০ কোটি টাকা। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে আমদানি বেড়ে দাঁড়ায় প্রায় ৪১ হাজার মেট্রিক টনে এবং মূল্য ছাড়িয়ে যায় প্রায় ২ হাজার ২০০ কোটি টাকা। ২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রথম দিকের প্রবণতাও উর্ধ্বমুখী, যেখানে আমদানির পরিমাণ ও মূল্য দুটিই উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে।

> বাণিজ্য মন্ত্রণালয় মনে করে, বন্ড সুবিধা অব্যাহত থাকলে দেশীয় শিল্পে নতুন বিনিয়োগ নিরুৎসাহিত হবে এবং উৎপাদন ব্যয় ও লিড টাইম বেড়ে যাওয়ার কারণে রপ্তানি খাতের সামগ্রিক প্রতিযোগিতা সক্ষমতা হ্রাস পাবে

বন্ড সুবিধা বন্ধের ব্যাখ্যায় চিঠিতে বলা হয়েছে, বন্ড সুবিধায় শুল্কমুক্ত বা স্বল্প শুল্কে আমদানি করা নিম্ন কাউন্টের সুতা দেশীয় বাজারে তুলনামূলক কম দামে বিক্রি হচ্ছে, ফলে স্থানীয় স্পিনিং মিলগুলো প্রতিযোগিতায় টিকতে পারছে না। বর্তমানে দেশীয় স্পিনিং মিলগুলোর উৎপাদন সক্ষমতা থাকলেও বাস্তবে তারা মাত্র ৬০ শতাংশ সক্ষমতা ব্যবহার করে উৎপাদন চালাচ্ছে, যা শিল্পটির আর্থিক টেকসই অবস্থানকে দুর্বল করে দিচ্ছে।

অন্যদিকে, সুতা আমদানির এই প্রবণতার কারণে দেশীয় উৎপাদিত সুতার বিক্রি উল্লেখযোগ্যভাবে কমে গেছে। শিল্পসংশ্লিষ্টদের মতে, এরই মধ্যে প্রায় ৫০টি স্পিনিং মিল বন্ধ হয়ে গেছে এবং আরও অনেক প্রতিষ্ঠান লোকসানের মুখে পড়েছে। এই ধারা অব্যাহত থাকলে ভবিষ্যতে আরও মিল বন্ধ হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে, যা কর্মসংস্থান ও বিনিয়োগ উভয়ের জন্যই নেতিবাচক।

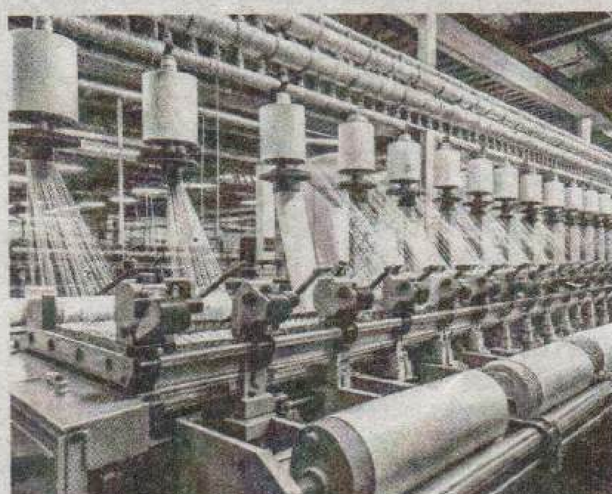

এছাড়া সুতা আমদানির ওপর অতিরিক্ত নির্ভরতা দেশের গার্মেন্টস খাতকে ধীরে ধীরে আমদানিনির্ভর করে তুলছে। এতে দেশের টেক্সটাইল ভ্যালু চেইনের ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ দুর্বল হচ্ছে এবং দীর্ঘমেয়াদে শিল্প কাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হচ্ছে।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এলডিসি উত্তরণ-পরবর্তী বাস্তবতার কথা তুলে বলেছে, ২০২৬ সালে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে উত্তরণ ঘটালে ইউরোপীয় ইউনিয়ন, যুক্তরাষ্ট্র ও জাপানের মতো প্রধান রপ্তানি বাজারে বিদ্যমান শুল্কমুক্ত সুবিধা অনেকাংশে হারাতে হবে। তখন মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি, সেপা ও জিএসপি প্লাস সুবিধা পেতে হলে রপ্তানি পণ্যে ৪০ থেকে ৮০ শতাংশ পর্যন্ত স্থানীয় মূল্য সংযোজন এবং ডাবল স্টেজ ট্রান্সফরমেশন নিশ্চিত করা বাধ্যতামূলক হবে। আমদানি করা সুতার ওপর নির্ভরতা থাকলে এসব শর্ত পূরণ করা কঠিন হয়ে পড়বে বলে জানানো হয়েছে।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয় মনে করে, বন্ড সুবিধা অব্যাহত থাকলে দেশীয় শিল্পে নতুন বিনিয়োগ নিরুৎসাহিত হবে এবং উৎপাদন ব্যয় ও লিড টাইম বেড়ে যাওয়ার কারণে রপ্তানি খাতের সামগ্রিক প্রতিযোগিতা সক্ষমতা হ্রাস পাবে। বিপরীতে, নিম্ন কাউন্টের সুতা আমদানিতে বন্ড সুবিধা প্রত্যাহার করা হলে দেশীয় স্পিনিং শিল্পে ভারসাম্য ফিরে আসবে, স্থানীয় উৎপাদন বাড়বে এবং কর্মসংস্থান সুরক্ষিত হবে।

FRIDAY JANUARY 16, 2026
MAGH 2, 1432 BS
The Daily Star

# Garment exporters see brighter outlook as election nears

REFAYET ULLAH MIRDHA

**KEY TAKEAWAYS**

- Western buyers ramp up RMG orders ahead of Feb 12 polls
- Improved political stability expected to increase shipments
- Garment exports grew 0.88% in 2025 to $38.82b
- US reciprocal tariffs on Bangladeshi items set at 20%
- Global supply chains also stabilising gradually

Garment workers make their way to work amid foggy weather. The picture was taken recently at Ulail Bus Stop on Dhaka-Aricha Highway in the Bank Town area of Savar. PHOTO: PALASH KHAN

American buyers are tapping the shoulder of Bangladeshi apparel makers. While exchanging new year greetings, Canadian buyers are also asking them how things are going. Local manufacturers say they are receiving phone calls and emails from buyers in Europe as well.

With less than a month to go before the national elections scheduled for February 12, local garment exporters say big business may be around the corner, as the polls are expected to calm frayed political nerves and improve overall law and order.

"Of course, the election is a major factor in restoring buyers' confidence, as political stability is expected after the polls," said Mostofa Q Sobhan Rubel, chairman of Dragon Group.

Rubel said his company is seeing a rise in inquiries, particularly from US and Canadian buyers for sweater items.

He said orders are increasingly shifting from China to Bangladesh after US reciprocal tariffs on Chinese goods climbed to nearly 50 percent.

Meanwhile, global conditions are also showing signs of improvement as inflation eases and supply chains gradually normalise. Rubel said he expects his exports to grow by about 30 percent this year, up from $20 million in 2025.

Exporters say prolonged political uncertainty, labour unrest in industrial zones months after the uprising and lingering aftershocks pushed many international buyers into a wait-and-see stance, delaying or trimming orders. With the election now in sight, those deferred orders are slowly resurfacing.

That tentative return of buyer interest comes after a subdued year for the local apparel sector.

In the recently concluded 2025, the country's garment exports rose by just 0.88 percent to $38.82 billion, from $38.48 billion a year earlier, according to the Export Promotion Bureau (EPB). The slight increase reflects the combined impact of domestic disruptions and weak global demand.

The improving outlook is also being shaped by easing global pressures.

Inflation in major economies has cooled, and supply chains are stabilising after years of disruption caused by the Covid-19 pandemic, the Russia-Ukraine war and ongoing conflicts in the Middle East, which had dampened apparel demand worldwide.

According to exporters, Bangladesh's position in global sourcing has strengthened further due to tariff differences in the US market.

The reciprocal tariff on Bangladeshi garments currently stands at 20 percent, lower than rates imposed on some competitors, including India and China, where duties have climbed close to 50 percent.

Even so, shipments to the US, Bangladesh's largest single country export destination, slowed during the peak months of September to November last year, when orders usually rise ahead of the Christmas season.

Exporters linked the slowdown to a front-loading of shipments earlier in the year.

Between January and April last year, before revised tariff rates took effect, the average duty on Bangladeshi garment exports to the US was around 16.5 percent.

Anticipating higher tariffs later, exporters rushed consignments during that period. Many US retailers then pared back imports in the second half of the year as inventories piled up.

Tariff uncertainty eased after negotiations with Washington. The reciprocal duty was scaled down to 20 percent, restoring a degree of predictability for buyers and suppliers.

Against this backdrop, apparel manufacturers are upbeat about the 2026 export outlook.

MA Jabbar, managing director of DBL Group, said the formation of an elected government would help rebuild confidence across the supply chain, from factory owners to global retailers and investors.

DBL exported $506 million worth of garments in 2025 and is targeting about 10 percent growth in 2026, after exports slipped from $520 million in 2024.

Industry leaders, however, also said that political stability alone will not guarantee a sustained rebound.

Humayun Rashid, chairman of Energypac Fashions Ltd, said persistent challenges in energy supply, port and logistics efficiency, banking sector health and international connectivity continue to weigh on competitiveness.

He added that concerns over Bangladesh's global image also remain an issue for some buyers.

Addressing ease of doing business is critical if the sector is to turn this short-term recovery into long-term growth, Rashid said.

JANUARY 19, 2026
MAGH 5, 1432 BS
The Daily Star

# Govt moves to curb yarn imports, RMG exporters unhappy

## Import restrictions on duty-free medium-to-coarse yarn may protect local spinners but could threaten the country's global apparel market position

**AT A GLANCE**

- Domestic demand for cotton yarn: 4bn kg used annually
- Imported yarn accounts for nearly 30% of total demand

**WHY THE COMMERCE MINISTRY RECOMMENDS THE MOVE**

- Ensure 40% domestic value addition for EU GSP Plus
- Safeguard duty benefits after LDC graduation in November 2026
- Spinners operating at 60% capacity
- Protect $25bn investment in the primary textile sector

REFAYET ULLAH MIRDHA

The commerce ministry has recommended that the revenue board end the duty-free import of certain types of yarn under the bonded warehouse facility.

Local spinners have welcomed the recommendation, but local apparel manufacturers say this could push up production costs and undermine the country's export competitiveness.

In a recent letter to the National Board of Revenue (NBR), the ministry recommended withdrawing the bonded facility for importing yarn of 10 to 30 count - a medium-to-coarse thickness range widely used in knitwear manufacturing. A higher count indicates less thickness.

The ministry cited mounting pressure on local spinning mills from cheaper imports, particularly from India.

Readymade garment exporters say the proposal risks unsettling the country's largest export sector at a time of global uncertainty and intense price competition.

Leaders of the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA) and the Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association (BKMEA) voiced their concerns regarding the move and announced to hold a press conference on the issue today.

BGMEA Director Faisal Samad said the suspension of duty-free imports would force garment manufacturers to rely more heavily on local yarn suppliers, where prices are already rising.

"The garment sector will be severely affected as we will have to buy yarn at higher prices from a monopolised local market," he said, adding that BGMEA members had raised the issue at an emergency meeting.

He declined to comment further ahead of the press conference, but said exporters were deeply concerned about the government's decision to restrict imports of "widely consumed" yarn.

BKMEA Executive President Fazlee Shamim Ehsan said imported yarn accounts for nearly 30 percent of the country's total demand - roughly $1.5 billion worth - with most of it sourced from India. The remaining demand is met by domestic spinners.

He said local mills had already started quoting prices $0.25-0.3 (Tk 30-36) per kilogramme higher following the proposed restriction.

"It is not right to harm the export-oriented garment industry to salvage the spinning sector," he said, arguing that targeted incentives of four to five percent could have been offered to primary textile producers instead.

The push for restricting imports follows sustained lobbying by the Bangladesh Textile Mills Association (BTMA), which has warned that some mills in the primary textile sector, which have investments of about $25 billion, are facing the risk of closure due to the import of cheap yarn from India.

In late December, BTMA urged the government to either suspend the bonded warehouse benefit or impose a 20 percent tariff on imports of the popular yarn counts.

According to BTMA sources, Bangladesh uses 400 crore kilogrammes of yarn in a year, with some 46 percent coming from India.

According to BTMA, Indian traders have been selling 30-count yarn in Bangladesh at $2.50 to $2.60 per kilogramme, even though the same yarn sells for $2.90 to $2.93 per kilogramme in India.

The association said such pricing reflects heavy incentives and has left local spinners struggling, with unsold yarn stocks reportedly reaching Tk 12,000 crore by the end of December.

The commerce ministry echoed these concerns in its letter to the NBR, noting that yarn imports surged sharply in recent years.

Import volumes rose by more than 68 percent in fiscal year 2023-24 (FY24)

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

# Govt moves to curb yarn

FROM PAGE B1

compared to the previous year, while values increased by over 46 percent. In FY25, volumes grew by another 18.4 percent and values by 26.3 percent.

The ministry said at least 50 spinning mills have already shut down and warned of further losses if the current import trend continues.

It also cautioned that growing dependence on imported yarn could reduce the garment sector's competitiveness due to lengthened lead times, reduce local value addition, and put pressure on foreign currency reserves.

Exporters, however, argue that limiting access to competitively priced yarn could weaken Bangladesh's position in global apparel markets, especially as buyers remain highly price-sensitive.

Showkat Aziz Russell, president of BTMA, said the issue must also be seen in the context of Bangladesh's graduation from least developed country (LDC) status.

He said exporters would need to comply with "two-stage transformation" rules – using locally spun yarn instead of imported cotton – to qualify for preferential market access in destinations such as the European Union (EU), the United Kingdom and Japan after graduation.

He also noted that securing GSP Plus benefits from the EU would require at least 40 percent local value addition, compared to current levels of around 35 percent in spinning, knitting at 20 percent and weaving at 25 percent.

The local spinners mainly produce the 30-count yarn to serve the garment exporters.

While local mills can supply about 90 percent of yarn demand for knitwear and 45 percent for woven garments, the rest still depends on imports from countries including India, China and Pakistan.

Spinners said in fiscal year 2025-26, $2.0 billion worth of yarn was imported from India, with local mills using 1,600 tonnes daily.

Bangladesh is the largest destination for Indian yarn exports, receiving 44 percent of the total, while Cambodia ranks second at 21 percent.

Earlier, in April last year, Bangladesh banned yarn imports from India through land ports, though sea-route imports remained unaffected. Millers have said they do not seek a complete ban, but rather measures to curb what they describe as dumping.

Contacted, Mohammad Naziur Rahman Miah, first secretary of customs (export and bond), said the NBR had received the commerce ministry's letter. "The issue is under consideration. No decision has been made yet."

বণিক বার্তা

সোমবার, জানুয়ারি ১৯, ২০২৬ ■ মাঘ ৫, ১৪৩২

## গবেষণা প্রতিবেদন

# প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের শ্রমশক্তির বাইরে রাখায় জিডিপির ক্ষতি ৮ শতাংশ পর্যন্ত

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

বিশ্বজুড়ে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অর্থনৈতিক মূলধারার বাইরে রাখার ফলে দেশগুলো ব্যাপক আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের শ্রমশক্তিতে অন্তর্ভুক্ত না করার কারণে ১২টি দেশে তাদের মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) ১ থেকে ৮ শতাংশ পর্যন্ত অপচয় হচ্ছে।

লন্ডন স্কুল অব হাইজিন অ্যান্ড ট্রপিক্যাল মেডিসিনের ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর এভিডেন্স ইন ডিজ্যাবিলিটির প্রতিবন্ধিতা গবেষণার সহযোগী অধ্যাপক ড. মরগন ব্যাংকস তার মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনে এসব তথ্য তুলে ধরেন।

গতকাল রাজধানীর ব্র্যাক সেন্টার ইন অডিটোরিয়েমে 'প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অর্থনৈতিক অন্তর্ভুক্তি' বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ব্র্যাক ইনস্টিটিউট অব গভর্ন্যান্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (বিআইজিডি), লন্ডন স্কুল অব হাইজিন অ্যান্ড ট্রপিক্যাল মেডিসিন (এলএসএইচটিএম) এবং প্রোগ্রাম ফর এভিডেন্স টু ইনফর্ম ডিজ্যাবিলিটি অ্যাকশন (পিইএনডিএ) যৌথভাবে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, বিশ্বের মোট জনসংখ্যার ১৬ শতাংশ বা প্রায় ১ দশমিক ৩ বিলিয়ন মানুষ কোনো না কোনো প্রতিবন্ধকতার শিকার। তারা প্রায়ই শিক্ষা ব্যবস্থা ও সুষ্ঠু কর্মসংস্থান থেকে বঞ্চিত থাকে। পাশাপাশি প্রতিবন্ধিতার কারণে যে অতিরিক্ত ব্যয় হয়, তা সামাজিক নিরাপত্তা ও অন্যান্য সহায়তা কর্মসূচির মাধ্যমে যথাযথভাবে পূরণ করা হয় না। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের দারিদ্র্য কমানোর প্রমাণভিত্তিক উপায় পাওয়া গেলে তাদের অর্থনৈতিক অন্তর্ভুক্তি বাড়ানো সম্ভব হবে। বাংলাদেশে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সংখ্যা প্রায় পাঁচ মিলিয়ন, এর মধ্যে ২০-২২ শতাংশ কর্মক্ষম। দেশের মোট প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মধ্যে প্রায় তিন মিলিয়ন মানুষকে কর্মক্ষম করা সম্ভব বলে মনে করেন বক্তারা।

ড. মরগন ব্যাংকস জোর দিয়ে বলেন যে প্রতিবন্ধী প্রাপ্তবয়স্কদের শ্রমবাজার থেকে বাদ দিলে ১২টি দেশে মোট দেশজ উৎপাদনের ১ থেকে ৮ শতাংশ পর্যন্ত অর্থনৈতিক ক্ষতি হয়। বাংলাদেশে প্রতিবন্ধী তরুণ-তরুণীদের পড়াশোনা ও কাজের বাইরে থাকার সম্ভাবনা অ-প্রতিবন্ধী তরুণ-তরুণীদের তুলনায় পাঁচ গুণ বেশি। যদিও বাংলাদেশ ও বিশ্বব্যাপী প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কর্মসংস্থান উন্নয়নে কোন পদক্ষেপগুলো কার্যকর এ বিষয়ে নির্ভরযোগ্য প্রমাণভিত্তিক তথ্য খুবই কম।

ড. ব্যাংকস দারিদ্র্যসীমার নিচে থাকা এবং বেকার প্রতিবন্ধী তরুণ-তরুণীদের জন্য সুযোগ বাড়াতে গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচির গুরুত্বের ওপর জোর দেন। ব্র্যাকের (স্টার প্লাস) কর্মসূচির প্রমাণভিত্তিক তথ্য তুলে ধরে তিনি দেখান যে এ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের ফলে প্রতিবন্ধী তরুণ-তরুণীদের মধ্যে কর্মসংস্থানে যুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা ২২ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে।

ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. সৈয়দ ফারহাত আনোয়ার বলেন, 'অন্তর্ভুক্তি মানে মানুষকে তাদের অক্ষমতা দিয়ে সংজ্ঞায়িত করা নয়; বরং তারা কীভাবে অবদান রাখতে পারে, সেটির স্বীকৃতি দেয়া। যখন প্রতিবন্ধকতা বা ব্যবধানগুলো সঠিকভাবে দূর করা হয়, তখন তাদের অবদানের সুযোগও আরো বেড়ে যায়।'

ব্রিটিশ হাইকমিশনের সামাজিক উন্নয়নবিষয়ক উপদেষ্টা তাহেরা জাবিন বলেন, 'যুক্তরাজ্য প্রতিবন্ধী অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নে বিশ্বে নেতৃত্ব দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। প্রোগ্রাম ফর এভিডেন্স টু ইনফর্ম ডিজ্যাবিলিটি অ্যাকশনের মাধ্যমে আমরা উচ্চমানের প্রমাণভিত্তিক তথ্য তৈরি করতে বিনিয়োগ করছি, যা অংশীদার ও নীতিনির্ধারকরা ব্যবহার করে বাংলাদেশসহ বিশ্বের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য শিক্ষা, দক্ষতা ও জীবিকার সুযোগ আরো শক্তিশালী করতে পারবে।'

মঙ্গলবার

২০ জানুয়ারি ২০২৬

দৈনিক ইত্তেফাক

# নাসা গ্রুপের সম্পত্তি বিক্রি করে শ্রমিকদের বকেয়া পরিশোধের সিদ্ধান্ত

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

আদালতের নির্দেশে নাসা গ্রুপের সম্পত্তি বিক্রি করে প্রতিষ্ঠানগুলোর শ্রমিকদের আইনানুগ বকেয়া বেতন ও সার্ভিস বেনিফিট পরিশোধের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে বলে জানিয়েছেন শ্রম ও কর্মসংস্থান উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) ড. এম সাখাওয়াত হোসেন। উপদেষ্টা জানান, ইতিমধ্যে আদালত কর্তৃক নিয়োগকৃত প্রশাসকের মাধ্যমে নাসা গ্রুপের শেয়ার বিক্রি করে তাদের শ্রমিকদের ৭৬ কোটি টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। এছাড়াও নাসা গ্রুপ বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনায় আটটি ব্যাংকের ডাউন পেমেন্ট করেছে। অবশিষ্ট ১৫টি ব্যাংকের ডাউন পেমেন্ট এবং শ্রমিকদের অবশিষ্ট বকেয়া আদালতের নির্দেশনার ভিত্তিতে নাসা গ্রুপের কিছু সম্পত্তি উন্মুক্ত প্রতিযোগিতার মাধ্যমে বিক্রি করে পরিশোধ করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

গতকাল সোমবার মন্ত্রণালয়ের এক প্রেস বার্তায় জানানো হয়েছে, শ্রম উপদেষ্টা রবিবার সচিবালয়ে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে 'বেক্সিমকো ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কের শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের শ্রম ও ব্যবসা পরিস্থিতি পর্যালোচনা' সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটির ১৫তম সভায় সভাপতির বক্তব্যে এ কথা বলেন।

সভায় উপস্থিত ছিলেন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. মো. সানোয়ার জাহান ভূইয়া, বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর, শিল্পাঞ্চল পুলিশের অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, নাসা

বণিকবার্তা
মঙ্গলবার, জানুয়ারি ২০, ২০২৬

### সংবাদ সম্মেলনে বিজিএমইএ ও বিকেএমইএর দাবি

# ভারত থেকে সুতা আমদানিতে বন্ড সুবিধা বাতিল হলে ধ্বংস হবে দেশের পোশাক খাত

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

সুতা আমদানিতে বন্ডেড ওয়্যারহাউজ সুবিধা বাতিলের জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে (এনবিআর) বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের করা সুপারিশ প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছে পোশাক খাতের শীর্ষ দুটি সংগঠন। মূলত দেশের প্রধান রফতানিমুখী শিল্প পোশাক খাতকে উৎসাহিত করতেই বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রফতানিকারক সমিতি (বিজিএমইএ) এবং বাংলাদেশ নিটওয়্যার প্রস্তুতকারক ও রফতানিকারক সমিতি (বিকেএমইএ) যৌথভাবে এ দাবি জানিয়েছে। সংগঠন দুটি বলছে, ভারত থেকে সুতা আমদানিতে বন্ড সুবিধা বাতিল করা হলে পাটের মতো দ্বিতীয় শিল্প হিসেবে ধ্বংস হবে তৈরি পোশাক খাত।

সংগঠন দুটি বলছে, ভারত থেকে সুতা আমদানিতে বন্ড সুবিধা বাতিল করা হলে পাটের মতো দ্বিতীয় শিল্প হিসেবে ধ্বংস হবে তৈরি পোশাক খাত

রাজধানীর একটি হোটেলে গতকাল এক যৌথ সংবাদ সম্মেলনে এ কথা বলেন বিজিএমইএ ও বিকেএমইএর নেতারা। তারা বলেন, দেশের প্রধান রফতানিমুখী শিল্প পোশাক খাত। এখান থেকে ৮২ শতাংশ আয় হয়। এর মধ্যে এককভাবে নিট পোশাক খাতের অবদান প্রায় ৫৫ শতাংশ বা প্রায় ২৭ বিলিয়ন ডলার। দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ, শিল্প প্রবৃদ্ধি ও লাখো মানুষের কর্মসংস্থান এ খাতের ওপর নির্ভরশীল। এ প্রেক্ষাপটে স্পিনিং খাতকে বিশেষ সুবিধা দিতে বন্ড সুবিধা বাতিল করা হলে এ পোশাক শিল্প ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে চলে যাবে। যেকোনো পণ্য আমদানিতে শুল্ক আরোপ করতে হলে নীতিমালা মানতে হয়। আন্তর্জাতিক নীতিমালা অনুযায়ী, শুল্কারোপের আগে স্থানীয় শিল্পে ক্ষতির প্রমাণ দিতে হয়, যা এ ক্ষেত্রে মানা হয়নি এবং এটি সরাসরি বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সেফগার্ড চুক্তির লঙ্ঘন। যেখানে আন্তর্জাতিক বাজারে '৩০ কার্ডেড' এক কেজি সুতা ২ দশমিক ৫০ থেকে ২ দশমিক ৬০ ডলারে বিক্রি হয়, সেখানে বাংলাদেশে ৩ ডলারে সরবরাহ করতে চাচ্ছে। ফলে প্রতি কেজি সুতায় প্রায় ৪০ সেন্ট বা ৪৬ টাকা বেশি দাম হবে। ভারতীয় সুতা আমদানি বন্ধ হলে আন্তর্জাতিক বাজারের তুলনায় দেশীয় স্পিনিং মিল একচেটিয়া বাজার করতে পারবে।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য দেন বিজিএমইএর ভারপ্রাপ্ত সভাপতি সেলিম রহমান। তিনি বলেন, 'বিশ্ববাজারের মন্দা ভাব, ভূরাজনৈতিক অস্থিরতা এবং অভ্যন্তরীণ জ্বালানি সংকটের মতো ত্রিমুখী চ্যালেঞ্জ যখন আমাদের শিল্পকে কোণঠাসা করছে, ঠিক তখনই সুতা আমদানিতে শুল্ক আরোপের মতো এক আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। আমরা পোশাক রফতানিকারকরাই বাংলাদেশের স্পিনিং মিলগুলোর উৎপাদিত সুতার একমাত্র ক্রেতা, তারপরও পোশাক শিল্পের স্বার্থকে উপেক্ষা করে একতরফাভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছে ট্যারিফ কমিশন। এটি শুধুই অনভিপ্রেতই নয়, বরং নীতিগতভাবেও চরম প্রশ্নবিদ্ধ।'

তিনি আরো বলেন, 'একটি বিশেষ খাতের পদ্ধতিগত অদক্ষতাকে আড়াল করতে গিয়ে দেশের প্রধান রফতানি খাতকে চরম ঝুঁকির মুখে ঠেলে দেয়া হচ্ছে। বর্তমানে দেশীয় স্পিনিং মিলগুলোয় প্রায় ১২ হাজার কোটি টাকার সুতা অবিক্রীত পড়ে থাকার যে খতিয়ান দেয়া হচ্ছে সেটি সত্য কিনা, তার উত্তরটা বাজার অর্থনীতির সাধারণ নিয়মেই নিহিত। এখন যদি আমদানিতে বন্ড সুবিধা বন্ধ হয়ে যায় তাহলে প্রতি কেজি সুতার দাম বাড়বে ৪০ সেন্ট বা ৪৬ টাকারও বেশি। তীব্র প্রতিযোগিতামূলক বিশ্ববাজারে মাত্র এক বা আধা সেন্টের হেরফেরে অর্ডার হাতছাড়া করি, সেখানে কাঁচামালের পেছনে কেজিতে অতিরিক্ত ৪০ সেন্ট ব্যয় করা মোটেও বাস্তবসম্মত নয়। এককথায় জেনেশুনে আত্মহননের পথে পা বাড়ানো। এখন দেশীয় স্পিনিং মিলগুলো বলছে নিট গার্মেন্টসের কাঁচামাল হিসেবে সুতার একটি বড় অংশ জোগান দিতে প্রস্তুত, বাস্তবতা হলো তাদের উৎপাদনক্ষমতার মাত্র ৬০ শতাংশ ব্যবহার করছে এবং বিভিন্ন কারণে লোকসান দিচ্ছে। এখন সে শিল্পকে বাঁচাতে কি নতুন করে অন্য শিল্পগুলোকে মেরে ফেলবেন? আমরা শুধু দেশীয় শিল্পে কেন বসে থাকব, আন্তর্জাতিক বাজারেও আমাদের শিল্পকে ছড়িয়ে দিতে হবে।'

বিকেএমইএ সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম বলেন, 'আপনারা একটি ইন্ডাস্ট্রিকে বাঁচাতে গিয়ে যদি অন্য দুই-তিনটি ইন্ডাস্ট্রিকে বন্ধ করে দেন, তাহলে সেটি কোনোভাবেই টেকসই বা যুক্তিসংগত সিদ্ধান্ত হতে পারে না। একটি বিষয় পরিষ্কারভাবে বিবেচনা করা দরকার—আপনি যদি সুতা আমদানি বন্ধ করেন তাহলে স্বাভাবিকভাবেই আগামী দিনগুলোয় ফ্যাব্রিক আমদানি শুরু হয়ে যাবে। কারণ আমরা চীন থেকে তুলনামূলক কম দামে ফ্যাব্রিক আমদানি করতে পারি। সেই পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের হাজার হাজার স্পিনিং, উইভিং ও ডায়িং মেশিনসহ সংশ্লিষ্ট পুরো ভ্যালু চেইনটাই বন্ধ হয়ে যাওয়ার ঝুঁকিতে পড়বে। অর্থাৎ স্পিনিং মিলকে বাঁচাতে গিয়ে আপনি পুরো টেক্সটাইল ভ্যালু চেইন ধ্বংস করার পথ তৈরি করছেন। এটা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।'

তিনি আরো বলেন, 'এক বছর ধরে আমরা বলে আসছি, গার্মেন্টস শিল্প আইসিইউতে আছে। এ পরিস্থিতিতে যদি স্পিনিং শিল্পকে বাঁচাতে গিয়ে অন্যকে মেরে ফেলেন, তাহলে পাটের মতো দ্বিতীয় শিল্প হিসেবে এটিও ধ্বংস হবে।' এ সময় দেশের ব্যাংকগুলো বিভিন্ন কায়দায় টাকা লুটপাট করছে বলে মন্তব্য করেন তিনি।

দেশীয় উৎপাদনকারীরা স্থানীয় পর্যায়ে মানসম্মত সুতা সরবরাহ করতে পারলে ২০ সেন্টের বেশি দিয়েও পোশাক খাতের ব্যবসায়ীরা তা ব্যবহার করবেন বলেও জানান বিকেএমইএ সভাপতি।

এ সময় বিকেএমইএর নির্বাহী সভাপতি ফজলে শামীম এহসান, বিজিএমইএর জ্যেষ্ঠ সহসভাপতি ইনামুল হক খান, সহসভাপতি রেজোয়ান সেলিম, সহসভাপতি (অর্থ) মিজানুর রহমান ও মো. শিহাব উদ্দোজা চৌধুরী, পরিচালক মোহাম্মদ আব্দুর রহিম, ফয়সাল সামাদ, মোহাম্মদ আবদুস সালাম, সুমাইয়া ইসলাম ও কাজী মিজানুর রহমানসহ সংশ্লিষ্টরা উপস্থিত ছিলেন।

**বিটিএমএ সভাপতির দাবি:** বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস অ্যাসোসিয়েশনের (বিটিএমএ) সভাপতি শওকত আজিজ তৈরি পোশাক খাতের উদ্যোক্তাদের সংবাদ সম্মেলনে উপস্থাপিত কিছু তথ্যকে সঠিক নয় বলে দাবি করেছেন। তিনি এক বিবৃতিতে দাবি করেছেন, বিটিএমএ, বিজিএমইএ ও বিকেএমইএর সঙ্গে আলোচনা করেই ট্যারিফ কমিশন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদন দাখিল করে। ওই প্রতিবেদন যাচাই-বাছাই শেষে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কেবল ১০ থেকে ৩০ কাউন্টের সুতা (এইচএস কোড ৫২০৫, ৫২০৬ ও ৫২০৭) বন্ড সুবিধার বাইরে রাখার সুপারিশ করেছে। এতে নতুন করে কোনো শুল্ক আরোপের প্রস্তাব দেয়া হয়নি এবং বর্তমানে সেফগার্ড ডিউটি আরোপেরও কোনো সিদ্ধান্ত নেই।

শওকত আজিজ বলেন, 'বন্ড সুবিধার আওতায় শুল্কমুক্ত সুতা আমদানির মাধ্যমে তৈরি পোশাক খাতের দেশীয় প্রতিষ্ঠানগুলো বাস্তবে কোনো সুবিধা পাচ্ছে না। বরং এ সুবিধার মূল উপকারভোগী হচ্ছে বিদেশী ক্রেতা প্রতিষ্ঠানগুলো। অন্যদিকে দেশীয় স্পিনিং মিলগুলো বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করেও পার্শ্ববর্তী দেশের সরকারের দেয়া প্রতি কেজিতে প্রায় ৫০ সেন্ট ভর্তুকির কারণে তীব্র প্রতিযোগিতার মুখে পড়েছে এবং টিকে থাকা কঠিন হয়ে পড়ছে।

তিনি আরো বলেন, 'এসব বাস্তবতা বিবেচনায় বাণিজ্য মন্ত্রণালয় জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে (এনবিআর) এমন কিছু সুতাকে বন্ড সুবিধার আওতামুক্ত করার প্রস্তাব দিয়েছে, যেগুলোর শতভাগ সরবরাহ সক্ষমতা দেশীয় মিলগুলোর রয়েছে। এ প্রস্তাব দেয়ার আগে সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দপ্তর ও কর্মকর্তারা তৈরি পোশাক খাতের উদ্যোক্তাদের সঙ্গে একাধিকবার আনুষ্ঠানিক বৈঠক করেছেন।'

বিটিএমএ সভাপতি জানান, এর আগেও অনানুষ্ঠানিক বৈঠকে বিটিএমএ, বিজিএমইএ ও বিকেএমইএর নেতারা একমত হয়েছিলেন যে যেসব সুতা শতভাগ স্থানীয়ভাবে উৎপাদন সম্ভব, সেগুলো বন্ড সুবিধার বাইরে আনা যেতে পারে। অথচ সেই সমঝোতাকে উপেক্ষা করে এখন বিষয়টিকে একতরফা সিদ্ধান্ত হিসেবে উপস্থাপন করা হচ্ছে, যা কাম্য নয়।

প্রসঙ্গত, সম্প্রতি বন্ডেড ওয়্যারহাউজ সুবিধার আওতায় নির্দিষ্ট কিছু সুতার শুল্কমুক্ত আমদানি বন্ধের সুপারিশ করে এনবিআরকে চিঠি দিয়েছে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়। চিঠিতে ১০ থেকে ৩০ কাউন্টের সুতা আমদানিতে বন্ডেড সুবিধা প্রত্যাহারের সুপারিশ করে মন্ত্রণালয়। এ সিদ্ধান্তকে স্থানীয় স্পিনিং মিলগুলো স্বাগত জানালেও তা প্রত্যাহারের দাবি পোশাক শিল্প ব্যবসায়ীদের। এ নিয়ে ১৮ জানুয়ারি অর্থ উপদেষ্টা, বাণিজ্য উপদেষ্টা ও এনবিআরের চেয়ারম্যান বরাবর চিঠি দিয়েছে বিজিএমইএ ও বিকেএমইএ।

সমকাল ২০ জানুয়ারি ২০২৬। ৬ মাঘ ১৪৩২

এসডব্লিউএনবি-সমকাল গোলটেবিল

# যৌনকর্মীদের অধিকার, মর্যাদা ও ন্যায়বিচার নিশ্চিতের আহ্বান

রাজধানীর তেজগাঁওয়ে সমকাল কার্যালয়ে গতকাল সোমবার 'যৌনকর্মীদের প্রতি সহিংসতা ও আইনি সুরক্ষা' শীর্ষক গোলটেবিল আলোচনায় অতিথিরা ■ সমকাল

■ সমকাল প্রতিবেদক

দেশে যৌনকর্মীরা প্রতিনিয়ত সহিংসতা, নির্যাতন ও বৈষম্যের মুখে পড়ছেন। খদ্দের ও দালালের পাশাপাশি আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের হাতে হয়রানি ও নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন। রাষ্ট্রীয় নীতি, আইন ও উন্নয়ন কর্মসূচিতে এ জনগোষ্ঠীর কোনো দৃশ্যমান উপস্থিতি নেই।

যৌনকর্মীদের ওপর নির্যাতন, সামাজিক ও আইনি সুরক্ষার এমন ঘাটতির বিষয়গুলো উঠে এসেছে রাজধানীতে আয়োজিত একটি গোলটেবিল আলোচনায়। এতে অংশ নিয়ে বেশ কিছু সুপারিশও তুলে ধরেছেন বিশিষ্টজন। তারা যৌনকর্মীদের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত বৈষম্যমূলক আইন ও বিধিমালা সংশোধন করে আইনি স্বীকৃতি ও সুরক্ষা নিশ্চিত করার সুপারিশ করেছেন। পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের ভাতাসহ সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিতে তাদের অন্তর্ভুক্তি, জাতীয় পরিচয়পত্র পাওয়ার ব্যবস্থা সহজ করা, কারিগরি প্রশিক্ষণ, দক্ষতা উন্নয়ন ও ক্ষুদ্রঋণের মাধ্যমে বিকল্প জীবিকা ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার আহ্বান জানান তারা।

গতকাল সোমবার রাজধানীর তেজগাঁওয়ে সমকালের সভাকক্ষে 'যৌনকর্মীদের প্রতি সহিংসতা ও আইনি সুরক্ষা' শিরোনামে এ গোলটেবিল আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। সমকাল ও সেক্স ওয়ার্কার্স নেটওয়ার্ক বাংলাদেশ (এসডব্লিউএনবি) যৌথভাবে এ সভার আয়োজন করে।

এতে অন্যদের মধ্যে অংশ নেন সেক্স ওয়ার্কার্স নেটওয়ার্কের সভানেত্রী নুর নাহার, উল্কা নারী সংঘের সভানেত্রী হেনা আক্তার, নারীপক্ষের জাহানারা খাতুন, প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের পরিচালক (ইনফ্লুয়েন্সিং ক্যাম্পেইন অ্যান্ড কমিউনিকেশন) নিশাত সুলতানা, ইউএনএইডসের কান্ট্রি ডিরেক্টর সায়মা খান ও মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক শাহীন আনাম। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন সমকাল সম্পাদক শাহেদ মুহাম্মদ আলী।

মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন রিসার্চ অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট কনসালট্যান্টস লিমিটেডের চেয়ারম্যান ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ফুরকান হোসেন। এরপর একটি ভিডিও দেখানো হয়। তাতে যৌনকর্মীদের ওপর নির্যাতনের চিত্র দেখে উপস্থিত আলোচকদের চোখ ভিজে যায়। দেখা যায়, বেশির ভাগ নির্যাতনের ঘটনায় স্থানীয় সংঘবদ্ধ গোষ্ঠী ও প্রভাবশালীরা জড়িত।

মূল প্রবন্ধে ফুরকান হোসেন বলেন, গবেষণায় দেখা গেছে, জীবনকালে শতভাগ নারী যৌনকর্মী কোনো না কোনো সহিংসতার শিকার হয়েছেন। গত ১২ মাসে ৫১ দশমিক ৯ শতাংশ শারীরিক সহিংসত এবং ৯১ শতাংশ মৌখিক নির্যাতনের অভিজ্ঞতার কথা জানিয়েছেন। এই সহিংসতার সঙ্গে জড়িতদের তালিকায় রয়েছে পুলিশ, খদ্দের, দালাল, বাড়িওয়ালা, স্থানীয় লোকজন; এমনকি পরিবারের সদস্যরাও।

ইউএনএইডস ও এসডব্লিউএনের ২০২৩ সালের প্রতিবেদনে উঠে এসেছে, ৯৬ শতাংশ যৌনকর্মী জীবনে অন্তত একবার পুলিশের হয়রানি, নির্যাতন, চাঁদাবাজি বা যৌন সহিংসতার শিকার হয়েছেন। অনেক ক্ষেত্রে পুলিশ সদস্যরা বিনা পারিশ্রমিকে যৌন সম্পর্ক করতে বাধ্য করেন অথবা ভয় দেখিয়ে অর্থ আদায় করেন। প্রভাবশালী ব্যক্তিরা টাকা না দিয়ে যৌন সম্পর্ক করলেও পুলিশ সাধারণত কোনো ব্যবস্থা নেয় না।

মূল প্রবন্ধে বলা হয়, বাংলাদেশে যৌনকর্মীরা দীর্ঘদিন ধরে আইনগত অস্পষ্টতা ও দ্বন্দ্বপূর্ণ বাস্তবতার মধ্যে বাস করছেন। একদিকে যৌনকর্ম কার্যত সহনীয় হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে, অন্যদিকে জীবিকা নির্বাহের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ডগুলো বিভিন্ন আইনে অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হচ্ছে।

গবেষণায় দেখা গেছে, ৩৫ দশমিক ৩ শতাংশ যৌনকর্মী গ্রেপ্তার বা আটক হয়েছেন; তাদের মধ্যে ৪৯ দশমিক ১ শতাংশ কারাবরণ করেছেন, ২৫ দশমিক ৩ শতাংশ আটক ছিলেন থানায়। আইন বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এটি সংবিধানের মৌলিক অধিকার ও মানবাধিকারের সঙ্গে সাংঘর্ষিক।

ফুরকান হোসেন বলেন, সহিংসতা বা পারিশ্রমিক না পাওয়ার ঘটনায় যৌনকর্মীরা পুলিশের কাছে গেলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে সহায়তা পান না। গবেষণায় দেখা গেছে, ১০ শতাংশের কম যৌনকর্মী আইনি সহায়তা চেয়েছেন; বাকিরা পুলিশের প্রতিশোধের ভয়ে অভিযোগই করেননি। এ ছাড়া ৭৯ দশমিক ৫ শতাংশ যৌনকর্মী জীবনে অন্তত একবার উপার্জিত টাকা দিতে বাধ্য হয়েছেন। যার মধ্যে ১৯ শতাংশ ক্ষেত্রে বাধ্য করেছেন আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা।

২০১১ সালের নারী উন্নয়ন নীতি কিংবা নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা (এনএপিভিএডব্লিউ) কোনোটিতেই যৌনকর্মীদের স্পষ্টভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। ফলে তারা সরকারি সুরক্ষা, সেবা ও ক্ষমতায়ন কর্মসূচির বাইরে থেকে যাচ্ছেন।

গবেষণায় উঠে এসেছে, ৯৭ দশমিক ৬ শতাংশ যৌনকর্মী নিজেদের মৌলিক মানবাধিকার থেকে বঞ্চিত মনে করেন। ৮১ দশমিক ৫ শতাংশ যৌনকর্মীর সন্তান রয়েছে। সামাজিক কলঙ্ক ও অর্থনৈতিক সংকটে তাদের অনেকেই স্কুল ছাড়তে বাধ্য হচ্ছে। সরকারি শিশু যত্নকেন্দ্র বা আবাসিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেও এসব শিশুর জায়গা হয় না।

এসডব্লিউএনবির সভানেত্রী নুর নাহার বলেন, 'যৌনকর্মীকে পেশা হিসেবে স্বীকৃতি দিতে হবে। স্বাস্থ্যসেবা ও নিরাপত্তা পাওয়া আমাদের অধিকার। সমাজে খদ্দেরকে প্রশ্ন করা হয় না, কিন্তু যৌনকর্মীকে প্রশ্ন করা হয়। এই বৈষম্য বন্ধ হওয়া দরকার।'

উল্কা নারী সংঘের সভানেত্রী হেনা আক্তার বলেন, 'দেশে যৌনকর্মীর সংখ্যা আনুমানিক এক লাখ ১৩ হাজার। এই সংখ্যার মধ্যে নারী ও পুরুষ উভয় যৌনকর্মীই রয়েছেন। কিন্তু আইনি কাঠামোর সীমাবদ্ধতার কারণে এই বিপুল জনগোষ্ঠীর বড় একটি অংশ কার্যত আইনি স্বীকৃতি ও সুরক্ষার বাইরে থেকে যাচ্ছে।

নারীপক্ষের সদস্য জাহানারা বলেন, আমরা সবাই মনে করি, 'সেক্স ওয়ার্কার' বিষয়টিকে স্বীকৃতি দিতে হবে। যাদের বয়স ১৮ বছরের বেশি এবং যারা এ পেশাকে তাদের আয় হিসেবে বেছে নিয়েছেন, তাদের ক্ষেত্রে সেক্স ওয়ার্ককে স্বীকার করা অবশ্যক।

প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের পরিচালক নিশাত সুলতানা বলেন, যৌনকর্মী, হিজড়া ও দলিত– এই প্রতিটি সম্প্রদায়ের ওপরই নির্যাতন ও বৈষম্য চলছে। নারীরা ঘরের ভেতরেও নিরাপদ নন। সরকার যদি নিজেই স্বীকার করে– দেশের ৭০ শতাংশ নারী কোনো না কোনোভাবে নির্যাতনের শিকার, তাহলে প্রশ্ন আসে, আমরা সমাজ হিসেবে কোন পথে এগোচ্ছি?

তিনি বলেন, অধিকারভিত্তিক কণ্ঠস্বরকে দুর্বল করার জন্য অনেক সময় ধর্মের দোহাই দিয়ে ভয় দেখানো হয়। এতে যৌনকর্মীসহ প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মানুষ আরও চুপসে যেতে বাধ্য হন।

ইউএনএইডসের কান্ট্রি ডিরেক্টর সায়মা খান বলেন, দেশে এখন একটি শক্তিশালী গোষ্ঠী তৈরি হয়েছে, যারা নিজেদের 'মরাল পুলিশ' মনে করে। নারীদের যৌনতা, পোশাক, আচরণ, চলাফেরা– সবকিছুর ওপর তারা কর্তৃত্ব ফলাতে চায়। এই গোষ্ঠীর ধারণা, যেহেতু তারা কোনো কাজকে 'ভুল' মনে করে, তাই সেটি বন্ধ করতে গালাগাল, নির্যাতন এমনকি মারধর করাও বৈধ। রাস্তায় প্রকাশ্যে যৌনকর্মীকে ধরে পেটানো হচ্ছে। এর পেছনে রয়েছে নারীকে নিয়ন্ত্রণে রাখার একটি সুপরিকল্পিত সামাজিক নকশা।

মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক শাহীন আনাম বলেন, নারী অধিকার সংস্কার-সংক্রান্ত প্রতিবেদনে যখন সেক্স ওয়ার্ককে বৈধ করার প্রসঙ্গ এসেছে, তখন সেটি নিয়ে নানা ধরনের আপত্তিকর মন্তব্য করা হয়েছে। যৌনকর্মীকে রক্ষা করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। তাদের উচ্ছেদ করার কোনো আইনি ভিত্তি নেই।

তিনি বলেন, যৌনকর্মীর সন্তানের যদি শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করা যায়, তবে তারাও সমাজের উৎপাদনশীল নাগরিক হয়ে উঠতে পারে। শাহীন আনাম মনে করেন, সংবিধান অনুযায়ী পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে টেনে ওপরে আনা সরকারের দায়িত্ব। ভবিষ্যতে যে সরকার ক্ষমতায় আসবে, তাদের সঙ্গে এ বিষয়ে নাগরিক সমাজকে আরও সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত হতে হবে।

DHAKA TUESDAY JANUARY 20, 2026
MAGH 6, 1432 BS
The Daily Star

# A recipe for more migration fraud?

## Migrants need accountability from existing recruiting agencies, not more of them

Migrant workers remitted a record $33 billion last year, a vital cushion for a nation navigating political turbulence. Yet the machinery that sends them abroad remains largely broken, with prohibitive costs and middlemen who treat human beings as commodities. Against this backdrop, the interim government's decision to approve 252 new overseas recruiting agencies is baffling. This expansion pushes the total number of licensed recruiters to 2,646—the highest in South Asia—dwarfing India's 1,988 and Pakistan's 2,537. Clearly, it flies in the face of economic logic and expert advice as, just months ago, a government-commissioned white paper explicitly recommended a "reasonable" reduction in agencies to curb endemic fraud. To our surprise, the expatriates' welfare and overseas employment ministry has done the opposite.

A senior secretary has reportedly argued that more agencies will break the stranglehold of powerful syndicates, and that even if each new firm sends just one worker, numbers will rise. This is based on a rosy assumption that more competition automatically leads to better behaviour. In reality, it merely fuels a race to the bottom: illicit costs permeate every layer of the labour market and ultimately trickle down to aspiring migrants, forcing them to pay a higher price than anyone else in the region.

The white paper's findings were quite damning. Over the past decade, it revealed, nearly one in five workers who paid advances failed to migrate at all, resulting in annual losses of roughly Tk 31,660 crore. That is why we stress that the system needs cleaning, not cluttering. The priority should be a rigorous audit to weed out unfit agencies, not the issuance of fresh licences that will stretch an already overstretched regulator to breaking point. The Bureau of Manpower Employment and Training (BMET) is drowning in complaints, with over 2,200 last year alone. Having to police more agencies would be almost impossible.

This decision comes as the global market for Bangladeshi labour is shrinking. Malaysia halted recruitment amid corruption allegations during the tenure of the Awami League government. The UAE has suspended visas, and traditional markets like Oman and Bahrain are largely closed. Even Saudi Arabia, the destination for 70 percent of migrants, is becoming less hospitable, with rising costs and fewer jobs. When legal routes narrow, the temptation for irregular migration grows. Already, Bangladeshis topped the list of irregular sea crossings to Europe last year.

The interim government has a mandate to dismantle prevailing syndicates, yet it appears to be replicating the mistakes of the past. Issuing licences is easy; ensuring that a village labourer is not bankrupted by a predatory broker is hard. The government seems to have chosen the easy part. But our migrant workers deserve better.

Going forward, we urge the authorities to enforce strict legal and ethical standards and negotiate bilateral agreements that eliminate middlemen altogether. Agencies with proven records of fraud must be stripped of their licences, and this clean-up must be paired with strengthening the BMET. Establishing a centralised, digital payment gateway for migration fees would also be a critical step in eliminating opaque cash transactions that fuel the syndicate system and drive up costs for the poorest workers.

কালের কণ্ঠ
মঙ্গলবার। ২০ জানুয়ারি ২০২

বিকেএমইএ সভাপতি

# পোশাক খাত আইসিইউতে

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

দেশীয় স্পিনিং মিল সুরক্ষার নামে সুতা আমদানিতে শুল্কারোপ ও বন্ডেড ওয়্যারহাউস সুবিধা প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত তৈরি পোশাক শিল্পকে চরম সংকটের দিকে ঠেলে দিচ্ছে বলে জানিয়েছে পোশাক রপ্তানিকারকদের দুই শীর্ষ সংগঠন বাংলাদেশ গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিজিএমইএ) ও বাংলাদেশ নিটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিকেএমইএ)। এই দুই সংগঠনের শীর্ষ নেতারা বলছেন, এ সিদ্ধান্ত কার্যকর হলে দেশীয় স্পিনিং মিলগুলো কৃত্রিম সুরক্ষার আড়ালে একচেটিয়া বাজার তৈরি করবে, তাতে সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত হবে রপ্তানিমুখী পোশাকশিল্প।

গতকাল সোমবার রাজধানীর সোনারগাঁও হোটেল মিলনায়তনে আয়োজিত যৌথ সংবাদ সম্মেলনে বিজিএমইএর ভারপ্রাপ্ত সভাপতি সেলিম রহমান বলেন, আমদানি করা সুতার তুলনায় দেশীয় স্পিনিং মিলগুলো প্রতি কেজি গড়ে ৪৬ টাকা বেশি দামে সুতা বিক্রি করছে। দেশীয় শিল্প রক্ষার নামে আমদানিতে নিষেধাজ্ঞা ও বাড়তি শুল্ক আরোপ করে কৃত্রিম সুরক্ষা দেওয়া হচ্ছে। ফলে সুতার বাজারে একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ তৈরি হচ্ছে।'

সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, আন্তর্জাতিক মান ও প্রতিযোগিতামূলক দরে সুতা সরবরাহ করতে পারলে পোশাক খাত দেশীয় স্পিনিং মিল থেকেই সুতা কিনতে আগ্রহী। সেলিম রহমান বলেন, 'প্রয়োজনে আমরা আন্তর্জাতিক দামের তুলনায় প্রতি কেজিতে ১০ থেকে ১৫ সেন্ট বেশি দিয়েও দেশীয় সুতা কিনব। কিন্তু অযৌক্তিকভাবে বেশি দাম দিয়ে কেনা সম্ভব নয়।'

বিকেএমইএ সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম বলেন, 'পোশাকশিল্প বর্তমানে মারাত্মক সংকটের মধ্যে রয়েছে। আমরা অল্প মুনাফায় ব্যবসা করি। পোশাক খাত এখন আইসিইউতে আছে। এই অবস্থায় কাঁচামালের দাম বাড়ালে শিল্প টিকিয়ে রাখা কঠিন হয়ে পড়বে। একটি শিল্পকে বাঁচাতে গিয়ে আরেকটি শিল্পকে ধ্বংস করা কোনো সমাধান হতে পারে না।' তিনি আরো বলেন, প্রয়োজনে সরকার স্পিনিং মিলগুলোকে ভিন্নভাবে সহায়তা দিতে পারে—নগদ প্রণোদনা, স্বল্প সুদের ঋণ, করপোরেট কর রেয়াত বা নিরবচ্ছিন্ন গ্যাস-বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করে। কিন্তু আমদানিতে শুল্কারোপ কোনো টেকসই সমাধান নয়।

বিজিএমইএ নেতারা জানান, দেশের পোশাক খাত মোট সুতার প্রায় ৬০ শতাংশ স্থানীয় স্পিনিং মিল থেকে সংগ্রহ করে। বাকি ৪০ শতাংশ আমদানি করতে হয়। বিজিএমইএ পরিচালক ফজলে শামীম এহসান বলেন, অনেক ধরনের সুতা দেশে উৎপাদন হয় না। সেগুলো আমদানি করা ছাড়া বিকল্প নেই। তা ছাড়া আন্তর্জাতিক ক্রেতারা কাঁচামালের বৈশ্বিক দামের ভিত্তিতে পোশাকের দাম নির্ধারণ করেন। দেশে সুতা বেশি দামে কিনলে ক্রেতারা তা মেনে নেবেন না।

সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, সরকার ১০ থেকে ৩০ কাউন্টের সুতা আমদানিতে শুল্কারোপ ও বন্ডেড ওয়্যারহাউস সুবিধা প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। অথচ তৈরি পোশাক শিল্পে ব্যবহৃত সুতার সর্বোচ্চ কাউন্ট ৩০ থেকে ৩২। নেতারা অভিযোগ করেন, এ সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের সঙ্গে যথাযথ আলোচনা করা হয়নি। বিজিএমইএর ভারপ্রাপ্ত সভাপতি বলেন, এই সিদ্ধান্ত বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (ডব্লিউটিও) সেফগার্ড চুক্তির ৩ ও ৪ নম্বর অনুচ্ছেদের লঙ্ঘন। কারণ, আমদানিতে রক্ষণশীল শুল্ক আরোপের আগে স্থানীয় শিল্পে গুরুতর ক্ষতির প্রমাণ দিতে হয়, যা এখানে করা হয়নি। সংবাদ সম্মেলন থেকে সুতা আমদানিতে শুল্কারোপ ও বন্ড সুবিধা প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত অবিলম্বে বাতিলের দাবি জানানো হয়। নেতারা সতর্ক করে বলেন, এ সিদ্ধান্ত বহাল থাকলে পোশাক রপ্তানি আরো কমে যাবে এবং দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব পড়বে।

বিজিএমইএ পরিচালক ফয়সাল সামাদ বলেন, 'যেখানে কাঁচামালের দাম কম পাব, সেখানেই যাব। আমাদের বাজার উন্মুক্ত করতে হবে আমদানিতে।' তিনি বলেন, মোট চাহিদার ৬০ শতাংশ সুতা স্থানীয় স্পিনিং মিল থেকে নিয়ে থাকে পোশাক খাত। ওই সময় উপস্থিত ছিলেন বিজিএমইএর সিনিয়র সহসভাপতি ইনামুল হক খান, সহসভাপতি রেজওয়ান সেলিম, পরিচালক আবদুর রহিম,. পরিচালক সুমাইয়া ইসলাম রোজালিন প্রমুখ।

সমকাল
২০ জানুয়ারি ২০২৬।

# জলসীমায় ২৪ বাংলাদেশি জেলেকে আটক ভারতের

■ কলকাতা প্রতিনিধি

ভারতীয় জলসীমায় অবৈধ অনুপ্রবেশের অভিযোগে আটক হয়েছেন ২৪ জন বাংলাদেশি জেলে। রোববার সন্ধ্যায় নিয়মিত টহল দেওয়ার সময় তাদের আটক করা হয় বলে জানিয়েছে ভারতের কোস্টগার্ড। আটক ট্রলারটির নাম 'এফবি সাফওয়ান'।

ভারতের কোস্টগার্ড জানায়, ফ্রেজারগঞ্জ ঘাঁটির কোস্টগার্ডের একটি জাহাজ আন্তর্জাতিক জলসীমার কাছাকাছি টহল দিচ্ছিল। এ সময় বাংলাদেশের পতাকাবাহী মাছ ধরার ট্রলার দেখতে পেয়ে ধাওয়া করা হয়। পরে ট্রলারটি আটক করে বাজেয়াপ্ত করার পাশাপাশি তাতে থাকা ২৪ বাংলাদেশি জেলেকে হেফাজতে নেওয়া হয়।

আটক হওয়া একজন বলেন, 'আমরা ভেসে গিয়েছিলাম। ট্রলারের ইঞ্জিন নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। আশপাশে আরও একটি ট্রলার ছিল আমাদের দেশের। কিন্তু ওরা ছেড়ে চলে গিয়েছিল।'

প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদ শেষে শারীরিক পরীক্ষার পর তাদের ফ্রেজারগঞ্জ কোস্টাল থানার হাতে তুলে দেয় কোস্টগার্ড। আজ মঙ্গলবার তাদের কাকদ্বীপ মহকুমা আদালতে তোলা হবে।

TUESDAY JANUARY 20, 2026
MAGH 6, 1432 BS
The Daily Star

# RMG exporters oppose move to curb yarn imports

STAR BUSINESS REPORT

Local apparel exporters have opposed the commerce ministry's recommendation to remove duty benefits on certain yarn imports under the bonded warehouse facility.

They argue that such restrictions would force them to spend more on locally produced yarn, which eventually will reduce the global competitiveness of the country's ready-made garments at a time when export growth is slowing.

The commerce ministry recently recommended the National Board of Revenue (NBR) to scrap duty benefits on imported yarn of 10 to 30-count, a medium-to-coarse range widely used in knitwear production.

The move is meant for protecting local spinners, who claim they were sitting on Tk 12,000 crore of unsold stock as of December last year amid a surge of Indian yarn.

At a joint press conference at Pan Pacific Sonargaon Dhaka yesterday, leaders of the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA) and Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association (BKMEA) said local spinners should expand capacity and modernise production rather than depending on an "artificial duty shield".

BGMEA Director Faisal Samad said they are relying more on Indian yarns because of their competitive prices. "In this case, shorter lead-time is not a major factor," he said.

Leaders at the press conference criticised the commerce ministry for not consulting with them before making the decision. They said that officials of the Bangladesh Trade and Tariff Commission (BTTC), which operates under the commerce ministry, held meetings with them.

BKMEA President Mohammad Hatem said that no decision on duty withdrawal was made during discussions with BTTC officials.

The garment-makers said they would be willing to purchase local yarn even if it cost 20 cents more per kilogramme. Currently, the price differences range from 30 to 40 cents per kilogramme.

Acting BGMEA President Selim Rahman said the price of widely used 30 count yarn ranges from $2.50 to $2.60 per kilogram internationally, compared with $3 per kilogram for locally produced yarn.

In fiscal year 2022-23, imported yarn from India cost Tk 428.37 per kilogramme, yet the same quantity sold locally at Tk 389.18 per kilogramme. Rahman said spinning mills are running below capacity due to gas shortages, which limit their ability to meet demand.

He warned that withdrawing the bond facility would harm garment shipments. Apparel exports fell by 2.63 percent in July-December this fiscal year, with a 14.23 percent decline in December alone.

Rahman urged local millers to modernise production to diversify yarn types and meet buyer demand.

On Sunday, apparel exporters sent a letter to the finance ministry elaborating on their concerns and mentioning almost the same demands they made yesterday.

At the press conference, garment manufacturers also proposed a number of alternatives to support the domestic spinning sector.

They suggested a 5 percent cash incentive for using local yarn to protect the $25 billion invested in the primary textile sector from being undercut by cheaper Indian imports.

The exporters also urged the government to ensure adequate gas and power supply to industrial units, as most spinning mills are running at just 60 percent capacity due to utility shortages.

They called for corporate tax rebates for export-oriented yarn producers and low-interest loans to reduce production costs and improve competitiveness.

BKMEA Executive President Fazlee Shamim Ehsan called for urgent talks with the government to reach a workable solution.

Previously, on December 29, the Bangladesh Textile Mills Association (BTMA) asked the BTTC to either suspend the bonded warehouse benefit or impose a 20 percent tariff on widely used imported yarn.

A commerce ministry letter to the NBR said that Bangladesh will need a two-stage transformation of garment items for entering key markets such as Europe, Australia, the UK, the USA, and Japan after graduating from least-developed country status in November.

To maintain GSP Plus privileges in the post-LDC era, local value addition will need to reach 40 percent.

**WHY DO APPAREL EXPORTERS OPPOSE BOND FACILITY REMOVAL?**

- Costs for local yarn will rise
- Export competitiveness will erode

**YARN COST GAP**

- Imported yarn: $2.50-$2.60 per kg
- Local yarn: around $3.00 per kg
- Price gap: 30-40 cents per kg
- Absorbable gap: up to 20 cents per kg

**EXPORT PERFORMANCE**

- Garments exports down 2.63% in Jul-Dec period last year
- Monthly exports down 14.23% in Dec in 2025

**EXPORTERS PROPOSE**

- 5% cash incentive for local yarn use
- Reliable gas, power for spinners
- Corporate tax relief for spinners
- Low-interest loans for spinning mills

দৈনিক ইত্তেফাক
শুক্রবার
৯ মাঘ ১৪৩২, ২৩ জানুয়ারি ২০২৬

# সুতা আমদানিতে বন্ড-সুবিধা বাতিল করা না হলে স্পিনিং মিল বন্ধ থাকবে : বিটিএমএ

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

সুতা আমদানি কমাতে বন্ড-সুবিধা বাতিল না করা হলে আগামী মাস থেকে দেশের সব স্পিনিং মিল বন্ধের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস অ্যাসোসিয়েশন (বিটিএমএ) সভাপতি শওকত আজিজ রাসেল। তিনি বলেন, দেশের বস্ত্র খাত জাতীয় সংকটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, এটি এখন স্টেট অব ইমার্জেন্সি। তাই প্রয়োজনীয় সরকারি সহায়তা না পেলে আগামী মাসের ১ তারিখ থেকে আমরা কারখানা বন্ধ করে দেব। গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে রাজধানীর পান্থপথে বিটিএমএ কার্যালয়ে এক জরুরি সংবাদ সম্মেলনে এ কথা বলেন সংগঠনটির সভাপতি শওকত আজিজ। এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন বিটিএমএর পরিচালক বাদশা মিয়া, চৌধুরী মোহাম্মদ হানিফ শোয়েব, বিটিএমএর সাবেক পরিচালক পরিচালক মো. মোশাররফ হোসেন, রাজীব হায়দার প্রমুখ।

সংবাদ সম্মেলনে বক্তারা বলেন, প্রতি কেজি সুতায় ৩০ সেন্ট করে লোকসান গুনতে গুনতে আমাদের পুঁজি অর্ধেকের নিচে নেমে গেছে। অনেক উদ্যোক্তা তুলা আমদানির সক্ষমতা হারাতে বসেছেন। এমন পরিস্থিতিতে কারখানা বন্ধ করা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। এখনই সিদ্ধান্ত না নিলে পরিস্থিতি আরো ভয়াবহ হবে।

সুপারিশ বাস্তবায়নে ব্যর্থ হলে শিল্প খাতে চরম সংকট তৈরি হবে। এর ফলে শ্রমিক অসন্তোষ সৃষ্টি হলে তার সম্পূর্ণ দায়-দায়িত্ব সরকারকে নিতে হবে।

সভাপতি শওকত আজিজ বলেন, গত এক বছরে সরকারকে বারবার এই পরিস্থিতির কথা জানানো হয়েছে। এ খাতে ২২-২৩ বিলিয়ন ডলারের বিনিয়োগ রয়েছে। এসব বিনিয়োগ অচল হয়ে গেলে ব্যাংক খাতের খেলাপি ঋণের পরিমাণ বেড়ে যাবে। এর প্রভাব খাতটির কর্মসংস্থানে পড়বে।

তিনি আরো বলেন, একদিকে দেশের স্পিনিং মিলগুলো করপোরেট কর, টার্নওভার কর ও ভ্যাট পরিশোধের চাপে রয়েছে। অন্যদিকে যদি সুতা আমদানিতে বন্ড-সুবিধা বাতিল না করা হয়, তাহলে আমরা কী বুঝব। দেশে যেন তুলা থেকে আমরা সুতা উৎপাদন করতে না পারি, তার জন্যই এ সিদ্ধান্ত। তার অর্থ দাঁড়ায়, দেশে সুতা উৎপাদনের দরকার নেই। বাইরে থেকে তৈরি সুতা আমদানি করলেই চলবে। এটা কী ধরনের শিল্পনীতি? এখানে নীতিই পুরোপুরি উলটো। সরকারের সংশ্লিষ্ট উপদেষ্টাদের ভুল নীতির কারণে যদি বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান ও ব্যাংক—সবাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাহলে তাদের কেন আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হবে না?

শওকত আজিজ বলেন, 'জিডিপিতে আমাদের খাতের অবদান ১৩ শতাংশ। অথচ এই খাতের সংকটে সরকার ১৩ মিনিট সময়ও দেয় না। সরকার বলে আমরাই অর্থনীতির মূল চালিকা শক্তি। অথচ আমাদের জন্য সময় নেই।

সংবাদ
Dhaka : Tuesday 20 January 2026

# উত্তরাঞ্চলে হাড়ভাঙা পরিশ্রম করেও পুরুষের অর্ধেক মজুরি পান নারীরা

প্রতিনিধি, গাইবান্ধা

মাথার ওপর কাঠফাটা রোদ, পায়ে তপ্ত মাটি, কিংবা হাড় কাঁপানো শীত– কোনোকিছুই যেন দমাতে পারে না তাদের। উত্তরাঞ্চলের গ্রাম-গঞ্জের মেঠোপথ থেকে ফসলের মাঠ কিংবা নির্মাণাধীন প্রকল্প, সবখানেই এখন নারীদের সরব উপস্থিতি। জীবনযুদ্ধে টিকে থাকার তাগিদে শ্রমে নারীর অংশগ্রহণ বাড়লেও কমেনি বঞ্চনা। হাড়ভাঙা পরিশ্রম করেও দিনশেষে পুরুষ শ্রমিকের চেয়ে অনেক কম মজুরি নিয়ে বাড়ি ফিরতে হচ্ছে তাদের।

উত্তরাঞ্চলের গাইবান্ধা, কুড়িগ্রাম, রংপুর, লালমনিরহাট, পঞ্চগড়, নীলফামারী ও দিনাজপুরের বিভিন্ন এলাকায় এটি এখন নিত্যদিনের চিত্র। বিশেষ করে গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার, মাটি কাটা এবং কৃষি কাজে নারীদের অংশগ্রহণ চোখে পড়ার মতো।

সরেজমিন দেখা যায়, একজন পুরুষ শ্রমিক সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত মাটি কাটার কাজ করে মজুরি পাচ্ছেন ৫০০ থেকে ৬০০ টাকা। অথচ একই সময়ে, সমান বা তার চেয়ে বেশি বোঝা বহন করেও একজন নারী শ্রমিক পাচ্ছেন মাত্র ৩০০ থেকে ৩৫০ টাকা। অর্থাৎ, লিঙ্গভেদে দিনপ্রতি মজুরির ব্যবধান প্রায় ২০০ থেকে ২৫০ টাকা।

রংপুরের পীরগাছা উপজেলার তাম্বুলপুর গ্রামের নারী শ্রমিক জরিনা বেগম ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, হামরা বেটা মানুষগুলার সাথে সমান কাজ করি। ওগোর থাইকা কম বোঝা টানি না। কিন্তু দিন শ্যাষে ওগো দেয় ৫০০ টাকা, আর হামাগো হাতে ধরান ৩০০ টাকা। প্রতিবাদ করলে কয়ড় পোষাইলে করো, নাইলে যাও। পেটের দায়ে এই অবিচার মানি নিয়েই কাজ করি।

একই অভিযোগ গাইবান্ধার সাঘাটা উপজেলার দিঘলকান্দি চরের মালেকা খাতুনের। তিনি বলেন, পুরুষদের সাথে পাল্লা দিয়ে একই জমিতে মরিচ তোলার কাজ করি। কাজের দিক থেকে আমরা কোনো অংশেই কম নই, অথচ তারা পায় ৫০০ টাকা আর আমাদের দেয় ৩০০ টাকা। আক্ষেপ করে তিনি আরও বলেন, তাও তো কাজ করে কিছু টাকা পাচ্ছি, এটাই বা কম কী!

বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থার তথ্য ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, উত্তরাঞ্চলের কৃষি ও অকৃষি খাতে শ্রম দেওয়া নারীদের প্রায় ৯০ শতাংশই মজুরি বৈষম্যের শিকার। যেখানে পুরুষের গড় মজুরি ৫০০-৬০০ টাকা, সেখানে নারীর গড় মজুরি জুটছে মাত্র ৩০০-৪০০ টাকা।

উন্নয়ন বিশেষজ্ঞ ও গণউন্নয়ন কেন্দ্রের নির্বাহী প্রধান এম. আবদুস সালাম জানান, উত্তরাঞ্চলে দারিদ্র্যের হার বেশি হওয়ায় নারীরা অনেকটা বাধ্য হয়েই কম মজুরিতে কাজ নেন। মালিকপক্ষ নারীর এই অসহায়ত্ব এবং দর কষাকষির ক্ষমতার অভাবকে পুঁজি করে মুনাফা লুটছে।

মজুরি কম দেয়ার যুক্তিতে ইটভাটার মালিক আরিফ হোসেন দাবি করেন, নারীদের শারীরিক সক্ষমতা পুরুষদের চেয়ে কম, তাই তাদের মজুরিও কম। তবে বাস্তবতা ভিন্ন। মাটি বহন বা ফসল তোলার মতো কাজে নারীরা পুরুষদের চেয়ে পিছিয়ে তো নেই-ই, বরং অনেক ক্ষেত্রে তারা কাজের প্রতি বেশি যত্নশীল।

রংপুরের সমাজকর্মী কে এম আলী সম্রাট বলেন, নারীর শ্রমে অংশগ্রহণের হার বৃদ্ধি নিঃসন্দেহে ইতিবাচক। কিন্তু সমকাজে সমমজুরি নিশ্চিত না করা শ্রম আইনের লঙ্ঘন এবং মানবাধিকার পরিপন্থি। উত্তরাঞ্চলের নারীরা মূলত অসংগঠিত খাতে কাজ করেন বলে তাদের কোনো 'ট্রেড ইউনিয়ন' বা জোরালো কণ্ঠস্বর নেই। প্রশাসনের উচিত স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের মাধ্যমে ন্যূনতম মজুরি কাঠামো বাস্তবায়ন তদারকি করা।

উত্তরের জনপদে মঙ্গা হয়তো আগের মতো নেই, কিন্তু শ্রমজীবী নারীদের ভাগ্যের চাকা খুব একটা ঘোরেনি। দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির এই বাজারে ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত হয়ে মানবেতর জীবনযাপন করছেন তারা।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
শুক্রবার ॥ ২৩ জানুয়ারি ২০২৬

# বনদস্যুদের উৎপাত, সংকটে শুঁটকিপল্লির জেলেরা

শেখ আহসানুল করিম, বাগেরহাট

সুন্দরবন ও বঙ্গোপসাগর উপকূলে বনদস্যুদের তাণ্ডবে সাগর ও নদীতে মাছ ধরতে পারছেন না জেলেরা। দেশের সব থেকে বড় শুঁটকিপল্লি দুবলার চরে মাছ সংকট সৃষ্টি হয়েছে। সুন্দরবনের অস্থায়ী এ শুঁটকিপল্লিতে মাছ শুকানোর শূন্য মাচাগুলো এখন খাঁখাঁ করছে। এতে দুশ্চিন্তা ও সংকটে পড়েছেন জেলেরা। দুবলার আলোরকোলের রামপাল জেলে সমিতির সভাপতি মো. মোতাসিম ফরাজী গতকাল জানান, দুই সপ্তাহ ধরে বনদস্যুরা মুক্তিপণের দাবিতে একের পর এক জেলেদের অপহরণ করছে। আতঙ্কে জেলেরা সুন্দরবনের নদী ও সাগরে মাছ ধরতে পারছে না। এ ছাড়া সাগরে তেমন মাছ পাচ্ছে না জেলেরা। যে পরিমাণ মাছ পাওয়া যাচ্ছে তা দিয়ে ট্রলারের জ্বালানি খরচ উঠছে না। মাছের অভাবে শুঁটকিপল্লিতে মাছ শুকানোর মাচাগুলো এখন খাঁখাঁ করছে। একদিকে সুন্দরবনে বনদস্যুদের দৌরাত্ম্য বেড়ে গেছে। প্রায়শই দস্যুরা জেলেদের ধরে নিয়ে জিম্মি করছে। দস্যুদের মোটা অঙ্কের টাকা মুক্তিপণ দিয়ে জেলেদের ছাড়িয়ে আনতে হচ্ছে। অন্যদিকে কাঙ্ক্ষিত মাছ পাওয়া যাচ্ছে না। এসব কারণে জেলে ও মহাজনদের মুখে হাসি নেই। সব জেলে ঋণগ্রস্ত হয়ে আছেন। ঋণের টাকা কীভাবে পরিশোধ করা যাবে, তা নিয়ে শুঁটকিপল্লির জেলেরা দুশ্চিন্তায় রয়েছেন, বলেন জেলে নেতা মোতাসিম ফরাজী। দুবলা ফিসারমেন গ্রুপের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা কামাল উদ্দিন আহমেদ বলেন, এবারের শুঁটকি মৌসুম ভালোভাবে শুরু হয়েছিল। তবে বর্তমানে জেলেরা সাগরে মাছ কম পাচ্ছে। তারা লোকসানের মুখে পড়েছে। অন্যদিকে বনদস্যুরা জেলেদের ওপরে হামলা করছে। তাদের ধরে নিয়ে যাচ্ছে। ট্রলার ও নৌকা নিয়ে জেলের সাগর ও সুন্দরবনের নদী-খালে মাছ ধরতে গেলে দস্যুরা ধাওয়া করছে। বনদস্যু দমনে র‍্যাব ও কোস্টগার্ডের অভিযান জোরদারের দাবি জানান তিনি। সুন্দরবনের দুবলার ফরেস্ট টহল ফাঁড়ির ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ফরেস্ট রেঞ্জার মিলটন রায় বিষয়টি স্বীকার করেছেন। এসব কারণে বন বিভাগের রাজস্ব ঘাটতির আশঙ্কা রয়েছে, বলেন এ কর্মকর্তা।

দৈনিক ইত্তেফাক
রবিবার
মাঘ ১৪৩২, ২৫ জানুয়ারি ২০২৬

# শ্রমবাজারে এআইয়ের প্রভাব হবে সুনামির মতো : আইএমএফ

উন্নত অর্থনীতির দেশগুলোতে আগামী কয়েক বছরে প্রায় ৬০ শতাংশ চাকরিতে এআইয়ের প্রভাব পড়বে : ক্রিস্টালিনা জর্জিয়েভা

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) ব্যবস্থাপনা পরিচালক ক্রিস্টালিনা জর্জিয়েভা বলেছেন, শ্রমবাজারে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) সুনামির মতো আছড়ে পড়বে। সবচেয়ে শঙ্কার বিষয় হলো, সেই বিশাল ঢেউ সামলাতে হবে মূলত তরুণদের। সুইজারল্যান্ডের দাভোসে অনুষ্ঠিত ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের সম্মেলনে তিনি এ মন্তব্য করেন। আইএমএফের নিজস্ব গবেষণার সূত্রে জর্জিয়েভা বলেন, উন্নত অর্থনীতির দেশগুলোতে আগামী কয়েক বছরে প্রায় ৬০ শতাংশ চাকরিতে এআইয়ের প্রভাব পড়বে। গবেষণা অনুযায়ী, প্রযুক্তির ব্যবহার যত বিস্তৃত হচ্ছে, ততই দক্ষতার চাহিদায় বড় ধরনের পরিবর্তন আসছে। জর্জিয়েভা বলেন, আমরা আশা করছি, আগামী কয়েক বছরে উন্নত অর্থনীতির দেশগুলোর ৬০ শতাংশ চাকরিতে এআইয়ের প্রভাব পড়বে, চাকরির ধরন হয় উন্নত হবে, নয়তো তা বিলুপ্ত বা পরিবর্তিত হবে। বৈশ্বিকভাবে এই সংখ্যা হবে ৪০ শতাংশ। এটি শ্রমবাজারে সুনামির মতো প্রভাব ফেলবে। তিনি আরো উল্লেখ করেন, উন্নত অর্থনীতিতে ইতিমধ্যেই প্রতি ১০টির মধ্যে একটি চাকরির ধরন এআইয়ের কল্যাণে আরো 'উন্নত' হয়েছে। ফলে এসব কাজ যারা করছেন, তাদের বেতন বেড়েছে। স্থানীয় অর্থনীতিতে তার ইতিবাচক প্রভাব পড়ছে।

এছাড়া যেসব চাকরি সরাসরি এআই দ্বারা প্রতিস্থাপিত হচ্ছে না, সেসব ক্ষেত্রেও ঝুঁকি রয়ে গেছে বলে জানান জর্জিয়েভা। উৎপাদনশীলতা না বাড়লে এসব কর্মীর মজুরি কমে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। ফলে মধ্যবিত্ত শ্রেণিও অনিবার্যভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার শঙ্কায় আছে। জর্জিয়েভা বলেন, এই প্রযুক্তি যেভাবে দ্রুত এগোচ্ছে, তার তুলনায় নিয়ন্ত্রণ ও নীতিনির্ধারণ অনেক পিছিয়ে। আমরা এখনো জানি না, কীভাবে একে নিরাপদ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক করা যাবে।

দাভোসের এবারের সম্মেলনে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের শুল্কনীতি ও গ্রিনল্যান্ড দখল নিয়ে অনেক আলোচনা হলেও অনেক প্রতিনিধি এআইয়ের সম্ভাবনা ও ঝুঁকি নিয়েও কথা বলেন।

ইউএনআই গ্লোবাল ইউনিয়নের মহাসচিব ক্রিস্টি হফম্যান দ্য গার্ডিয়ানকে বলেন, ব্যাবসায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে এআইয়ের মূল উদ্দেশ্য হলো উৎপাদনশীলতা বাড়ানো ও খরচ কমানো-যার অর্থ চাকরি কমে যাওয়া। এই পরিবর্তন অনিবার্য। কথা হচ্ছে, এই পরিবর্তনের গতিপথ কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হবে, তা নিয়ে এখনই সিদ্ধান্ত নেওয়া জরুরি।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার অগ্রগতি এখন থামানো সম্ভব নয় বা তা উচিতও নয় বলে মনে করেন হফম্যান। এআইয়ের উৎপাদনশীলতার সুফল যেন পুরো অর্থনীতিতে ন্যায্যভাবে বণ্টিত হয়, তা নিশ্চিত করতে হবে।

সপ্তাহের শুরুতে দাভোসে মাইক্রোসফটের সিইও সত্য নাদেলা সতর্ক করেছিলেন, এআইয়ের সুবিধা যদি শুধু কয়েকটি শক্তিশালী প্রযুক্তি কোম্পানির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, তাহলে তা সামাজিক অনুমোদন নাও পেতে পারে। বিশেষ প্রেক্ষাপটে তিনি এ কথা বলেন। সেটা হলো, জ্বালানি বা অন্যান্য সম্পদ নিয়ে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে। অর্থাৎ এআইয়ের সুফল আমজনতার জীবনে না পড়লে তার ব্যাপক ব্যবহার প্রশ্নের মুখে পড়বে। সম্মেলনে জর্জিয়েভা ইউরোপীয় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রেসিডেন্ট ক্রিস্টিন ল্যাগার্ডের সঙ্গে প্যানেল আলোচনায় অংশ নেন। আলোচনায় ল্যাগার্ড বলেন, প্রতিদ্বন্দ্বী অর্থনীতিগুলোর মধ্যে বেড়ে চলা অবিশ্বাসের কারণে এআইয়ের উত্থান ব্যাহত হতে পারে, বিশেষ করে যদি যুক্তরাষ্ট্র শুল্ক বাধা দেয়।

কালের কণ্ঠ
ঢাকা। সোমবার। ২৬ জানুয়ারি ২০২৬

# বন্ধ ৩২৭ কারখানা, কর্মহীন দেড় লক্ষাধিক শ্রমিক

গাজীপুর ও সাভার

শরীফ আহমেদ শামীম, গাজীপুর ও ওমর ফারুক, সাভার (ঢাকা) ▷

■ গাজীপুরে বন্ধ ১৮৮, বেকার এক লাখ ১৫ হাজার ৩৭৯

■ সাভার-আশুলিয়ায় বন্ধ ১৩৯, বেকার ৪০ হাজার শ্রমিক

গাজীপুর মহানগরীর কোনাবাড়ীর নীলনগরে শতভাগ রপ্তানিমুখী মুকুল নিটওয়্যার লিমিটেড কারখানায় কাজ করতেন তিন হাজারের বেশি শ্রমিক। বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দা ও ক্রয়াদেশ সংকটে এই কারখানায় উৎপাদন কমতে থাকে। তার পরও ৬৭০ জন শ্রমিক নিয়ে তিলে তিলে গড়ে তোলা কারখানাটি চালু রেখেছিলেন এর প্রতিষ্ঠাতা মো. মইনুল ইসলাম মুকুল। শেষ পর্যন্ত আর রক্ষা হয়নি। উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি, আর্থিক সংকটে গত ১৭ ডিসেম্বর কারখানাটি স্থায়ীভাবে বন্ধ ঘোষণা করতে বাধ্য হয় কর্তৃপক্ষ। বন্ধ হয়ে পড়া কারখানার কোয়ালিটি পরিদর্শক মো. শরিফ হোসেন কালের কণ্ঠকে বলেন, কারখানাটি বন্ধ হয়ে গেছে। ২৮০ জন পুরুষ ও ৩৯০ জন নারী শ্রমিক বেকার হয়ে পড়েছেন। এই শ্রমিকদের সংসার চালানো অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।

স্থানীয় শিল্প পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, শুধু এই কারখানা নয়, ২০২৪ সালের ৫ আগস্টের পর থেকে এ পর্যন্ত প্রায় দেড় বছরে গাজীপুর, সাভার ও আশুলিয়ায় স্থায়ী ও অস্থায়ীভাবে ছোট-বড় ৩২৭টি কারখানা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

এর মধ্যে গত ২১ জানুয়ারি পর্যন্ত গাজীপুরে ছোট-বড় ১৮৮টি কারখানা স্থায়ী ও অস্থায়ীভাবে বন্ধ করা হয়েছে। তাতে বেকার [illegible]

এর মধ্যে স্থায়ীভাবে কারখানা বন্ধ হওয়ায় বেকার হন ৯০ হাজার ৭৬০ শ্রমিক-কর্মচারী। শিল্প পুলিশের তথ্য বলছে, রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর প্রায় দেড় বছরে সাভার ও আশুলিয়ায় ১৩৯টি কারখানা বন্ধ করা হয়েছে। এসব কারখানার প্রায় ৪০ হাজার শ্রমিক বেকার হয়ে পড়েছেন।

জানা গেছে, গাজীপুরে বন্ধ নামি-দামি কারখানার মধ্যে রয়েছে বেক্সিমকোর ১৩টিসহ শ্রীপুরের ডার্ড কম্পোজিট, টঙ্গীর খাঁপাড়া এলাকার সিজন ড্রেসেস, কোনাবাড়ীর পলিকন লিমিটেড, টেক্সটিল ফ্যাশন, স্ট্যান্ডার্ড সিরামিক, ক্লাসিক ফ্যাশন, লা-মুনি অ্যাপারেলস, নাসা গ্রুপের লিজ ফ্যাশন স্বাধীন গার্মেন্টি, মিককিফ অ্যাপারেলসের মতো বিজিএমইএভুক্ত অনেক প্রতিষ্ঠান।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বেকার শ্রমিকদের ৯[illegible] শতাংশই বেকার রয়েছেন। অনেকে পেশা বদ[illegible] করেছেন। কেউ কেউ রিকশা চালাচ্ছেন, বে[illegible] দিনমজুরির কাজ করছেন। আবার কেউ পা দিয়েছে অপরাধজগতে। কারখানা বন্ধের প্রভাব পড়ে স্থানীয় অন্য ব্যবসা-বাণিজ্যে।

গত ২৫ সেপ্টেম্বর বন্ধ হয়ে যাওয়া লিজ অ্যাপারেলসে সিনিয়র সুপারভাইজার গাইবান্ধার পলাশবাড়ীর [illegible] রুস্তম আলী (৪৮) বলেন, 'লিজ অ্যাপারেলস দেশে নামি কারখানার একটি ছিল। এখানে কাজ করে [illegible] বোধ করতাম। কখনো বেতন না পাওয়ার দুশ্চি[illegible] করতে হয়নি। নির্দিষ্ট তারিখে ব্যাংক অ্যাকাউ[illegible] বেতন-ভাতা ঢুকে যেত। কাজের পরিবেশও ছি[illegible] অনেক উন্নত। কিন্তু সবকিছু ওলটপালট হয়ে যা[illegible] ২০২৪ সালের এপ্রিল থেকে। কারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সংসার কিভাবে চলবে সেই চিন্তায় চোখে-মুখে অন্ধকার দেখছি।'

গাজীপুর মহানগরীর কাশিমপুরের চক্রবর্তী এলাকার বাড়ির মালিক মো. ইদ্রিস মোল্লা বলেন, এলাকার বেশির ভাগ মানুষের আয়ের প্রধান উৎস ছিল বাড়িভাড়া। বেক্সিমকোর ২৮ হাজার শ্রমিক-কর্মচারী বাড়ি ভাড়া নিয়ে পরিবার নিয়ে বাস করতেন। শ্রমিকদের ওপর নির্ভর করে গড়ে উঠেছিল বাজার, দোকানপাট ও অন্যান্য ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান। কারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বেশির ভাগ শ্রমিক গ্রামে ফিরে গেছেন। এ কারণে ফাঁকা পড়ে আছে ঘরবাড়িসহ ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান। অনেক বাড়ির মালিক ব্যাংকঋণ নিয়ে বাড়ি নির্মাণ করে ভাড়া দিয়েছিলেন। এখন ভাড়াটিয়ার অভাবে ভাড়া না পেয়ে ক্ষতির মুখে পড়েছেন বহু বাড়ির মালিক।

জাতীয় গার্মেন্ট শ্রমিক জোট বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক মো. আশরাফুজ্জামান বলেন, গাজীপুর শিল্প এলাকায় একের পর এক কারখানা বন্ধ হয়ে হলেও নতুন করে কারখানা গড়ে উঠছে না। কারখানা বন্ধ হওয়ায় চাকরি হারাচ্ছেন হাজার হাজার শ্রমিক। তা ছাড়া চালু কারখানায় প্রতিদিনই শ্রমিক ছাঁটাই চলছে। বেকার পোশাক শ্রমিকরা চাকরি ছেড়ে অটোরিকশা চালনা, ক্ষুদ্র ব্যবসা পরিচালনাসহ বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত হয়েছেন। অনেকে গ্রামের বাড়িতে চলে গেছেন। আবার অনেকে গাজীপুরে থেকে টেইলারিং, কাপড়ের দোকানসহ বিভিন্ন পেশার সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। সব মিলিয়ে গাজীপুর শ্রমিক পল্লীতে চরম দুঃসময় চলছে।

গাজীপুর শিল্প পুলিশের পুলিশ সুপার মো. আমজাদ হোসেন কালের কণ্ঠকে বলেন, ২০২৪ সালের আগস্ট থেকে চলতি বছরের ২৪ জানুয়ারি পর্যন্ত ১৭ মাসে গাজীপুরে ছোট-বড় কারখানা স্থায়ীভাবে বন্ধ হয়ে গেছে। বেকার হয়েছেন শ্রমিক-কর্মচারীরা। সর্বশেষ গত ২১ জানুয়ারি স্থায়ীভাবে বন্ধ হয়েছে বেইস ফ্যাশন লিমটেড কারখানা। জ্বালানিসংকট, ব্যাংকিং খাতের অসহযোগিতা, রাজনৈতিক অস্থিরতা, কাজ না থাকা, কার্যাদেশ বাতিল, ঘন ঘন শ্রমিকদের আন্দোলন, ভাঙচুরসহ বৈশ্বিক নানা সংকটে গাজীপুরে একের পর এক তৈরি পোশাক কারখানা বন্ধ হচ্ছে। এতে বেকার হয়ে পড়ছেন বিপুলসংখ্যক শ্রমিক। এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে স্থানীয় ব্যবসা, বাড়িভাড়াসহ বিভিন্ন আর্থিক খাতে।

সাভার-আশুলিয়ায় বন্ধ ১৩৯ কারখানা : একের পর এক কারখানা বন্ধ হওয়ায় শিল্পাঞ্চল সাভার-আশুলিয়ায় নেমে এসেছে নীরবতা। চাকরি না থাকায় ঘরভাড়া এবং দোকান বাকি পরিশোধ করতে পারছেন না শ্রমিকরা। বাধ্য হয়ে অনেকে বাড়িতে চলে গেছেন। অনেকে পেশা পরিবর্তন করছেন। আশুলিয়ার বুড়ির বাজারের মুদি দোকানি শফিকুর রহমান পরিস্থিতি তুলে ধরে বলেন, 'আগে প্রতিদিন দোকানে ১০-১৫ হাজার টাকার বিক্রি হতো। এখন তিন-চার হাজারে নেমে এসেছে। সাভার ও আশুলিয়ায় আগের মতো শ্রমিকরা নেই।

শিল্প পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর গত দেড় বছরে সাভার ও আশুলিয়ায় ১৩৯টি কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। এর মধ্যে স্থায়ীভাবে বন্ধ রয়েছে ৬৭টি, অস্থায়ীভাবে বন্ধ রয়েছে ৭২টি কারখানা। এসব কারখানার প্রায় ৪০ হাজার শ্রমিকের বেশির ভাগই বেকার হয়ে পড়েছেন। স্থায়ীভাবে বন্ধ কারখানাগুলোর মধ্যে রয়েছে জেনারেশন নেক্সট ফ্যাশন লিমিটেড, দ্য ড্রেসেস অ্যান্ড দি আইডিয়াস লিমিটেড, বসুন্ধরা গার্মেন্টস লিমিটেড, ছেইন অ্যাপারেলস লিমিটেড, নাসা গ্রুপ, সাউথ চায়না গ্রুপ ও ইথিক্যাল গার্মেন্টস লিমিটেড। অস্থায়ীভাবে বন্ধ কারখানাগুলোর মধ্যে রয়েছে সিঙ্গার রেফ্রিজারেটর লিমিটেড, সিঙ্গার ইলেকট্রনিকস, এফআরএম ফ্যাশন হাউস লিমিটেড, হিলটন অ্যাপারেলস লিমিটেড, ঢাকা ই সাংহাসিরা লিমিটেড, জেইসা ফ্যাশন লিমিটেড, ফ্রাউলিন ফ্যাশন লিমিটেড, মুলনাক্স কম্পোজিট নিট গার্মেন্টস লিমিটেড, ইনসাইড নিট কম্পোজিট লিমিটেড, রংধনু স্পিনিং মিলস লিমিটেড, মনিকা অ্যাপারেলস লিমিটেড।

শিল্প পুলিশ-১-এর পুলিশ সুপার মোমিনুল ইসলাম ভূঁইয়া কালের কণ্ঠকে বলেন, আর্থিক সংকট, লে অফ এবং কাজ না থাকার কারণে উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধির সঙ্গে তাল মেলাতে না পেরে দেড় বছরে সাভার ও আশুলিয়ায় ১৩৯টি কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে।

বন্ধ নাসা গ্রুপের পোশাক শ্রমিক আলেয়া আক্তার কারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় চার মাস ধরে বেকার। তিনি বলেন, 'বিভিন্ন কারখানায় ঘুরেও কাজ জুটছে না। এক বেলা খেয়ে অন্য বেলা উপোস থাকি।' আলেয়ার স্বামী কখনো রিকশা চালাচ্ছেন আবার কখনো রাজমিস্ত্রির সঙ্গে জোগালির কাজ করছেন। কিন্তু এখানেও নিয়মিত কাজ জোটে না।

স্থানীয়রা জানান, বেকার শ্রমিকদের অনেকেই কাজ না পেয়ে সংসার চালাতে অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ছেন। ফলে এলাকায় অস্থিরতা বাড়ছে। বাংলাদেশ গার্মেন্টস ও সোয়েটার্স শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের আইনবিষয়ক সম্পাদক খায়রুল মামুন মিন্টু বলেন, একের পর এক কারখানা বন্ধ হওয়ায় শ্রমিকরা বেকার হয়ে পড়ছেন। পেটের দায়ে অন্য কাজে যোগ দিতে না পারায় অনেকেই বিপথে চলে যাচ্ছেন। আশুলিয়ার জামগড়ার বাড়িওয়ালা আব্দুল হাকিম বলেন, 'আমার দুটি বাড়িতে প্রায় এক শ কক্ষে পোশাক শ্রমিকরা ভাড়া থাকত। গার্মেন্টস চালু অবস্থায় কখনো এসব কক্ষ খালি থাকত না। আশপাশের অনেক কারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বেশির ভাগ ঘর ফাঁকা পড়ে আছে। শ্রমিকদের চাকরি না থাকায় তারা বাড়ি চলে যাচ্ছে।'

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
শনিবার ॥ ২৪ জানুয়ারি ২০২৬ ॥

# ৩০০ প্রবাসীর কোটি টাকার রেমিট্যান্স অনিশ্চয়তায়

গ্রিস প্রতিনিধি

গ্রিসে বাংলাদেশ ন্যাশনাল ব্যাংকের মালিকানাধীন 'এনবিএল মানি ট্রান্সফার এসএ'-এর মাধ্যমে পাঠানো প্রায় তিন শতাধিক প্রবাসীর রেমিট্যান্স দেড় মাসের বেশি সময় ধরে আটকে রয়েছে। কয়েক দিন ধরে এজেন্সির অফিসে তালা ঝুলতে দেখা যাওয়ায় চরম হতাশা ও দুশ্চিন্তায় ভুক্তভোগীরা।

ভুক্তভোগীদের একজন মোহাম্মদ ইসলাম জানান, স্ত্রীর চিকিৎসার জন্য গত ২১ ডিসেম্বর এখেন্স থেকে ২ হাজার ইউরো পাঠালেও এখনো তা পরিবারের অ্যাকাউন্টে পৌঁছায়নি। শুধু তিনি নন, গত ২৫ নভেম্বর থেকে অন্তত ৩০০ প্রবাসীর পাঠানো অর্থ দেশে পৌঁছেনি বলে সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে। অনেকের পাঠানো টাকার পরিমাণ দুই থেকে তিন লাখের বেশি। ধারণা করা হচ্ছে,

**গ্রিসে এনবিএল মানি ট্রান্সফারে তালা**

আটকে থাকা টাকার পরিমাণ ৫-৬ কোটি ছাড়াতে পারে।

প্রবাসীরা অভিযোগ করেন, বৈধ পথে কষ্টার্জিত অর্থ পাঠিয়েও কোনো সমাধান পাচ্ছেন না। বরং এজেন্সি [illegible] বন্ধ থাকায় আতঙ্ক আরও বেড়েছে। পরিবারের চিকিৎসা, পড়াশোনা ও সংসার চালানো নিয়ে দেশে থাকা স্বজনরাও পড়েছেন চরম সংকটে। এ বিষয়ে বক্তব্য নিতে গিয়ে এজেন্সিতে তালা পাওয়া যায়।

কালের কণ্ঠ
শনিবার। ২৪ জানুয়ারি ২০২৬

ব্লুমবার্গের প্রতিবেদন

# মালয়েশিয়ায় সবচেয়ে বেশি শোষণের শিকার বাংলাদেশি শ্রমিকরা

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

গত এক দশকে আট লাখের বেশি বাংলাদেশি শ্রমিক মালয়েশিয়ায় গেছেন। তাঁদের অনেকেই অন্য দেশের শ্রমিকদের তুলনায় অনেক বেশি নিয়োগ ফি দিতে গিয়ে ভারি ঋণে ডুবে গেছেন। অনেক ক্ষেত্রে যে কাজের প্রতিশ্রুতি তাঁদের দেওয়া হয়েছিল, বাস্তবে সেই কাজ আর মেলেনি। মালয়েশিয়ায় বিভিন্ন দেশের শ্রমিকদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি শোষণের শিকার বাংলাদেশি শ্রমিকরা। গতকাল শুক্রবার প্রকাশিত ব্লুমবার্গের এক অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে এমন উদ্বেগজনক তথ্য উঠে এসেছে।

মালয়েশিয়া ও বাংলাদেশের সরকারি কর্মকর্তা, রিক্রুটিং এজেন্ট, শ্রম বিশ্লেষক, অভিবাসীসহ এক শর বেশি মানুষের সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে তৈরি প্রতিবেদনটিতে বলা হয়েছে, মালয়েশিয়ায় বাংলাদেশি শ্রমিক নিয়োগ প্রক্রিয়া গভীরভাবে দুর্নীতিগ্রস্ত। অভিযোগ রয়েছে, বেসরকারি মধ্যস্বত্বভোগী ও সরকারসংশ্লিষ্ট প্রভাবশালী মহলের একটি অংশ পরস্পর যোগসাজশে অসহায় শ্রমিকদের কাছ থেকে সর্বোচ্চ অর্থ আদায় করছে। এর ফল হিসেবে তৈরি হয়েছে ঋণদাসত্ব, জোরপূর্বক শ্রম ও মানবপাচারের ঝুঁকি।

সাক্ষাৎকারে অংশ নেওয়া একাধিক ব্যক্তি দাবি করেছেন, মালয়েশিয়ার ক্ষমতাসীন এলিটদের উচ্চ পর্যায়ের অনেকে এসব অনিয়মের কথা জানতেন, কিন্তু নিয়োগ ফি থেকে লাভবান হওয়ায় অনিয়মের বিষয়ে কোনো পদক্ষেপ নেননি। এ বিষয়ে মন্তব্যের অনুরোধে মালয়েশিয়া ও বাংলাদেশের সরকার কোনো সাড়া দেয়নি।

মালয়েশিয়ার অর্থনীতি ব্যাপকভাবে অভিবাসী শ্রমিকদের ওপর নির্ভরশীল। দেশটিতে প্রতি পাঁচটি চাকরির একটি করেন অভিবাসীরা; যাঁরা পাম অয়েল, উৎপাদনশিল্প, নির্মাণ খাত, ডেটা সেন্টারসহ গুরুত্বপূর্ণ খাতে কাজ করেন। তবে বাংলাদেশি শ্রমিকরাই সবচেয়ে বেশি ঋণগ্রস্ত ও শোষিত। ভিসা জটিলতা ও ঋণের চাপে তাঁরা প্রায়ই চাকরি বদলাতে বা অভিযোগ জানাতে সাহস পান না।

এই ব্যবস্থার কেন্দ্রে রয়েছে বেস্টিনেট নামের একটি ডিজিটাল রিক্রুটমেন্ট প্ল্যাটফর্ম, যার প্রতিষ্ঠাতা ব্যবসায়ী আমিনুল ইসলাম। নথি অনুযায়ী, তাঁর প্রতিষ্ঠিত কম্পানিগুলো গত ১০ বছরে ১০০ মিলিয়ন ডলারের বেশি আয় করেছে। আমিনুল অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, তাঁর ব্যবস্থা দুর্নীতি কমিয়েছে। তবে সমালোচক ও তদন্তকারীদের মতে, এই প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে একচেটিয়া নিয়োগ কাঠামো গড়ে ওঠে, যা শ্রমিকদের খরচ অস্বাভাবিকভাবে বাড়িয়ে দেয়।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, বাংলাদেশি প্রতি শ্রমিকের নিয়োগ ব্যয় বেড়ে সর্বোচ্চ ছয় হাজার ৬০০ ডলারে পৌঁছেছে, যা আগের তুলনায় দ্বিগুণের বেশি এবং ইন্দোনেশিয়া বা নেপালের শ্রমিকদের ব্যয়ের চেয়ে অনেক উঁচু। এ নিয়ে বাংলাদেশে ডজনের বেশি রিক্রুটিং এজেন্টকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং অর্থপাচার, চাঁদাবাজি ও মানবপাচারের অভিযোগে কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির প্রত্যর্পণ চাওয়া হয়েছে। তবে এখনো কাউকে প্রত্যর্পণ করা হয়নি। এক শ্রম অধিকারকর্মীর ভাষায়, বাংলাদেশ থেকে মালয়েশিয়ার শ্রমপথ এশিয়ার সবচেয়ে শোষণমূলক রুটগুলোর একটি।

এই অনুসন্ধানে দেখায়, দুর্নীতি, রাজনৈতিক প্রভাব ও দুর্বল তদারকির কারণে শ্রম অভিবাসন একটি লাভজনক শিল্পে পরিণত হয়েছে, যার ভার বহন করছেন ঋণগ্রস্ত ও অসহায় বাংলাদেশি শ্রমিকরা।

DHAKA SUNDAY JANUARY 25, 2026
MAGH 11, 1432 BS
The Daily Star

# Why have we failed to end migrant workers' abuse?

## A sinister nexus has been allowed to thrive

A recent Bloomberg investigation confirms what reports in *The Daily Star* and other media have been trying to establish: that a deliberately engineered system exists through which Bangladesh's migrant workers are recruited, resulting in horrendous exploitations. It is a business model in which workers are charged up to $6,600 for jobs that are often nonexistent, benefitting everyone in the nexus, including recruiters, political elites, and those working the digital system. Only the worker gets the raw end of the deal, left with huge debts to pay, losing dignity, and in some cases, life itself.

The shocking case of Shofiqul Islam, a Bangladeshi migrant worker who borrowed $4,400 to get a construction job in Malaysia, only to end up dead in a derelict building outside Kuala Lumpur, is a stark example of the tragic consequences of this nefarious system. Shofiqul, like hundreds of others, reached Malaysia but found that there was no job. His employer disappeared, and he was left stranded in a building.

Over the past decade, more than 800,000 Bangladeshis went to Malaysia, and many of them have fallen into crippling debt, paying for recruitment fees that are far higher than those charged to workers from other countries. Many become victim to debt bondage, forced labour, and human trafficking. Shockingly, all this is happening under the noses of the Malaysian authorities, who seldom do anything meaningful to stop these abuses.

The recruitment process, moreover, is tightly controlled. With a small number of agencies involved, it is facilitated by the introduction of a digitised system under Bestinet, which has actually centralised the corruption. The Bloomberg investigation has identified a Bangladeshi living in Malaysia as allegedly a major player in this system and the founder of Bestinet, who has apparently used political connections in both countries to perpetuate this exploitation.

Even though these abuses were well known and internal discussions about reform had taken place, contracts were extended during the AL regime. Strangely, despite the gravity of Bloomberg's findings, the governments of both countries did not respond to its queries. Even the current government's inaction in ending this exploitation is disturbing. This raises the question: are the remittances that migrant workers send home more important than their rights and their lives? Why have these sinister networks not been dismantled despite all the evidence at hand? In fact, even during the interim government's tenure, official visits of high officials on both sides and promises of solutions have not yielded any change.

There is no denying that workers need to be able to find jobs abroad and that our economy is highly dependent on the remittances they send home. But the state must put an end to this blatant exploitation by breaking the syndicates, enforcing ceilings on fees, and bringing politically connected actors and criminal brokers to book. For the next elected government, these are priority tasks—ensuring that migrant workers pay affordable recruitment fees through legitimate systems, guaranteeing their dignity and safety.

সমকাল
বুধবার। ২১ জানুয়ারি ২০২৬

# জাহাজ শিল্পে খেলাপি ঋণ পুনঃতপশিলের মেয়াদ বাড়ল

সমকাল প্রতিবেদক

জাহাজ নির্মাণ শিল্পে খেলাপি ঋণ বিশেষ পুনঃতপশিলের সময়সীমা বাড়াল কেন্দ্রীয় ব্যাংক। ২০২৫ সালের ডিসেম্বরভিত্তিক খেলাপি ঋণ পুনঃতপশিলের আবেদন করা যাবে। আগামী ৩০ জুনের মধ্যে ডাউনপেমেন্ট বা এককালীন জমা দিয়ে আবেদন করতে হবে। গতকাল এ-সংক্রান্ত নির্দেশনা সব ব্যাংকে পাঠানো হয়। ২০২৩ সালে দেওয়া জাহাজ শিল্পের খেলাপি ঋণ পুনঃতপশিলের জন্য দেওয়া বিশেষ সুবিধার মেয়াদ বাড়িয়ে এই সার্কুলার জারি করা হয়েছে।

সার্কুলারে বলা হয়েছে, জালজালিয়াতির মাধ্যমে সৃষ্ট ঋণ এবং ইচ্ছাকৃত খেলাপি ঋণগ্রহীতাদের এ সুবিধা দেওয়া যাবে না। পুনঃতপশিল বা পুনর্গঠন সুবিধার ক্ষেত্রে স্থগিত হিসাবে রক্ষিত সুদ এবং অনারোপিত সুদ আলাদা 'ব্লকড' হিসাবে স্থানান্তরের পর অবশিষ্ট স্থিতির ওপর ৩ শতাংশ ডাউনপেমেন্ট নিতে হবে। আবেদনের সঙ্গে দেড় শতাংশ এবং কার্যকর হওয়ার পরবর্তী ছয় মাসের মধ্যে অবশিষ্ট ডাউনপেমেন্ট নিতে হবে। দুই বছরের গ্রেস পিরিয়ডসহ সর্বোচ্চ ১০ বছরের জন্য এ সুবিধা দেওয়া যাবে। গ্রাহকের আবেদন পাওয়ার ৬০ দিনের মধ্যে যা নিষ্পত্তি করতে হবে।

নির্দেশনায় আরও বলা হয়, রপ্তানিমুখী ও স্থানীয় জাহাজ নির্মাণ শিল্পে ২০২৫ সালের ডিসেম্বরভিত্তিক শ্রেণিকৃত ঋণে বিশেষ পুনঃতপশিল বা পুনর্গঠন সুবিধা দেওয়া যাবে। ব্যবসা ও রপ্তানি কার্যক্রম চলমান রাখতে নতুন ঋণ সুবিধার ক্ষেত্রে বিশেষ পুনঃতপশিল বা পুনর্গঠিত ঋণের বিপরীতে 'কম্প্রোমাইজ অ্যামাউন্ট' প্রদানের আবশ্যকতা থাকবে না। পুনঃতপশিলের পর গ্রাহক কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থ হলে যথানিয়মে খেলাপি হবে। এ ধরনের ঋণের ঝুঁকি বিবেচনায় ব্যাংক প্রভিশন রাখবে। পুনঃতপশিল পরবর্তী ডাউন পেমেন্ট বা ছয়টি মাসিক বা দুটি ত্রৈমাসিক কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থ হলে ব্যাংক আলোচ্য বিশেষ সুবিধা বাতিল এবং ঋণ আদায়ে আইনগত পদক্ষেপ নিতে পারবে। এ ধরনের ঋণ ভবিষ্যতে আর পুনঃতপশিল বা পুনর্গঠন করা যাবে না।

নির্দেশনায় বিশেষ সুবিধা দেওয়ার ক্ষেত্রে গ্রাহক নিয়ন্ত্রণবহির্ভূত কারণে প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত কিনা ব্যাংক থেকে বিশেষ পরিদর্শনের মাধ্যমে তা নিরূপণ করতে হবে। বিশেষ পরিদর্শনে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত হলে ক্ষতির পরিমাণ পর্যালোচনার মাধ্যমে স্বীয় বিবেচনায় ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখের গুণগতমানে শ্রেণিকরণযোগ্য হিসেবে বিবেচনা করতে পারবে।

বণিক বার্তা শনিবার, জানুয়ারি ২৪, ২০২৬

# কুড়িগ্রাম বিসিক শিল্পনগরীর ৪২ ইউনিটের মধ্যে ৩৮টিই বন্ধ

বণিক বার্তা প্রতিনিধি, কুড়িগ্রাম

কুড়িগ্রাম বিসিক শিল্পনগরীতে প্লট বরাদ্দ নিয়ে প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠলেও বছরের পর বছর সেগুলো বন্ধ পড়ে আছে। শিল্পনগরীর ৪২টি শিল্প ইউনিটের মধ্যে বর্তমানে ৩৮টিই বন্ধ। বাকি চারটি ইউনিট চালু থাকলেও সেগুলোর অবস্থা নড়বড়ে। এতে সম্ভাবনাময় এ শিল্পনগরী কার্যত নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছে। এ অবস্থায় শিল্পনগরীকে সচল করে কর্মসংস্থান সৃষ্টির দাবি জানিয়েছেন স্থানীয়রা।

উত্তরের জেলা কুড়িগ্রামে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প উদ্যোক্তার মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ৪৬ বছর আগে বিসিক শিল্পনগরী প্রতিষ্ঠা করা হয়। শিল্পনগরীতে ৪৪টি ইউনিটের বিপরীতে ১৩৩টি প্লট বরাদ্দ দেয়া হয়, যার বেশির ভাগই হাসকিং মিল। শুরুর কয়েক বছর এসব শিল্পপ্রতিষ্ঠান চালু থাকলেও ধীরে ধীরে উদ্যোক্তারা তা বন্ধ করে দেন।

বর্তমানে শিল্পনগরীর ৪২টি ইউনিটের মধ্যে ৩৮টিই বন্ধ রয়েছে। অথচ ১৫ থেকে ২০ হাজার মানুষের কর্মসংস্থানের লক্ষ্য নিয়ে এ শিল্পনগরী গড়ে তোলা হয়েছিল। সরজমিনে দেখা যায়, কোথাও বিধ্বস্ত অবস্থায় পড়ে আছে প্রতিষ্ঠানগুলো, আবার কোথাও দরজায় ঝুলছে তালা। সুনসান নীরব রাস্তায় নেই মানুষের আনাগোনা। দেখে বোঝার উপায় নেই যে এটি একটি শিল্পনগরী।

এমন পরিস্থিতিতে বন্ধ প্লটগুলো নতুন উদ্যোক্তাদের বরাদ্দ দিয়ে শিল্পনগরীকে পুনরায় কর্মচঞ্চল করার দাবি জানিয়েছেন স্থানীয়রা। স্থানীয় বাসিন্দা জামিল মিয়া বলেন, 'বিসিক শিল্পনগরী হওয়ার সময় আমরা এলাকাবাসী আশা করেছিলাম যে এখানে কলকারখানা গড়ে উঠবে এবং আমাদের কর্মসংস্থান হবে। কিন্তু কিছুই হচ্ছে না। শুরুর দিকে চালু করা শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলো আস্তে আস্তে বন্ধ হয়ে গেছে। বর্তমানে একটি প্লাস্টিক কারখানা, একটি অটো রাইস মিল, একটি সিলভার কারখানা ও একটি হাসকিং মিল ছাড়া বাকি সব বন্ধ হয়ে গেছে।'

বিসিক শিল্প এলাকার বাসিন্দা আসাদুজ্জামান বলেন, 'দেশের অন্যান্য জেলার বিসিক শিল্পনগরীতে প্লট পাওয়া না গেলেও এখানে প্রায় সব প্লট বন্ধ। ২৬-২৭টি হাসকিং মিলের মধ্যে মাত্র একটি চালু আছে। জুট প্রসেসিং মিলে কয়েক বছর ধরে তালা ঝুলছে। অন্য প্রতিষ্ঠানগুলোও বন্ধ। আমরা চাই বন্ধ রাখা প্লটের মালিকদের বরাদ্দ বাতিল করে নতুন উদ্যোক্তার মাধ্যমে বিসিক শিল্পনগরীর কার্যক্রম চালু করা হোক।'

এ বিষয়ে বিসিক শিল্পনগরীর উপব্যবস্থাপক শাহ মোহাম্মদ জোনায়েদ বলেন, 'নিষ্ক্রিয় ও রুগ্‌ণ প্লটের মালিকানা বাতিল করে নতুন উদ্যোক্তা খোঁজার প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে। এরই মধ্যে ছয়টি প্লটের মালিকানা বাতিল করা হয়েছে। যেগুলোতে শিল্প উদ্যোক্তার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হবে।'

১৯৮০ সালে সদরের বেলগাছায় কুড়িগ্রাম-চিলমারী সড়কের পাশে ২০ একর জমিতে প্রতিষ্ঠা করা হয় কুড়িগ্রাম বিসিক শিল্পনগরী।

The Daily Star
MAGH 8, 1432 BS
THURSDAY JANUARY 22, 2026

# Migrant welfare must be a priority

## Parties must commit to addressing migration governance failures

As political parties prepare to unveil their election manifestos, with the curtain on official campaigning set to rise today, experts have been sharing their thoughts on the priorities that should be reflected in political commitments. Migration experts have also joined the conversation, stressing the inclusion of clear and credible commitments to reform Bangladesh's labour migration sector. This is only logical. Labour migration remains a major economic driver—with remittance inflows hitting a record $32.8 billion in 2025—yet the sector remains poorly governed. While talking to this daily, experts have laid out a case for why and where serious policy action is needed.

The numbers alone justify the urgency. Despite bringing in hefty remittances and shoring up forex reserves, the sector receives just 0.08 percent of the national budget, as one expert revealed. This mismatch exposes a long-standing policy contradiction where the state celebrates migrant workers as its economic lifelines but casts their welfare and protection as peripheral concerns. Calls for allocating at least one percent of the budget to migration, alongside the formulation of a 10-year national migration vision, therefore deserve serious consideration. Without a long-term framework, migration governance will continue to be reactive, fragmented, and ineffective.

Equally important is the emphasis on what another expert called "quality migration." Sending unskilled workers through opaque recruitment systems not only limits remittance potential but also exposes the workers to abuse, debt, and exploitation. This must be addressed. To ensure quality migration, proposals such as reducing the role of middlemen, promoting digital registration for migrants, embedding skills development from school to university, upgrading Bureau of Manpower Employment and Training to a full directorate, and strengthening support services at embassies and upon return are well justified. Here, we must stress the importance of proper reintegration for returnee migrants. Returnees often find themselves deprived of state support and facing shrinking opportunities. A serious migration policy must see return as an integral phase of the migration cycle and plan accordingly.

Broader labour issues also demand political attention. Frequent calls from labour organisations for fair wages, democratic labour laws, and worker protections suggest that workers, whether at home or abroad, remain undervalued despite their central role in our economy. Any economic growth cannot be sustained without protecting those who produce it. The question is, can the parties move beyond rhetoric and signal seriousness through concrete, time-bound commitments? They do not have to come up with novel ideas; the proposals made by the Labour Reform Commission already provide much of the background on which they can build. What's needed is strong political will. If parties are serious about inclusive growth and economic resilience, they must place workers, including migrant workers, at the centre of their future visions.

সময়ের আলো বুধবার। ২১ জানুয়ারি ২০২৬।

# গৃহকর্মীরা যেন অপরাধ চক্রের শিকার না হয়

গৃহকর্মীদের বঞ্চিত না করে তাদের মৌলিক চাহিদা ও মানসিক স্বাস্থ্যের প্রতি নজর দিলে তারা সিন্ডিকেটের প্রলোভনে পড়ার সম্ভাবনা কমে যায়। আস্থা ও ভালোবাসা যখন পারস্পরিক হয়, তখন কোনো তৃতীয় পক্ষ সেই দেয়াল ভেঙে অপরাধের বীজ বপন করতে পারে না। গৃহকর্মীকেন্দ্রিক অপরাধ কোনো একক সমস্যার ফল নয়, এটি একটি কাঠামোগত ব্যর্থতার প্রতিফলন। দালাল চক্র, আইনি দুর্বলতা ও সামাজিক অসচেতনতা মিলেই এই ভয়ংকর বাস্তবতা তৈরি করছে। সময় এসেছে বিষয়টিকে আর অবহেলা না করার

বাংলাদেশে নগরজীবন যত দ্রুত ব্যস্ত ও যান্ত্রিক হয়ে উঠছে, তত দ্রুতই গৃহকর্মীদের ওপর নির্ভরতা বাড়ছে। কর্মজীবী দম্পতি, একক পরিবার এবং বয়স্ক সদস্যসহ পরিবারের সংখ্যা বাড়ার ফলে গৃহকর্মী এখন আর বিলাসিতা নয়, বরং নগরজীবনের এক অপরিহার্য বাস্তবতা। রান্না, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, শিশু ও বৃদ্ধের যত্ন– সবকিছুতেই গৃহকর্মীরা শহরে পরিবারের নীরব ভরসা হয়ে উঠেছেন। কিন্তু এই নির্ভরতার আড়ালেই তৈরি হচ্ছে এক গভীর সামাজিক সংকট, যেখানে নিরাপত্তা, বিশ্বাস ও মানবিকতার প্রশ্ন ক্রমশ জটিল হয়ে উঠছে।

সাম্প্রতিক কয়েক বছরে গৃহকর্মীদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট চুরি, নিখোঁজ, অপহরণ এমনকি হত্যাকাণ্ডের ঘটনা সমাজে গভীর আতঙ্কের জন্ম দিয়েছে। এসব ঘটনা আর বিচ্ছিন্ন বা আকস্মিক অপরাধ হিসেবে দেখা যাচ্ছে না। বরং তদন্তে উঠে আসছে সুসংগঠিত অপরাধ চক্রের উপস্থিতি, যারা পরিকল্পিতভাবে দরিদ্র গ্রামীণ মেয়েদের শহরে এনে কাজে লাগাচ্ছে। কাজের নামে তাদের ব্যবহার করা হচ্ছে অপরাধ সংঘটনের জন্য, আবার কখনো তাদের হাত ধরেই ঢুকে পড়ছে বড় ধরনের খুনি বা চোর সিন্ডিকেট।

এই অপরাধ চক্রগুলোর প্রধান কৌশল হলো আস্থার ভেতর দিয়ে প্রবেশ করা। একটি পরিবারে গৃহকর্মী হিসেবে ঢুকে প্রথমে তারা বিশ্বাস অর্জন করে নেয়। তারপর ধীরে ধীরে পরিবারের রুটিন, নিরাপত্তাব্যবস্থা, মূল্যবান জিনিসপত্রের অবস্থান এবং সদস্যদের চলাচল সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এক পর্যায়ে এই তথ্য সিন্ডিকেটের কাছে পৌঁছে যায় এবং ঘটে বড় ধরনের চুরি কিংবা সহিংস ঘটনা। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে, ঘটনার ঠিক আগেই গৃহকর্মী নিখোঁজ হয়ে গেছে বা দালালের মাধ্যমে অন্য বাড়িতে চলে গেছে।

গৃহকর্মী নিয়োগের বর্তমান অগোছালো ব্যবস্থাই এই সংকটের বড় কারণ। বেশিরভাগ পরিবার পরিচিতজন, আত্মীয়স্বজন অথবা দালালের মাধ্যমে গৃহকর্মী নিয়োগ করে। এই দালালরাই মূলত অপরাধী সিন্ডিকেটের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তারা গ্রাম থেকে দরিদ্র ও অল্পশিক্ষিত মেয়েদের শহরে এনে বিভিন্ন বাড়িতে কাজ করায় এবং গোপনে তাদের ওপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখে। গৃহকর্মী তখন পরিবারের নয়, দালাল চক্রের নির্দেশেই বেশি অনুগত থাকে।

আইনি দুর্বলতা ও তদারকির অভাব এই সিন্ডিকেটগুলোকে আরও বেপরোয়া করে তুলছে। যদিও গৃহকর্মীদের অধিকার-সংক্রান্ত আইন রয়েছে, বাস্তব প্রয়োগ অত্যন্ত সীমিত। গৃহকর্মীদের কোনো বাধ্যতামূলক নিবন্ধন ব্যবস্থা নেই। নেই কোনো কেন্দ্রীয় তথ্যভান্ডার। ফলে একজন গৃহকর্মী এক বাড়িতে অপরাধ করেও সহজেই অন্য বাড়িতে নতুন পরিচয়ে কাজ শুরু করতে পারে।

দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা ও সামাজিক অসহায়ত্ব এই অপরাধ চক্রের প্রধান অস্ত্র। গ্রাম থেকে আসা মেয়েদের অনেকেই জানে না শহরের বাস্তবতা কিংবা আইনি অধিকার। সামান্য অগ্রিম টাকা, একটি মোবাইল ফোন অথবা পরিবারের জন্য আর্থিক সহায়তার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাদের অপরাধে জড়ানো হয়। অনেক সময় তারা বুঝতেই পারে না যে তারা একটি বড় অপরাধ চক্রের অংশ হয়ে যাচ্ছে।

সিন্ডিকেটগুলো অনেক সময় সরাসরি অপরাধে লিপ্ত না হয়ে গৃহকর্মীদের ব্ল্যাকমেইলের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করে। গ্রামের সহজ-সরল মেয়েদের কোনো ব্যক্তিগত ভিডিও বা গোপন তথ্য সংগ্রহ করে তাদের ভয় দেখানো হয়। পরিবারকে বিপদে ফেলার হুমকি দিয়ে তাদের বাধ্য করা হয় আলমারির চাবি বা লকারের গোপন কোড সরবরাহ করতে। এটি একটি চরম মানসিক নিপীড়ন, যেখানে গৃহকর্মী নিজেও একজন ভিকটিম বা শিকার। এই মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধটি অনেক সময় নিয়োগকারী পরিবারের অগোচরেই থেকে যায়। ফলে অপরাধ সংঘটিত হওয়ার পর গৃহকর্মীর ওপর দায় চাপালেও নেপথ্যের মূল কারিগররা ধরাছোঁয়ার বাইরেই থেকে যায়।

শহরাঞ্চলে কর্মরত গৃহকর্মীদের একটি বড় অংশ কোনো না কোনোভাবে অনানুষ্ঠানিক মধ্যস্থতাকারীর ওপর নির্ভরশীল। এই নির্ভরতা তাদের স্বাধীনতা কেড়ে নেয় এবং অপরাধ চক্রের হাত শক্তিশালী করে। গবেষণায় আরও দেখা গেছে, অপরাধে জড়িত গৃহকর্মীদের বড় একটি অংশ প্রথমে নিজের ইচ্ছায় নয়, বরং চাপ ও ভয় দেখিয়ে কাজে বাধ্য হয়েছে।

আধুনিক যুগে অপরাধী সিন্ডিকেটগুলো গৃহকর্মীদের কেবল শারীরিক শ্রম নয়, বরং ডিজিটাল সোর্স হিসেবেও ব্যবহার করছে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, গৃহকর্মীদের হাতে উন্নত স্মার্ট ফোন তুলে দিয়ে তাদের বাড়ির ভেতরকার সিসি ক্যামেরার অবস্থান, ওয়াইফাই পাসওয়ার্ড কিংবা স্মার্ট লকের তথ্য চুরিতে বাধ্য করা হচ্ছে। ভিডিও কলের মাধ্যমে অপরাধীরা ঘরের ভেতরকার দামি জিনিসের অবস্থান আগেভাগেই জেনে নিচ্ছে। প্রযুক্তির এই নেতিবাচক ব্যবহার অপরাধকে আরও নিখুঁত এবং শনাক্ত করা কঠিন করে তুলেছে। তাই কেবল সিসি ক্যামেরা লাগানোই যথেষ্ট নয়, বরং গৃহকর্মীর ডিজিটাল কর্মকাণ্ডের ওপরও পরোক্ষ নজরদারি প্রয়োজন।

একই সঙ্গে এই সংকট প্রকৃত ও সৎ গৃহকর্মীদের জন্যও ভয়াবহ। কয়েকজন অপরাধীর কারণে পুরো গৃহকর্মী শ্রেণিকে সন্দেহের চোখে দেখা হচ্ছে। এতে তাদের কাজ পাওয়া কঠিন হয়ে উঠছে এবং সামাজিক মর্যাদা ক্ষুণ্ন হচ্ছে। অথচ বাস্তবতা হলো, অধিকাংশ গৃহকর্মীই সৎ ও পরিশ্রমী, যারা কেবল জীবিকার তাগিদে এই পেশায় যুক্ত।

বিশেষজ্ঞদের মতে, এই সংকট মোকাবিলায় একটি পৃথক ও শক্তিশালী ব্যবস্থাপনা কাঠামো প্রয়োজন। গৃহকর্মীদের নিয়োগ, পরিচয়, কাজের ইতিহাস এবং অভিযোগ-সংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষণের জন্য একটি কেন্দ্রীয় ব্যবস্থার অভাব বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। নজরদারি ছাড়া এই খাত নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়।

একক পরিবারগুলোতে বৃদ্ধ বাবা-মা এবং শিশুদের

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

যুগান্তর | বৃহস্পতিবার ২৯ জানুয়ারি ২০২৬
১৫ মাঘ ১৪৩২

দেখাশোনার জন্য গৃহকর্মীদের ওপর একক নির্ভরতা সবচেয়ে বড় ঝুঁকি তৈরি করছে। অপরাধী চক্র জানে যে, শিশু এবং বৃদ্ধরা শারীরিকভাবে দুর্বল এবং তারা প্রতিবাদ করতে অক্ষম। অনেক সময় গৃহকর্মীদের মাধ্যমে শিশুদের ঘুমের ওষুধ খাওয়ানো বা বৃদ্ধদের ভুল ওষুধ দেওয়ার মতো ভয়াবহ ঘটনা ঘটছে, যাতে অপরাধীরা নির্বিঘ্নে তাদের কাজ সারতে পারে। এই অমানবিক নিষ্ঠুরতা কেবল সম্পদের ক্ষতি নয়, বরং একটি পরিবারের ভবিষ্যৎ বা শেষ সম্বলকেও কেড়ে নিচ্ছে। এই ক্ষেত্রে গৃহকর্মী নিয়োগের সময় তাদের পূর্ববর্তী কাজের অভিজ্ঞতা এবং চারিত্রিক সনদ যাচাই করা এখন বাধ্যতামূলক হওয়া উচিত।

পুরো সময়ের গৃহকর্মীর চেয়ে বর্তমানে 'পার্ট-টাইম' বা খণ্ডকালীন গৃহকর্মীদের প্রবণতা বাড়ছে। এই সুযোগটি কাজে লাগাচ্ছে ছোট ছোট অপরাধী দল। যেহেতু এই কর্মীরা কয়েক ঘণ্টা কাজ করে চলে যান, তাই তাদের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় বা স্থায়ী ঠিকানা রাখার প্রয়োজন অনেকে মনে করেন না। কিন্তু দেখা গেছে, এই খণ্ডকালীন কর্মীরাই মূলত তথ্যের বাহক হিসেবে কাজ করে। তারা দিনের পর দিন বিভিন্ন বাড়িতে গিয়ে তথ্য সংগ্রহ করে এবং বড় চক্রের কাছে তা বিক্রি করে দেয়। কোনো নির্দিষ্ট নাম-পরিচয়হীন এই কর্মীদের মাধ্যমে সংঘটিত অপরাধগুলোর কিনারা করা পুলিশের জন্যও একটি বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

নিয়োগের সময় অনেক পরিবার গৃহকর্মীর জাতীয় পরিচয়পত্রের কপি রাখলেও তা অনেক ক্ষেত্রে ভুয়া বা জালিয়াতির মাধ্যমে তৈরি করা হয়। অপরাধী সিন্ডিকেটগুলো তাদের সদস্যদের জন্য বিভিন্ন নামে একাধিক ভুয়া এনআইডি কার্ড তৈরি করে রাখে। ফলে এক বাড়িতে অপরাধ করে তারা সেই পরিচয় ত্যাগ করে অন্য এলাকায় সম্পূর্ণ নতুন নামে কাজ শুরু করে। আঙুলের ছাপ বা বায়োমেট্রিক তথ্য যাচাইয়ের কোনো ব্যবস্থা না থাকায় এই চক্রটি বছরের পর বছর পার পেয়ে যাচ্ছে। তাই গৃহকর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে এনআইডি সার্ভারের মাধ্যমে তথ্য যাচাই করা এবং স্থানীয় থানায় সেই তথ্য জমা দেওয়া এখন নিরাপত্তার প্রথম শর্ত হওয়া উচিত। অপরাধ বিশ্লেষণ প্রতিবেদনে দেখা গেছে, যেখানে নিবন্ধন ও নজরদারি ব্যবস্থা শক্তিশালী, সেখানে গৃহকর্মী সংশ্লিষ্ট অপরাধের হার উল্লেখযোগ্যভাবে কম। এটি প্রমাণ করে যে সঠিক নীতিমালা ও কার্যকর বাস্তবায়ন থাকলে এই সংকট নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব।

গৃহকর্মীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং তাদের সঙ্গে মানবিক আচরণ করা কেবল নৈতিক দায়িত্ব নয়, এটি নিরাপত্তারও একটি বড় অংশ। গবেষণায় দেখা গেছে, যেসব পরিবার গৃহকর্মীদের নিজেদের সদস্যের মতো সম্মান ও ভালোবাসা দেয়, সেখানে অপরাধে জড়ানোর হার অনেক কম। চরম অভাব বা শোষণের শিকার না হলে কোনো মানুষই সহজে অপরাধী হতে চায় না। তাই গৃহকর্মীদের বঞ্চিত না করে তাদের মৌলিক চাহিদা ও মানসিক স্বাস্থ্যের প্রতি নজর দিলে তারা সিন্ডিকেটের প্রলোভনে পড়ার সম্ভাবনা কমে যায়। আস্থা ও ভালোবাসা যখন পারস্পরিক হয়, তখন কোনো তৃতীয় পক্ষ সেই দেয়াল ভেঙে অপরাধের বীজ বপন করতে পারে না।

গৃহকর্মীকেন্দ্রিক অপরাধ কোনো একক সমস্যার ফল নয়, এটি একটি কাঠামোগত ব্যর্থতার প্রতিফলন। দালাল চক্র, আইনি দুর্বলতা ও সামাজিক অসচেতনতা মিলেই এই ভয়ংকর বাস্তবতা তৈরি করছে। সময় এসেছে বিষয়টিকে আর অবহেলা না করার। গৃহকর্মী ও নিয়োগকারী উভয়ের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সমন্বিত উদ্যোগ নেওয়া না হলে এই অস্বস্তিকর সংকট আরও গভীর হবে, যা সমাজের ভিত্তিকেই নাড়িয়ে দিতে পারে।

● মো. নূর হামজা পিয়াস
শিক্ষার্থী, আইন বিভাগ, ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ

### সংবাদ সম্মেলনে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ

# বেকার হওয়ার আতঙ্কে ১০ লাখ শ্রমিক-কর্মচারী

**১ ফেব্রুয়ারি থেকে স্পিনিং মিল বন্ধের সিদ্ধান্ত বহাল থাকায় উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা বাড়ছে**

যুগান্তর প্রতিবেদন

মিল মালিকদের আলটিমেটাম অনুযায়ী ১ ফেব্রুয়ারি থেকে স্পিনিং মিল বন্ধ হলে এ খাতে কর্মরত প্রায় ১০ লাখ শ্রমিক-কর্মচারী বেকার হয়ে পড়বেন। যদি শেষ পর্যন্ত মিল বন্ধ হয়ে যায়, সেক্ষেত্রে এই বিপুলসংখ্যক মানুষ কর্মহীন হয়ে পড়লে দেশে বড় ধরনের সংকট দেখা দেবে। বিশেষ করে সামগ্রিক অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া ছাড়াও সামাজিক অস্থিরতাও বাড়বে। এ পরিবারগুলো পথে বসে গেলে সমাজে শান্তিশৃঙ্খলা বিনষ্ট হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হবে। এ অবস্থায় সংকট নিরসনে বুধবার এক সংবাদ সম্মেলন থেকে ভুক্তভোগী-শ্রমিক ও কর্মকর্তা-কর্মচারীরা স্পিনিং মিলগুলো ভালোভাবে সচল রাখতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে সরকারের প্রতি জোরালো আহ্বান জানিয়েছেন।

দুপুরে রাজধানীর বনানীর একটি হোটেলে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে সালমা গ্রুপের প্রধান পরিচালন কর্মকর্তা (সিওও) আজহার আলী বলেন, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে বিলম্বের কারণে ২২ জানুয়ারি মিল মালিকরা ১ ফেব্রুয়ারি থেকে কারখানা বন্ধ রাখার আলটিমেটাম দিয়েছেন। এ রকম উদ্ভূত পরিস্থিতিতে টেক্সটাইল শিল্পে কর্মরত শ্রমিকসহ কর্মকর্তা-কর্মচারীরা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন। বর্তমানে এ শিল্পে প্রায় ২ লাখ কর্মকর্তা-কর্মচারী ও ৮ লাখ শ্রমিক কর্মরত আছেন। পহেলা ফেব্রুয়ারি মিল বন্ধ হয়ে গেলে এসব শ্রমিক, কর্মকর্তা-কর্মচারীরা বেকার হয়ে যাবেন। এর ফলে বিপুলসংখ্যক কর্মজীবী বেকার হয়ে গেলে দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিতে যেমন বিরূপ পড়বে, তেমনি সামাজিক শান্তিশৃঙ্খলাও বিনষ্ট হবে। সমাজে এক ধরনের অস্থিরতা দেখা দেবে।

তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশ টেক্সটাইল ও পোশাক শিল্পের অন্যতম প্রধান ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ স্পিনিং খাত দীর্ঘদিন ধরে নীতিগত বৈষম্য, অতিরিক্ত বন্ড সুবিধার ওপর নির্ভরশীলতা এবং দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার অভাবে সংকটের মুখে পড়েছে। এই শিল্পের বিদ্যমান সমস্যাগুলোর সমাধান এবং ভবিষ্যৎ টেকসই নীতিমালা প্রণয়নের জন্য বিটিএমএ, বিজিএমইএ এবং বিকেএমইএ সংশ্লিষ্ট খাতের বিশেষজ্ঞ ও সরকারের সমন্বয়ে একটি কমিশন গঠন করা জরুরি। এজন্য তিনি কমিটি গঠনের বিষয়ে সরকারের কাছে জোরালোভাবে আহ্বান জানান।

স্পিনিং মিল রক্ষার্থে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার আহ্বান জানিয়ে আজহার আলী বলেন, প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে সুতার দামের সামঞ্জস্য রাখার জন্য কমপক্ষে দুই বছরের জন্য ১০ শতাংশ নগদ প্রণোদনা দেওয়া উচিত। এছাড়া এফওসি সুবিধা ১৫-২০ শতাংশের বেশি হওয়া উচিত নয়। কিন্তু বর্তমানে ৫০ শতাংশ চালু আছে। অতিরিক্ত এফওসি চালু থাকলে ব্যাকওয়ার্ড সংশ্লিষ্ট সব টেক্সটাইল খাত ধ্বংস হয়ে যাবে। ব্যাকওয়ার্ড শিল্পগুলোর সক্ষমতা যাচাই পূর্বক পর্যায়ক্রমে বন্ড ■ ...

## বেকার হওয়ার আতঙ্কে ১০ লাখ শ্রমিক-কর্মচারী

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সুবিধা প্রত্যাহারের জন্য একটি কার্যকর নীতিমালা দ্রুত তৈরি করতে হবে। যাতে আগামী ৪-৫ বছরের মধ্যে গার্মেন্টস শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি, ডাইস কেমিক্যাল এবং স্পিনিং ও উইভিংয়ের স্পেয়ার পার্টস উৎপাদনে প্রয়োজনীয় শিল্প দেশে গড়ে উঠতে পারে।

সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন যমুনা গ্রুপের পরিচালক ও বাংলাদেশ ইয়ার্ন মার্কেটিং প্রফেশনালস অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার এবিএম সিরাজুল ইসলাম, মোশাররফ গ্রুপের পরিচালক (অপারেশন) ইঞ্জিনিয়ার এনামুল হক, স্পিনিং কনসালট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার আবুল কালাম আজাদ ও পেটিকো গ্রুপের নির্বাহী পরিচালক রুহুল আমিন আশিক প্রমুখ।

যমুনা গ্রুপের পরিচালক ইঞ্জিনিয়ার এবিএম সিরাজুল ইসলাম সংবাদ সম্মেলনে বলেন, গত ২ বছর ধরে মিলগুলো ৫০ শতাংশ সক্ষমতায় চলছে। কিন্তু এভাবে চলতে থাকলে ওভারহেড খরচ বৃদ্ধি পাবে। উৎপাদন কমতে থাকলে লোকসান দিয়ে কারও পক্ষেই কারখানা চালানো সম্ভব নয়। শিল্পের অবস্থা কোন পর্যায়ে গেলে একজন মালিক মিল বন্ধের ঘোষণা দেন—তা সরকার অনুধাবন করতে পারছে না। তিনি আরও বলেন, একটা শিল্পকে ধ্বংস করে আরেকটা শিল্পকে সুবিধা দেওয়া অনুচিত, এটা বিটিএমএ, বিজিএমইএ এবং বিকেএমইএর নেতাদেরও উপলব্ধি করা উচিত। টেক্সটাইল মিল মালিকরা বিজিএমইএ ও বিকেএমইএর প্রতিপক্ষ নয়, একে অন্যের পরিপূরক। তাই সরকারকে দ্রুততার সঙ্গে এ খাত রক্ষায় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে।

এ সময় তিনি সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে বলেন, বন্ড সুবিধায় সুতা আমদানি নিয়ে পোশাক খাতের উদ্যোক্তারা বিপরীতমুখী অবস্থান নিয়েছে; যা দেশের অর্থনীতির জন্য ক্ষতিকর। ইতোমধ্যেই আমরা বিটিএমএ নেতাদের সঙ্গে দেখা করে মিল বন্ধ না করার অনুরোধ জানিয়েছি। আমরা চাই বিজিএমইএ, বিকেএমইএ ও বিটিএমএর নেতারা আলোচনায় বসে সমস্যার সমাধান করুক। কোনো অবস্থায় যেন কারখানা বন্ধের মতো পরিস্থিতি তৈরি না হয় সেদিকে সরকারসহ সব পক্ষকে দায়িত্বশীল হতে হবে।

ইঞ্জিনিয়ার এনামুল হক বলেন, প্রতিযোগী দেশগুলো যেখানে একদিনের ব্যবধানে নীতি গ্রহণ করে, বন্দর বন্ধের মতো সিদ্ধান্ত নেয়; সেখানে গত দুই বছর ধরে সাধারণ একটি নীতির জন্য স্পিনিং মিলগুলো ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। অথচ আমাদের এক মন্ত্রণালয় আরেকটিকে পক্ষকে দোষারোপ করছে। এ কারণে উদ্যোক্তাদের মাঝেও বিভাজন তৈরি হয়েছে। তিনি আরও বলেন, বন্ড সুবিধা আজীবনের জন্য চলতে পারে না। একটন সুতা লাগলে ১০ টন সুতা আমদানি করে খোলা বাজারে বিক্রি করে দিচ্ছে। এ কারণে বাজারে চাহিদা কমে যাওয়ায় স্থানীয় মিলগুলো ঝুঁকির মধ্যে পড়েছে।

৩ | সমকাল ■ বৃহস্পতিবার | ২৯ জানুয়ারি ২০২৬ | ১৫ মাঘ

# শ্রমশক্তিতে নারীর অংশগ্রহণ কমে যাওয়া অর্থনীতিতে সতর্ক সংকেত

**অর্থনীতি সমিতি ও ইডেন মহিলা কলেজের আলোচনায় বক্তারা**

■ সমকাল প্রতিবেদক

শ্রমবাজারে নারীর আর্থিক ক্ষমতায়ন জোরদার করা না গেলে টেকসই ও অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি সম্ভব নয় বলে মনে করেন অর্থনীতিবিদরা। তাঁদের মতে, শ্রমবাজারের কাঠামোগত খণ্ডিতকরণ, অনানুষ্ঠানিকতার বিস্তার, বিনা পারিশ্রমিকের গৃহস্থালি ও পরিচর্যামূলক কাজের চাপ বেড়ে যাওয়ায় শ্রমশক্তিতে নারীর অংশগ্রহণ উদ্বেগজনকভাবে কমে যাচ্ছে। জাতীয় অর্থনীতির জন্য যা একটি গুরুতর নীতিগত সতর্ক সংকেত।

গতকাল বুধবার বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি ও ইডেন মহিলা কলেজের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত 'বাংলাদেশে নারীর আর্থিক ক্ষমতায়ন: শ্রমবাজার প্রেক্ষিত' শীর্ষক জাতীয় সেমিনারে তারা এসব কথা বলেন। ইডেন মহিলা কলেজ অডিটোরিয়ামে এ সেমিনারের আয়োজন করা হয়।

মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) ও অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা। তিনি বলেন, গত এক দশকে শ্রমবাজারে নারীর অংশগ্রহণে অগ্রগতি দেখা গেলেও সাম্প্রতিক সময়ে সেই ধারা স্থবির হয়ে পড়েছে। বিশেষ করে শহরাঞ্চলে নারীর শ্রমবাজারে অংশগ্রহণের হার উদ্বেগজনকভাবে কমছে। দেশের নারীরা প্রধানত কৃষি ও অনানুষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিত। ব্যবস্থাপনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণমূলক পদে তাদের অংশগ্রহণ খুবই সীমিত।

তিনি বলেন, শ্রমবাজারের পিতৃতান্ত্রিক কাঠামো, সামাজিক নিয়ন্ত্রণ, গৃহস্থালি ও পরিচর্যামূলক কাজের অতিরিক্ত চাপ, চাইল্ডকেয়ার সুবিধার অভাব এবং কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তাহীনতা নারীর শ্রমবাজার অংশগ্রহণের প্রধান অন্তরায়। নারীর অনানুষ্ঠানিক ও অদৃশ্য শ্রম অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখলেও তা নীতিনির্ধারণ ও জাতীয় আয়ে যথাযথভাবে প্রতিফলিত হয় না।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) ত্রৈমাসিক শ্রমশক্তি জরিপের তথ্য তুলে ধরে তিনি বলেন, ২০২৩ সালের এপ্রিল-জুন প্রান্তিকে নারীর শ্রমশক্তি অংশগ্রহণের হার ছিল ৪৬.৫৯ শতাংশ, যা ২০২৪ সালের একই সময়ে কমে দাঁড়িয়েছে ৪২.৪০ শতাংশে। একই সঙ্গে ২০২৪ সালে মোট নারীর শ্রমশক্তি দুই কোটি ৫৩ লাখ থেকে কমে দুই কোটি ৩৭ লাখে নেমে এসেছে, যা অতিমারি-পরবর্তী অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার ও প্রবৃদ্ধির লক্ষ্য অর্জনে বড় বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির আহ্বায়ক অধ্যাপক ড. মাহবুব উল্লাহ বলেন, প্রচলিত পিতৃতান্ত্রিক মানসিকতা ও প্রাতিষ্ঠানিক বাধা দূর করে একটি জেন্ডারবান্ধব শ্রমবাজার কাঠামো গড়ে তুলতে হবে। তিনি শ্রম আইন সংস্কার, নারীবান্ধব কর্মঘণ্টা, নিরাপদ পরিবহন ব্যবস্থা এবং কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানি প্রতিরোধে কঠোর বিধিমালা প্রণয়নের ওপর জোর দেন। পাশাপাশি নারী উদ্যোক্তাদের জন্য সহজ শর্তে ঋণ, বিপণন সহায়তা ও ডিজিটাল প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করার আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) নির্বাহী পরিচালক ড. ফাহমিদা খাতুন বলেন, নারীর আর্থিক ক্ষমতায়নের প্রধান বাধা হচ্ছে নারীকে মূলধারার অর্থনীতিতে পূর্ণাঙ্গভাবে অন্তর্ভুক্ত না করা এবং তাদের অবদানকে ভিন্ন দৃষ্টিতে মূল্যায়ন করা। তাঁর মতে, শ্রমবাজারে নারীর অংশগ্রহণ কমা একটি কাঠামোগত সংকটের প্রতিফলন, যা সমন্বিত ও লক্ষ্যভিত্তিক নীতি হস্তক্ষেপ দাবি করে।

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির সদস্য সচিব ও মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটির (এমআরএ) এক্সিকিউটিভ ভাইস চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন বলেন, ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচিতে নারীর আর্থিক অন্তর্ভুক্তি বাড়লেও কেবল ঋণপ্রাপ্তি তাদের জন্য যথেষ্ট নয়। দক্ষতা উন্নয়ন, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং উৎপাদনশীল ও সম্মানজনক কর্মসংস্থান সৃষ্টি না হলে নারীর আর্থিক ক্ষমতায়ন টেকসই হবে না।

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজের (বিআইডিএস) গবেষণা পরিচালক ড. কাজী ইকবাল বলেন, সামাজিক অনুশাসনে পরিবর্তন, গণমাধ্যমের মাধ্যমে সচেতনতা এবং সহায়ক নীতিমালার মাধ্যমে নারীর শ্রমবাজারে অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্য হারে বাড়ানো সম্ভব।

অনুষ্ঠানে ইডেন মহিলা কলেজের শিক্ষক-শিক্ষার্থী, বিভিন্ন পেশাজীবী সংগঠনের প্রতিনিধি এবং বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির সদস্যরা অংশ নেন।

SATURDAY JANUARY 31, 2026
MAGH 17, 1432 BS
The Daily Star

SAUDI ARABIA

# One-way airfare for workers now Tk 20,000

BSS, *Dhaka*

The government has taken an initiative to ensure affordable travel facilities for Bangladeshi workers in Saudi Arabia.

Under the initiative, the one-way airfare on the Saudi Arabia-Bangladesh route has been set at only Tk 20,000, making it easier and more economical for migrant workers to visit their families, the Chief Adviser's Press Wing said yesterday morning.

About the initiative, Civil Aviation and Tourism Adviser Sk Bashir Uddin said under this special arrangement, a target has been set to sell 80,000 tickets in Saudi Arabia and Bangladesh.

"Through this initiative, expatriate workers will benefit directly, while the state-owned airline, Biman Bangladesh Airlines, is also expected to gain significant financial benefits," he said.

The adviser said particularly in the operation of Hajj flights, the long-standing practice of operating empty one-way flights will be effectively utilised through this initiative.

"As a result, for the first time in the history of Biman, there is a realistic possibility of earning more than Tk 100 crore in additional revenue," he added.

Bashir said under this special arrangement, the minimum one-way fare on the Madinah-Dhaka and Jeddah-Dhaka routes has been fixed at Tk 20,500, while the minimum return fare on the Madinah-Dhaka-Madinah and Jeddah-Dhaka-Jeddah routes has been set at Tk 42,000.

This special fare will be applicable for arrivals in Bangladesh from April 18, 2026 to May 25, 2026, and for departures from Bangladesh from May 30, 2026 to June 30, 2026, he said.

Describing the initiative as an important milestone in the implementation of a pro-expatriate Bangladeshi policy, Chief Adviser Prof Muhammad Yunus said such practical decisions in the future would further ease the lives of expatriate Bangladeshis and make a positive contribution to the national economy.

NEW AGE THURSDAY, JANUARY 29, 2026,

# Can remittances shape structura economic resilience?

by Md Mominur Rahman

IN A year marked by global economic uncertainty and domestic policy shifts, Bangladesh's remittance inflows in 2025 revealed both the strength and fragility of an economy that remains deeply reliant on its expatriate workforce. Far from being a peripheral statistic, remittance has been one of the most consequential macroeconomic variables in Bangladesh's recent trajectory, a lifeline that has cushioned foreign exchange pressures, supported household consumption, and contributed to balanceofpayments stability. As we began a new year, the very success of remittances raised pressing questions about sustainability and structural economic resilience.

Bangladesh's remittance inflows reached historic highs in the fiscal year 2024–25, with total receipts of around $30.3–30.32 billion, an increase of more than 25 percent compared with the previous year. Within this period, a single-month record was shattered in March 2025, when remittances surged to approximately $3.29 billion — the highest monthly figure in the country's history. This extraordinary performance reflects a convergence of factors. First, the expansion of overseas employment played a pivotal role. According to official figures, manpower exports rose sharply in 2025, an 11 percent yearonyear increase, with more than 1.125 million Bangladeshis finding work abroad, particularly in the Gulf Cooperation Council countries. This expansion in labour mobility resulted in higher remittances, as expatriate workers transferred earnings back home.

Second, structural shifts in financial flows, especially a decline in the use of informal channels such as hundi, have channelled a larger share of remittances through formal banking systems. This has enhanced transparency, improved foreign exchange market functioning, and discouraged illicit outflows. As one analysis noted, tightened regulation and better incentives have contributed to a dramatic shift in remittance behaviour, bolstering official inflows. Yet the headline figures mask deeper dynamics that should make policymakers pause. Despite these record inflows, Bangladesh's broader economic stability cannot rest solely on the generosity and mobility of its expatriate workforce. Remittances, while a source of foreign currency and income, are inherently reactive to global labour markets, particularly in a world of slowing growth, rising protectionism, and geopolitical tensions.

One of the clearest manifestations of remittances' stabilising role has been their contribution to Bangladesh's external balances. In the early months of the 2025–26 fiscal year, robust remittance inflows helped turn the current account surplus, despite a persistent trade deficit. This underlines the way remittances function not just as household support but as a macroeconomic buffer, mitigating external sector risks that could otherwise weaken growth prospects. Similarly, the surge in remittances has contributed to a significant accumulation of foreign exchange reserves. By late 2025, Bangladesh Bank's gross reserves had climbed to around $31.7–32 billion, with net reserves standing close to $26–27 billion under IMF accounting standards. Strong reserves are critical for stabilising Taka, enhancing investor confidence, and maintaining the ability to finance imports and service external obligations.

However, a heavy reliance on remittances to support reserves and current account balances introduces vulnerabilities. Remittance flows are sensitive to economic conditions in host countries. Many Bangladeshi workers are employed in sectors susceptible to downturns — construction, services and lowskilled labour markets in the Middle East and Malaysia, for example. A slowdown in these economies, or changes in labour migration policies, could sharply reduce inward remittances. There is also a distributional dimension to consider. While remittances lift household incomes and reduce poverty for many families, they can also suppress domestic labour participation and wage growth if not balanced by dynamic job creation at home. When foreign earnings dominate household income, local productivity gains may falter, weakening longterm growth potential.

The remittance experience of 2025 offers several important lessons for Bangladesh's economic policymakers, particularly regarding the need for a more strategic and forward-looking approach. One of the most encouraging developments has been the continued decline in informal remittance channels, which reflects improvements in regulation, incentives, and trust in formal financial systems. However, this progress must be consolidated. The financial sector needs to enhance innovation by expanding partnerships with fintech platforms, lowering transaction costs, and improving access for rural and underserved recipients. Encouraging migrant workers to use secure, efficient, and transparent formal channels not only safeguards their earnings but also strengthens financial intermediation and improves the quality of macroeconomic data needed for effective policy planning.

Beyond the channel through which remittances flow lies the more fundamental question of how these funds are used. At present, remittances are largely directed towards consumption — covering essential needs such as food, housing, healthcare, and education. While such use plays a critical role in supporting household welfare and poverty reduction, it does little to build productive assets or stimulate long-term growth. Policymakers therefore need to design incentive structures that encourage remittance-financed investment in areas with lasting economic returns, such as small and medium enterprises, skill development, and quality housing. Instruments such as tax incentives for productive investment, remittance-linked bonds, or locally administered matching investment schemes could help transform remittance income from a consumption buffer into a source of capital formation.

At the same time, remittances should not be viewed as a substitute for domestic economic dynamism. Bangladesh's long-term stability depends on its ability to generate quality employment opportunities at home, particularly in manufacturing, modern services, green energy, and the digital economy. Reducing future dependence on overseas labour markets will require targeted investment in vocational training, closer alignment between education and labour market needs, and sustained support for entrepreneurship and innovation. These measures would complement

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

remittance inflows by strengthening the domestic productive base and enhancing resilience to external shocks.

Finally, while remittances have played a crucial role in stabilising foreign exchange reserves and easing balance-of-payments pressures, broader macroeconomic risks remain. Rising external debt, persistent inflationary pressures, and credit constraints within the banking sector pose significant challenges that could undermine recent gains if not managed carefully. A comprehensive macroeconomic strategy is therefore essential, one that preserves adequate reserve buffers while ensuring that financial resources are channelled towards productive investment rather than absorbed by short-term stabilisation efforts.

The surge in remittance inflows in 2025 is a remarkable achievement for Bangladesh. Record annual and monthly figures reflect not only the resilience and hard work of millions of expatriate Bangladeshis but also meaningful improvements in policy frameworks and financial systems. These inflows have helped stabilise the foreign exchange market, supported the balance of payments, and provided a vital safety net for countless households. Yet success carries its own risks. Complacency would be costly. Bangladesh's economic stability is a complex and evolving objective that requires deeper domestic production, stronger financial institutions, and diversified growth pathways. Ultimately, the true test of policy success will lie in the country's ability to convert remittance income from a stabilising force into a catalyst for sustained and inclusive economic development.

*Md Mominur Rahman is an assistant professor at the Bangladesh Institute of Governance and Management and associate editor of BIGM Journal of Policy Analysis.*

প্রথম আলো
শনিবার, ৩১ জানুয়ারি ২০২৬, ১°

# ৪২০ জেলেকে অপহরণ

## রাষ্ট্র ও সরকারকে নির্বিকার থাকা চলবে না

দেশের সার্বভৌম জলসীমানার ভেতরে মাছ ধরতে গিয়ে একটি বিদেশি বিদ্রোহী গোষ্ঠীর হাতে চার শতাধিক নাগরিক অপহৃত হওয়ার খবর কেবল উদ্বেগের নয়, বরং রাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্য এক চরম অপমানের। টেকনাফ ও সেন্ট মার্টিনের অন্তত ৪২০ জন জেলে পাঁচ মাস ধরে মিয়ানমারের সশস্ত্র গোষ্ঠী আরাকান আর্মির হাতে বন্দী রয়েছেন বলে যে অভিযোগ উঠেছে, তা নিয়ে রাষ্ট্রের দীর্ঘ নীরবতা আমাদের হতবাক করে। দুঃখজনক হচ্ছে, তাঁদের উদ্ধারে কার্যকর কোনো তৎপরতা নেই। অসহায় ভুক্তভোগী পরিবারগুলোর পাশেও দাঁড়ানোর কেউ নেই।

গত বৃহস্পতিবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মোজাফ্ফর আহমেদ চৌধুরী মিলনায়তনে 'দ্বীপের নারীরা: সেন্ট মার্টিন দ্বীপের জন্য একটি পরিবেশগত নারীবাদের দৃষ্টিভঙ্গি' শীর্ষক এক অনুষ্ঠানে ভুক্তভোগী কয়েকটি জেলে পরিবারের আর্তনাদ আমাদের এক রূঢ় বাস্তবতার মুখোমুখি করেছে। সেন্টার ফর ক্রিটিক্যাল ডিসকোর্স নামের একটি সংগঠন অনুষ্ঠানটির আয়োজন করে। নিখোঁজ জেলেদের পরিবারগুলো জানে না তাদের স্বজনেরা বেঁচে আছেন, নাকি মারা গেছেন। অভাব-অনটন আর দাদনের ঋণের বোঝার চেয়েও বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে স্বজন হারানোর অনিশ্চয়তা। এমনকি এক পরিবারের দুই সন্তানও অপহরণের শিকার হয়ে এখন নিখোঁজ, এমন ঘটনাও ঘটেছে। দুই জেলের মা মদিনা বেগম বলেন, কৈশোরে স্বামীকে হারিয়ে ছেলে দুটোকে অনেক কষ্টে বড় করেছেন। আজকে তাঁরা আরাকান আর্মির হাতে বন্দী। তিনি মরার আগে অন্তত দুই ছেলেকে দেখে যেতে পারেন—সেই ব্যবস্থা করতে সরকারের কাছে আকুতি জানিয়েছেন। ভুক্তভোগী পরিবারের এমন আর্তি কোনোভাবেই এড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ নেই।

প্রশ্ন জাগে, নিজ দেশের সীমানায় জীবন-জীবিকার সন্ধানে গিয়ে নাগরিকেরা যদি এভাবে ভিনদেশি প্যারা মিলিটারি বাহিনীর হাতে নিগৃহীত হন, তবে সেই জলসীমা রক্ষার দায়িত্ব কার? দুঃখজনক বিষয় হলো, সীমান্তে বিএসএফের হত্যাকাণ্ড বা অপহরণ নিয়ে আমাদের দেশে যতটা রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রতিবাদ দেখা যায়, আরাকান আর্মির হাতে কয়েক শ জেলে অপহৃত হওয়ার ঘটনায় তেমন কোনো উচ্চবাচ্য নেই। সাগরে এই নিরাপত্তাহীনতাকে কেন ছায়াযুদ্ধ বা নিছক বিচ্ছিন্ন ঘটনা হিসেবে দেখা হচ্ছে? কোনো একটি সশস্ত্র গোষ্ঠী যখন নির্বিচার একটি স্বাধীন দেশের জলসীমায় ঢুকে নাগরিকদের তুলে নিয়ে যায় এবং দীর্ঘ পাঁচ মাসেও রাষ্ট্র তাঁদের উদ্ধারে কোনো দৃশ্যমান সুরাহা করতে পারে না, তখন সেই রাষ্ট্রের কার্যকর সক্ষমতা নিয়ে জনমনে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক।

বিশেষজ্ঞদের ভাষ্য, সমুদ্র বিজয় হলেও সমুদ্রে আমাদের জেলেদের নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়নি। সেন্ট মার্টিনের মানুষের কাছে পর্যটন কেবল দুই মাসের বিষয়, কিন্তু তাঁদের সারা বছরের জীবিকা হলো মৎস্য শিকার। যদি সেই মূল পেশায় ভিনদেশি শক্তির আঘাত আসে এবং রাষ্ট্র সেখানে নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হয়, তবে সেই জনপদের মানুষেরা ক্রমান্বয়ে রাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন বোধ করতে পারেন।

আমরা মনে করি, আরাকান আর্মির সঙ্গে সরকারের কী ধরনের রাজনৈতিক বা কৌশলগত সমীকরণ রয়েছে, তা সাধারণ মানুষের দেখার বিষয় নয়। রাষ্ট্রের প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব হলো তার নাগরিকের সুরক্ষা নিশ্চিত করা। অবিলম্বে মিয়ানমারের সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোর সঙ্গে সর্বোচ্চ কূটনৈতিক পর্যায়ে আলোচনা করে অপহৃত ৪২০ জন জেলেকে অক্ষত অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে হবে। পাশাপাশি কোস্টগার্ড ও নৌবাহিনীর টহল জোরদার করে সেন্ট মার্টিন ও টেকনাফ-সংলগ্ন সাগরে বাংলাদেশি জেলেদের জন্য ভয়হীন কাজের পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে। নাগরিকের জীবনের নিরাপত্তা দিতে না পারলে কোনো ভূরাজনৈতিক সমীকরণই সফল বলে গণ্য হবে না।

সমকাল ■ শনিবার । ৩১ জানুয়ারি ২০২৬

# যৌনকর্মীদের মানবাধিকার নিশ্চিত ও আইনি সুরক্ষা দিতে হবে

দেশে যৌনকর্মীরা প্রতিনিয়ত সহিংসতা, নির্যাতন ও বৈষম্যের মুখে পড়ছেন। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের হাতেও হয়রানি ও নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন। এ অবস্থায় তাদের মানবাধিকার নিশ্চিত করা জরুরি। পাশাপাশি ১৮ বছরের উর্ধ্বে যারা পেশায় যুক্ত আছেন, তাদের আইনি সুরক্ষা দিতে হবে। গত ১৯ জানুয়ারি রাজধানীর তেজগাঁওয়ে সমকালের সভাকক্ষে 'যৌনকর্মীদের প্রতি সহিংসতা ও আইনি সুরক্ষা' শিরোনামে গোলটেবিল বৈঠকে বক্তারা এই সুপারিশ করেন। সেক্স ওয়ার্কার্স নেটওয়ার্ক (এসডব্লিউএন) ও সমকাল যৌথভাবে এ বৈঠকের আয়োজন করে।

**শাহীন আনাম**
নির্বাহী পরিচালক, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন

পুরুষরা গোপনে যৌন পেশাজীবীদের কাছে গেলেও সামাজিকভাবে তাদের মর্যাদা দিতে চান না। বর্তমানে দেশে একটি শক্তিশালী 'মরাল পুলিশ' গোষ্ঠী তৈরি হয়েছে, যারা ধর্মের দোহাই দিয়ে যৌনকর্মীদের ওপর চড়াও হয়ে তাদের ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে চায়। এই গোষ্ঠীটি আইনের উর্ধ্বে গিয়ে বিচারহীনতার সংস্কৃতি লালন করছে, যা মূলত নারীদের অবদমিত করার একটি সুনির্দিষ্ট নকশা।

বাংলাদেশ ব্যাংকের অধীনে নারীদের জন্য যে এসএমই ঋণ বা ব্যবসার সুযোগ রয়েছে, যৌনকর্মীদের জন্য তার দুয়ার এখনও বন্ধ। কেবল কয়েকটা সেলাই মেশিন দিলেই সমস্যার স্থায়ী সমাধান হবে না। যারা এই পেশা থেকে স্বেচ্ছায় বেরিয়ে আসতে চান, তাদের জন্য সম্মানজনক বিকল্প জীবিকা নিশ্চিত করা সরকারের সাংবিধানিক দায়িত্ব। অন্যদিকে যারা এই পেশায় থাকতে চান, তাদের নিরাপত্তা ও নাগরিক অধিকার দিতে হবে।

১৮ বছরের উর্ধ্বের ব্যক্তিরা যখন স্বেচ্ছায় এই পেশাকে জীবিকা হিসেবে বেছে নেন, তখন তাদের 'সেক্স ওয়ার্কার' হিসেবে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি দেওয়া আবশ্যক। আন্তর্জাতিক সংস্থা ইউএনএইডসের নির্দেশনা অনুযায়ী, এই শব্দবন্ধ গ্রহণ করা জরুরি। তবে ১৮ বছরের কম বয়সীদের ক্ষেত্রে একে 'যৌন শোষণ' হিসেবে গণ্য করে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নিতে হবে। নারী সংস্কার কমিশনের রিপোর্টে এই পেশাকে শ্রম আইনের অধীনে আনার যে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে, সেটি নিশ্চিত করতে হবে।

যৌনকর্মীদের ওপর শারীরিক ও মানসিক সহিংসতা বন্ধ করা না গেলে স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। তাদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত না হলে তা দীর্ঘমেয়াদে জনস্বাস্থ্যের জন্য বড় সংকট তৈরি করতে পারে।

যৌনকর্মীর সন্তানদের মানসম্মত শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে। ভাসমান যৌনকর্মীদের জন্য স্বাস্থ্যসেবা, জমির অধিকার এবং মৃত্যুর পর মর্যাদাপূর্ণ সৎকারের অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। সংবিধান অনুযায়ী পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে টেনে তোলা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। ভবিষ্যতে যে সরকারই ক্ষমতায় আসুক, নাগরিক সমাজকে তাদের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে এই প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অধিকার আদায়ে কাজ করতে হবে।

**নুর নাহার**
সভানেত্রী, সেক্স ওয়ার্কার্স নেটওয়ার্ক

১৯৯০-এর দশকে নারায়ণগঞ্জের কান্দাপাড়া যৌনপল্লি উচ্ছেদের পর যে নির্যাতনের ভয়াবহতা দেখা দিয়েছিল, তা থেকেই যৌনকর্মীদের নিজেদের সুরক্ষায় ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। বর্তমানে সারাদেশে ৩৩টি সিবিও এই নেটওয়ার্কের অন্তর্ভুক্ত, যার মধ্যে ২৯টি যৌনকর্মীদের ও ৫টি তৃতীয় লিঙ্গের মানুষের অধিকার নিয়ে কাজ করছে। ৬৪ জেলায় এই নেটওয়ার্ক বিস্তৃত করার আশা রয়েছে আমাদের।

একজন যৌনকর্মী যখন উপার্জন করেন, তখন সেই অর্থে তাঁর ভাই, বাবা, মা ও সন্তান প্রতিপালিত হয়। অথচ পেশার কারণে সেই একই পরিবারের সদস্যদের কাছে তিনি চরম অবহেলার শিকার হন। সমাজ তাঁকে মানুষ হিসেবে গণ্য করে না, প্রশাসন ও বাড়িওয়ালাদের কাছেও পদে পদে লাঞ্ছিত হতে হয়। যৌনকর্মীদের নিজের সন্তানও অনেক সময় মাকে মেনে নিতে পারে না।

যৌনকর্মীরা পেশা ছেড়ে স্বাভাবিক জীবনে ফেরার চেষ্টা করলে সেখানেও বাধা দেওয়া হয়। একজন যৌনকর্মী নিজের কষ্টে জমানো টাকায় কোনো গ্রামে জমি কিনে ঘর বাঁধতে চাইলে স্থানীয়রা তাঁকে বাধা দেয়। বাড়িওয়ালারাও পরিচয় জানলে তাদের উচ্ছেদ করেন। এই চক্রাকার বৈষম্যের কারণে অনেক নারী অনিচ্ছা সত্ত্বেও আবারও এই অন্ধকার পেশায় ফিরে আসতে বাধ্য হন। যৌনকর্মীদের এই আন্দোলন কেবল টিকে থাকার লড়াই নয়, বরং মর্যাদার লড়াই। রাষ্ট্রের সম্পদে তাদেরও অধিকার আছে। তারা দয়া চান না, বরং একজন মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকার ন্যূনতম নিরাপত্তা ও আইনি অধিকার নিশ্চিত করতে হবে।

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

**ফুরকান হোসেন**
চেয়ারম্যান ও সিইও, রিসার্চ অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট কনসালট্যান্টস লিমিটেড

গবেষণায় দেখা গেছে, জীবনকালে শতভাগ নারী যৌনকর্মী কোনো না কোনোভাবে সহিংসতার শিকার হয়েছেন। গত ১২ মাসে ৫১ দশমিক ৯ শতাংশ শারীরিক সহিংসতা ও ৯১ শতাংশ মৌখিক নির্যাতনের অভিজ্ঞতার কথা জানিয়েছেন।
ইউএনএইডস ও এসডব্লিউএনের ২০২৩ সালের প্রতিবেদনে উঠে এসেছে, ৯৬ শতাংশ যৌনকর্মী জীবনে অন্তত একবার পুলিশের হয়রানি, নির্যাতন, চাঁদাবাজি বা যৌন সহিংসতার শিকার হয়েছেন। বাংলাদেশে যৌনকর্মীরা দীর্ঘদিন ধরে আইনগত অস্পষ্টতা ও দ্বন্দ্বপূর্ণ বাস্তবতার মধ্যে বাস করছেন। একদিকে যৌনকর্ম কার্যত সহনীয় হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে, অন্যদিকে জীবিকা নির্বাহের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ডগুলো বিভিন্ন আইনে অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হচ্ছে।
গবেষণায় দেখা গেছে, ৩৫ দশমিক ৩ শতাংশ যৌনকর্মী গ্রেপ্তার বা আটক হয়েছেন। তাদের মধ্যে ৪৯ দশমিক ১ শতাংশ কারাবরণ করেছেন; ২৫ দশমিক ৩ শতাংশ আটক ছিলেন থানায়। এটি সংবিধানের মৌলিক অধিকার ও মানবাধিকারের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। সহিংসতা বা পারিশ্রমিক না পাওয়ার ঘটনায় যৌনকর্মীরা পুলিশের কাছে গেলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে সহায়তা পান না। ১০ শতাংশের কম যৌনকর্মী আইনি সহায়তা চেয়েছেন; বাকিরা পুলিশের প্রতিশোধের ভয়ে অভিযোগই করেননি।
এ ছাড়া ৭৯ দশমিক ৫ শতাংশ যৌনকর্মী জীবনে অন্তত একবার উপার্জিত টাকা দিতে বাধ্য হয়েছেন। যার মধ্যে ১৯ শতাংশের ক্ষেত্রে বাধ্য করেছেন আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা। ৯৭ দশমিক ৬ শতাংশ যৌনকর্মী নিজেদের মৌলিক মানবাধিকার থেকে বঞ্চিত মনে করেন। গবেষণায় দেখা গেছে যে, যৌনকর্মীদের মধ্যে যাদের সন্তান রয়েছে এবং এসব সন্তান বিভিন্ন অপবাদ ও বৈষম্যের শিকার হয়ে থাকে। সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংকটে তাদের অনেকেই স্কুল ছাড়তে বাধ্য হচ্ছে। সরকারি শিশু যত্ন কেন্দ্রে বা আবাসিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেও এসব শিশুর জায়গা হয় না। ২০১১ সালের নারী উন্নয়ন নীতি কিংবা নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা (এনএপিভিএডব্লিউ) কোনোটিতেই যৌনকর্মীদের স্পষ্টভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। ফলে তারা সরকারি সুরক্ষা, সেবা ও ক্ষমতায়ন কর্মসূচির বাইরে থেকে যাচ্ছেন।

**জাহানারা খাতুন**
সদস্য, নারীপক্ষ

যৌনকর্মকে 'অপরাধ' হিসেবে না দেখে ১৮ বছরের ঊর্ধ্বের নারীদের জন্য এটিকে 'কাজ' ও 'পেশা' হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া এবং শ্রম আইনে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। একই সঙ্গে যৌনকর্মীদের উচ্ছেদ বন্ধ ও মানবাধিকার রক্ষার উদ্যোগ নিতে হবে। ২০০০ সালের ১৪ মার্চ হাইকোর্ট এক যুগান্তকারী রায় দেন। রায়ে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়– পেশা হিসেবে যৌনকর্ম অবৈধ নয় এবং যৌনকর্মীদের তাদের আবাসস্থল থেকে জোরপূর্বক উচ্ছেদ করা যাবে না এবং এই উচ্ছেদ চরম মানবাধিকার লঙ্ঘন। ফলে পরবর্তী সময়ে বহু উচ্ছেদ প্রচেষ্টা ঠেকানো সম্ভব হয়েছে।
যতদিন পর্যন্ত আমরা তাদের অন্য কোনো দক্ষতায় পারদর্শী করতে না পারছি বা বিকল্প কর্মসংস্থান, অর্থাৎ তিনি যেভাবে চান সেটা দিতে না পারছি, ততদিন তাদের এই পেশা ছাড়তে বলার অধিকার আমাদের নেই। নারী হিসেবে সব নারীর অবস্থান এক। একটি বৃহত্তর গোষ্ঠীকে বাদ রেখে বা অস্বীকার করে কখনও কোনো উন্নয়ন সফল হতে পারে না। নারী অধিকার সংস্কার কমিশনের কাছে সংহতি এবং যৌনকর্মীদের পক্ষ থেকে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবনা পেশ করা হয়েছে। মূল দাবিগুলোর মধ্যে রয়েছে– যৌনকর্মকে 'অপরাধমুক্ত' ঘোষণা করা এবং শ্রম আইন সংশোধন করে যৌনকর্মীদের শ্রম আইনের আওতায় আনা।

**নিশাত সুলতানা**
পরিচালক, (ইনফ্লুয়েন্সিং ক্যাম্পেইন অ্যান্ড কমিউনিকেশন), প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

'যৌন' কিংবা 'যৌনতা' শব্দগুলো অনেক ক্ষেত্রেই আমাদের সমাজে নিন্দিত ও পাপের সমার্থক। সমাজের এই দৃষ্টিভঙ্গিকে উপেক্ষা করে বেঁচে থাকার প্রয়োজনে অন্য কোনো উপায় খুঁজে না পেয়ে যারা এই পরিচয়ে জীবন-সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন, তাদের মানসিক শক্তির প্রশংসা করতেই হয়। যৌনকর্মে দুটি পক্ষের (নারী ও পুরুষ) অংশগ্রহণ থাকলেও সামাজিক কলঙ্ক কেবল নারীর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। এই পেশাকে টিকিয়ে রাখতে পুরুষের সম্পৃক্ততার প্রশ্ন কেউ তোলে না। যৌন পেশার সঙ্গে জড়িত বেশির ভাগ নারীই নিরুপায় হয়ে এই পেশায় এসেছেন। যৌনকর্মীদের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনে ব্যাপক সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক আন্দোলন প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে মূলধারার গণমাধ্যম এবং পাশাপাশি সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সারদের ভূমিকা রাখার সুযোগ রয়েছে।
যৌনপল্লিতে বেড়ে ওঠা শিশুদের অধিকার ও সুরক্ষায় নজর দেওয়া প্রয়োজন। বিভিন্ন মৌলিক অধিকারবঞ্চিত এবং একই সঙ্গে ভয় কিংবা ট্রমার মধ্যে এসব শিশুর অপরাধপ্রবণ হয়ে বেড়ে ওঠার শঙ্কা অনেক বেশি থাকে।

**সায়মা খান**
কান্ট্রি ডিরেক্টর, ইউএনএইডস

বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হওয়ার পথে থাকায় বৈদেশিক অনুদান কমছে। ফলে যৌনকর্মী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সুরক্ষা নিশ্চিতে এখন থেকেই নিজস্ব সক্ষমতা ও টেকসই পরিকল্পনার ওপর জোর দিতে হবে।
আমরা ইতিবাচক পরিবর্তনের আশা করেছিলাম। কিন্তু নির্বাচনে নারীদের মনোনয়নপ্রাপ্তির হার মাত্র ৪ শতাংশ। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বিয়ে-সংক্রান্ত আইনের কিছু বিতর্কিত দিক, যা নারীদের মতামতের গুরুত্ব কমিয়ে দিচ্ছে।
আমরা যখন নারী অধিকারের কথা বলি, তখন কেবল দৃশ্যমান বা মূলধারার নারীদের কথাই ভাবি। কিন্তু এর বাইরে বিশাল জনগোষ্ঠী, যেমন– যৌনকর্মী, ট্রান্সজেন্ডার বা এইচআইভি ঝুঁকিতে নারী রয়েছেন। তারা সম্পূর্ণ আড়ালে থেকে যাচ্ছে। জাতিসংঘ 'কাউকে পেছনে ফেলে নয়' নীতিতে বিশ্বাসী। এই নীতির বাস্তব প্রতিফলন ঘটাতে হবে। দেশে 'যৌন' শব্দটি উচ্চারণ করাকেই যেন পাপ হিসেবে গণ্য করা হয়। এই মানসিকতার কারণে যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা নিতে গিয়ে মানুষ বাধার মুখে পড়ে। এই নেতিবাচক ধারণা ভাঙতে চিকিৎসক সমাজের ইতিবাচক ভূমিকা রাখার সুযোগ রয়েছে। যারা আইন প্রয়োগ করেন, তাদের সংবেদনশীল করা অত্যন্ত জরুরি। বিচ্ছিন্নভাবে কাজ করে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জন করা যাবে না। স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং নিরাপত্তা– সব খাত এক জোট হয়ে বহুমুখী অ্যাপ্রোচে এগোতে হবে।

**হেনা আক্তার**
সভানেত্রী, উল্কা নারী সংঘ, ঢাকা

আমি যৌনকর্মী, এটা আমার লড়াই। ছোটবেলায় হারিয়ে যাওয়ার পর পাঁচ বছর বয়স থেকে আমি নির্যাতনের শিকার হয়েছি। আজ ৪০ বছর ধরে এই লড়াই চালিয়ে যাচ্ছি। এই দেশে যদি আমার ভোট দেওয়ার অধিকার থাকে, তবে কেন নাগরিক হিসেবে নিরাপত্তা ও ন্যূনতম সম্মানটুকু পাওয়ার অধিকার নেই? যৌনকর্মীরা প্রতিনিয়ত শারীরিক নির্যাতন ও প্রাণনাশের হুমকির মুখে থাকেন। আমাকে এক জায়গায় মারধর করা হয়েছে, পিস্তল ঠেকানো হয়েছে। যৌনকর্মীরা রাস্তায় বের হলেই হামলা চালানো হয়, টাকা-পয়সা কেড়ে নেওয়া হয়। পুলিশের কাছে অভিযোগ করলেও তারা যথাযথ সহযোগিতা পান না। আইন প্রয়োগকারী সংস্থাই যদি আমাদের নিরাপত্তা দিতে না পারে, তবে আমরা কোথায় যাব? অথচ সংবিধান অনুযায়ী প্রত্যেক নাগরিকের সুরক্ষা নিশ্চিত করা সরকারের দায়িত্ব।
যৌনকর্মকে পেশা হিসেবে স্বীকৃতি দিতে হবে। রাষ্ট্রীয় সুরক্ষা, নিরাপত্তা এবং উন্নত চিকিৎসার নিশ্চয়তা দিতে হবে। পরিসংখ্যান অনুযায়ী যৌনকর্মীর সংখ্যা যা বলা হয়, বাস্তবে তা অনেক বেশি। বয়সের কারণে বা সুযোগ পেলে অনেকেই বিকল্প পেশায় যেতে চান। কিন্তু যতক্ষণ তারা এই পেশায় আছেন, ততক্ষণ তাদের সুরক্ষা দিতে হবে।

দৈনিক ইত্তেফাক
রবিবার
২৭ পৌষ ১৪৩২, ১১ জানুয়ারি ২০২৬

# থামছে না সাগরপথে মালয়েশিয়া যাওয়ার চেষ্টা

**দুই মাসে উদ্ধার সাড়ে ৪০০**

**কক্সবাজারের জেলা প্রশাসক এম এ মান্নান জানান, উপকূল ও সাগরের যেসব পয়েন্ট দিয়ে মানব পাচারের আশঙ্কা আছে, সেখানে পুলিশসহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সংশ্লিষ্ট ইউনিটকে নজরদারি বাড়াতে নির্দেশনা দেওয়া রয়েছে**

■ সায়ীদ আলমগীর, কক্সবাজার প্রতিনিধি

স্থল ও জলে প্রশাসনের কড়া নজরদারির পরও থামানো যাচ্ছে না সাগরপথে মালয়েশিয়া যাওয়ার চেষ্টা। শৃঙ্খলাবাহিনীর নজর এড়াতে মালয়েশিয়া পাচারে নিত্য নতুন পয়েন্ট আবিষ্কার করছেন দালাল-রোহিঙ্গারা। গত আড়াই মাসে পাচারের চেষ্টাকালে প্রায় ৪৪৭ রোহিঙ্গা নারী-পুরুষ ও শিশুকে উদ্ধার করেছে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী। সর্বশেষ ৪ জানুয়ারি বঙ্গোপসাগরে সেন্টমার্টিনের অদূরে ট্রলার থেকে ২৭৩ জনকে উদ্ধার করেছে নৌবাহিনীর সদস্যরা, যার বেশির ভাগই নারী ও শিশু। এছাড়াও, গত ২৮ ডিসেম্বর বিজিবি কর্তৃক ১৮ জন, ২৫ নভেম্বর কোস্ট গার্ড কর্তৃক ২৮ জন, ২৯ অক্টোবর একই বাহিনী কর্তৃক ২৬ জন, একই দিন র‍্যাব কর্তৃক ২৪ জন, ২৬ অক্টোবর কোস্ট গার্ড কর্তৃক পাঁচ জন ও ২৪ অক্টোবর ৪৪ জন এবং ২২ অক্টোবর বিজিবি কর্তৃক ২৯ জন পাচার ভিকটিম উদ্ধার করা হয়। সাগর ছাড়াও টেকনাফের বাহারছড়া গহিন পাহাড় ও মেরিন ড্রাইভ সংলগ্ন এলাকা, সমুদ্র উপকূল থেকে তাদের উদ্ধার করা হয়।

অভিযোগ রয়েছে, পাচাকারী চক্রের মূলহোতারা ধরা-ছোঁয়ার বাইরে থাকায় মানব পাচার চেষ্টা বন্ধ হচ্ছে না। ফলে সক্রিয় দালাল চক্র উখিয়া-টেকনাফের রোহিঙ্গাদের প্রতিটি ক্যাম্পভিত্তিক অপতৎপরতা অব্যাহত রেখেছে। তবে অবৈধভাবে বিপজ্জনক সাগরপথে পাচার রোধে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী তৎপর রয়েছে বলে দাবি করেছেন কক্সবাজার জেলা পুলিশের ফোকাল পয়েন্ট অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ডিএসবি) অলক বিশ্বাস। উদ্ধার হওয়া রোহিঙ্গা নারীদের বরাত দিয়ে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা জানান, অবিবাহিত নারীদের বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে মালয়েশিয়া নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা চলে। আবার যেসব নারীর স্বামী মালয়েশিয়ায় তারাও যে কোনোভাবে মালয়েশিয়া যেতে উন্মুখ। আরাকানে (রাখাইনে) যাদের অবস্থা সচল ছিল, সেসব পরিবার যে কোনো মূল্যে মধ্যপ্রাচ্য বা মালয়েশিয়া যেতে তৎপর। অনেক তরুণী ও কম বয়সে বিধবা নারীই মালয়েশিয়া যেতে প্রতিনিয়তই চেষ্টা অব্যাহত রাখছে।

সূত্র আরো জানায়, মালয়েশিয়া যেতে রাজি হওয়াদের কাছ থেকে ১০ থেকে ২০ হাজার টাকা 'টোকেন মানি' আদায় করা হয়। চুক্তি হয় মালয়েশিয়া পৌঁছে গেলে বাকি টাকা দেওয়ার। ক্যাম্পের দালালদের সঙ্গে সহযোগী হিসেবে রয়েছে সুযোগসন্ধানী বাংলাদেশি দালালও। রাজি হওয়া রোহিঙ্গাদের ক্যাম্প থেকে বের করে তাদের বাংলাদেশি দালালদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। আর বাংলাদেশি দালালরা সুযোগ বুঝে ট্রলার বা নৌকায় সাগরে অবস্থান করা জাহাজে তুলে দেওয়ার চেষ্টা চালায়। ক্ষেত্র বিশেষে তারা ধরা পড়লেও অনেক ক্ষেত্রে সফল হয় বলে দাবি করেছেন মালয়েশিয়ার জন্য ক্যাম্প ছেড়ে যাওয়া অনেকে।

অভিযোগ রয়েছে, মানব পাচারকরী চক্রের খপ্পরে পড়ে সাগরপথে মালয়েশিয়া যেতে গিয়ে অনেক রোহিঙ্গা প্রতারণার শিকার হয়েছে। তাদের কাছ থেকে টাকা নিয়ে এক জায়গায় জড়ো করে শৃঙ্খলা বাহিনীর হাতে ধরিয়ে দেওয়া বা সাগরে কয়েক দিন ঘুরিয়ে টাকা নিয়ে টেকনাফ উপকূলে নামিয়ে দেওয়ার মতো ঘটনাও ঘটেছে।

কক্সবাজার সিভিল সোসাইটির সভাপতি আবু মোরশেদ চৌধুরী খোকা বলেন, সুন্দর জীবনের স্বপ্ন ও প্রতারণার মধ্যেও শৃঙ্খলা বাহিনীর তৎপরতায় অনেকে সাগরতীরেই মালয়েশিয়া যাত্রার ইতি টানলেও 'মানব পাচার' চেষ্টা থামছে না। তবে, পাচারের সঙ্গে জড়িত মূল হোতাদের গ্রেফতার করা না গেলে সাগরপথে মালয়েশিয়া পাচার বন্ধ হবে না বলে মনে করেন সচেতন মহল। র‍্যাব-৭ কক্সবাজার ব্যাটালিয়ন লে. কর্নেল নাইমুল ইসলাম জানান, রোহিঙ্গা ক্যাম্পভিত্তিক পাচারচক্রের সদস্যদের চিহ্নিত করতে গোয়েন্দা তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে। চিহ্নিত দালালদের অনেকে আইনের আওতায় এসেছে, বাকিদেরও বিষয়েও সচেষ্ট রয়েছে শৃঙ্খলাবাহিনী।

নৌবাহিনীর জনসংযোগ বিভাগ জানায়, 'দেশের সাগরপথ সুরক্ষা রাখতে সবার কাজ করছি আমরা। সাগরপথে মালয়েশিয়ায় মানব পাচার ঠেকাতে সব সময় সজাগ রয়েছে।' কক্সবাজারের জেলা প্রশাসক এম এ মান্নান জানান, সাগরপথে অবৈধ ও ঝুঁকিপূর্ণ উপায়ে মানব পাচার চেষ্টার বিষয়ে আইনশৃঙ্খলা মিটিংয়ে আলোচনা হয়েছে। উপকূল ও সাগরের যেসব পয়েন্ট দিয়ে মানব পাচারের আশঙ্কা আছে, সেখানে পুলিশসহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সংশ্লিষ্ট ইউনিটকে নজরদারি বাড়াতে নির্দেশনা দেওয়া রয়েছে। পাশাপাশি পাচার চক্রের সদস্যদের ব্যাপারেও খোঁজ নিয়ে দ্রুত আইনের আওতায় নিয়ে আসার তাগাদা দেওয়া হয়েছে।

MONDAY JANUARY 19, 2026
MAGH 5, 1432 BS
The Daily Star

## OVERSEAS MANPOWER RECRUITMENT

# Approval for 252 agencies raises red flags

MD ABBAS

Bangladesh has approved licences for 252 new overseas recruiting agencies, bringing the total to a record 2,646, even as experts warn that the sector is already buckling under systemic corruption and inadequate oversight.

The expansion that comes under the oversight of the Expatriates' Welfare and Overseas Employment adviser, Asif Nazrul, makes the country's migration network the largest in South Asia.

The decision directly contradicts recommendations from a government-commissioned White Paper on the economy released in December 2024, which urged a "reasonable" reduction in the number of agencies to curb exploitation and financial irregularities.

"Many old recruiting agencies are unfit and involved in corruption. We suggested reviewing and filtering them through a re-registration process," said economist Debapriya Bhattacharya, who led the experts'

| COUNTRY | RECRUITING AGENCIES |
|---|---|
| Bangladesh | 2,646 |
| Pakistan | 2,537 |
| India | 1,988 |
| Nepal | 1,041 |
| Sri Lanka | 857 |
| Bhutan | 31 |

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

# Approval for 252 agencies raises red flags

FROM PAGE 1

panel that prepared the White Paper.

"I am surprised that instead of cleaning up the mess, the authorities have raised the number of agencies," he told The Daily Star.

The government must take responsibility for the approvals, which will likely clutter the system. This is a real concern, he added.

According to the White Paper, Bangladeshi workers pay the highest migration cost in South Asia. Over the past decade, 19 percent of workers, who paid agents in advance, failed to migrate, resulting in a financial loss of around Tk 31,660 crore each year.

Despite repeated attempts, this correspondent could not reach Adviser Asif over his mobile phone. He also did not respond to text messages.

When contacted, Niamat Ullah Bhuiyan, senior secretary at the expatriates' welfare ministry, said that having more agencies reduces the possibility of manipulation by syndicates.

"If each agency sends even one worker, the total number of migrant workers will increase significantly. Having a large number of agencies won't create any problem as long as they maintain ethical standards."

Referring to violations of rules by recruitment agencies, he said legal measures are in place to control them. Harsh punishment is meted out to dishonest agencies, and no one is given any special favour.

Over the years, complaints of fraud and manipulation against recruiting agencies have remained high.

Data from the Bureau of Manpower, Employment and Training (BMET) shows that 2,213 complaints were filed in 2024; 2,380 in 2023; 1,240 in 2022; 582 in 2021; and 905 in 2020.

The number of recruiting agencies has seen a steady rise since 2009, when it hovered around 900. The figure stood at about 2,300 before the ouster of the Awami League government in August 2024.

The list of the newly approved agencies was published by the expatriates welfare and overseas employment ministry on November 4 last year.

Bangladesh now has the highest number of recruitment agencies in South Asia, compared to 1,988 in India; 2,537 in Pakistan; 1,041 in Nepal; 857 in Sri Lanka; and 31 in Bhutan.

Fakhrul Islam, former joint secretary of Bangladesh Association of International Recruiting Agencies (BAIRA), said the approval of new recruiting agencies has both positive and negative sides to it.

The move is positive in the sense that it will allow new firms to operate in compliance with government regulations, he said.

Fakhrul, however, warned that the outlook for the current labour market situation is weak.

## BANGLADESH'S MANPOWER EXPORT OVER THE YEARS

| YEAR | MIGRANT WORKERS |
|---|---|
| 2025 | 11,31,113 |
| 2024 | 10,11,969 |
| 2023 | 13,05,453 |
| 2022 | 11,35,873 |
| 2021 | 6,17,000 |

"The new agencies, which have to bear high monthly expenses, may not survive unless new labour markets open. The sector could face a serious crisis if that does not happen," he said.

Shariful Hasan, associate director of the BRAC Migration Programme, said that issuing more licences will not help reduce migration costs or the suffering of migrants.

"I don't think the 252 new licences will improve the migration system or ease hardships of migrant workers... What matters is transparency, accountability, and proper management," he told this newspaper.

### SECTOR IN CRISIS

Experts say that though the country saw record remittance of $31 billion last year, there has been hardly any progress in reducing migration costs, curbing exploitations by brokers, or protecting workers' rights.

Saudi Arabia remains Bangladesh's largest labour destination, but workers migrating to the kingdom have complained of rising costs of residence permit and difficulties in securing jobs there. Last year, nearly 70 percent of the 11.31 lakh Bangladeshi workers who migrated abroad went to Saudi Arabia

Over the past decade, many countries, including Oman, Bahrain, Libya, Sudan, Egypt, Romania, and Brunei closed their labour markets for Bangladeshis. Malaysia also halted recruitment of Bangladeshi workers amid allegations of syndicate trading during the tenure of the AL government.

While the UAE labour market remains open on paper, visa issuance to Bangladeshi workers has been suspended since July 2024.

In a positive development, Bangladesh signed two agreements with Japan in May 2025, under which Tokyo committed to hiring at least 100,000 Bangladeshi workers over five years. However, only 1,563 workers went to Japan last year.

In October last year, Bangladesh struck a deal with Iraq, which agreed to resume labour recruitment that remained stalled since 2020.

The gradual shrinking of legal migration opportunities has led to a rise in irregular migration.

According to the Displacement Tracking Matrix of the International Organisation for Migration, Bangladesh ranked first in terms of irregular sea crossings to Europe last year, with 22,145 people entering through unsafe routes, up from 15,304 the previous year.

Young migrants often rely on brokers and fall prey to human trafficking. Data from the home ministry's Public Safety Division show that 4,546 cases were filed against 19,280 people over human trafficking from January 2019 to January 2025. Of them, 157 were convicted.

দৈনিক ইত্তেফাক
বুধবার
৩০ পৌষ ১৪৩২, ১৪ জানুয়ারি ২০২৬

# কর্মসংস্থান ও রেমিট্যান্স বাড়াতে ৬০ হাজার চালককে প্রশিক্ষণ দেবে সরকার

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং বিদেশ থেকে রেমিট্যান্স প্রবাহ জোরদার করার লক্ষ্যে ৬০ হাজার চালককে প্রশিক্ষণ দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। এর মধ্যে ৪০ হাজার নতুন চালককে প্রাথমিক প্রশিক্ষণ এবং ২০ হাজার বিদ্যমান চালককে উন্নত দক্ষতা প্রশিক্ষণের আওতায় আনা হবে। এ কর্মসূচিতে মোট ব্যয় ধরা হয়েছে ২৩০ কোটি ৭২ লাখ ৬৭ হাজার ৮০০ টাকা। গতকাল মঙ্গলবার সচিবালয়ের মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সম্মেলন কক্ষে অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সরকারি ক্রয়সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটির বৈঠকে এ সংক্রান্ত একটি প্রস্তাব অনুমোদন দেওয়া হয়।

বৈঠক শেষে অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ সাংবাদিকদের বলেন, 'বর্তমানে অনেক চালক লাইট ভেহিকেল চালান, যাদের বিদেশে চাহিদা তুলনামূলক কম। তাই এই কর্মসূচির মাধ্যমে ক্রেন, এক্সকাভেটরসহ ভারী যন্ত্রপাতি ও হেভি ভেহিকেল পরিচালনায় প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে, যাতে তারা বিদেশে উচ্চ বেতনের চাকরির সুযোগ পান।'

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করবে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ) ও জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি)। নির্ধারিত নিয়ম ও মানদণ্ড অনুসরণ করে প্রশিক্ষণ, সনদ প্রদান ও লাইসেন্স ইস্যু করা হবে।

যুগান্তর
সোমবার ১৯ জানুয়ারি ২০২৬
৫ মাঘ ১৪৩২

# রাশিয়া থেকে ফিরেছে ৩৫ বাংলাদেশি কর্মী

যুগান্তর প্রতিবেদন

রাশিয়া থেকে চাকরিচ্যুত ৩৫ বাংলাদেশি কর্মীকে ফেরত পাঠানো হয়েছে। রোববার বিকাল ৫টা ৪৫ মিনিটে কাতার এয়ারওয়েজের কিউআর-৬৩৮ নম্বর ফ্লাইটে তারা ঢাকায় পৌঁছান। ব্র্যাকের সহযোগী পরিচালক শরিফুল হাসান জানিয়েছেন, প্রবাসী কল্যাণ ডেস্ক ও সিভিল অ্যাভিয়েশন সিকিউরিটির যৌথ সহায়তায় দেশে ফেরত আসা এই প্রবাসী কর্মীদের বিমানবন্দরে পরিবহণসহ অন্যান্য জরুরি সহায়তা দেওয়া হয়েছে।

ফেরত আসাদের মধ্যে রয়েছেন মানিকগঞ্জের আসমত আলী, গাইবান্ধার মশিউর রহমান, ময়মনসিংহের হাইয়ুল মিয়া, সিরাজগঞ্জের আজাদুল হক, ঢাকার প্রসেনজিৎ রাজবংশী, চাঁপাইনবাবগঞ্জের মো. আব্দুল্লাহসহ অন্যরা। তারা অভিযোগ করেছেন, বিদেশে কাজ দেওয়ার নামে তাদের সঙ্গে প্রতারণা করা হয়েছে।

জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর (বিএমইটি) ছাড়পত্র নিয়ে ২০২৫ সালের জুলাইয়ে লাইসেন্সপ্রাপ্ত রিক্রুটিং এজেন্সি কাশিপুর ওভারসিজ এসব কর্মীকে রাশিয়ায় পাঠায়। রাশিয়ায় পৌঁছানোর পর কর্মীরা নিয়মিতভাবে কাজে যোগ দিলেও কোনো সুস্পষ্ট কারণ ছাড়াই সংশ্লিষ্ট নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান তাদের চাকরিচ্যুত করে দেশে ফেরত পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয়।

কালের কণ্ঠ
বুধবার। ২৮ জানুয়ারি ২০২৬

# বাংলাদেশিদের জন্য শ্রমবাজার খুলছে

## ওমানের মন্ত্রীর আশ্বাস

■ মালদ্বীপের শ্রমবাজারে পেশাদার কর্মীদের নিয়োগ বৃদ্ধির প্রস্তাব

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

ওমানে বাংলাদেশি কর্মীদের জন্য বন্ধ থাকা 'ওয়ার্ক ভিসা' আগামী দুই মাসের মধ্যে আবার চালু করার আশ্বাস দিয়েছে ওমান সরকার। সৌদি আরবে অনুষ্ঠিত গ্লোবাল লেবার মার্কেট কনফারেন্সের ফাঁকে এক বৈঠকে ওমানের শ্রমমন্ত্রী মাহাদ বিন সাঈদ বিন আলী বাওয়াইন সালিম আল-বুসাইদি বাংলাদেশের প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান উপদেষ্টা আসিফ নজরুলকে এই আশ্বাস দেন। গতকাল মঙ্গলবার সৌদি আরবের রিয়াদে বাংলাদেশ দূতাবাসের দ্বিতীয় সচিব (প্রেস) আসাদুজ্জামান খান এ তথ্য জানান।

দূতাবাসের এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ভিসা স্থগিতাদেশ প্রত্যাহারের আশ্বাস দিয়ে বৈঠকে ওমানের শ্রমমন্ত্রী জানান, অনিয়মিত ও নথিপত্রহীন প্রবাসী কর্মীদের বৈধকরণ প্রক্রিয়াকে অগ্রাধিকার দিতে ২০২৩ সাল থেকে সাময়িকভাবে অদক্ষ ও আধাদক্ষ কর্মীদের নতুন ভিসা বন্ধ রাখা হয়েছিল। পরিস্থিতি পর্যালোচনার পর আগামী দুই মাসের মধ্যে বাংলাদেশের জন্য পুনরায় ওয়ার্ক ভিসা চালু করা হবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

বৈঠকে উপদেষ্টা আসিফ নজরুল ওমানের শ্রমবাজারের জন্য বাংলাদেশি প্রকৌশলী, চিকিৎসক, নার্সসহ উচ্চ দক্ষতাসম্পন্ন পেশাজীবীদের নিয়োগ বাড়াতে ওমানি মন্ত্রীর বিশেষ সহযোগিতা কামনা করেন। তিনি সাধারণ কর্মীদের ওপর থাকা স্থগিতাদেশ দ্রুত প্রত্যাহারেরও অনুরোধ জানান।

বৈঠকে আসিফ নজরুল অভিবাসন ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিতে সরকারের গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের কথা তুলে ধরেন। এর মধ্যে রয়েছে অভিবাসনপ্রক্রিয়ায় প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি; কর্মী পাঠানোর আগে যথাযথ দক্ষতা যাচাই; বিদেশে গমনের আগে সংশ্লিষ্ট দেশের ভাষা, সংস্কৃতি ও আইন সম্পর্কে প্রাক-বহির্গমন প্রশিক্ষণ এবং আইনি সংস্কারের মাধ্যমে অভিবাসন ব্যয় নিয়ন্ত্রণ।

এ সময় দ্বিপক্ষীয় সহযোগিতা আরো সুদৃঢ় করতে চলতি বছরের প্রথমার্ধে মাস্কাটে যৌথ কারিগরি কমিটির (জেটিসি) বৈঠক আহ্বানের প্রস্তাব করেন উপদেষ্টা। এ ছাড়া শ্রম সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে চূড়ান্ত হওয়া সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) দ্রুত স্বাক্ষরের জন্য তিনি ওমানের মন্ত্রীকে আহ্বান জানান।

**মালদ্বীপের শ্রমবাজার**

উপদেষ্টা আসিফ নজরুল এবং মালদ্বীপের উচ্চশিক্ষা, শ্রম ও দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক মন্ত্রী আলী হায়দার আহমেদের মধ্যে মালদ্বীপের শ্রমবাজারে পেশাদার কর্মী নিয়োগ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। গতকাল রিয়াদে গ্লোবাল লেবার মার্কেট সম্মেলনের সাইডলাইনে এ বৈঠক হয়। বৈঠকে আসিফ নজরুল মালদ্বীপে অবস্থানরত সব অনিয়মিত ও আনডকুমেন্টেড বাংলাদেশি কর্মীকে নিয়মিতকরণের জন্য অনুরোধ জানান। একই সঙ্গে বাংলাদেশ থেকে চিকিৎসক, প্রকৌশলী, নার্স, শিক্ষকসহ অন্যান্য যোগ্য পেশাদার কর্মীর নিয়োগ বাড়ানোর প্রস্তাব দেন। এ সময় মালদ্বীপ সরকার বিদেশে উচ্চশিক্ষার জন্য যে শিক্ষাঋণ সুবিধা দিয়ে থাকে, তার প্রশংসা করেন উপদেষ্টা। পাশাপাশি চিকিৎসা, প্রকৌশল, কৃষি ও অন্যান্য বিশেষায়িত বিষয়ে উচ্চশিক্ষার জন্য মালদ্বীপের শিক্ষার্থীদের বাংলাদেশে আসার আমন্ত্রণ জানান তিনি। এ ছাড়া বাংলাদেশি পর্যটকদের মালদ্বীপ ভ্রমণে আগ্রহী করে তুলতে যৌথ উদ্যোগ গ্রহণের আহ্বান জানান আসিফ।

বৈঠকে মালদ্বীপের মন্ত্রী আলী হায়দার আহমেদ বাংলাদেশ থেকে আরো বেশি দক্ষ কর্মী ও পেশাজীবী নিয়োগে আগ্রহ প্রকাশ করেন। তিনি বাংলাদেশের স্বনামধন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অংশগ্রহণে মালদ্বীপে শিক্ষামেলা আয়োজনের প্রস্তাবও দেন।

বৈঠকে আরো উপস্থিত ছিলেন মালদ্বীপের উচ্চশিক্ষা, শ্রম ও দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী আব্দুল্লাহ নাজির এবং প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মো. সাইফুল হক চৌধুরী।

দৈনিক ইত্তেফাক
রবিবার
২৭ পৌষ ১৪৩২, ১১ জানুয়ারি ২০২৬

# নতুন সরকারের বড় চ্যালেঞ্জ বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি : সিপিডি

● বিশ্ববাজারে নিত্য পণ্যের দাম কমার সুফল দেশের বাজারে মেলেনি ● নির্বাচিত সরকারকে ব্যাংক খাতের সংস্কার চালিয়ে যাওয়ার পরামর্শ

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

বর্তমান বিনিয়োগ স্থবিরতা নতুন সরকারের জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দেবে বলে উল্লেখ করেছে গবেষণা-প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি)। সংস্থাটির বিশ্লেষণে বলা হয়েছে, দেশে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাস্তবায়নের হার গত ১০ বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন পর্যায়ে রয়েছে। বেসরকারি বিনিয়োগ ঐতিহাসিকভাবে নিচে নেমে গেছে, সাম্প্রতিক সময়ের মধ্যে এটি সর্বনিম্ন। বিদেশি বিনিয়োগও সর্বনিম্ন পর্যায়ে রয়েছে। খাদ্য মূল্যস্ফীতি কিছুটা কমলেও খাদ্যবহির্ভূত মূল্যস্ফীতি অসহনীয় পর্যায়ে রয়েছে। নির্বাচন-পরবর্তী নতুন সরকারের সামনে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হবে বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান তৈরি। নতুন সরকারের প্রধান কাজ হবে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করা। গতকাল শনিবার ঢাকার ধানমন্ডিতে সিপিডির নিজস্ব কার্যালয়ে আয়োজিত বাংলাদেশের অর্থনীতি ও নির্বাচনি বাঁকে বহুমাত্রিক ঝুঁকি শীর্ষক সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা হয়।

এতে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সংস্থাটির নির্বাহী পরিচালক ড. ফাহমিদা খাতুন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন সিপিডির সম্মাননীয় ফেলো অধ্যাপক ড. মোস্তাফিজুর রহমান ও সিপিডির গবেষণা পরিচালক ড. খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম।

ড. ফাহমিদা খাতুন বলেন, বিনিয়োগ না বাড়লে বৈষম্য ও অস্থিরতা বাড়বে। সমাজে যদি ন্যায়সংগত সুযোগ না থাকে, তাহলে একদিকে বৈষম্য তৈরি হয়, অন্যদিকে অস্থিরতা দেখা দেয়। উদাহরণ দিয়ে ফাহমিদা খাতুন বলেন, ২০২৪ সালের জুলাইয়ে যে আন্দোলন হয়, তার পেছনেও এই বাস্তবতা কাজ করেছে। বাজারে চাকরি নেই, সরকারি চাকরিই একমাত্র ভরসা, সেখানেও কোটা-সংকট। এর সঙ্গে যুক্ত হয় উচ্চ মূল্যস্ফীতি। সব মিলিয়ে মানুষের জীবনে প্রবল অর্থনৈতিক চাপ তৈরি হয়েছিল।

ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সম্পর্কে ফাহমিদা খাতুন বলেন, 'বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় শক্তি হলো উদ্যমী তরুণ জনগোষ্ঠী। বাংলাদেশ জাতি হিসেবে এখনো তরুণ মানুষের গড় বয়স মাত্র ২৬ থেকে ২৭ বছর। এই তরুণদের যদি আমরা সঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারি, তাহলেই অর্থনীতিতে গতি ফিরবে।'

ফাহমিদা খাতুন আরো বলেন, 'আমরা এমন এক যুগে বাস করছি, যেখানে প্রযুক্তি জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বড় ধরনের পরিবর্তন নিয়ে আসছে। এই পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার সক্ষমতা সবচেয়ে বেশি আছে তরুণদের।' নির্বাচনি চ্যালেঞ্জ নিয়ে প্রশ্ন করা হলে ফাহমিদা খাতুন বলেন, 'নির্বাচন পরিচালনা ও চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের। আমরা চাই, আগামী নির্বাচন নিরপেক্ষ ও অংশগ্রহণমূলক হোক। অর্থের অপব্যবহার যেন না হয়, সেজন্য নীতিমালা আছে; প্রত্যেক প্রার্থীকে তা মানতে হবে। নির্বাচনে টাকার ছড়াছড়ি যেন না হয়। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো নির্বাচন যেন সহিংসতামুক্ত পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়, যাতে মানুষ নির্বিঘ্নে ভোটকেন্দ্রে গিয়ে নিজের ভোট দিতে পারেন। আমরা এমন নির্বাচন দেখতে চাই।' বলে মন্তব্য করেন ফাহমিদা খাতুন।

সিপিডির সম্মাননীয় ফেলো অধ্যাপক ড. মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, দেশি বিদেশি ঋণের বোঝা বাড়ছে। জাতীয় বাজেটের প্রধান খাত এখন ঋণের সুদ পরিশোধ। এই চাপ প্রতিনিয়ত বাড়ছে। তাই বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের ফাঁদে পড়তে পারে, এমন ঝুঁকি আছে।

নির্বাচিত সরকারকে ব্যাংক খাতের সংস্কার চালিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দিয়ে সিপিডির নির্বাহী পরিচালক ড. ফাহমিদা খাতুন বলেন, নতুন সরকারের সময়ে সংস্কার কার্যক্রম যেন থেমে না যায়। সংস্কারকাজ চালিয়ে যেতে হবে। আমানতকারীদের মধ্যে আস্থা তৈরি করতে হবে। ব্যাংক খাত নিয়ে স্পষ্টভাবে রাজনৈতিক অঙ্গীকার থাকতে হবে। তিনি বলেন, ডিসেম্বর ২০২৫-এ সার্বিক মূল্যস্ফীতি দাঁড়িয়েছে ৮.৪৯ শতাংশে। খাদ্যপণ্যের আন্তর্জাতিক দাম কমলেও দেশের বাজারে তার সুফল প্রতিফলিত হয়নি। মজুতদারি, সরবরাহ ব্যবস্থার দুর্বলতা ও বাজারে প্রতিযোগিতার অভাব মূল্যস্ফীতিকে কাঠামোগত সমস্যায় পরিণত করেছে। শুধু সুদের হার বাড়িয়ে নয়, বাজার তদারকি এবং সরবরাহব্যবস্থা ঠিক করে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। রেমিট্যান্স-প্রবাহ বৃদ্ধি ও বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ স্থিতিশীল রয়েছে। এলডিসি উত্তরণ-পরবর্তী সময়ে শুল্কমুক্ত বাজারসুবিধা হারানোর ঝুঁকি মোকাবিলায় এখন থেকেই কৌশলগত প্রস্তুতি নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছে সিপিডি।

THE FINANCIAL EXPRESS January 11, 2026

# Garment export to US records double-digit growth

FE REPORT

Bangladesh's apparel export to the United States, its single-largest market, has been on the ascent with a double-digit growth of 15.14 per cent recorded during the first ten months of 2025.

According to US official count, the exports grew both in terms of value and volume during the January-to-October period of the bygone calendar year.

Readymade garment exports from Bangladesh during the period singly fetched US$7.07 billion, marking the 15.14 -percent growth, according to the data released on January 08 by OTEXA, an affiliate of the US Department of Commerce.

The country had earned US$6.14 billion in the same period of 2024.

During the reporting period, the growth rate also reversed the global growth which was 0.60 per cent negative, placing Bangladesh ahead of main competitors, save Cambodia, though Vietnam sustained top-exporter stand pushing China behind.

During the period, Bangladesh outpaced almost all its major competitors in export growth to the US, notwithstanding the tariff turmoil that spell an upset for many exporting countries.

However, exporters say that the OTEXA published the data of September for the shipments made two months back while reciprocal tariffs imposed by the US came into effect on August 7.

According to state-owned Export Promotion Bureau (EPB) data, published two months ahead of Otexa data release, overall RMG exports have already started facing a downtrend for the past five months since August 2025.

Meantime, during the January - October period, Bangladesh shipped 2.27 billion square meters of garments, about 15.87-percent higher than 1.96 billion square meters sent in the corresponding period of 2024.

America's overall apparel imports during the time stood at US$66.62 billion, down from $67.02 billion in the corresponding period of the previous year.

Vietnam, during the first ten months of 2025, became leading apparel exporter to the US, shipping RMG items worth US$14.16 billion, accounting for about an 11.54-percent growth.

China dropped to the second position with US$9.49 billion worth of apparel shipments with a 32.46-percent year-on-year negative growth, highlighting the effects of elevated tariff barriers and ongoing geopolitical tensions.

Asked about the industry view, Mohiuddin Rubel, former Director of BGMEA, said US overall apparel imports declined both in value and volume by 0.61 per cent and 2.24 per cent respectively while unit prices increased by 1.67 per cent.

"This is a clear signal that the market is slowing after a long period of growth, with buyers likely prioritizing value, consolidation, and price optimization," he says.

"On paper, growth remained positive and impressive in 2025, especially against a nearly flat US market."

However, the trend suggests potential headwinds ahead, with signs that momentum may slow in the near future as buying patterns shift, inventories normalize, and competition intensifies from other South and Southeast Asian suppliers.

He, however explains that these figures are based on OTEXA data, which reflects imports at US territory only.

OTEXA data are generally published with about a two-month lag, so what they see now is already slightly behind real-time market dynamics.

Sector insiders, however, note that Bangladesh is facing challenges in the EU where the economy is undergoing difficulties while major competitors like China have been focusing on that market due to high US tariff walls on China's goods.

Exporters say though Chinese orders have been shifting from the US due to high tariffs, China is increasing its share in the EU market aggressively by offering 'much lower prices' to buyers to offset US market-share decline.

Meantime, India's apparel exports rose by 8.60 per cent to US$4.39 billion during the January-to-October period of 2025. Indonesia recorded a 10.07 -percent increase in apparel shipments to US$3.98 billion, continuing its steady growth as a supplier to the US market.

Cambodia bagged 25.46-percent rise in exports, reaching US$4.04 billion, during the period under consideration.

Pakistan also recorded a growth of 12.28 per cent to bag US $2.02 billion from the US market.

*Munni_fe@yahoo.com*

শ্রম বাজার

শুক্রবার, জানুয়ারি ১৬, ২০২৬ ■ মাঘ ২, ১৪৩২ বণিক বার্তা

# ২০২৫ সালে বিএমইটিতে প্রবাসীদের ৪৭০৩ অভিযোগ ৫৬ শতাংশই অনিষ্পন্ন

২০২৫ সালে বিএমইটিতে প্রবাসীদের মাসভিত্তিক অভিযোগের চিত্র

| মাস | অভিযোগ | নিষ্পন্ন অভিযোগ | ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তি (টাকা) |
|---|---|---|---|
| জানুয়ারি | ৫৮২ | ৬০ | ৯১,৪২,৯৯৫ |
| ফেব্রুয়ারি | ৬০৯ | ২০৭ | ৩২,৬৭,০০০ |
| মার্চ | ৩৩২ | ৭৩ | ২৭,৩২,৯৯০ |
| এপ্রিল | ২৭৭ | ৯৩ | ৫২,২৯,৮৯০ |
| মে | ৩৮৭ | ২০৮ | ৮৫,০৮,৭৮০ |
| জুন | ২১৮ | ১৬১ | ২৬,৫৮,০১৫ |
| জুলাই | ৪২৩ | ১৭৬ | ৬৭,৬০,০০০ |
| আগস্ট | ৪৫২ | ২৯০ | ৭৯,১৮,০০০ |
| সেপ্টেম্বর | ৪৩১ | ১৭২ | ১,২৪,২৮,৭৮০ |
| অক্টোবর | ৩৫৬ | ১৭৪ | ১,৩৩,২১,৫১০ |
| নভেম্বর | ৩৪৫ | ২০৭ | ১,৪৬,৬৬,২২০ |
| ডিসেম্বর | ২৯১ | ২৩৩ | ১,২৬,০৮,৯৭০ |
| মোট | ৪৭০৩ | ২০৫৪ | ৯,৯২,৪৩,১৫০ |

সূত্র : বিএমইটি

অভিযোগ নিষ্পত্তির ধীরগতি দালাল ও অসাধু রিক্রুটিং এজেন্সিকে আরো বেপরোয়া করে তুলছে। এছাড়া বিএমইটিতে কোনো স্থায়ী লিগ্যাল সেল, দক্ষ লোকবল ও আইনজীবী না থাকা অভিযোগ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে অন্যতম প্রতিবন্ধক। তাই অনেক ক্ষেত্রেই দুই পক্ষের সমঝোতা করতে হয়, যা এজেন্সির পক্ষে যায়। যে প্রক্রিয়ায় নিষ্পত্তি হয় তাতে প্রবাসীরা সঠিক ক্ষতিপূরণ পাচ্ছেন না

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

ইউরোপের শ্রমবাজারে যাওয়ার স্বপ্ন নিয়ে ১৮ লাখ টাকা খুইয়ে এখন নিঃস্ব নরসিংদীর হাবিব খান নাসির। ২০২৪ সালে আর কনসালট্যান্সি এয়ার অ্যান্ড ওয়েভ প্রাইভেট লিমিটেড নামে এজেন্সির সঙ্গে ১৮ লাখ টাকার লিখিত চুক্তি করেন। কথা ছিল ইউরোপের দেশ উত্তর মেসিডোনিয়া ী আলবেনিয়ার শ্রম ভিসা পাবেন। গত বছর জুনে আলবেনিয়ার দুটি শ্রম ভিসা দিলে নরসিংদীর জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিসে গিয়ে জানতে পারেন এ ভিসা ভুয়া।

শুধু নাসিরই নয়, প্রতারণার শিকার এমন অভিবাসন প্রত্যাশীর সংখ্যা এখন হাজার হাজার। বিদেশে গিয়ে প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কাজ না পাওয়া, কাজ পেলেও বেতন না পাওয়া কিংবা ইকামা না পাওয়ায় অবৈধ হয়ে দেশে ফেরত আসা এমন অভিবাসীর সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে।

জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর (বিএমইটি) মনিটরিং অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট শাখার তথ্যমতে, ২০২৫ সালে বিভিন্ন এজেন্সির বিরুদ্ধে প্রবাসীদের ৪ হাজার ৭০৩টি অভিযোগ জমা পড়ে। এর মধ্যে নিষ্পন্ন অভিযোগের সংখ্যা মাত্র ২ হাজার ৫৪, যা মোট অভিযোগের ৪৩ দশমিক ৬৮ শতাংশ। অর্ধেকেরও বেশি ৫৬ দশমিক ৩২ শতাংশ অভিযোগই বছর শেষে অনিষ্পন্ন রয়ে গেছে। নিষ্পন্ন অভিযোগের বিপরীতে মোট অর্থ আদায় হয়েছে ৯ কোটি ৯২ লাখ ৪৩ হাজার টাকা।

অভিবাসনসংশ্লিষ্টরা বলছেন, অভিযোগ নিষ্পত্তির ধীরগতি দালাল ও অসাধু রিক্রুটিং এজেন্সিকে আরো বেপরোয়া করে তুলছে। এছাড়া বিএমইটিতে কোনো স্থায়ী লিগ্যাল সেল, দক্ষ লোকবল ও আইনজীবী না থাকা অভিযোগ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে অন্যতম প্রতিবন্ধক। তাই অনেক ক্ষেত্রেই দুই পক্ষের সমঝোতা করতে হয়, যা এজেন্সির পক্ষে যায়। যে প্রক্রিয়ায় নিষ্পত্তি হয় তাতে প্রবাসীরা সঠিক ক্ষতিপূরণ পাচ্ছে না। বিএমইটির অভিযোগ সেল শক্তিশালী করা না গেলে প্রতারিত হওয়া কর্মীদের ন্যায়বিচার পাওয়া আরো কঠিন হয়ে পড়বে বলে মনে করেন তারা।

বিএমইটিতে প্রবাসীদের অভিযোগের তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, গত বছরের জানুয়ারিতে ৫৮২টি অভিযোগ জমা পড়ে, যার মধ্যে মাত্র ৬০টি নিষ্পত্তি হয়। ফেব্রুয়ারিতে অভিযোগের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ৬০৯টিতে এবং নিষ্পত্তির হারও বৃদ্ধি পেয়ে ২০৭টিতে পৌঁছায়। মার্চ ও এপ্রিলে অভিযোগের সংখ্যা যথাক্রমে ৩৩২ এবং ২৭৭ থাকলেও নিষ্পত্তির সংখ্যা ছিল তুলনামূলক কম, যা যথাক্রমে ৭৩ ও ৯৩। মে মাসে ৩৮৭ অভিযোগের বিপরীতে ২০৮টি অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হয়। জুনে ২১৮ অভিযোগের বিপরীতে নিষ্পত্তি করা হয় ১৬১টি। বছরের দ্বিতীয় ভাগে জুলাই ও আগস্টে যথাক্রমে ৪২৩ ও ৪৫২টি অভিযোগ জমা পড়ে এবং জুলাইয়ে ১৭৬ ও আগস্টে সর্বোচ্চ ২৯০টি অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হয়। এছাড়া সেপ্টেম্বরে ৪৩১, অক্টোবরে ৩৫৬ ও নভেম্বরে ৩৪৫টি অভিযোগ জমা পড়ে। নিষ্পত্তি হয় সেপ্টেম্বরে ১৭২, অক্টোবরে ১৭৪ ও নভেম্বরে ২০৭টি অভিযোগ। বছরের শেষ মাস ডিসেম্বরে ২৯১ অভিযোগ জমা পড়ার বিপরীতে ২৩৩টি নিষ্পত্তি হয়।

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

## ২০২৫ সালে বিএমইটিতে

শেষ পৃষ্ঠার পর

প্রতারণার শিকার হাজার হাজার প্রবাসী শ্রমিক এখনো তাদের পাওনা টাকার অপেক্ষায় প্রহর গুনছেন। শ্রম ভিসায় ইউরোপে যেতে না পারা প্রতারণার শিকার ভুক্তভোগী হাবিব খান নাসির *বণিক বার্তাকে* বলেন, 'ভুয়া ভিসার কথা জানতে পেরে আমি 'আর কনসালট্যান্সি'তে যোগাযোগ করলে তারা প্রথমে ভুয়া ভিসা দেয়ার কথা স্বীকার না করলেও জানায়, পরবর্তী সময়ে অন্য দেশের শ্রম ভিসা দেবে অথবা টাকা ফেরত দেবে। কিন্তু আজ দিচ্ছি, কাল দেব বলে মাসের পর মাস ঘুরাতে থাকে। প্রতারণার শিকার হয়ে অবশেষে বিএমইটিতে লিখিত অভিযোগ দেই। অভিযোগের বিষয়ে সেখানে শুনানি চলছে, এখনো কোনো সমাধান হয়নি।'

বিএমইটি সূত্রে জানা গেছে, অভিযোগ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়াকে আরো শক্তিশালী ও জবাবদিহিমূলক করতে প্রথমবারের মতো প্রণীত হচ্ছে অভিযোগ ব্যবস্থাপনা বিধিমালা। এতদিন কোনো সুনির্দিষ্ট বিধিমালা না থাকায় কেবল বিভিন্ন অফিস আদেশ ও নির্দেশিকার মাধ্যমে তদন্ত কার্যক্রম পরিচালিত হতো। নতুন এ বিধিমালা কার্যকর হলে পুরো প্রক্রিয়াটি একটি স্থায়ী আইনি ভিত্তি পাবে, যা অভিবাসীদের অধিকার রক্ষায় বড় ভূমিকা রাখবে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, এ বিধিমালার অন্যতম উল্লেখযোগ্য দিক হলো তদন্তের সময়সীমা নির্ধারণ। অভিযোগ জমা পড়ার পর তা নিষ্পত্তি করতে তদন্তকারী কর্মকর্তা ঠিক কতদিন সময় পাবেন, তা বিধিমালায় সুনির্দিষ্ট করে দেয়া হচ্ছে। ফলে দীর্ঘসূত্রতা কমবে এবং কর্মকর্তাদের জবাবদিহি নিশ্চিত হবে। এছাড়া তদন্ত রিপোর্টে কোনো পক্ষ সন্তুষ্ট না হলে 'নারাজি' দেয়ার সুযোগ রাখা হয়েছে, যা আগে ছিল না।

বর্তমানে ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে অভিযোগ গ্রহণ করার কারণে একই ব্যক্তি বিএমইটি, জেলা জনশক্তি ও কর্মসংস্থান অফিস এবং মন্ত্রণালয়ে আলাদাভাবে অভিযোগ করছেন। এতে একই অভিযোগের 'ডুপ্লিকেশন' হচ্ছে বলে জানান জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর (বিএমইটি) মহাপরিচালক সালেহ আহমদ মোজাফফর। তিনি *বণিক বার্তাকে* বলেন, 'গত বছর রেকর্ড পরিমাণ অভিযোগ নিষ্পত্তি ও অর্থ আদায় হয়েছে। ইতিহাসে সর্বোচ্চ রেমিট্যান্সে এসেছে দেশে। প্রবাসীদের সুরক্ষার জন্য অভিযোগ নিষ্পত্তিতে পৃথক সেল গঠন করেছি যাতে দ্রুত অভিযোগগুলো নিষ্পত্তি করা যায়। শুধু তা-ই নয়, আমরা অনলাইনে বিজ্ঞাপন দিয়ে প্রতারণার জন্য নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করছি, জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। প্রবাসীরা যাতে প্রতারণার শিকার না হন তাই অ্যাসপিরেন্ট মাইগ্র্যান্ট যারা রেজিস্ট্রেশন করেছেন তাদের সঙ্গে আমরা যোগাযোগ করে প্রশিক্ষণ দিচ্ছি যাতে তারা বিদেশ যাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সব তথ্য জানতে পারেন এবং প্রতারণার শিকার না হন।'

অভিযোগ নিষ্পত্তির হারের তুলনায় নিষ্পত্তির ধরনকে মূল সমস্যা হিসেবে মনে করেন অভিবাসন খাতের বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান রিফিউজি অ্যান্ড মাইগ্রেটরি মুভমেন্টস রিসার্চ ইউনিটের (রামরু) প্রতিষ্ঠাতা তাসনিম সিদ্দিকী। তিনি *বণিক বার্তাকে* বলেন, 'অভিযোগ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে দক্ষ লোকবল ও আইনজীবী না থাকা। বিএমইটিতে কোনো স্থায়ী লিগ্যাল সেল নেই। সাধারণত কর্মকর্তারাই শুনানি বা সালিশি পরিচালনা করেন, যাদের অনেকেরই যথাযথ আইনি প্রশিক্ষণ নেই। তাই আইনজীবী নিযুক্ত হওয়া দরকার যাতে নেগোসিয়েশনটা ঠিকমতো হয়। আরেকটি বিষয় হচ্ছে, সালিশি বৈঠকে অনেক সময় রিক্রুটিং এজেন্সির পক্ষ নিয়ে নেগোসিয়েশন করা হয়। কর্মীদের ন্যায্য পাওনার পরিবর্তে ন্যূনতম কিছু দিয়ে রফা করার প্রবণতা দেখা যায়। সেই দিক থেকে এ প্রক্রিয়ার আরো স্বচ্ছতা দরকার এবং যারা আরবিট্রেশনে বসছে তাদেরও জানা দরকার তাদের দায়িত্বটা কী। এজন্যই একটি লিগ্যাল সেল থাকা দরকার।'

অভিযোগ ব্যবস্থাপনা আরো সহজ করতে রামরুর সহযোগিতায় একটি অত্যাধুনিক অনলাইন ট্র্যাকিং সিস্টেম পুনরায় চালুর উদ্যোগ নেয়া হয়েছে জানিয়ে তিনি আরো বলেন, 'সাধারণত জালিয়াতির অভিযোগই বেশি। এক কাজের কথা বলে বিদেশে অন্য কাজ দেয়া, ইকামা না দেয়াসহ গিয়ে কাজ না পেয়ে অল্প সময়ের ভেতরে ফেরতও আসতে হয়েছে। ফেরত আসার অভিযোগটাই সবচেয়ে বেশি। ২০০৮-১০ সাল থেকে রামরুর সহায়তায় একটি অনলাইন সিস্টেম চালু থাকলেও আইএলওর একটি প্রজেক্টের কারণে তা বন্ধ হয়ে যায়। নতুন করে নেয়া সেই উদ্যোগটি সফল না হওয়ায় সরকারের সঙ্গে আবারো রামরুর কারিগরি সহায়তায় সিস্টেমটি সচল করার কাজ চলছে। এ সিস্টেমের মাধ্যমে কর্মীরা বাড়িতে বসেই অভিযোগ করতে ও তাদের অভিযোগটি কোন পর্যায়ে আছে তা ট্র্যাক করতে পারবেন।'

বণিক বার্তা
বৃহস্পতিবার, জানুয়ারি ১৫, ২০২৬

# ভোটের আগের মাসে রেমিট্যান্সে ৭২% প্রবৃদ্ধি

নিজস্ব প্রতিবেদক

দেশে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ভোট আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি। তার আগের মাস জানুয়ারিতেই রেকর্ড রেমিট্যান্স প্রবাহ। চলতি মাসের প্রথম ১৩ দিনেই প্রবাসী বাংলাদেশীরা দেশে পাঠিয়েছেন ১৫৯ কোটি ডলার বা ১ দশমিক ৫৯ বিলিয়ন ডলার। দেশের ইতিহাসে এত অল্প সময়ে এ পরিমাণ রেমিট্যান্স এর আগে আর কখনই আসেনি।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্যে দেখা যাচ্ছে, গত বছরের জানুয়ারির প্রথম ১৩ দিনে প্রবাসীরা দেশে পাঠিয়েছিলেন ৯২ কোটি ডলারের রেমিট্যান্স। চলতি বছরের একই সময়ে এসেছে ১৫৯ কোটি ডলারেরও বেশি। সে হিসাবে এ সময়ে রেমিট্যান্সে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৭১ দশমিক ৮ শতাংশ, যেখানে চলতি অর্থবছরে গড় প্রবৃদ্ধি ২১ শতাংশে সীমাবদ্ধ।

**১৩ দিনেই এল ১৫৯ কোটি ডলার**

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, সাধারণত রমজান ও ঈদকে ঘিরে দেশে রেমিট্যান্স বেশি আসে। কিন্তু চলতি জানুয়ারিতে এ ধরনের কোনো উৎসব নেই। এ বছরের রোজা শুরু হতে পারে আগামী ১৭ ফেব্রুয়ারি থেকে। আর ঈদুল ফিতর উদযাপিত হবে তারও এক মাস পর। জানুয়ারিতে রেমিট্যান্সের যে উল্লম্ফন দেখা যাচ্ছে, সেটি জাতীয় নির্বাচনকে কেন্দ্র করেই তৈরি বলে মনে করা হচ্ছে। চলতি মাসের প্রথম ১৩ দিনে রেমিট্যান্সে যে প্রবাহ দেখা গেছে, বাকি সময়ে সেটি অব্যাহত থাকলে জানুয়ারিতে রেমিট্যান্স প্রবাহে রেকর্ড গড়বে।

দেশে সবচেয়ে বেশি রেমিট্যান্স আসে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসির মাধ্যমে। ব্যাংকটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. ওমর ফারুক খান বণিক বার্তাকে বলেন, 'গণ-অভ্যুত্থানের পর থেকেই দেশে রেমিট্যান্স প্রবাহে উচ্চ প্রবৃদ্ধি হচ্ছে। তবে গত দুই মাসে এ প্রবৃদ্ধি আরো বেড়েছে। কেবল ২০২৫ সালে ইসলামী ব্যাংকের মাধ্যমে প্রবাসীরা ৬ দশমিক ২ বিলিয়ন ডলারের রেমিট্যান্স দেশে পাঠিয়েছেন। দেশ থেকে অর্থ পাচার নিয়ন্ত্রণে আসা, বিনিময় হার স্থিতিশীল থাকা ও ব্যাংক খাত ব্যবহার করে টাকা পাঠানো সহজ হওয়ায় রেমিট্যান্স প্রবাহে এত প্রবৃদ্ধি হচ্ছে।'

দেশে রেমিট্যান্স প্রবাহে বিরাজমান উল্লম্ফন শুরু হয়েছিল ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থান তথা গত বছরের ৫ আগস্ট থেকে। শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর প্রবাসীরা আগের যেকোনো সময়ের তুলনায় বৈধ পথে বেশি পরিমাণ রেমিট্যান্স দেশে পাঠাতে থাকেন। গত অর্থবছরে (২০২৪-২৫) দেশে রেকর্ড ৩০ দশমিক ৩৩ বিলিয়ন ডলারের রেমিট্যান্স আসে। ওই অর্থবছরে রেমিট্যান্সে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ২৬ দশমিক ৮৩ শতাংশ। চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবছরে প্রবাসীরা আগের চেয়েও বেশি রেমিট্যান্স দেশে পাঠাচ্ছেন। গত জুলাই থেকে চলতি জানুয়ারির ১৩ তারিখ পর্যন্ত প্রবাসীরা ১৭ দশমিক ৮৫ বিলিয়ন ডলার দেশে

## ভোটের আগের মাসে

১ম পৃষ্ঠার পর

পাঠিয়েছেন। আগের অর্থবছরের একই সময়ে রেমিট্যান্স এসেছিল ১৪ দশমিক ৭০ বিলিয়ন ডলার। সে হিসাবে চলতি অর্থবছরে রেমিট্যান্সে ২১ দশমিক ৫ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হয়েছে।

প্রবাসীদের পাঠানো রেমিট্যান্সের ওপর ভর করে দেশের ডলারের বাজারে স্থিতিশীলতা ফিরেছে। একই সঙ্গে বাড়তে শুরু করেছে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ। ডলার সংকটের কারণে ২০২২ সালের মাঝামাঝি থেকেই দেশে রিজার্ভের ক্ষয় শুরু হয়। ৪৮ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত হওয়া রিজার্ভ দুই বছরের মধ্যে অর্ধেকেরও নিচে নেমে আসে। গত অর্থবছরের শুরু থেকে রিজার্ভ বাড়তে শুরু করেছে। ডলার প্রবাহ উদ্বৃত্ত থাকায় চলতি অর্থবছরে বাংলাদেশ ব্যাংক বাজার থেকে ডলার কিনছে। গত জুলাই থেকে এখন পর্যন্ত কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কেনা ডলারের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৩ দশমিক ৮৩ বিলিয়ন ডলার।

দেশে রেমিট্যান্স আনার ক্ষেত্রে সামনের সারির ব্যাংকগুলোর একটি অগ্রণী ব্যাংক পিএলসি। রাষ্ট্রায়ত্ত এ ব্যাংকটির চেয়ারম্যান সৈয়দ আবু নাসের বখতিয়ার আহমেদ বলেন, 'আমার মনে হয়, নির্বাচনের চেয়েও প্রবাসীরা রোজা ও ঈদুল ফিতরকে কেন্দ্র করে দেশে রেমিট্যান্স বেশি পাঠাচ্ছেন। গণ-অভ্যুত্থানের পর থেকে প্রবাসীদের মধ্যে যে জাগরণ তৈরি হয়েছে, সেটি এখনো অব্যাহত রয়েছে। আশা করছি, বছরের বাকি সময়েও রেমিট্যান্সের এ প্রবৃদ্ধি অব্যাহত থাকবে।'

দৈনিক ইত্তেফাক
বৃহস্পতিবার
১ মাঘ ১৪৩২, ১৫ জানুয়ারি ২০২৬

# বৈশ্বিক শ্রমবাজারে অনানুষ্ঠানিক খাতে শ্রমিকের সংখ্যা বাড়ছে

**২০২৬ সালে অনানুষ্ঠানিক খাতে কাজ করবেন ২১০ কোটি শ্রমিক: আইএলও**

International Labour Organization

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

বৈশ্বিক বেকারত্ব স্থিতিশীল থাকলেও শোভন কাজের গতি থমকে গেছে। অর্থাৎ অনানুষ্ঠানিক খাতে শ্রমিকের সংখ্যা বাড়ছে। চলতি বছর ২১০ কোটির বেশি শ্রমিক এই খাতে কাজ করবেন বলে পূর্বাভাস দিয়েছে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও)। সংস্থাটির প্রতিবেদনে সতর্ক করা হয়েছে, তরুণদের জীবন এখনো সংগ্রামমুখর। সেই সঙ্গে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও বাণিজ্য নীতির অনিশ্চয়তার কারণে শ্রমবাজার আরো দুর্বল হয়ে যেতে পারে।

কর্মসংস্থান ও সামাজিক প্রবণতা ২০২৬ প্রতিবেদনে দেখা গেছে, ২০২৬ সালে বৈশ্বিক বেকারত্বের হার ৪ দশমিক ৯ শতাংশে স্থির থাকতে পারে। সংখ্যাগত দিক থেকে যা প্রায় ১৮৬ মিলিয়ন বা ৮ কোটি ৬০ লাখ মানুষ। সেই সঙ্গে বিশ্ব জুড়ে কোটি কোটি শ্রমিক এখনো মানসম্মত কাজের সুযোগ থেকে বঞ্চিত।

আইএলওর মহাপরিচালক গিলবার্ট এফ হংবো বলেন, স্থিতিশীল প্রবৃদ্ধি ও বেকারত্বের হার দেখে বিভ্রান্ত হওয়া যাবে না। বাস্তবতা আরো গভীর—কোটি কোটি শ্রমিক এখনো দারিদ্র্য, অনানুষ্ঠানিকতা ও বঞ্চনার ফাঁদে আটকে আছেন।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, প্রায় ৩০ কোটি শ্রমিক এখনো চরম দারিদ্র্যের মধ্যে বসবাস করছেন। তাদের দৈনিক আয় ৩ মার্কিন ডলার বা ৩৬৩ টাকার কম। একইসঙ্গে অনানুষ্ঠানিক খাতে কর্মসংস্থান বাড়ছে। ২০২৬ সালে প্রায় ২১০ কোটি শ্রমিক অনানুষ্ঠানিক কাজে নিয়োজিত থাকবেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। এসব কাজে সামাজিক সুরক্ষা, কর্ম অধিকার ও চাকরির নিরাপত্তা কম। নিম্ন-আয়ের দেশগুলোতে অনানুষ্ঠানিক খাতের আকার বড়। এ ধরনের পরিবেশে কাজ করা শ্রমিকেরা আরো পিছিয়ে পড়ছেন।

অঞ্চল, আয় স্তর, জেন্ডার ও বয়সভিত্তিক তথ্যের ভিত্তিতে এই প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, অর্থনৈতিক রূপান্তর বা অগ্রগতির গতি কম হওয়ার কারণে এই পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। অর্থাৎ স্বাভাবিক নিয়মে অর্থনীতির যে গতিতে উচ্চ মূল্য সংযোজনকারী শিল্প বা সেবা খাতনির্ভর হওয়ার কথা, তার গতি কমে যাওয়াই চাকরির গুণমান ও উৎপাদনশীলতার টেকসই অগ্রগতির পথে বড় বাধা।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, তরুণেরা এখনো কঠিন অবস্থার মুখে। ২০২৫ সালে তরুণদের বেকারত্বের হার বেড়ে হয়েছে ১২ দশমিক ৪ শতাংশ। প্রায় ২৬ কোটি তরুণ শিক্ষা, কর্মসংস্থান বা প্রশিক্ষণ (এনইইটি) কোনোটিতেই যুক্ত নয়। নিম্ন আয়ের দেশগুলোতে এই হার উদ্বেগজনক, ২৭ দশমিক ৯ শতাংশ। আইএলও সতর্ক করেছে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও অটোমেশনের কারণে এসব চ্যালেঞ্জ আরও বাড়তে পারে। বিশেষ করে উচ্চ আয়ের দেশগুলোতে উচ্চ দক্ষতাসম্পন্ন পেশায় প্রথমবারের মতো চাকরি খুঁজতে থাকা শিক্ষিত তরুণদের জন্য।

প্রতিবেদনে আরো বলা হয়েছে, দক্ষিণ এশিয়ায় সামগ্রিক বেকারত্বের হার ৪ দশমিক ৬ শতাংশে অপরিবর্তিত থাকবে। প্রাথমিকভাবে মনে হতে পারে, এই স্থিতিশীলতা শ্রমবাজারের জন্য ভালো। তবে এই অঞ্চলে জনসংখ্যা ও শ্রমশক্তির বিশাল পরিসরের প্রেক্ষাপটে এ ধারণা বিভ্রান্তিকর বলে মনে করে আইএলও। কারণ দক্ষিণ এশিয়ার জনসংখ্যা বিপুল ও দ্রুত বর্ধনশীল। পূর্বাভাস অনুযায়ী, বেকারের সংখ্যা ২০২৪ সালে ৩ কোটি ৭৬ লাখ থেকে বেড়ে ২০২৭ সালে ৩ কোটি ৯৯ লাখে পৌঁছাবে।

আইএলও বাংলাদেশের কান্ট্রি ডিরেক্টর ম্যাক্স টুনোন বলেন, এই প্রতিবেদনের গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো—বাংলাদেশে যে উদ্বেগজনক প্রবণতাগুলো আমরা দেখছি, সেগুলোর প্রতিফলন বৈশ্বিক পর্যায়েও আছে। তরুণ জনগোষ্ঠীর সংখ্যাধিক্যের যে সুবিধা, তা নষ্ট হওয়ার ঝুঁকিতে আছে। বাংলাদেশসহ অনেক দেশ আজ বড় প্রশ্নের মুখোমুখি: উৎপাদনশীল ও মানসম্মত কর্মসংস্থানে বিনিয়োগ করা, না কি দীর্ঘমেয়াদি বেকারত্ব, অনানুষ্ঠানিকতা ও সামাজিক চাপের ঝুঁকির মধ্যে থাকা।

আইএলও মনে করছে, বৈশ্বিক বাণিজ্য বিঘ্নিত হওয়ায় শ্রমবাজারে অনিশ্চয়তা বাড়ছে। বাণিজ্যের নিয়ম নিয়ে অনিশ্চয়তা ও সরবরাহ শৃঙ্খলের প্রতিবন্ধকতার কারণে শ্রমিকদের মজুরি কমে যাচ্ছে। বিশেষ করে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, দক্ষিণ এশিয়া ও ইউরোপে। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে—বাণিজ্য এখনো কর্মসংস্থানের বড় উৎস। বিশ্বব্যাপী ৪৬ কোটি ৫০ লাখ শ্রমিকের কাজ বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত। তাদের অর্ধেকের বেশি এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে। প্রতিবেদনে দক্ষতা, শিক্ষা ও অবকাঠামোতে বিনিয়োগসহ উৎপাদনশীলতাবর্ধক নীতি বাস্তবায়নের সুপারিশ করা হয়েছে।

কালের কণ্ঠ
ঢাকা। শুক্রবার। ১৬ জানুয়ারি ২০২৬

নজরুল ইসলাম খান

# বিএনপি ছাড়া প্রবাসী শ্রমিকদের কল্যাণে কেউ কিছু করেনি

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

বিএনপি ছাড়া শ্রমিকদের কল্যাণে অন্য কেউ তেমন কিছু করে নাই বলে জানিয়েছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান। তিনি আশা প্রকাশ করেন, আগামী দিনে যাঁরা রাষ্ট্র ক্ষমতায় আসবেন তাঁরা প্রবাসী শ্রমিকদের জন্য কল্যাণমূলক কাজ করবেন।

গতকাল বৃহস্পতিবার জাতীয় প্রেস ক্লাবে বেগম খালেদা জিয়ার আত্মার মাগফিরাত কামনায় এক দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠানে বিএনপি নেতা এসব কথা বলেন। জাতীয়তাবাদী প্রবাস প্রত্যাগত শ্রমিক দলের উদ্যোগে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

নজরুল ইসলাম খান বলেন, 'আমরা প্রবাসী শ্রমিকদের মুখে অনেক প্রশংসা করি। তাঁদের রেমিট্যান্স যোদ্ধা বলে মর্যাদা দেওয়ার চেষ্টা করি। কিন্তু তাঁদের কল্যাণে তেমন কিছু অন্য কেউ করে নাই। বেগম খালেদ জিয়া প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয় গঠন করেছিলেন। অর্থাৎ প্রবাসীদের কল্যাণের জন্য একটা স্থায়ী রাষ্ট্রীয় কাঠামো তিনি গড়ে দিয়ে গেছেন।'

তিনি বলেন, 'এই যে প্রবাসীদের কল্যাণের জন্য একটা স্থায়ী কাঠামো দাঁড় করানো, একটা স্থায়ী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা, তাদের কল্যাণের জন্য বেগম খালেদা জিয়া বা বিএনপি সরকারের আন্তরিকতার প্রমাণ। আমরা বিশ্বাস করি যে প্রবাসে যাঁরা আছেন, যাঁরা ছিলেন তাঁরা তাঁর এই অবদান চিরদিন স্মরণ রাখবেন।'

বেগম খালেদা জিয়ার স্মরণে বিএনপির স্থায়ী কমিটির এই সদস্য বলেন, 'জনগণের জন্য কাজ করলে জনগণ ভালোবাসে, দেশের জন্য কাজ করলে দেশের মানুষ ভালোবাসে—এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান এবং বেগম খালেদা জিয়া।'

কালের কণ্ঠ ঢাকা । রবিবার । ৪ জানুয়ারি ২০২৬

# শ্রমিক স্বার্থ সংকোচনের শঙ্কা

## সমুদ্রে তেল-গ্যাস অনুসন্ধান

■ পিএসসি খসড়ায় ডব্লিউপিপিএফ না রাখার সুপারিশের পাঁয়তারা

সজীব আহমেদ ▷

সমুদ্রে তেল-গ্যাস অনুসন্ধানে বিদেশি কম্পানির অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে সরকার যে উৎপাদন অংশীদারি চুক্তি (পিএসসি) ২০২৫ চূড়ান্ত করার উদ্যোগ নিয়েছে, সেই খসড়া ঘিরে নতুন করে বিতর্ক তৈরি হয়েছে। অভিযোগ উঠেছে, এই খসড়ার সঙ্গে সামঞ্জস্য আনতে গিয়ে শ্রম আইন ও শ্রমবিধি সংশোধনের মাধ্যমে শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার 'শ্রমিক মুনাফা অংশগ্রহণ তহবিল (ডব্লিউপিপিএফ)' থেকে সমুদ্রভিত্তিক তেল-গ্যাস খাতকে অব্যাহতি দেওয়ার সুপারিশ করা হতে পারে।

শ্রমিক সংগঠন ও বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এটি হলে তা হবে দেশের প্রচলিত শ্রম আইন, আন্তর্জাতিক শ্রমমান এবং শ্রমিকের মৌলিক অধিকারের সরাসরি লঙ্ঘন।

জ্বালানি বিভাগ ও পেট্রোবাংলা সূত্রে জানা গেছে, সম্প্রতি সমুদ্রে গ্যাস অনুসন্ধানে বিদেশি কম্পানির সঙ্গে চুক্তির খসড়া পর্যালোচনায় জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ একটি উচ্চ পর্যায়ের কমিটি গঠন করেছে। কমিটির আহ্বায়ক হিসেবে রয়েছেন বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কম্পানির চেয়ারম্যান মোহাম্মদ মহসিন। কমিটিকে ১৫ জানুয়ারির মধ্যে প্রতিবেদন জমা দিতে বলা হয়েছে। কমিটির বৈঠকে আলোচ্য বিষয়গুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে পিএসসির আওতায় থাকা বিদেশি কম্পানিগুলোকে ডব্লিউপিপিএফ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হবে কি না। এ বিষয়ে কমিটির সদস্য জ্বালানি বিশেষজ্ঞ ড. ম তামিম বলেন, 'পিএসসিতে ডব্লিউপিপিএফ থাকবে কি না, সেটি মূলত জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সিদ্ধান্তের বিষয়। কারণ এটি আইনগত বাধ্যবাধকতার সঙ্গে যুক্ত। বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হচ্ছে, তবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এখনো হয়নি। বর্তমানে কম্পানিগুলোকে নিট লাভের ৫ শতাংশ ডব্লিউপিপিএফে জমা দিতে হয়।'

বাংলাদেশে শ্রমিক মুনাফা অংশগ্রহণ তহবিল গঠন করা হয় বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন আইন, ২০০৬ অনুযায়ী। এই আইনের আওতায় প্রত্যেক লাভজনক কম্পানিকে তাদের নিট মুনাফার একটি নির্দিষ্ট অংশ শ্রমিক কল্যাণে বরাদ্দ দিতে হয়। এই তহবিলের বৈশিষ্ট্য হলো এটি বিনিয়োগ বা ব্যয় পুনরুদ্ধারের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়, কেবল নিট লাভ হলে কার্যকর হয়। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, বর্তমানে তহবিল বণ্টনের কাঠামো অনুযায়ী ১০ শতাংশ যায় সরকারি শ্রমিক কল্যাণ তহবিলে, ১০ শতাংশ যায় কর্মচারী কল্যাণ তহবিলে, ৮০ শতাংশ সরাসরি শ্রমিকদের মধ্যে বিতরণ করা হয়, এর মধ্যে ৩০ শতাংশ আয়কর হিসেবে রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা পড়ে।

বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন কনফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক বাবুল আক্তার বলেন, 'এটা শ্রমিকের অধিকার। দেশের আইন না মেনে যদি কোনো বিশেষ খাতে এই সুবিধা বাদ দেওয়া হয়, তবে তা হবে শ্রমিকের স্বার্থবিরোধী। দেশে বহু বহুজাতিক কম্পানি আইন মেনে এই তহবিলে অর্থ দেয়। একটি বা দুটি কম্পানিকে ছাড় দিলে সবাই তা চাইবে। এতে সরকারের আয় কমবে, শ্রমিকরা বঞ্চিত হবে এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গনে দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হবে।'

বিশ্লেষকদের মতে, বাংলাদেশের প্রস্তাবিত পিএসসি এরই মধ্যে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন ও বিনিয়োগবান্ধব। এর আওতায় বিদেশি কম্পানিগুলো পাচ্ছে সম্পূর্ণ ব্যয় পুনরুদ্ধারের সুযোগ, করপোরেট আয়কর সরকারের পক্ষ থেকে পরিশোধ, শুল্ক ও করমুক্ত আমদানি সুবিধা, গ্যাসের মূল্য নির্ধারণে ব্রেন্ট ক্রুডের সঙ্গে সংযোগ। শিল্প খাতের বিশ্লেষণে দেখা যায়, আন্তর্জাতিক তেল-গ্যাস কম্পানিগুলোর (আইওসি) অনাগ্রহের প্রকৃত কারণগুলো হলো বাংলাদেশের সমুদ্র এলাকা এখনো একটি ফ্রন্টিয়ার বেসিন, যেখানে আধুনিক সিসমিক ডেটা সীমিত, দ্বিমাত্রিক ও ত্রিমাত্রিক সিসমিক জরিপ অত্যন্ত ব্যয়বহুল, বৈশ্বিক মূলধন প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশকে উচ্চঝুঁকির বাজার হিসেবে দেখা হয়। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, ডব্লিউপিপিএফ এসব ঝুঁকির কোনো কারণ নয়। বরং এটি একটি লাভ-পরবর্তী, সামাজিকভাবে দায়িত্বশীল ব্যবস্থা।

বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) বিভিন্ন কনভেনশনের সদস্য। শ্রমিকের ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করার এই আন্তর্জাতিক বাধ্যবাধকতা থেকেই শ্রম আইন ও ডব্লিউপিপিএফের বিধান চালু করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা সতর্ক করছেন—এই আইন থেকে সরে এলে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক মানবাধিকার ও শ্রম অধিকার সংস্থাগুলোর সমালোচনার মুখে পড়তে পারে।

কালের কণ্ঠ ঢাকা । সোমবার । ১৯ জানুয়ারি ২০২৬

# সৌদি আরবে বন্দি দেশের শ্রমবাজার

শরীফুল আলম সুমন ▷

■ ৯০% অভিবাসী মাত্র ৫ দেশে

■ নতুন বাজারের দেখা নেই

**২০২৫ সাল** (হিসাব জনে)

| | | |
|---|---|---|
| মোট কর্মসংস্থান | : | ১১,৩১,১৪৪ |
| সৌদি আরব | : | ৭,৫৪,৬৫৪ |
| কাতার | : | ১,০৭,৬০০ |
| সিঙ্গাপুর | : | ৭০,১৮২ |
| কুয়েত | : | ৪২,৭৩৫ |
| মালদ্বীপ | : | ৪০,১৫৯ |

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ২০২৫ সালে বড় ভরসা ছিল প্রবাস আয়। তবে এই অর্জনের আড়ালে স্পষ্ট হয়ে উঠছে জনশক্তি রপ্তানির এক ঝুঁকিপূর্ণ বাস্তবতা। দেশের মোট অভিবাসী কর্মীর প্রায় দুই-তৃতীয়াংশই গেছেন সৌদি আরবে। নতুন শ্রমবাজার না বাড়ায় এক দেশনির্ভর এই কাঠামো রেমিট্যান্স ও কর্মসংস্থানের ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বেগ বাড়াচ্ছে।

বাংলাদেশ জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি) সূত্র জানায়, ২০২৫ সালে কাজের উদ্দেশ্যে বিদেশে গেছেন মোট ১১ লাখ ৩১ হাজার ১৪৪ জন কর্মী। এর মধ্যে সাত লাখ ৫৪ হাজার ৬৫৪ জন গেছেন সৌদি আরবে, যা মোট অভিবাসীর প্রায় ৬৭ শতাংশ।

এরপর দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে কাতার। দেশটিতে গেছেন এক লাখ সাত হাজার ৬০০ জন কর্মী, যা মোট অভিবাসনের ১০ শতাংশ। তৃতীয় অবস্থানে থাকা সিঙ্গাপুরে গেছেন ৭০ হাজার ১৮২ জন (৬ শতাংশ)। কুয়েতে গেছেন ৪২ হাজার ৭৩৫ জন এবং মালদ্বীপে গেছেন ৪০ হাজার ১৫৯ জন কর্মী, যা মোট অভিবাসনের প্রায় ৪ শতাংশ করে।

এ ছাড়া সংযুক্ত আরব আমিরাতে গেছেন ১৩ হাজার ৭৫২ জন, জর্দানে ১২ হাজার ৩০১ জন, কম্বোডিয়ায় ১২ হাজার ২৫১ জন, ইতালিতে ৯ হাজার ৩৬৫ জন এবং কিরগিজস্তানে গেছেন ছয় হাজার ৬৫০ জন কর্মী।

**১৪১ দেশে গেলেও বাজার সীমিত :** রিফিউজি অ্যান্ড মাইগ্রেটরি মুভমেন্টস রিসার্চ ইউনিটের (রামরু) এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০২৫ সালে বাংলাদেশ থেকে কর্মীরা ১৪১টি দেশে অভিবাসন করেছেন। তবে এর ৯০ শতাংশই গেছেন মাত্র পাঁচটি দেশে। ১৪টি দেশে গেছেন মোট অভিবাসীর ৮ শতাংশ। বিপরীতে ১২৩টি দেশে গেছেন মাত্র ২ শতাংশ কর্মী।

রামরু বলছে, ১৩টি দেশে একজন করে কর্মী গেছেন এবং ৩৪টি দেশে গেছেন ২ থেকে ১০ জন করে। যেসব দেশে ১০০ জনের কম অভিবাসী কর্মী যান, সেসব দেশকে কার্যকর শ্রমবাজার হিসেবে বিবেচনা করা কঠিন।

**ফ্রি ভিসা ও কর্মসংকট :** সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা জানান, সৌদি আরবে যাওয়া বাংলাদেশি কর্মীদের বড়

সেখানে প্রায় ১৫ লাখ বাংলাদেশি কর্মী কাজ করছেন। চার বছর বন্ধ থাকার পর ২০২২ সালে বাজারটি খুললে ওই বছর যান ৫০ হাজার ৯০ জন। ২০২৩ সালে গেছেন তিন লাখ ৫১ হাজার ৬৮৩ জন। ২০২৪ সালে যান ৯৩ হাজার ৬৩২ জন। তবে ২০২৫ সালে মালয়েশিয়ায় গেছেন মাত্র তিন হাজার ৬৬ জন।

সূত্র জানায়, অতিরিক্ত অভিবাসন ব্যয়, রিক্রুটিং এজেন্সির সিন্ডিকেট এবং সেখানে কর্মসংস্থানের সংকটের কারণে ২০২৪ সালের জুনে আবারও কার্যত বন্ধ হয়ে যায় মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার।

**দক্ষতাসংকট ও তাকামল পরীক্ষা :** সৌদি আরবগামী বাংলাদেশি কর্মীদের জন্য তাকামল পরীক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। ২০২৪ সালে ৫২টি পেশায় এই পরীক্ষার মাধ্যমে দক্ষতা সনদ প্রয়োজন হলেও ২০২৫ সালে তা বাড়িয়ে ৭২টি পেশায় করা হয়েছে। বর্তমানে ২৭টি কেন্দ্রের মাধ্যমে পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছে।

তবে মাঠ পর্যায়ে পর্যাপ্ত কেন্দ্র, প্রশিক্ষক ও জনবল না থাকায় সব জেলায় কার্যকরভাবে এই পরীক্ষা বিকেন্দ্রীকরণ সম্ভব হয়নি। এতে অভিবাসন ব্যয় বেড়ে যাচ্ছে। পাশাপাশি দালালচক্র পরীক্ষায় পাস করিয়ে দেওয়ার নামে কর্মীদের কাছ থেকে অতিরিক্ত অর্থ আদায় করছে।

**নারী অভিবাসন কমছে :** ২০২৫ সালে বিদেশে গেছেন

# সৌদি আরবে বন্দি দেশের শ্রমবাজার

৬২ হাজার ৩১৭ জন নারী কর্মী, যা মোট অভিবাসনের ৫.৫ শতাংশ। ২০২৪ সালে এই সংখ্যা ছিল ৬১ হাজার ১৫৮। যদিও এক বছরে সংখ্যা সামান্য বেড়েছে, তবে দীর্ঘমেয়াদি প্রবণতায় নারী অভিবাসন কমছে।

২০১৬ সালে মোট শ্রম অভিবাসনের ১৬ শতাংশই ছিল নারী। ২০১৬ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত প্রতিবছর এক লাখের বেশি নারী কর্মী বিদেশে গেছেন। ২০২২ সালে নারী অভিবাসন ছিল এক লাখ পাঁচ হাজার ৪৬৬ জন। কিন্তু ২০২৫ সালে তা ২০২২ সালের তুলনায় প্রায় ৪০.০৯ শতাংশ কমেছে।

**রেমিট্যান্সে সৌদি আরব শীর্ষে :** ২০২৫ সালে বাংলাদেশের মোট রেমিট্যান্সের মধ্যে সর্বাধিক এসেছে সৌদি আরব থেকে—১৫.৫২ শতাংশ। এরপর রয়েছে সংযুক্ত আরব আমিরাত (১২.৫৮ শতাংশ), যুক্তরাজ্য (১২.৩০ শতাংশ), যুক্তরাষ্ট্র (১১.০৩ শতাংশ), মালয়েশিয়া (১০.০৩ শতাংশ), ওমান (৫.৭৭ শতাংশ), ইতালি (৫.৭৬ শতাংশ), কুয়েত (৫.১৬ শতাংশ), কাতার (৪.২৮ শতাংশ) ও সিঙ্গাপুর (৩.৭৬ শতাংশ)। রামরুর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মধ্যপ্রাচ্য এখনো বাংলাদেশের রেমিট্যান্সের প্রধান উৎস হলেও যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রের মতো উন্নত দেশের অবদান ক্রমেই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে।

**অদক্ষ শ্রমের ফাঁদে বাংলাদেশ :** বিএমইটি অভিবাসী কর্মীদের চার শ্রেণিতে ভাগ করে—পেশাজীবী, দক্ষ, আধাদক্ষ ও স্বল্পদক্ষ। বাস্তবে বাংলাদেশ অংশ নিচ্ছে মূলত আধাদক্ষ ও স্বল্পদক্ষ শ্রমবাজারে। রামরুর তথ্য অনুযায়ী, ২০২৫ সালে পেশাজীবী কর্মীর হার ছিল ৩-৪ শতাংশ, দক্ষ কর্মী ২০ থেকে ২২ শতাংশ এবং বাকি ৭০ থেকে ৭৪ শতাংশ ছিলেন স্বল্পদক্ষ বা অদক্ষ।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, প্রশিক্ষণের মান, আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির অভাব, বাজেটসংকট, জনবল ঘাটতি এবং রিক্রুটিং এজেন্সির অনাগ্রহের কারণে দক্ষ শ্রমিক তৈরি হচ্ছে না।

**উদ্বেগের বার্তা :** রামরুর নির্বাহী পরিচালক ড. তাসনিম সিদ্দিকী কালের কণ্ঠকে বলেন, 'আমাদের এক দেশকেন্দ্রিক শ্রমবাজার দীর্ঘদিনের সমস্যা। যখন এসব দেশে অতিরিক্ত কর্মী যান, তখনই বাজার বন্ধ হয়ে যায়—মালয়েশিয়া এবং ইউএই তার উদাহরণ। নতুন বাজার খোঁজার দায়িত্ব মূলত বেসরকারি খাতের, তবে সরকারকে সহযোগিতা করতে হবে। কিন্তু সরকার, বায়রা কিংবা রিক্রুটিং এজেন্সি—কাউকেই কার্যকর ভূমিকায় দেখা যাচ্ছে না।'

বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্টারন্যাশনাল রিক্রুটিং এজেন্সিজের (বায়রা) মোহাম্মদ ফখরুল ইসলাম বলেন, 'শ্রমবাজার মূলত সরকারের কূটনৈতিক তৎপরতার ওপর নির্ভর করে। কিন্তু বর্তমানে আমাদের বাজার ক্রমেই সংকুচিত হচ্ছে। সৌদি আরবই এখন ভরসা। সেখানে সমস্যা হলে আমরা বড় বিপদে পড়ব।'

প্রথম আলো
শুক্রবার, ২ জানুয়ারি ২০২৬

# রিজার্ভের সমপরিমাণ প্রবাসী আয় এক বছরে

**নিজস্ব প্রতিবেদক**, *ঢাকা*

সদ্য বিদায়ী ডিসেম্বর মাসে দেশে প্রবাসী আয় এসেছে ৩২২ কোটি মার্কিন ডলার। দেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চ ৩২৯ কোটি ডলার প্রবাসী আয়ের রেকর্ড ছিল গত বছরের মার্চে। তখন ঈদুল ফিতরকে কেন্দ্র করে দেশে বেশি আয় এসেছিল। তাতে ওই রেকর্ড হয়। এরপর গত ডিসেম্বরে একক মাস হিসেবে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ প্রবাসী আয়ের রেকর্ড হয়েছে।

খাতসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, আগামী জাতীয় নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ডিসেম্বরে প্রবাসী আয় আসা বেড়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৫ সালের পুরো বছরে দেশে প্রবাসী আয় এসেছিল ৩ হাজার ২৮২ কোটি ডলার। ফলে বাংলাদেশ ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রার প্রায় সমান আয় এসেছে এক বছরে।

সদ্য বিদায়ী ডিসেম্বর মাসে সব মিলিয়ে দেশে প্রবাসী আয় এসেছে ৩২২ কোটি ডলার। এর আগে নভেম্বরে দেশে প্রবাসী আয় এসেছিল প্রায় ২৮৯ কোটি ডলার। সেই হিসাবে নভেম্বরের চেয়ে ডিসেম্বরে প্রবাসী আয় ৩৩ কোটি ডলার বেড়েছে।

এদিকে বিগত বছরজুড়েই প্রবাসী আয়ের গতি ছিল বেশ ভালো। এতে ডলারের তেমন কোনো সংকট ছিল না ব্যাংক খাতে। ডলারের বাজার স্থিতিশীল রাখতে বছরজুড়েই বিভিন্ন ব্যাংক থেকে ডলার কিনেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। এতে বেড়েছে মোট বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ। বছর শেষে তা ৩৩ বিলিয়ন ডলার বা ৩ হাজার ৩০০ কোটি ডলার ছাড়িয়েছে। ২০২৫ সাল শেষে মোট রিজার্ভ যেখানে উন্নীত হয়েছে, তা গত তিন বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ।

বাংলাদেশ ব্যাংকের হিসাবে দেশে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ সর্বোচ্চ ৪৮ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত হয়েছিল, সেটি ২০২১ সালে। এরপর রিজার্ভ কমেছে। ২০২৪ সালের আগস্টে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের সময় মোট রিজার্ভ কমে নেমেছিল ২৬ বিলিয়ন ডলারে। এতে ওই সময় দেশে চরম আকার ধারণ করেছিল ডলার-সংকট।

প্রবাসী আয় বেড়ে যাওয়ার কারণ হিসেবে ব্যাংক খাতসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, অর্থ পাচার কমে যাওয়ায় অবৈধ হুন্ডি ব্যবসাও কমে গেছে। এ ছাড়া ব্যাংকিং চ্যানেলে ডলারের বিনিময় হার বেশ কয়েক মাস ধরে স্থিতিশীল রয়েছে। এতে বৈধ পথে প্রবাসী আয় আসা বেড়েছে।

ব্যাংক খাতে প্রবাসী আয় বৃদ্ধি পাওয়ায় ব্যাংকগুলো থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রয়োজন অনুযায়ী ডলার কিনে চলছে বাংলাদেশ ব্যাংক। এতে রিজার্ভ বেড়েছে।

প্রথম আলো
শুক্রবার, ২ জানুয়ারি ২০২৬, ১৮

# এক্সকাভেটরচাপায় কৃষক হত্যায় গ্রেপ্তার একজন

## রাজশাহীর মোহনপুর

**নিজস্ব প্রতিবেদক**, *রাজশাহী*

আহমেদ জোবায়ের

রাজশাহীর মোহনপুরে পুকুর খননে বাধা দেওয়ায় কৃষক আহমেদ জোবায়েরকে হত্যা হত্যার ঘটনায় করা মামলায় এক আসামিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁর নাম বিপ্লব হোসেন (৫২)।

গত বুধবার মধ্যরাতে ফরিদপুরের বোয়ালমারীর ওয়াপদা বাজার এলাকা থেকে বিপ্লবকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। র‍্যাব-৫-এর সদর কোম্পানি ও র‍্যাব-১০-এর ফরিদপুরের সিপিসি-৩-এর একটি দল যৌথভাবে এ অভিযান চালায়।

বিপ্লবের বাড়ি মোহনপুরের ধাতুড়িয়া গ্রামে। তিনি এলাকায় পুকুর খনন চক্রের 'হোতা'। অভিযুক্ত দুই বিএনপি নেতা এখনো ধরাছোঁয়ার বাইরে।

গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে র‍্যাব-৫-এর এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, বিপ্লব জিজ্ঞাসাবাদে ঘটনার সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকার কথা স্বীকার করেছেন। প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য তাঁকে মোহনপুর থানায় হস্তান্তর করা হবে বলে জানিয়েছে র‍্যাব।

সম্প্রতি মোহনপুরের বড় পালশা বিলে কৃষকদের জমি জোরপূর্বক দখলে নিয়ে পুকুর কাটতে শুরু করেছিল একটি চক্র। গত ১৭ ডিসেম্বর রাতে পুকুর কাটার সময় শতাধিক গ্রামবাসী গিয়ে বাধা দেন। তখন এক্সকাভেটরচালক আবদুল হামিদ যন্ত্রটির বাকেট (মাথা) চারপাশে ঘোরাতে থাকেন, যেন গ্রামবাসী তাঁর কাছে যেতে না পারেন। এ সময় বাকেটে মাথায় আঘাত পেয়ে পড়ে যান আহমেদ জোবায়ের। চালক এক্সকাভেটর নিয়ে পালানোর চেষ্টা করেন। একপর্যায়ে জোবায়েরের গায়ের ওপর দিয়ে এক্সকাভেটর চালিয়ে দেন তিনি। ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। পরে স্থানীয় লোকজন চালক আবদুল হামিদকে আটক করে পুলিশে দেন।

এ ঘটনায় নিহত জোবায়েরের বাবা রফিকুল ইসলাম ১৮ ডিসেম্বর হত্যা মামলা করেন। মামলায় সাতজনের নাম উল্লেখ এবং অজ্ঞাতনামা আরও ১০ থেকে ১২ জনকে আসামি করা হয়েছে।

প্রথম আলো

প্রথম আলো

সোমবার, ১২ জানুয়ারি ২০২৬, ২৮ পৌষ ১৪৩২

# অভিবাসী নারীর জেন্ডার-সংবেদনশীল টেকসই পুনঃ অন্তর্ভুক্তি

**এটিএম মাহবুব-উল করিম**
যুগ্ম সচিব, পরিচালক (অর্থ, বাজেট ও কল্যাণ), ওয়েজ আর্নারস ওয়েলফেয়ার

করোনা মহামারির পর বিপুলসংখ্যক মানুষ দেশে ফেরত আসার প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ সরকার রিইন্টিগ্রেশন প্রোগ্রাম শুরু করে। লক্ষ্য ছিল নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দুই লাখ ফেরত অভিবাসীকে পুনঃ অন্তর্ভুক্তির আওতায় আনা। শুরুতে তথ্য ও যোগাযোগের ঘাটতির কারণে অনেককে পাওয়া যায়নি। পরে জেলা-উপজেলা পর্যায়ে প্রচার, এসএমএস, স্পট রেজিস্ট্রেশন ও মাঠপর্যায়ের উদ্যোগের মাধ্যমে অংশগ্রহণ বাড়ে।

এই কর্মসূচির আওতায় সীমিত প্রণোদনা, কাউন্সেলিং ও রেফারেল সিস্টেমের মাধ্যমে আমরা বড় পরিসরে পুনঃ অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করতে পেরেছি। বাস্তবে দেখা গেছে, প্রত্যাশিত ২০ শতাংশের বদলে প্রায় ৮০ শতাংশ ফেরত অভিবাসী কোনো না কোনোভাবে জীবিকা কার্যক্রমে যুক্ত হয়েছেন। তবে অভিবাসী নারীদের ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ ছিল ভিন্ন। তথ্য অনুযায়ী, অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে নারীর হার ছিল খুবই কম। এর পেছনে সামাজিক বাধা, পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা ও ঘরের বাইরে আসতে না পারার বাস্তবতা বড় ভূমিকা রেখেছে। তবু যাঁরা যুক্ত হয়েছেন, তাঁদের একটি বড় অংশ পুনঃ অন্তর্ভুক্তির আওতায় এসেছে।

আমার অভিজ্ঞতায়, শুধু এককালীন প্রণোদনা দিয়ে বিশেষ করে অভিবাসী নারীদের টেকসই পুনঃ অন্তর্ভুক্তি সম্ভব নয়। অনেক নারী মানসিক আঘাত ও ট্রমার মধ্য দিয়ে ফেরত আসেন। তাই তাঁদের ক্ষেত্রে মানসিক সহায়তা, সময়োপযোগী প্রশিক্ষণ এবং স্থানীয় বাজারভিত্তিক জীবিকায় যুক্ত করার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বয়স, আগ্রহ, দক্ষতা ও এলাকার বাস্তবতা বিবেচনায় নিয়ে সহায়তা দিতে হয়। অভিবাসী নারীদের পুনঃ অন্তর্ভুক্তির কাজ সরকার একা করতে পারবে না। সুশীল সমাজ, এনজিও ও স্থানীয় প্রশাসনের সমন্বয় জরুরি।

**রাহনুমা সালাম খান**
প্রোগ্রাম ম্যানেজার, আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও)

আইএলও যেহেতু কাজের জগৎ ও শ্রমিকদের অধিকার নিয়ে কাজ করে, আমাদের মূল ফোকাস অর্থনৈতিক পুনঃ অন্তর্ভুক্তির ওপর। সামাজিক পুনঃ অন্তর্ভুক্তি গুরুত্বপূর্ণ হলেও বাস্তবে আমাদের কাজের কেন্দ্রবিন্দু হলো নারী অভিবাসী কর্মীরা কীভাবে আবার শ্রমবাজারে যুক্ত হতে পারবেন এবং টেকসইভাবে জীবিকা গড়ে তুলতে পারবেন।

এখনো আমরা নীতি বা জাতীয় পর্যায়ে পুরো শ্রম অভিবাসন চক্রকে বিদেশে যাওয়া থেকে শুরু করে ফেরত আসা পর্যন্ত একটি সমন্বিত প্রক্রিয়া হিসেবে স্বীকৃতি দিইনি। পুনঃ অন্তর্ভুক্তি কোনো আলাদা বা বিচ্ছিন্ন ধাপ নয়; এটি অভিবাসন চক্রেরই একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। কিন্তু এই চক্রের প্রতিটি ধাপে জেন্ডার দৃষ্টিভঙ্গি ও জেন্ডার-সংবেদনশীলতার প্রয়োজনীয়তা আমরা এখনো যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে পারিনি। নীতিতে অনেক কথা বলা হলেও বাস্তবায়নের স্পষ্ট নির্দেশনা বা কার্যকর কাঠামো নেই। যদি আমরা সত্যিই নারী অভিবাসী কর্মীদের অধিকার ও সুরক্ষার বিষয়টি গুরুত্ব দিতাম, তাহলে পুনঃ অন্তর্ভুক্তির জন্য একটি জেন্ডার-সংবেদনশীল এসওপি থাকত। বিমানবন্দর থেকে গ্রহণ, নিবন্ধন, পরামর্শ, কর্মসংস্থান বা উদ্যোক্তা সহায়তা—প্রতিটি ধাপে কার দায়িত্ব কী, তা পরিষ্কারভাবে নির্ধারিত থাকত। কিন্তু বাস্তবে এমন কোনো মানসম্মত কাঠামো এখনো নেই।

আইএলও কনভেনশন ১৯০ অনুসমর্থনের মাধ্যমে আমাদের দায়বদ্ধতা আরও বেড়েছে। কর্মক্ষেত্রে জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা প্রতিরোধে আমাদের প্রস্তুত হতে হবে। এই কাজ কোনো একক সংস্থার পক্ষে সম্ভব নয়। নারী, সমাজকল্যাণ ও সুশীল সমাজের সমন্বয় ছাড়া টেকসই পুনঃ অন্তর্ভুক্তি বাস্তবায়ন হবে না। এখনো সময় আছে, এই সময়কে কাজে লাগিয়ে যদি আমরা জেন্ডার-সংবেদনশীল টেকসই পুনঃ অন্তর্ভুক্তির কাঠামো তৈরি না করি, তাহলে ভবিষ্যতে আমাদের জবাবদিহির মুখে পড়তেই হবে।

**শাহনাজ বেগম**
জর্ডান থেকে দেশে ফেরা অভিবাসী কর্মী

আমাদের প্রবাসী নারীদের জন্য ফিঙ্গারপ্রিন্ট বাধ্যতামূলক করা উচিত। কারণ, ফিঙ্গারপ্রিন্ট ছাড়া কেউ বিদেশ গেলে নানা হয়রানির মুখে পড়তে পারে। নিজে প্রবাসে থেকে দেখা অভিজ্ঞতা অনুযায়ী, দেশে ফিরে এলেও এলাকার মানুষ তাঁদের সম্মান দেয় না; আঙুল তুলে 'বিদেশি' বলে, যার মানে এই ক্ষেত্রে 'খারাপ'।

আমি জর্ডানের ক্লাসিক ফ্যাক্টরিতে তিন বছর কাজ করেছি। বর্তমানে বেকার, হাতে কোনো অর্থ নেই এবং বিদেশে যাওয়ার সময় নেওয়া ঋণও পরিশোধ করতে পারিনি।

প্রবাসে থাকাকালীন মেয়ের অসুস্থতার কারণে অনেক টাকা খরচ হয়েছে; আমার মেয়ের প্লাস্টিক সার্জারিতে ১৪ লাখ ৮০০ হাজার টাকা ব্যয় হয়েছে। তবু তিন বছরের কন্ট্রাক্ট শেষ করে দেশে ফিরেছি।

প্রবাসী নারীর পুনঃ অন্তর্ভুক্তি কেবল অর্থ বা কর্মসংস্থান নয়, সামাজিক মর্যাদা ও সুরক্ষা নিশ্চিত করাও জরুরি। ফিঙ্গারপ্রিন্টসহ কার্যকর প্রক্রিয়া, তথ্য সুরক্ষা ও সমর্থন ব্যবস্থা তৈরি করলে নারীরা সম্মানসহ নিরাপদভাবে বিদেশে যেতে এবং দেশে ফিরে সুষ্ঠুভাবে পুনঃ অন্তর্ভুক্ত হতে পারবেন।

**সুমাইয়া ইসলাম**
নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ নারী শ্রমিক কেন্দ্র

আমি তৃণমূল পর্যায়ে কাজ করতে গিয়ে স্পষ্টভাবে দেখেছি—যে সংখ্যক নারী বিদেশে গেছেন এবং যে সংখ্যক নারী ফিরে এসেছেন, তাঁদের অর্থনৈতিক অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গৃহকর্মী বা গার্মেন্টিসে কর্মরত নারী শ্রমিকেরা যে আয় করেন, তার প্রায় পুরোটা পরিবারে পাঠান। অসুস্থতা বা সংসারের প্রয়োজনে সঞ্চয় না থাকা ভিন্ন বিষয়, কিন্তু তাঁদের উপার্জন সরাসরি দেশের অর্থনীতিতে যুক্ত হয়।

তবে বিদেশে যেতে যে খরচ লাগে না বা কীভাবে নিরাপদভাবে যাওয়া যায়—এই তথ্য তৃণমূল পর্যায়ে এখনো পৌঁছায়নি। ডায়রিয়ার সময় স্যালাইনের প্রচার বা মীনা কার্টুনের মতো করেই নারীদের জন্য বিদেশ গমন ও পুনঃ অন্তর্ভুক্তির তথ্য মাঠপর্যায়ে ছড়িয়ে দিতে হবে। নারী সমাজেরই অংশ, কিন্তু শুধু নারী হওয়ার কারণে তাঁদের তুচ্ছ করা, গালি দেওয়া বা অবমূল্যায়ন করা আমাদের সমাজে খুব সহজ। অথচ নারীর কাজ, নেতৃত্ব ও অবদানকে স্বীকৃতি দেওয়ার জায়গায় আমরা পিছিয়ে আছি।

আন্তর্জাতিক কনভেনশন অনুমোদন করলেই দায়িত্ব শেষ হয় না; বাস্তবায়নই আসল লড়াই। বিদেশে নারীদের নিরাপত্তাব্যবস্থা আমাদের দেশ থেকেই নিশ্চিত করতে হবে। পুনঃ অন্তর্ভুক্তির কাজে আমরা মাঠপর্যায়ে বস্তিতে কাজ করছি এবং দেখছি—সঠিক তথ্য ও সহায়তা পেলে নারীরা আবার ঘুরে দাঁড়াতে পারেন, সন্তানদের পড়াশোনা চালিয়ে নিতে পারেন।

নারী শ্রমিক বিপদে পড়ে সন্তান নিয়ে ফিরলে সমাজ যেভাবে নেতিবাচক আচরণ করে, সেখান থেকে আমাদের বের হতে হবে। বাসাবাড়ির কাজ, শিশুর যত্ন বা রান্নার কাজ—এসব দক্ষ কাজ, কিন্তু নারী করে বলেই এগুলোকে অদক্ষ বলা হয়। দক্ষতার স্বীকৃতি দেওয়া আমাদের প্রথম কাজ। সমতার অধিকার ছাড়া জেন্ডার-সংবেদনশীল টেকসই পুনঃ অন্তর্ভুক্তি সম্ভব নয়।

P T O

**নবনীতা সিনহা**
ডেপুটি রিপ্রেজেনটেটিভ, ইউএন উইমেন

অভিবাসনের ক্ষেত্রে জেন্ডার বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে অভিবাসী নারীদের অভিজ্ঞতা, ঝুঁকি ও প্রয়োজনকে আলাদা করে না দেখলে টেকসই পুনঃ অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করা সম্ভব নয়।

বাংলাদেশি অভিবাসীরা দেশের উন্নয়ন ও স্থিতিশীলতায় বিশাল অবদান রাখছেন। নানা চ্যালেঞ্জ থাকা সত্ত্বেও রেমিট্যান্সের মাধ্যমে তাঁরা দেশের অর্থনীতিকে শক্ত ভিতের ওপর দাঁড় করিয়ে রাখছেন। অভিবাসী কর্মীদের এই অবদান বাংলাদেশের জন্য নিঃসন্দেহে একটি সাফল্যের গল্প। তবে এই গল্পের ভেতরে নারী অভিবাসীদের অভিজ্ঞতা অনেক সময় আড়ালে থেকে যায়। অথচ অভিবাসনের প্রতিটি ধাপে—দেশ ত্যাগ করার প্রস্তুতি, গন্তব্য দেশে কাজ ও বসবাস এবং দেশে ফিরে আসা—প্রতিটি পর্যায়েই নারীরা ভিন্ন ধরনের বাস্তবতার/চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হন।

আমি মনে করি, এই সুনির্দিষ্ট অভিজ্ঞতাগুলোর আলোকে নীতিমালা তৈরি করা অত্যন্ত প্রয়োজন। বাংলাদেশে অভিবাসন বিষয়ে ইতিমধ্যে বেশ কিছু নীতিমালা রয়েছে। এখন প্রয়োজন হলো, অভিবাসী কর্মীদের, বিশেষ করে অভিবাসী নারীদের বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে সেগুলোকে আরও কার্যকর ও জেন্ডার-সংবেদনশীল করা। আমরা চাই এই অভিজ্ঞতাগুলো নীতিমালার আওতায় আসুক এবং বাস্তবে তার প্রতিফলন ঘটুক।

আমাদের লক্ষ্য নীতিনির্ধারণ প্রক্রিয়ায় সহায়তা করা, যাতে অভিবাসী কর্মীদের জীবনে অর্থবহ পরিবর্তন আসে। আমরা নীতিমালার প্রভাব বোঝার চেষ্টা করছি এবং সেই আলোকে মন্ত্রণালয়ের বিবেচনার জন্য সুনির্দিষ্ট সুপারিশ চিহ্নিত করছি। বিশেষভাবে অভিবাসী নারীদের জেন্ডার-সংবেদনশীল ও টেকসই পুনঃ অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করাই এই উদ্যোগের মূল ফোকাস।

**মো. সিদ্দিকুর রাহমান**
প্রোগ্রাম অ্যানালিস্ট, ইউএন উইমেন

বাংলাদেশে অভিবাসনে নারীর সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। ২০২১ সালে যেখানে নারীদের অংশগ্রহণ ছিল মাত্র ৬ শতাংশ, ২০২২ সালে তা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়ে ১৮ শতাংশে পৌঁছেছে। এই অগ্রগতি অবশ্যই আশাব্যঞ্জক। তবে এর পাশাপাশি কিছু সাধারণ ও কাঠামোগত সমস্যা রয়ে গেছে, যা অভিবাসী নারীদের টেকসই পুনঃ অন্তর্ভুক্তির পথে বড় বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। প্রয়োজনীয় সঞ্চয়ের অভাব, গন্তব্য দেশে যৌন হয়রানির ঝুঁকি এবং স্থানীয় শ্রমবাজারের চাহিদার সঙ্গে অর্জিত দক্ষতার অমিল—এই সমস্যাগুলো এখনো বাস্তবতা। এসব বিবেচনায় আমি মনে করি, অভিবাসীদের জন্য একটি সুদৃঢ় ও জেন্ডার-সংবেদনশীল সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করা সময়ের দাবি। এই প্রেক্ষাপটে একটি সমন্বিত পুনঃ অন্তর্ভুক্তি মডেলের প্রস্তাব করছি। এই মডেলে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও মানসিক সহায়তার পাশাপাশি পরিবার ও সমাজের পূর্ণ সমর্থন নিশ্চিত করতে হবে।

আমার মতে, গন্তব্য দেশ এবং নিজ দেশ—উভয় ক্ষেত্রেই অভিবাসী নারীদের অধিকার সুরক্ষা অত্যন্ত জরুরি। একই সঙ্গে সমাজে ফেরত আসা অভিবাসীদের প্রতি বিদ্যমান নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ও সামাজিক কালিমা দূর করার উদ্যোগ নিতে হবে। প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বাড়ানো এখন অপরিহার্য, বিশেষ করে জেন্ডারভিত্তিক তথ্য সংগ্রহ ও নির্ভরযোগ্য ডেটাবেজ তৈরির ক্ষেত্রে। মানসিক স্বাস্থ্যসেবা, আইনি সহায়তা ও ব্যবসায়িক সহায়তার মতো প্রয়োজনীয় সেবাগুলো স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে কার্যকরভাবে পৌঁছে দিতে হবে।

সরকারি ও বেসরকারি অংশীদারির মাধ্যমে শক্তিশালী ডাটাবেজ তৈরি এবং ফেরত আসা কর্মীদের জন্য স্টার্টআপ সহায়তা প্রদান জরুরি। পরিশেষে আমি বলতে চাই, এসব লক্ষ্য বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সব অংশীজনের নিবিড় সমন্বয় ও সহযোগিতা অপরিহার্য।

**শরিফুল হাসান**
সহযোগী পরিচালক, ব্র্যাক

নারী অভিবাসনের প্রশ্নটি শুধু কর্মসংস্থানের নয়, এটি সুরক্ষা, মর্যাদা ও টেকসই পুনঃ অন্তর্ভুক্তির বিষয়। ২০১০-১১ সালে সৌদি আরব যখন প্রথম নারী গৃহকর্মী নিতে আগ্রহ দেখায়, তখনই বিভিন্ন দেশে নারী কর্মীদের আত্মহত্যা ও নির্যাতনের ঘটনা আমাদের সতর্ক করেছিল। খুব কম মজুরিতে, কার্যকর সুরক্ষা ছাড়া নারী কর্মী পাঠানোর ফল ভয়াবহ হয়েছে—ধর্ষণ, নির্যাতন, অমানবিক আচরণ এবং মৃত্যুর অসংখ্য ঘটনা সামনে এসেছে।

আমি সৌদি আরবের দূতাবাস ও সরকারি নথির ভিত্তিতে এসব নির্যাতনের তথ্য নথিভুক্ত করেছি। বাস্তবতা হলো, যাঁরা গৃহকর্মী হিসেবে যান, তাঁদের বড় অংশই আর্থিক ও সামাজিকভাবে অত্যন্ত দুর্বল। দালাল চক্র, এমনকি আত্মীয়স্বজনও অনেক সময় তাঁদের বিনা খরচে পাঠানোর নামে কার্যত বিক্রি করে দেয়। বিদেশে নির্যাতনের শিকার হলেও দূতাবাস বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপ সীমিত থাকে, বিচার হয় না, জবাবদিহি নিশ্চিত হয় না। এই প্রেক্ষাপটে ফেরত আসা নারী অভিবাসীদের পুনঃ অন্তর্ভুক্তিই সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। আমার অভিজ্ঞতায় প্রথম সংকট শুরু হয় বিমানবন্দর থেকেই। সেখানে মর্যাদাপূর্ণ প্রত্যাবর্তনের জন্য কোনো সুস্পষ্ট জেন্ডার-সংবেদনশীল এসওপি নেই। নির্যাতন ও ট্রমা নিয়ে ফেরা নারীদের সঙ্গে ইমিগ্রেশন বা পুলিশের আচরণ অনেক সময় মানবিক হয় না। অথচ টেকসই পুনঃ অন্তর্ভুক্তির জন্য তিনটি বিষয় অপরিহার্য—মানসিক ও মানসিক-সামাজিক সহায়তা, অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতা এবং পরিবার ও সমাজের গ্রহণযোগ্যতা।

রাষ্ট্র যদি নারী কর্মীদের বিদেশে পাঠাতে চায়, তবে আগে সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে। বিমানবন্দর থেকে শুরু করে পুনঃ অন্তর্ভুক্তির প্রতিটি ধাপে জেন্ডার-সংবেদনশীল কার্যপদ্ধতি থাকতে হবে। ভালো আইন করাই যথেষ্ট নয়, বাস্তবে নারীর নিরাপত্তা ও মর্যাদা নিশ্চিত করাই হলো টেকসই পুনঃ অন্তর্ভুক্তির মূল শর্ত।

**অনন্য রায়হান**
চেয়ারপারসন, আই সোশ্যাল

পুনঃ অন্তর্ভুক্তির বিষয়টি নীতিমালায় স্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে। প্রবাসীকল্যাণ কেন্দ্র এখন প্রাইমারি এন্ট্রি পয়েন্ট হিসেবে কাজ করছে এবং এখানে দুই লাখের বেশি ফেরত আসা কর্মী চিহ্নিত করা গেছে। তবে এখনো প্রাক্-অবতরণের পর্যায়ে নিবন্ধন ও তথ্য সংগ্রহের সুযোগ পুরোপুরি ব্যবহার হয়নি। প্লেনেই ডেটা কালেকশন এবং ইমিগ্রেশন অফিসার বা সংশ্লিষ্ট এনজিওর মাধ্যমে ফেরত আসা কর্মীদের প্রাইমারি রেফারেল নিশ্চিত করা সম্ভব।

এ ক্ষেত্রে স্পেশালাইজেশনের প্রয়োজন আছে। সব এনজিও একসঙ্গে সব সেবা দেওয়ার চেষ্টা করছে, কিন্তু স্কিলস ডেভেলপমেন্ট বা প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে তারা যথেষ্ট প্রস্তুত নয়।

প্রবাসীকল্যাণ কেন্দ্রকে একটি ক্লিয়ারিং হাউস হিসেবে গড়ে তোলা যেতে পারে, যেখানে প্রাইমারি অ্যাসেসমেন্টের ভিত্তিতে শ্রমিকদের প্রয়োজন অনুযায়ী সঠিক প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পে রেফার করা হবে। রেফারেলের ফলাফল ও রিপোর্টিং নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরি।

প্রত্যেককে সমানভাবে অর্থ না দিয়ে, যাদের প্রকৃত অর্থনৈতিক পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রয়োজন, তাদের বিশেষভাবে সহায়তা দেওয়া উচিত।

এনজিওগুলো দীর্ঘ মেয়াদে এ ধরনের সেবা চালিয়ে যেতে পারবে না; তাই সরকারের আর্থিক প্রণোদনা এবং নতুন ফিন্যান্সিয়াল মডেল তৈরি করা প্রয়োজন। সরকারের নেতৃত্বে কার্যকর এবং টেকসই জেন্ডার-সংবেদনশীল পুনরেকত্রীকরণ বাস্তবায়ন সম্ভব, যা প্রবাসী কর্মী ও সমগ্র সমাজের জন্য দীর্ঘ মেয়াদে ফলপ্রসূ হবে।

**সাথী আক্তার**
জর্ডান থেকে দেশে ফেরা অভিবাসী কর্মী

জর্ডানে আমি গ্লাস ফ্যাক্টরিতে কাজ করেছি। আমি এসে আর যাইনি। মামা-নানাদের মাধ্যমে বিয়ে হয়েছে, বাচ্চা হয়েছে। বিদেশে গেলে খরচ, নিরাপত্তা—সবই সমস্যা।

তাই আমাদের জন্য টেকসই সহায়তা দরকার। প্রবাসী নারী যেন সম্মান পাই, নিরাপদে দেশে ফিরে নিজে ও পরিবারের জন্য কিছু করতে পারে।

দালাল সব জায়গায় আছে। ট্রেনিং করতে গিয়েছিলাম দরজির কাজ শেখার, গার্মেন্টস লাইনে ট্রেনিং। কিন্তু পাস হইনি, দালাল টাকা নিয়েছে।

তারপর সাত বছর পর দেশে ফিরে আমার একটি ছেলে মারা গেছে। জরায়ুর সমস্যা হয়েছে, ৩৫ হাজার টাকা খরচ। তখন আর টাকাপয়সা ছিল না।

এখন আমার তিনটি মেয়ে, স্বামী টুকটাক ব্যবসা করেন, আমি গৃহিণী। সংসার চালাতে অনেক কষ্ট হয়। এখন জিনিসপত্রের দাম বেড়েছে—কাঁচাবাজার, মাছ, তরকারি, চাল—সবকিছুই বেশি। পড়াশোনার খরচও বেড়েছে।

**আসমা বেগম**
সৌদি আরব থেকে দেশে ফেরা অভিবাসী কর্মী

সৌদিতে কাজ করার সময় আমি অনেক নির্যাতনের শিকার হয়েছি। দেশে ফিরে আমাদের প্রবাসী নারীদের অনেকেই সামাজিক নিন্দার মুখে পড়েন। অনেক বোনের ঘর ভেঙে যায়, অনেকের বিয়ে ভেঙে যায়। মানুষ শুধু প্রবাসী বলে নিন্দা করে।

আমরা চাই প্রবাসী নারীদের জন্য দেশে ফিরে এলে একটু সহায়তা আর মর্যাদা নিশ্চিত হোক।

আমাকে যে আঙুল তুলে বলা হয় 'বিদেশি', আমি তো আমার পেটের দায়ে কিন্তু বিদেশ গেছি। খারাপ কিছু করিনি, তাহলে কেন আঙুল তুলে যে ও বিদেশি, ও বিদেশ থেকে আসছে।

আমি বিএনএসে এসে ক্যানটিনে কাজ করছি এবং নিজে ব্যবসাও করি। প্রবাসী নারীকে সমর্থন ও সুরক্ষা দেওয়া না হলে তাদের পুনঃ অন্তর্ভুক্তি কঠিন হয়ে পড়ে।

আমার হাতে কোনো টাকাপয়সা নেই, এমনকি আমি যে ঋণ করে গিয়েছিলাম, ওই ঋণটাও আমি পুরো পরিশোধ করতে পারিনি।

যখন আমি বিদেশে গেছি, তখন আমি ৪৫ হাজার টাকা দালালের মাধ্যমে দিয়ে গেছি। বাংলাদেশে ফিরে ছয় মাস অসুস্থ ছিলাম, চিকিৎসার খরচও ছিল অনেক। ঋণ নিয়ে আবার চলাফেরা শুরু করেছি।



পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

### শাকিরুল ইসলাম
চেয়ারম্যান, অভিবাসী কর্মী উন্নয়ন প্রোগ্রাম

নারী অভিবাসনের বাস্তবতায় আমাদের বুঝতে হবে পুনঃ অন্তর্ভুক্তি কোথা থেকে শুরু হওয়া উচিত। নারী অভিবাসী কর্মী কোন পরিস্থিতি থেকে ফিরছেন, সেটি না বুঝে পুনঃ অন্তর্ভুক্তির কথা বলা যায় না।

পুনঃ অন্তর্ভুক্তিতে একধরনের নিয়ম বা 'ওয়ান সাইজ ফিটস অল' পদ্ধতি কার্যকর নয়। প্রত্যেক নারীর অভিজ্ঞতা, ট্রমা ও প্রয়োজন আলাদা। তাই জেন্ডার-সংবেদনশীল ও প্রয়োজনভিত্তিক একটি বিস্তৃত কাঠামো তৈরি করা জরুরি। এ জন্য সমন্বিত রেফারেল মেকানিজম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যা রেইজ প্রকল্পের মাধ্যমে শুরু হয়েছে। তবে এই ব্যবস্থা বাস্তবে কতটা কার্যকর, প্রয়োজনভিত্তিক ও সংবেদনশীল—তা নিয়মিতভাবে মূল্যায়ন করা দরকার।

আমরা বছরের পর বছর ধরে দেখে আসছি, রেফারেল মেকানিজমের নামে অনেক সময় শুধু এনজিওর একটি তালিকা তৈরি করা হয়। বাস্তবে দেখা যায়, যেসব প্রকল্পের নাম তালিকায় থাকে, সেগুলোর অনেকগুলোই ইতিমধ্যে শেষ হয়ে গেছে। ফলে বিদেশ থেকে ফিরে আসা নারীরা বিভিন্ন জায়গায় ঘুরেও সহায়তা পান না এবং হতাশ হন। এতে সময় ও অর্থ—দুটোই নষ্ট হয়।

এই বাস্তবতা মাথায় রেখে আমাদের একটি সচল, কার্যকর ও জেন্ডার-সংবেদনশীল রেফারেল ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। এটি শুধু সরকারি সংস্থার মাধ্যমে সম্ভব নয়; নাগরিক সমাজ ও অভিবাসী সংগঠনগুলোকেও যুক্ত করতে হবে। এই ব্যবস্থার অর্থায়ন সরকারের নিজস্ব রাজস্ব খাত থেকে আসা জরুরি, যাতে অভিজ্ঞ এনজিওগুলোর নেটওয়ার্ক কাজে লাগিয়ে নারী অভিবাসীদের টেকসই পুনঃ অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করা যায়।

### হাসান ইমাম
ব্যবস্থাপনা পরিচালক, সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট কমিউনিকেশন

২০২২ সালে শুরু হওয়া সরকারের রিইন্টিগ্রেশন পলিসি ২০২৫ সালে চূড়ান্ত অনুমোদন পেয়েছে, যা জেন্ডার-সংবেদনশীল এবং টেকসই পদক্ষেপ হিসেবে গুরুত্ব বহন করে। এর সঙ্গে অন্যান্য সিএসওর সমন্বয় ঘটছে। তবে মূল দায়িত্ব সরকারের; এনজিও ও সিভিল সোসাইটি সহযোগিতা করবে। পলিসির ছয়টি অবজেকটিভ লক্ষ্য করে কার্যক্রম পরিকল্পিত হয়েছে। প্রথমে এমপ্লয়মেন্ট ও বিদেশফেরত শ্রমিকদের আর্থিক স্বাবলম্বিতা; দ্বিতীয়টি এন্ট্রাপ্রেনিউরশিপ ডেভেলপমেন্ট; তৃতীয়টি সোশ্যাল রিইন্টিগ্রেশন ও স্বাস্থ্যসেবা; চতুর্থ সাইকোসোশ্যাল সাপোর্ট; পঞ্চমে এক্সপ্লয়টেশনের শিকার ও নির্যাতিত নারীদের সহায়তা; আর ষষ্ঠ অবজেকটিভ সাসটেইনেবিলিটি।

রিইন্টিগ্রেশনের কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন ডেডিকেটেড সাপোর্ট সিস্টেম, যা এয়ারপোর্ট থেকে তৃণমূল পর্যায়ে প্রবাসী নারীদের সহযোগিতা নিশ্চিত করবে। শক্তিশালী রেফারেল ব্যবস্থার মাধ্যমে স্বাস্থ্য, সামাজিক সেবা ও প্রশিক্ষণের জন্য সঠিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে রেফার করা হবে। সরকারের আর্থিক প্রণোদনা এবং মূল ফান্ড থেকে টেকসই সহযোগিতা প্রদানের মাধ্যমে প্রবাসী নারী কর্মীদের স্বাবলম্বিতা, নিরাপত্তা ও সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা নিশ্চিত করা সম্ভব।

### সৈয়দ সাইফুল হক
চেয়ারপারসন, ওয়ারবি

আমি নিজেও একজন ফেরত আসা অভিবাসী, সৌদি আরবে প্রায় ১০ বছর কাটিয়েছি। বাংলাদেশ থেকে নারীদের বিদেশে যাওয়ার ক্ষেত্রে সরকারের পক্ষ থেকে দুবার নিষেধাজ্ঞা জারি এবং আবার তা প্রত্যাহার হয়েছে, যা আমাদের দেশের জেন্ডার সংবেদনশীলতার অর্ধেক ধারণাই প্রকাশ করে। ফেরত আসার পর নারীদের প্রতি যে দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণ থাকে, তা প্রায়ই সমাজের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া হিসেবে দেখা যায়।

কোভিডের সময় সরকার যখন নীতিমালা তৈরি করতে উদ্যোগ নিয়েছিল, তখনই পুনঃ অন্তর্ভুক্তির বিষয়টি গুরুত্ব পায়। ওয়ারবি মূলত বাংলাদেশি অভিবাসীদের অধিকার নিয়ে কাজ করে এবং ১৯৯৭ সাল থেকে এই পুনঃ অন্তর্ভুক্তি নিয়ে আলোচনা করছে। বর্তমানে সরকার ও আন্তর্জাতিক সংস্থা এই বিষয়ে ফ্রেমওয়ার্ক তৈরির কাজ করছে।

নারীরা যখন দলবদ্ধভাবে কাজ করে, তারা আরও শক্তিশালী হয়। আমরা তৃণমূল পর্যায়ে অভিবাসন তথ্যসেবা কেন্দ্রের মাধ্যমে তাদের সদস্য হিসেবে যুক্ত করেছি, যাতে তারা দলগতভাবে নিজেদের অধিকার রক্ষা করতে পারে। একা লড়াই কঠিন হলেও সংগঠিতভাবে তা সহজ হয়।

আমাদের লক্ষ্য প্রত্যেক নারীকে ক্ষমতায়িত করা, যাতে তাঁরা নিজের জন্য প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারেন, পাওনা ও সুযোগ বুঝতে পারেন। নারীরা জানেন কীভাবে কাজ করতে হবে, আমাদের শুধু তাঁদের স্বাধীনতা ও শক্তি নিশ্চিত করতে হবে।

### শারারাত ইসলাম
কমিউনিকেশন অ্যানালিস্ট, ইউএন উইমেন

ফেরত আসার পর অভিবাসী নারীদের মর্যাদাপূর্ণ সহাবস্থান, সামাজিক মর্যাদা এবং সন্তানদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এখানে সবচেয়ে বড় প্রশ্নটি দৃষ্টিভঙ্গির। যত দিন পর্যন্ত আমরা নারীদের সহনাগরিক হিসেবে না দেখে শুধু মা বা বোনের পরিচয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দেখব, তত দিন এই পরিস্থিতির পরিবর্তন হবে না। এই মানসিকতার পরিবর্তন না হলে নীতিমালা, তথ্য সংগ্রহ, গবেষণা কিংবা মাঠপর্যায়ের কাজ—কোনোটিই পুরোপুরি ফলপ্রসূ হবে না। অভিবাসী নারীদের ক্ষেত্রে জেন্ডার-সংবেদনশীল ও টেকসই পুনঃ অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করতে হলে আগে এই মানসিক বাধা ভাঙতে হবে।

আমার কাছে স্পষ্ট, মর্যাদাপূর্ণ পুনঃ অন্তর্ভুক্তি মানে শুধু অর্থনৈতিক পুনর্বাসন নয়। এর সঙ্গে সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা, নিরাপদ পারিবারিক পরিবেশ এবং সন্তানদের সুরক্ষাও ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সমাজে ফেরত আসা নারীদের প্রতি নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি দূর না হলে তাঁরা কখনোই পুরোপুরি স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যেতে পারবেন না। তাই নীতির পাশাপাশি সামাজিক আচরণ ও মানসিকতার পরিবর্তনও সমানভাবে জরুরি।

### মেরিনা সুলতানা
প্রোগ্রাম ডিরেক্টর, রামরু

আমাদের পুনরেকত্রীকরণের নীতিমালা তৈরি হয়েছে, যেখানে জেন্ডার সংবেদনশীলতার বিষয়টি স্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে। এটি নারী-পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যাতে সবাই সম্মান নিয়ে ফিরে আসেন। তবে মূল ফোকাস নারী অভিবাসীদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পুনরেকত্রীকরণে।

আয়ের সঠিক ব্যবস্থাপনার অভাবে অনেক নারী দীর্ঘ সময় কাজ করেও স্বাবলম্বী হতে পারেননি। ছয় মাসের শিশুসহ নারীরাও বিদেশে গেছেন, কেউ কেউ বেনিফিট পেয়েছেন। অনেক সময় পরিবারের আর্থিক স্বার্থের কারণে নারীদের পাঠানো হয়, আবার পাঠানো মেয়ের আয় পরিবারের অন্য কাজে ব্যবহার হয়। এমন পরিস্থিতি পুনরেকত্রীকরণের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি করে। আমাদের কাজ হলো নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা এবং ফিরে আসার পর সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে স্থিতিশীল হওয়া। রেইজ প্রকল্পের মাধ্যমে আমরা অনেক নারীকে সমর্থন দিয়েছি। তাঁরা আয় করে সন্তানদের বড় করছেন, ব্যবসা শুরু করেছেন, পণ্য বাজারজাত করছেন। তাঁদের ঘুরে দাঁড়াতে সাহায্য করাই আমাদের লক্ষ্য।

সামাজিক নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি বদলাতে আমাদের তৃণমূল পর্যায়ে প্রচার চালানো দরকার। নারীরা পরিবারের ভাগ্য পরিবর্তন করছেন এবং অর্থনীতিতে অবদান রাখছেন। তাঁদের সফলতা হাইলাইট করা, রেমিট্যান্সের গুরুত্ব প্রচার করা এবং বিদেশে তাঁদের মর্যাদা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা—এই তিনটি বিষয় টেকসই পুনরেকত্রীকরণের মূল।

## সুপারিশ

- অভিবাসী নারীদের টেকসই পুনঃ অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিতে জেন্ডার-সংবেদনশীল নীতি ও কার্যকর কাঠামো তৈরি করতে হবে।
- ফেরত আসা নারীদের জন্য মানসিক ও সামাজিক সহায়তা, প্রশিক্ষণ ও স্থানীয় বাজারভিত্তিক জীবিকা সুযোগ নিশ্চিত করা।
- সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি সুশীল সমাজ, এনজিও ও স্থানীয় প্রশাসনের সমন্বয় অপরিহার্য।
- অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা অনুযায়ী প্রাইমারি রেফারেল ও অর্থনৈতিক সহায়তা প্রদান।
- বিমানবন্দর থেকে শুরু করে দেশে প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত জেন্ডার-সংবেদনশীল এসওপি ও ফিঙ্গারপ্রিন্টসহ কার্যকর প্রক্রিয়া প্রণয়ন।

সমকাল ■ শুক্রবার। ২ জানুয়ারি ২০২৬।

# মহাসড়কে কলার হাটে ঢুকে গেল বেপরোয়া ট্রাক, নিহত ৫

■ সমকাল প্রতিবেদক ও রাজশাহী ব্যুরো

## ঢাকায় দুই ফ্লাইওভারে পৃথক দুর্ঘটনায় পুলিশ সদস্যসহ ৩ জনের মৃত্যু

রাজশাহীর পুঠিয়া উপজেলার রাজশাহী-নাটোর মহাসড়কের পাশে ঝলমলিয়া কলার হাটে একটি দ্রুতগামী বালুবাহী ট্রাক উল্টে পাঁচজন নিহত হয়েছেন। তারা কলা ব্যবসায়ী। এ ঘটনায় ১৪ জন আহত হয়েছেন। গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল ৮টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহতরা হলেন– রাজশাহীর চারঘাটের খুঁটিপাড়ার আব্দুল জলিলের ছেলে রায়হান ইসলাম (৪০), নাটোর সদর উপজেলার কাফুরিয়া গ্রামের শাহীন আলীর ছেলে সিয়াম (১৫), পাইকপাড়া গ্রামের আক্কেল প্রামাণিকের ছেলে মুনকের প্রামাণিক (৪০, বাগাতিপাড়া উপজেলার সালাইনগর গ্রামের সৈয়ম উদ্দিনের ছেলে মো. সেন্টু (৪০) এবং রাজশাহীর চারঘাট উপজেলার আক্তরপুর গ্রামের মৃত মাহাতাব আলীর ছেলে ইসলাম উদ্দিন (৬০)। এর মধ্যে ট্রাকের নিচে চাপা পড়ে কলা ব্যবসায়ী রায়হান ইসলামের দুই পা ও এক হাত বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ৭টার দিকে পুঠিয়ার ঝলমলিয়া হাটে চলছিল কলা বেচাকেনা। হঠাৎ নাটোরমুখী একটি বালুবাহী বেপরোয়া গতির ট্রাক সড়কের পাশে কলাহাটে ঢুকে উল্টে যায়। ঘটনাস্থলেই ট্রাকচাপায় মারা যান চারজন। এর মধ্যে দুই পা ও এক হাত বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া রায়হান ইসলামকে মুমূর্ষু অবস্থায় রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। বিকেলে সেখানেই তিনি মারা যান। বেপরোয়া গতির ট্রাকটির চাপায় নিহত অনেকেরই দেহ ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছিল।

নাটোরের পাইকপাড়া গ্রামের মুনকেরের বাড়ি গেলে দেখা যায় লাশ ঘিরে আহাজারি করছিলেন স্বজনরা। তারা জানান, দুর্ঘটনায় মুনকেরের মাথার খুলি ভেঙে মগজ ও পেটের নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে গেছে। তাই লাশের মাথাজুড়ে সাদা টেপ পেঁচিয়ে ক্ষতস্থান ঢাকা। মুনকেরের ভাই মিনহাজ বলেন, দুই ভাই একসঙ্গে হাটে গিয়েছিলাম। সে কলাহাটায় ছিল। হঠাৎ বিকট শব্দ শুনে সেখানে ছুটে গিয়ে দেখি মুনকের নাই। তার মগজ ও নাড়িভুঁড়ি সব বের হয়ে গেছে। এটা হত্যাকাণ্ড। আমরা বিচার চাই। আমরা মামলা করব না। দেখি পুলিশ কী করে?

পবা হাইওয়ে পুলিশের সার্জেন্ট মাসুদুর রহমান বলেন, এ দুর্ঘটনায় অপমৃত্যুর মামলা হয়েছে। স্বজনরা মামলা করেননি। তারা লাশ নিয়ে দাফন করেছেন। তারা চাইলে মামলা করতে পারেন। ট্রাক জব্দ করা হয়েছে। চালক পলাতক।

এদিকে দুর্ঘটনার পর স্থানীয়দের মধ্যে দাবি উঠেছে মহাসড়কের পাশে হাট বসতে না দেওয়ার। এ বিষয়ে পুঠিয়ার ইউএনও লিয়াকত সালমান বলেন, মহাসড়ক থেকে হাট ওঠানোর চেষ্টা আমরা করছি। কিন্তু ব্যবসায়ীরা কথা শোনে না; উল্টো তেড়ে আসে। তারপরও আমরা সমন্বিতভাবে চেষ্টা করব মহাসড়কের পাশে হাট বসতে না দেওয়ার।

**মরদেহের গোসল করাতে গিয়ে মিলল অন্যের বিচ্ছিন্ন পা**

নাটোরের লালপুর প্রতিনিধি জানান, পুঠিয়ার ঝলমলিয়া এলাকায় বালুবাহী ট্রাকচাপায় নিহত পাঁচজনের একজন নাটোরের বাগাতিপাড়া উপজেলার সালাইনগর গ্রামের মো. সেন্টু। পুলিশ সেন্টুর মরদেহ হস্তান্তরের পর বাড়িতে এনে গোসল করাতে গিয়ে বিপাকে পড়েছে পরিবার। তার মরদেহের সঙ্গে চলে এসেছে অন্য কারও শরীরের বিচ্ছিন্ন একটি পা। এ ঘটনায় এলাকায় শোকের পাশাপাশি চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

পরিবার জানায়, দুর্ঘটনার পর পুঠিয়া হাইওয়ে থানা পুলিশ নিহতদের পরিচয় নিশ্চিত করে মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করে। সেন্টুর মরদেহ বাড়িতে আনা হলে গোসল করানোর সময় তৃতীয় একটি কাটা পা পাওয়া যায়। পরিবারের পক্ষ থেকে পুলিশকে বিষয়টি জানানো হয়। পরে পুলিশ খোঁজ নিয়ে জানতে পারে, অতিরিক্ত পা ওই দুর্ঘটনায় আহত রায়হান হোসেনের। দুর্ঘটনায় তাঁর দুটি পা শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। পুলিশের মাধ্যমে রায়হানের পরিবার বিচ্ছিন্ন পা-টি বুঝে নেবে বলে জানানো হয়েছে।

**ঢাকায় পুলিশ সদস্যসহ নিহত ৩**

রাজধানীর দুই ফ্লাইওভারে পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় তিনজন মারা গেছেন। গতকাল ভোরে মালিবাগ-মৌচাক ফ্লাইওভারে সিএনজিচালিত অটোরিকশা ও মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে দুইজন নিহত হন। তারা হলেন অটোরিকশা চালক নয়ন তালুকদার (৬৫) ও মোটরসাইকেল চালক শিক্ষার্থী ইয়াসিন আরাফাত আশিক (২১)। রমনা থানার ওসি মো. রাহাত খান বলেন, দুজন নিহতের ঘটনায় এখনও মামলা হয়নি। অটোরিকশা ও মোটরসাইকেল জব্দ করা হয়েছে।

নয়ন তালুকদারের বাড়ি টাঙ্গাইলের কালিহাতী উপজেলায়। তিনি যাত্রাবাড়ীর ধলপুরে থাকতেন। ইয়াসিন থাকতেন দক্ষিণ মুগদায়। তাঁর বাবার নাম ইব্রাহিম বাবু।

এর আগে বুধবার রাতে রাজধানীর খিলগাঁও ফ্লাইওভারের ওপর কাভার্ডভ্যানের চাপায় মোটরসাইকেল আরোহী রুবেল হক নামে এক পুলিশ সদস্য নিহত হন। তিনি রাজারবাগ পুলিশ লাইন্সে নায়েক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। খিলগাঁও থানার ওসি শফিকুল ইসলাম বলেন, দুর্ঘটনার পর কাভার্ডভ্যান জব্দ করা হলেও চালক পালিয়েছে। মরদেহ মুগদা হাসপাতালে। নিহত পুলিশ সদস্যের বাড়ি সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলার উত্তর কান্দাপাড়া গ্রামে।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
শনিবার ॥ ৩ জানুয়ারি ২০২৬

# কারখানায় খাবার খেয়ে ৩০ শ্রমিক অসুস্থ

পাবনা প্রতিনিধি

হাসপাতালে চিকিৎসাধীন শ্রমিক –বাংলাদেশ প্রতিদিন

পাবনার ঈশ্বরদীতে একটি কারখানায় রাতে খাওয়ার পর অন্তত ৩০ জন শ্রমিক অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। অসুস্থদের মধ্যে ১৬ জনকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে। অন্যরা প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়ে বাড়িতে ফিরে গেছেন। ঈশ্বরদী স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে গতকাল গিয়ে কয়েকজনকে চিকিৎসা নিতে দেখা গেছে। ভুক্তভোগী শ্রমিক ও হাসপাতাল সূত্রে জানা যায়, বৃহস্পতিবার রাতে ঈশ্বরদীর বড়ইচারা এলাকায় বঙ্গ মিলার্স লিমিটেডের শ্রমিকদের মধ্যে প্রতিদিনের মতো রাতের খাবার সরবরাহ করা হয়। খাবার খাওয়ার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই একটি ফ্লোরের প্রায় ৩০ জন শ্রমিক পেটব্যথা, বমি ও মাথাব্যথা অনুভব করেন। কোম্পানির আবাসিক মেডিকেল অফিসার তাদের প্রাথমিক চিকিৎসা দিলেও কয়েকজনের অবস্থার অবনতি হতে থাকে। পরে নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় তাদের ঈশ্বরদী স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পাঠানো হয়।

স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক উম্মে হাবিবা কুলসুম জানান, বৃহস্পতিবার রাত থেকে অনেক শ্রমিক মাথাব্যথা, পেটব্যথা ও ডায়রিয়ার উপসর্গ নিয়ে হাসপাতালে এসেছেন। ১৬ জনকে পর্যবেক্ষণে রেখেছি। অন্যদের প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে, খাবারে বা পানিতে ব্যাকটেরিয়া অথবা ফুড পয়জনিংয়ের কারণে এমনটা হয়েছে। সবাই শঙ্কামুক্ত আছেন।

বঙ্গ মিলার্স লিমিটেডের (প্রাণ) ঈশ্বরদী শাখার এডমিন কর্মকর্তা শিহাব উদ্দিন জানান, শ্রমিকদের অসুস্থতার সঠিক কারণ তারা এখনো নিশ্চিত নন। তিনি ধারণা করছেন, হঠাৎ অতিরিক্ত ঠান্ডার কারণে তারা অসুস্থ হয়েছেন। কোম্পানির পক্ষ থেকে সব ধরনের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ঈশ্বরদী থানার ওসি মমিনুজ্জামান বলেন, আমরা গভীর রাতেই খবর পেয়েছি। শ্রমিক আর প্রতিষ্ঠানের বিষয় এটি। তবুও কোনো শ্রমিক অভযোগ দিলে বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
বৃহস্পতিবার ॥ ১ জানুয়ারি ২০২৬

শ্রমিকসহ আহত ২

## কেরানীগঞ্জের সেই মাদ্রাসায় আবারও বিস্ফোরণ

কেরানীগঞ্জ (ঢাকা) প্রতিনিধি

ঢাকার দক্ষিণ কেরানীগঞ্জে বোমা তৈরির সময় বিস্ফোরণে বিধ্বস্ত সেই মাদ্রাসায় আবারও বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। এতে ভবন মালিকের ভাইসহ দুজন আহত হয়েছেন। নতুন করে বিস্ফোরণের ঘটনায় পুরো এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। গতকাল দুপুর ১২টা ১০ মিনিটের দিকে দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ থানার হাসনাবাদ এলাকার উম্মাল কুরা ইন্টারন্যাশনাল মাদ্রাসা ভবনে এ বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। জানা গেছে, ২৬ ডিসেম্বর মাদ্রাসা ভবনে বিস্ফোরণের ঘটনার পর গতকাল সেখানে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজ চলছিল। এ সময় ভবন মালিকের উপস্থিতিতে এক শ্রমিক ময়লা পরিষ্কার করার সময় বিকট শব্দে আবারও বিস্ফোরণ ঘটে। এতে শ্রমিক রাজু (৩২) গুরুতর আহত হন। তিনি বরিশালের বাকেরগঞ্জ উপজেলার বালিগ্রাম এলাকার মৃত ইব্রাহিমের ছেলে। বর্তমানে তিনি হাসনাবাদ হাউজিং এলাকায় জালাল মিয়ার বাড়িতে কেয়ারটেকার হিসেবে বসবাস করছিলেন।

স্থানীয়রা জানান, প্রথম বিস্ফোরণের ঘটনার পর পুলিশ, র‍্যাব, ক্রাইম সিন ইউনিট ও বোম্ব ডিসপোজাল ইউনিট ঘটনাস্থলে কাজ শেষ করার পরও কীভাবে আবার বিস্ফোরণ ঘটে- তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। তাদের অভিযোগ, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ দায়িত্বে অবহেলা করায় এ ঘটনা ঘটেছে।

যুগান্তর
বৃহস্পতিবার ১ জানুয়ারি ২০২৬
১৭ পৌষ ১৪৩২

সড়ক দুর্ঘটনা

## রাজধানীতে বাবা মেয়েসহ নিহত ৩

যুগান্তর ডেস্ক

রাজধানীর তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল এলাকায় পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় বাবা ও মেয়েসহ তিনজন নিহত হয়েছেন। মঙ্গলবার রাত ৩টা থেকে বুধবার ভোরের মধ্যে এসব দুর্ঘটনা ঘটে। এছাড়া দুর্ঘটনায় চার স্থানে আরও পাঁচজন প্রাণ হারিয়েছেন। তাদের মধ্যে বগুড়ায় ট্রাকচালক, রাজবাড়ীতে যুবক, বান্দরবানে ব্যবসায়ী এবং মাদারীপুরে ভ্যান ও মোটরসাইকেল চালক রয়েছেন। ঝালকাঠির রাজাপুরে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে প্রাইভেট কার ছিটকে ধানক্ষেতে পড়ে চালকসহ পাঁচজন আহত হয়েছেন। ব্যুরো, স্টাফ রিপোর্টার ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

**চার স্থানে আরও ৫ জনের প্রাণহানি**

**ঢাকা :** নিহতরা হলেন- দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী রফিকুল ইসলাম ও তার মেয়ে তানজিলা। এ ঘটনায় রফিকুলের ছেলে নুর ইসলাম গুরুতর আহত হয়েছে। এছাড়া মহাখালী বাস টার্মিনাল এলাকায় নিহত হয়েছেন অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি। রফিকুল পরিবার নিয়ে মগবাজার ওয়্যারলেস রেলগেট এলাকায় থাকতেন। তার দুই সন্তান মগবাজার এলাকার মাদ্রাসায় পড়াশোনা করেন। তাদের গ্রামের বাড়ি নেত্রকোনার পূর্বধলা উপজেলার জটিয়াবো গ্রামে। মধ্যরাতে গ্রামের বাড়ির উদ্দেশে ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা নিয়ে মগবাজার ওয়্যারলেস রেলগেট এলাকা থেকে মহাখালী বাস টার্মিনালে যাচ্ছিলেন রফিকুল ও তার দুই সন্তান। পথে তেজগাঁও সাতরাস্তা এলাকায় ট্রাক অটোকে চাপা দিলে তারা তিনজনই গুরুতর আহত হন। তাদের ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক ভোরে রফিকুল ও তার মেয়ে তানজিলাকে মৃত ঘোষণা করেন। একই রাতে মহাখালী বাস টার্মিনাল এলাকায় সড়ক দুর্ঘটনায় ৩৫ বছর বয়সি অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। দুর্ঘটনার পর তাকে ঢামেক হাসপাতালে নিয়ে আসা হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

**বগুড়া :** দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকে ধাক্কা দেওয়ায় চলন্ত ট্রাকের চালক সেলিম হোসেন নিহত হয়েছেন। বুধবার সকালে শহরতলির তেলিপুকুর এলাকায় ঢাকা-রংপুর মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। সেলিম বগুড়ার শিবগঞ্জ উপজেলার অর্জুনপুর গ্রামের নজরুল ইসলামের ছেলে। বুধবার বগুড়া শহরতলির তেলিপুকুর এলাকায় ঢাকা-রংপুর মহাসড়কের পাশে ট্রাকটি দাঁড়ানো ছিল।

**টেকেরহাট ও কালকিনি-ডাসার (মাদারীপুর) :** নসিমনের চাকায় পিষ্ট হয়ে মোটরসাইকেল চালক জুবায়ের সরদারের মৃত্যু হয়েছে। বুধবার সদর উপজেলার পুরাতন বাসস্ট্যান্ড এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। জুবায়ের মাদারীপুর পৌরসভার ৪নং ওয়ার্ডের সৈয়দারবালী এলাকার জলিল সরদারের ছেলে।

এদিকে কালকিনি পৌর এলাকায় বাসের ধাক্কায় ভ্যানচালক ইমন হোসেনের মৃত্যু হয়েছে। বুধবার ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কের ভুরঘাটা বড় ব্রিজের পাশে এ দুর্ঘটনা ঘটে। পরে স্থানীয় বিক্ষুব্ধ জনতা বাসটিতে হামলা চালায় এবং ঘণ্টাব্যাপী সড়ক অবরোধ করে। এতে করে প্রায় এক কিলোমিটার এলাকায় যানজটের সৃষ্টি হয়। ইমনের বাড়ি ডাসার উপজেলার বালীগ্রামে।

**রাজবাড়ী :** কালুখালীতে ট্রাক-নসিমন সংঘর্ষে যুবক আলমাস আলী নিহত হয়েছেন। দুর্ঘটনায় নারী-শিশুসহ আরও ৫ জন আহত হয়েছেন। বুধবার দুপুরে রাজবাড়ী-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহাসড়কের কালুখালী উপজেলার সাইনবোর্ড এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। আলমাছ গোয়ালন্দ উপজেলার ছন্দুল খাঁ পাড়ার বাসিন্দা।

**বান্দরবান :** বান্দরবানে চিম্বুক সড়কে সিএনজিচালিত অটোরিকশা উলটে ব্যবসায়ী সাগরের মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় আরও একজন আহত হয়েছেন। বুধবার বিকালে এ দুর্ঘটনা ঘটে। জেলার চিম্বুক সড়কের বারোমাইল এলাকায় সকালে পাহাড়ের উৎপাদিত পেঁপে কেনার উদ্দেশ্যে গাড়ি নিয়ে চিম্বুক দিকে যাচ্ছিলেন তিন কাঁচামাল ব্যবসায়ী। পথে গাড়িটি বারোমাইল এলাকায় পৌঁছলে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উলটে যায়।

**রাজাপুর (ঝালকাঠি) :** রাজাপুরে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে প্রাইভেট কার ছিটকে ধানক্ষেতে পড়ে চালকসহ পাঁচজন আহত হয়েছেন। বুধবার বিকালে উপজেলার উত্তর বাগড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সংলগ্ন এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। কুয়াকাটা থেকে খুলনায় ফেরার পথে গাড়িটি দুর্ঘটনায় পড়ে।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
শনিবার ॥ ৩ জানুয়ারি ২০২৬

## সড়কে প্রাণ গেল পুলিশ সদস্যসহ ১১ জনের

প্রতিদিন ডেস্ক

দেশের বিভিন্ন জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় পুলিশ সদস্যসহ ১১ জন নিহত হয়েছেন। প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর- **চট্টগ্রাম :** নগরীর কদমতলী এলাকায় সিটি করপোরেশনের ময়লার ড্রাম ট্রাকের ধাক্কায় মুবিনুল ইসলাম নয়ন (২৮) নামের এক পুলিশ কনস্টেবল নিহত হয়েছেন। তিনি সিএমপির কনস্টেবল। বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত ২টা ৪৫ মিনিটে দামপাড়া পুলিশ লাইন্সের রিজার্ভ ব্যারাক কোতোয়ালি থানায় মোটরসাইকেলযোগে যাওয়ার সময় এ ঘটনা ঘটে।

**পটুয়াখালী :** দশমিনায় টমটম উল্টে পলাশ ফকির (৪০) নামের কাঠ শ্রমিক নিহত হয়েছেন। এ সময় আহত হয়েছেন আরও তিনজন।

কালের কণ্ঠ
বৃহস্পতিবার। ১ জানুয়ারি ২০২৬।

## ভেকু উল্টে প্রাণ গেল চালকের

চরফ্যাশন (ভোলা) প্রতিনিধি ▷

ভোলার লালমোহনে মাটি কাটার ভেকু (এক্সকাভেটর) উল্টে ঘণ্টাব্যাপী পানির তলে আটকে চালক ইমাম হোসেন (৩০) নিহত হয়েছেন। গত মঙ্গলবার রাতে লালমোহন সদর ইউনিয়নের ৮ নম্বর ওয়ার্ড মুন্সির হাওলা এলাকায় একটি পুকুরে এ ঘটনা ঘটে। নিহত ভেকুচালক ইমাম হোসেনের বাড়ি নাজিরপুর গ্রামে। তাঁর বাবার নাম হারুন। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, সড়কের কাজ করার সময় ভেকুটি পাশের একটি পুকুরে উল্টে যায়। এতে ভেকুর ভেতরেই আটকা পড়েন চালক ইমাম হোসেন। পরে ফায়ার সার্ভিসের একটি দল স্থানীয় লোকজনের সহযোগিতায় প্রায় এক ঘণ্টার চেষ্টায় ভেকুচালককে উদ্ধার করে লালমোহন উপজেলা হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। লালমোহন থানার ওসি মো. অলিউল ইসলাম জানান, এ ব্যাপারে একটি অপমৃত্যু মামলা হয়েছে। মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা

শনিবার ৩ জানুয়ারি ২০২৬
১৯ পৌষ ১৪৩২ | যুগান্তর

### ঘন কুয়াশা ও গাড়ির বেপরোয়া গতি

# গাইবান্ধায় সড়কে নববধূসহ নিহত ৬

যুগান্তর ডেস্ক

গাইবান্ধায় তিন উপজেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় নববধূসহ ছয়জন প্রাণ হারিয়েছেন। বৃহস্পতিবার রাত থেকে শুক্রবার সকাল পর্যন্ত গোবিন্দগঞ্জ, পলাশবাড়ি, সুন্দরগঞ্জ উপজেলায় এসব দুর্ঘটনা ঘটে। এছাড়া দুর্ঘটনায় এগারো স্থানে ১৩ জন নিহত হয়েছেন। তাদের মধ্যে মানিকগঞ্জে দুই শিক্ষার্থী, চট্টগ্রামে পুলিশ সদস্য, গাজীপুরে বিএনপি নেতা, শরীয়তপুরে ব্যবসায়ী, ফেনী, পটুয়াখালী ও দিনাজপুরে তিন যুবক, যশোর ও নাটোরে দুই বাইকচালকসহ তিনজন এবং ফরিদপুর ও ময়মনসিংহে দুই বৃদ্ধ রয়েছেন। ব্যুরো, স্টাফ রিপোর্টার ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

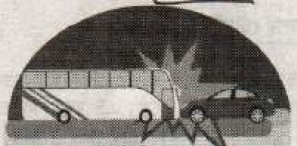

চট্টগ্রামে ট্রাকের ধাক্কায় প্রাণ গেল পুলিশ সদস্যের

টঙ্গীতে জানাজা থেকে ফেরার পথে নিহত বিএনপি নেতা

আট স্থানে ঝরেছে আরও ৯ প্রাণ

**গাইবান্ধা ও সাঘাটা :** সুন্দরগঞ্জ উপজেলার বেলকা মোড়ে সিএনজিচালিত অটোরিকশা-ট্রাক সংঘর্ষে নববধূ সানজিদার মৃত্যু হয়েছে। শুক্রবার সকালে তিনি দুর্ঘটনার কবলে পড়েন। গোবিন্দগঞ্জে কামারদহে মোটরসাইকেল নিয়ে ওভার ব্রিজ পার হওয়ার সময় ট্রাকের ধাক্কায় আরোহী জনি ও সিদ্দিক হোসেন নিহত হয়েছেন। জনি পৌরসভার বুজরুক বোয়ালিয়া মৌজার দুর্গাপুর এলাকার মৃত আবুল হোসেনের ছেলে আর উপজেলার নাকাই ইউনিয়নের মালিনিপাড়া এলাকার শাহজালালের ছেলে সিদ্দিক। এছাড়া মধ্যরাতে কাটাবাড়ি এলাকায় ট্রাকে গাছের গুঁড়ি লোড করার সময় চাপা পড়ে শ্রমিক আব্দুস সোবাহান নিহত হয়েছেন। পলাশবাড়ি উপজেলার গড়েয়া ব্রিজ এলাকায় বাস-ট্রাকের সংঘর্ষ হয়। এতে ঘটনাস্থলেই ট্রাকের হেলপার মুছা আকন্দ ও বাস যাত্রী জামিল হোসেনের মৃত্যু হয়। শুক্রবার সকালে ঘন কুয়াশার কারণে দুর্ঘটনাটি ঘটে।

**চট্টগ্রাম :** চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের ময়লাবাহী ট্রাকের ধাক্কায় পুলিশ সদস্য মুবিনুল ইসলাম নয়নের মৃত্যু হয়েছে। বৃহস্পতিবার রাতে সদরঘাট থানায় কদমতলী এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। তিনি সিএমপিতে কনস্টেবল পদে কর্মরত ছিলেন। নয়নের বাড়ি কক্সবাজার জেলার চকরিয়া উপজেলার কালা মিয়া সওদাগরের বাড়ি ৩ নম্বর ওয়ার্ডে। তার বাবার নাম নুরুল আমিন।

**দশমিনা (পটুয়াখালী) :** দশমিনায় ঘন কুয়াশার কারণে সড়ক দুর্ঘটনায় যুবক পলাশ নিহত হয়েছেন। দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও তিনজন। শুক্রবার সকালে উপজেলার দশমিনা সদর ইউনিয়নের আরজবেগী সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। পলাশ উপজেলার বাঁশবাড়িয়া ইউনিয়নের গছানী গ্রামের নিজাম ফকিরের ছেলে। আহতরা সবাই গছানী গ্রামের বাসিন্দা।

**কেশবপুর (যশোর) :** কেশবপুরে ভ্যান-মোটরসাইকেল সংঘর্ষে নিহতরা হলেন—মোটরসাইকেলচালক ওয়াইসকুরুন ও ভ্যানচালক কোবাদ আলী। শুক্রবার তারা যশোর সাতক্ষীরা সড়কের বটতলায় দুর্ঘটনার কবলে পড়েন। কেশবপুর শহর থেকে মধ্যকুলের দিকে মোটরসাইকেলে যাচ্ছিলেন মধ্যকুল এলাকার ওয়াইসকুরুন। তিনি একই এলাকার ভ্যানচালক কোবাদ আলীকে ধাক্কা দেন। দুজনকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে অ্যাম্বুলেন্সে মারা যান।

**ফুলপুর (ময়মনসিংহ) :** তারাকান্দায় সড়ক দুর্ঘটনায় অটোরিকশাযাত্রী বৃদ্ধ বদরুজ্জামান নিহত হয়েছেন। দুর্ঘটনায় চালকসহ একই পরিবারের ৫ জন আহত হয়েছেন। ময়মনসিংহ-শেরপুর সড়কের তারাকান্দা উপজেলার মধুপুর বটতলায় শুক্রবার সকালে এ দুর্ঘটনা ঘটে। বদরুজ্জামান জামালপুরের বকশিগঞ্জ উপজেলার ধনুয়াকামালপুর গ্রামের মৃত মোফাজ্জল হোসেনের ছেলে। তিনি ময়মনসিংহ হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়ে সপরিবারে অটোরিকশায় বাড়ি ফিরছিলেন। ওই স্থানে পৌঁছলে অজ্ঞাতনামা গাড়ি অটোতে ধাক্কা দেয়।

সংবাদ
ঢাকা : শুক্রবার ১৮ পৌষ ১৪৩২
Dhaka : Friday 2 January 2026

## গৌরনদীতে বাসের ধাক্কায় ভ্যানচালক নিহত

প্রতিনিধি, গৌরনদী (বরিশাল)

ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কের গৌরনদীতে অজ্ঞাত বাসের ধাক্কায় মো. মিলন নামের এক ভ্যানচালক নিহত হয়েছেন। ঘটনা ঘটেছে গত বুধবার দুপুর একটার দিকে মহাসড়কের ভুরঘাটা এলাকায়। নিহত মিলন পার্শ্ববর্তী ডাসার উপজেলার বনগ্রাম এলাকার মৃত আব্দুর রাজ্জাকের ছেলে। তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করে গৌরনদী হাইওয়ে থানার ওসি মো. শামীম শেখ বলেন, দুপুর একটার দিকে ঢাকাগামী বেপরোয়া গতির অজ্ঞাত বাস পেছন থেকে ভ্যানচালক মিলনকে ধাক্কা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই তিনি নিহত হন। খবর পেয়ে নিহতের মরদেহ উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসা হয়েছে। নিহতের পরিবারকে খবর দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি ঘাতক বাসটি শনাক্ত করার চেষ্টা চলছে।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
রবিবার ॥ ৪ জানুয়ারি ২০২৬

## সড়ক দুর্ঘটনায় পাঁচ জেলায় আটজনের প্রাণহানি

প্রতিদিন ডেস্ক

দেশের বিভিন্ন এলাকায় সড়ক দুর্ঘটনায় আটজন নিহত হয়েছেন। নিজস্ব প্রতিবেদক ও প্রতিনিধিদের খবর-

**বরিশাল :** নগরীতে ট্রাকচাপায় বাইক আরোহী দুই যুবক নিহত হয়েছেন। শুক্রবার রাতে বরিশাল নগরীর রূপাতলী এলাকার উকিল বাড়ি সড়কের সামনে ঝালকাঠি-বরিশাল মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন নগরীর রূপাতলী এলাকার বাসিন্দা জুয়েল (২৮) ও রাসেল (২৫)।

**খুলনা :** শুক্রবার সন্ধ্যার দিকে খুলনা-সাতক্ষীরা মহাসড়কের গুটুদিয়া এলাকায় লাশবাহী অ্যাম্বুলেন্সের ধাক্কায় দুই ভ্যান যাত্রী নিহত হয়েছেন। নিহতরা হলেন কালিপদ মণ্ডল ও ইলিয়াস সরদার।

**বগুড়া :** আদমদীঘিতে বাসের ধাক্কায় সিএনজিচালিত অটোরিকশা উল্টে দুই যাত্রী নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও একজন। গতকাল সকালে বগুড়া-নওগাঁ মহাসড়কের আদমদীঘির বড় আখিড়ার মোড় এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন শিবগঞ্জ উপজেলার রফিকুল ইসলাম (৪২) ও তার ভাতিজা রাসেল মোল্লা (৩৫)।

**চট্টগ্রাম :** রাউজানের রাঙ্গুনিয়ায় গতকাল সকালে রাস্তা পারাপারের সময় সিএনজি অটোরিকশার ধাক্কায় ছেনোয়ারা বেগম (৫৫) নামে এক নারীর মৃত্যু হয়েছে।

**কুষ্টিয়া :** মিরপুর উপজেলায় দুই ট্রাকের সংঘর্ষে হুসাইন (১৯) নামে এক হেলপার নিহত হয়েছেন। গতকাল উপজেলার কদমতলা কুষ্টিয়া-ঈশ্বরদী মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

**সোনারগাঁ (নারায়ণগঞ্জ) :** সোনারগাঁয়ে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে গতকাল যাত্রীবাহী বাস ও ট্রাকের সংঘর্ষে কমপক্ষে ১০ জন আহত হয়েছেন।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
রবিবার ॥ ৪ জানুয়ারি ২০২৬।

## ওমানে সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ গেল চার বাংলাদেশির

নিজস্ব প্রতিবেদক

ওমানের রাজধানী মাস্কাটে সড়ক দুর্ঘটনায় চার বাংলাদেশি নিহত হয়েছেন। শুক্রবার সকালে মাস্কাটের ঘোবরা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতদের মধ্যে দুজন কুমিল্লা এবং দুজন কক্সবাজারের বাসিন্দা। এর মধ্যে দুজনের পরিচয় জানা গেছে। তাদের একজন কক্সবাজারের উখিয়া উপজেলার প্রদীপ কুমার, অন্যজন রামু উপজেলার লোকমান হাকিম। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, শুক্রবার সকালে কাজ শেষে বাসায় ফেরার পথে নিহতদের বহনকারী একটি গাড়ির সঙ্গে আরেকটি গাড়ির সংঘর্ষ হয়। এতে ঘটনাস্থলেই তারা গুরুতর আহত হন। তাদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসকরা চারজনকেই মৃত ঘোষণা করেন। দূতাবাস সূত্রে জানা যায়, দুর্ঘটনার পর ওমান রয়েল পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহতদের উদ্ধার করে মাস্কাটের কুলা হাসপাতালে নিয়ে যায়। বর্তমানে তাদের লাশ হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। ওমানে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসের শ্রম কাউন্সিলর জানান, ঘটনার পর থেকেই দূতাবাস বিষয়টি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছে। স্থানীয় আইনগত প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পর নিহতদের লাশ বাংলাদেশে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হবে।

প্রথম আলো
শনিবার, ৩ জানুয়ারি ২০২৬,

# ৯ জেলায় সড়কে নিহত ১০, আহত ৪৪

**সড়ক দুর্ঘটনা**

বৃহস্পতিবার রাত থেকে গতকাল শুক্রবার দুপুর পর্যন্ত এসব দুর্ঘটনা ঘটে।

**প্রথম আলো ডেস্ক**

দেশের নয়টি জেলায় পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় দুই কিশোরসহ অন্তত ১০ জন নিহত হয়েছেন। এসব দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও ৪৪ জন। বৃহস্পতিবার রাত থেকে শুক্রবার দুপুরের মধ্যে দুর্ঘটনাগুলো ঘটে। প্রথম আলোর নিজস্ব প্রতিবেদক ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

মানিকগঞ্জে বন্ধুদের সঙ্গে খেজুরের রস খেয়ে মোটরসাইকেলে বাড়ি ফেরার পথেই থেমে গেল দুই কিশোরের জীবন। শুক্রবার সকাল সাড়ে সাতটার দিকে সিঙ্গাইর উপজেলার বাইমাইল এলাকায় মানিকগঞ্জ-হেমায়েতপুর আঞ্চলিক মহাসড়কে একটি মাইক্রোবাসের সঙ্গে তাদের মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে নিহত হয় ঢাকার আশুলিয়ার ইউসুফ আলী (১৫) এবং মিরাজ হোসেন (১৮)।

ইউসুফ দশম শ্রেণিতে ও মিরাজ সাভারের একটি কলেজে একাদশ শ্রেণিতে পড়তেন। সিঙ্গাইর থানার উপপরিদর্শক এস এম রাশেদুল ইসলাম জানান, ভোরের কুয়াশার কারণে পথ দেখতে না পারায় দুর্ঘটনাটি ঘটতে পারে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে।

একইভাবে ফেনীর সোনাগাজীতে শুক্রবার সকালে খেজুরের রস কিনে ফেরার পথে ঘন কুয়াশার কারণে মোটরসাইকেলের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে প্রাণ হারান মুহাম্মদ ফয়সাল বাদশা। তিনি একটি ইনস্যুরেন্স কোম্পানির উপজেলা ইনচার্জ ছিলেন।

সোনাগাজী মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ কামরুল ইসলাম বলেন, মোটরসাইকেল আরোহী ফয়সাল ঘন কুয়াশার কারণে দুর্ঘটনার কবলে পড়েছেন। দুর্ঘটনাস্থল থেকে মোটরসাইকেলটি উদ্ধার করা হয়েছে।

শরীয়তপুরের নড়িয়ায় ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে প্রাণ হারিয়েছেন ফল ব্যবসায়ী এরশাদ খান (৩৫)। শুক্রবার সকালে বাড়ি থেকে মোটরসাইকেলে দোকানে যাওয়ার পথে একটি সিমেন্টবোঝাই ট্রাককে অতিক্রম করতে গিয়ে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি ট্রলির সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। এতে তিনি ছিটকে ট্রাকের পেছনের চাকার নিচে চাপা পড়েন।

পুলিশ ট্রাকচালককে আটক করলেও ট্রলিচালক পলাতক। নড়িয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বাহার মিয়া বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে মরদেহ উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠায়।

যশোরের কেশবপুরে বেপরোয়া গতির মোটরসাইকেলের সঙ্গে ভ্যানের মুখোমুখি সংঘর্ষে দুজন নিহত হয়েছেন। শুক্রবার বেলা ১১টার দিকে যশোর-সাতক্ষীরা সড়কের মধ্যকুল এলাকায় এ দুর্ঘটনায় মোটরসাইকেলচালক ওয়াইস করুনি (৩৫) ও ভ্যানচালক কোবাদ আলী (৫৫) প্রাণ হারান। দুর্জনকে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার পথে অ্যাম্বুলেন্সেই তাঁদের মৃত্যু হয়।

গাইবান্ধার পলাশবাড়ীতে বাস ও সিমেন্টবোঝাই ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে বাসের দুই যাত্রী নিহত ও অন্তত ১০ জন আহত হয়েছেন। শুক্রবার সকাল সাড়ে সাতটার দিকে গাইবান্ধা-পলাশবাড়ী আঞ্চলিক মহাসড়কে এ দুর্ঘটনায় বাস ও ট্রাকের সামনের অংশ দুমড়েমুচড়ে যায়। নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে রংপুরের পীরগঞ্জের জামির হোসেনের (৩৪) পরিচয় পাওয়া গেছে।

ময়মনসিংহের তারাকান্দায় বাস ও সিএনজিচালিত অটোরিকশার সংঘর্ষে মো. বদরুদ্দোজা (৭০) নামের একজন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় এক শিশুসহ আরও পাঁচজন আহত হন। শুক্রবার বেলা ১১টার দিকে গ্রামের বাড়ি যাওয়ার পথে তিনি দুর্ঘটনার শিকার হন।

ফরিদপুরের ভাঙ্গায় ঢাকা-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ের সার্ভিস লেনে বৃহস্পতিবার রাতে অজ্ঞাত গাড়ির চাপায় অজ্ঞাতপরিচয় একজন (৬০) নিহত হয়েছেন।

এদিকে ঘন কুয়াশার কারণে মুন্সিগঞ্জ ও মাদারীপুরে ঢাকা-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ের শ্রীনগর, লৌহজং ও শিবচর উপজেলায় চারটি পৃথক দুর্ঘটনায় অন্তত ২৯ জন আহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার রাত থেকে শুক্রবার সকাল পর্যন্ত এ সব দুর্ঘটনা ঘটে।

মুন্সিগঞ্জ ফায়ার সার্ভিসের উপসহকারী পরিচালক মুহাম্মদ সফিকুল ইসলাম বলেন, ঘন কুয়াশা ও সড়কে অতিরিক্ত গতির কারণে দুর্ঘটনাগুলো ঘটেছে।

সংবাদ
ঢাকা : রোববার ২০ পৌষ ১৪৩২
Dhaka : Sunday 4 January 2026

## ফকিরহাটে বাস-ট্রাক সংঘর্ষে প্রাণ গেল একজনের

**জেলা বার্তা পরিবেশক, বাগেরহাট**

বাগেরহাটের ফকিরহাট উপজেলার ঢাকা-খুলনা মহাসড়কে ট্রাকের ধাক্কায় যাত্রীবাহী বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাসের সুপারভাইজার নিহত হয়েছেন। এ সময় আহত হয়েছেন বাসের চালকসহ দুজন। ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার রাতে খুলনা-ঢাকা মহাসড়কের ফকিরহাট উপজেলার পালেরহাট এলাকায়।

নিহত মো. সেলিম শেখ (৪৫) বাসটির সুপার ভাইজার। সে খুলনার লবণচরা এলাকার মোহাম্মদ নগরের মো. আইউব আলী শেখের ছেলে। আহতরা হলেন– বাসচালক মো. মুরাদ হোসেন (৪১) এবং যাত্রী সোহাগ হাওলাদার (৪৪)। তাদের খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ভর্তি করা হয়েছে।

ফকিরহাট থানা পুলিশ জানায়, শুক্রবার রাতে খুলনা থেকে ঢাকাগামী জিএস ট্রাভেলসের একটি বাস পালেরহাট এলাকায় পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি ট্রাকের সঙ্গে ধাক্কা লাগে। এতে বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মহাসড়কের পাশে একটি গাছের সঙ্গে ধাক্কা খায়। এতে ঘটনাস্থলেই বাসের সুপারভাইজার সেলিম নিহত হন। খবর পেয়ে ফকিরহাট ফায়ার সার্ভিস ও হাইওয়ে পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধার কাজ করে। আহতদের প্রথমে ফকিরহাট উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেয়া হয়। পরে সেখান থেকে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়।

ফকিরহাট ফায়ার সার্ভিসের ভারপ্রাপ্ত স্টেশন কর্মকর্তা শাহাজান মিয়া বলেন, ঘটনাস্থল থেকে একজন মৃত ও দুজনকে গুরুতর আহত অবস্থায় উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। বাসটির সামনের অংশ দুমড়ে-মুচড়ে গেছে। মোল্লাহাট হাইওয়ে থানার ওসি মো. আসাদুজ্জামান বলেন, মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। আইনি প্রক্রিয়া শেষে মরদেহ পরিবারের নিকট হস্তান্তর করা হবে। তবে ট্রাকটি পালিয়ে গেছে।

যুগান্তর
শনিবার ৩ জানুয়ারি ২০২৬

## সৌদিতে সড়কে নিহত মালেককে বাঘায় দাফন

**বাঘা (রাজশাহী) প্রতিনিধি**

বাঘায় নাজমুল হক মালেক নামের এক সৌদি প্রবাসী শ্রমিককে নিজ গ্রামে দাফন করা হয়েছে। শনিবার সকালে জানাজা শেষে সামাজিক কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়। নাজমুল হক মালেক উপজেলার মনিগ্রাম ইউনিয়নের পারসাওতার নজরুল ইসলামের ছেলে। জানা গেছে, সংসারে সচ্ছলতা ফেরানোর স্বপ্ন নিয়ে ঋণ করে সৌদি আরবে গিয়েছিলেন নাজমুল হক মালেক। সেখানে ১৮ ডিসেম্বর কর্মস্থলে যাওয়ার পথে সড়ক দুর্ঘটনায় তিনি নিহত হন। মৃত্যুর পর তার প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও আইনি জটিলতা কাটিয়ে বাংলাদেশি দূতাবাসের সহযোগিতায় ১ জানুয়ারি রাতে নিজ গ্রামে লাশ আনা হয়। পর দিন সকালে দাফন সম্পন্ন হয়। বাঘা থানার ওসি সেরাজুল হক বলেন, নাজমুল হক মালেকের লাশ সৌদি আরব থেকে আসার পর নিজ গ্রামে দাফন হয়েছে।

যুগান্তর
রোববার ৪ জানুয়ারি ২০২৬
২০ পৌষ ১৪৩২

## নাইক্ষ্যংছড়িতে বন্য হাতির পায়ের নিচে পিষ্ট হয়ে মৃত্যু

**নাইক্ষ্যংছড়ি (বান্দরবান) প্রতিনিধি**

বান্দরবানের নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার বাইশারীতে বন্যহাতির পদপিষ্ট হয়ে আব্দুস সালাম (৩০) নামে এক টিউবওয়েল মিস্ত্রির মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। শনিবার সকাল আনুমানিক সাড়ে ৬টার দিকে উপজেলার বাইশারী ইউনিয়নের ৬ নম্বর ওয়ার্ডের লম্বাবিল তিতারপাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। নিহত আব্দুস সালাম তিন সন্তানের জনক। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, শনিবার ভোরে হঠাৎ একটি বন্যহাতি লোকালয়ে ঢুকে পড়ে। হাতিটি দেখতে স্থানীয় লোকজন বের হয়ে এলে একপর্যায়ে কুকুরের ডাকে বিরক্ত হয়ে বন্যহাতিটি উলটো ধাওয়া শুরু করে। এ সময় দৌড়ে পালাতে গিয়ে আব্দুস সালাম মাটিতে পড়ে গেলে হাতিটি তাকে পদপিষ্ট করে। এতে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। এ বিষয়ে নাইক্ষ্যংছড়ি থানার ওসি আব্দুল বাতেন মৃধা বলেন, এ ঘটনায় একটি অপমৃত্যু মামলা রুজু করা হয়েছে। প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

যুগান্তর | রোববার ৪ জানুয়ারি ২০২৬
২০ পৌষ ১৪৩২

ঘন কুয়াশা ও গাড়ির বেপরোয়া গতি

# বগুড়ায় চাচা-ভাতিজাসহ সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ৪

**যুগান্তর ডেস্ক**

বগুড়ায় পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় চাচা-ভাতিজাসহ চারজন প্রাণ হারিয়েছেন। শনিবার ও আগের দিন এসব দুর্ঘটনা ঘটে। এছাড়া দুর্ঘটনায় পাঁচ স্থানে আরও সাতজন নিহত হয়েছেন। তাদের মধ্যে নাটোরে দুই দিনমজুর, সাতক্ষীরায় ছাত্রী, বরিশাল ও ভোলায় তিন যুবক এবং যশোরে সাইকেল আরোহী রয়েছেন। ব্যুরো, স্টাফ রিপোর্টার ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

**গুরুদাসপুর (নাটোর) :** গুরুদাসপুরে ট্রলির চাপায় দুজন দিনমজুর নিহত হয়েছেন। দুর্ঘটনায় আরও পাঁচজন গুরুতর আহত হয়েছেন। শনিবার সকালে উপজেলার নাজিরপুর হুবেরের মোড় এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। আহতদের উদ্ধার করে রাজশাহী হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। নিহতরা হলেন—উপজেলার রানীনগর গ্রামের আকবর মোল্লার ছেলে আফছার মোল্লা ও মোল্লাপাড়া গ্রামের আব্দুল হাকিমের ছেলে হায়দার আলী।

যুগান্তর | সোমবার ৫ জানুয়ারি ২০২৬ | ২১ পৌষ ১৪৩২

# ব্রিজের রেলিং ভেঙে ট্রাক নদীতে, নিহত ২

## ছয় স্থানে সড়কে ঝরল আরও ৬ প্রাণ

যুগান্তর ডেস্ক

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় ব্রিজের রেলিং ভেঙে ট্রাক নদীতে পড়ে দুজন প্রাণ হারিয়েছেন। শনিবার গভীর রাতে ঝিনাইদহ-কুষ্টিয়া মহাসড়কের বড়দাহ পুরাতন ব্রিজে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এছাড়া ছয় স্থানে দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন আরও ছয়জন। তাদের মধ্যে বগুড়ায় অটোচালক, কুমিল্লায় ট্রাকচালক, ফরিদপুরে মোটরসাইকেলচালক, সুনামগঞ্জ ও নীলফামারীতে দুই যুবক এবং মাদারীপুরে এনজিও কর্মী রয়েছেন। ব্যুরো, স্টাফ রিপোর্টার ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

**বগুড়া :** ট্রাকের ধাক্কায় অটোচালক মামুন নিহত হয়েছেন। রোববার সকালে সদর উপজেলার ঝোপগাড়ি এলাকায় ফ্লাইওভারে এ দুর্ঘটনা ঘটে। মামুন বগুড়া সদরের সাবগ্রামের চাঁন্দুপাড়ার আবদুল হামিদের ছেলে। তিনি যাত্রী নিয়ে ঢাকা-রংপুর মহাসড়কের বগুড়া সদর উপজেলার ঝোপগাড়ি এলাকায় ফ্লাইওভার অতিক্রমকালে দুর্ঘটনার কবলে পড়েন।

দৈনিক ইত্তেফাক | ৬ জানুয়ারি ২০২৬

# বিরামপুরে ট্রাকচাপায় বৃদ্ধ নিহত

বিরামপুর (দিনাজপুর) সংবাদদাতা

বিরামপুর শহরের দোয়েল মোড় এলাকায় গতকাল সোমবার ট্রাকচাপায় মোটরসাইকেল চালক বিদ্দিস আলী বিদ্যুৎ (৬০) নামের এক বৃদ্ধ নিহত হয়েছেন। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, বেলা ১২টার দিকে বৃদ্ধ বিদ্যুৎ মোটরসাইকেল চালিয়ে হিলির দিকে যাওয়ার সময় পেছন থেকে একটি ট্রাক তাকে চাপা দিয়ে পালিয়ে যায়। স্থানীয়রা তাকে বিরামপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। নিহত বিদ্যুৎ দিনাজপুর সদরের বাঁশেরহাট এলাকার রইস উদ্দিনের ছেলে এবং পেশায় রাজমিস্ত্রি ছিলেন। বিরামপুর থানার ওসি সাইফুল ইসলাম সরকার জানান, পরিবারের কাছে নিহতের লাশ হস্তান্তর করা হয়েছে।

দৈনিক ইত্তেফাক | সোমবার ২১ পৌষ ১৪৩২, ৫ জানুয়ারি ২০২৬

# ব্রিজের রেলিং ভেঙে নদে ট্রাক চালক ও হেলপারের মৃত্যু

পৃথক স্থানে নিহত ২

ইত্তেফাক ডেস্ক

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় ব্রিজের রেলিং ভেঙে ট্রাক নদে পড়ে চালক ও হেলপার নিহত হয়েছে। এছাড়া চুয়াডাঙ্গার জীবননগর ও কুমিল্লার চান্দিনায় সড়ক দুর্ঘটনায় আরো দুই জনের মৃত্যু হয়েছে। গত শনিবার দিবাগত রাতে ও গতকাল রবিবার এসব দুর্ঘটনা ঘটে।

**ভ্রাম্যমাণ প্রতিনিধি** জানান, ঝিনাইদহের শৈলকুপায় ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ব্রিজের রেলিং ভেঙে কুমার নদে পড়ে। এ ঘটনায় চালক ও হেলপার নিহত হয়েছে। গত শনিবার দিবগত রাত ১টার দিকে ঝিনাইদহ-কুষ্টিয়া মহাসড়কের গাড়াগঞ্জ এলাকার বড়দাহ পুরাতন ব্রিজে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন— ট্রাক চালক সোহেল শেখ ও হেলপার মুবারক হোসেন। ঝিনাইদহ আরাবপুর হাইওয়ে থানার ওসি মৃত্যুঞ্জয় বিশ্বাস জানান, রাতে যশোর থেকে একটি ডাল বোঝাই ট্রাক পাবনা যাচ্ছিল। রাত ১টার দিকে গাড়াগঞ্জ এলাকার বড়দাহ পুরাতন ব্রিজের ওপর এলে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রেলিং ভেঙে কুমার নদে পড়ে যায়। খবর পেয়ে শৈলকুপা ও ঝিনাইদহ ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট উদ্ধার কাজ শুরু করে। ভোরে মুবারক হোসেন ও সকাল ৮টার দিকে চালক সোহেল শেখ নামের আরো একজনের লাশ উদ্ধার করা হয়।

যুগান্তর | মঙ্গলবার ৬ জানুয়ারি ২০২৬ | ২২ পৌষ ১৪৩২

# দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকে আরেক ট্রাকের ধাক্কায় নিহত ২

যুগান্তর ডেস্ক

গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে সড়কে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকে আরেক ট্রাকের ধাক্কায় চালক ও চালকের সহকারী নিহত হয়েছেন। এছাড়া সড়ক দুর্ঘটনায় আরও দুই জেলায় প্রাণ হারিয়েছেন ২ জন। তাদের মধ্যে লক্ষ্মীপুরে কিশোর ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় যুবক রয়েছেন। সোমবার এসব দুর্ঘটনা ঘটে। স্টাফ রিপোর্টার ও প্রতিনিধিদের পাঠানো সংবাদ—

**গাইবান্ধা :** ট্রাক দুর্ঘটনায় একজনের নাম চান মিয়া বলে জানা গেছে। তাৎক্ষণিকভাবে অন্যজনের নাম-পরিচয় জানা যায়নি। গোবিন্দগঞ্জে ঢাকা-রংপুর মহাসড়কের কালিতলা গোপিনাথপুর এলাকায় দুর্ঘটনাটি ঘটে। স্থানীয়রা জানান, বালুবোঝাই একটি ট্রাক মাঝপথে থামিয়ে চালক ও তার সহকারী অন্য কাজের জন্য নেমে পড়েন। কিছুক্ষণ পর অপর একটি বালুবোঝাই ট্রাক থেমে থাকা ট্রাকটিকে পেছন থেকে সজোরে ধাক্কা দেয়। এতে পেছনের ট্রাকের সামনের অংশ দুমড়েমুচড়ে যায় এবং চালক ও তার সহযোগী নিহত হন। তারা ট্রাকের মধ্যে আটকা পড়েন বলে জানা গেছে। **লক্ষ্মীপুর :** মাটিবাহী পিকআপভ্যান চাপায় নিহত ফাহিম চরশাহী ইউনিয়নের নুরুল্লাহপুর গ্রামের দুলা হাজি বাড়ির কামাল হোসেনের ছেলে। সদর উপজেলার চরশাহী ইউনিয়নের উত্তর নুরুল্লাহপুর গ্রামের কাজিরতপিতে দুর্ঘটনাটি ঘটে। **ব্রাহ্মণবাড়িয়া :** ট্রাকচাপায় নিহত অটোরিকশার যাত্রী দুলাল ময়মনসিংহ জেলার ধোবাউড়ার ইদ্রিস আলীর ছেলে। কুমিল্লা-সিলেট মহাসড়কের সদর উপজেলার রামরাইল এলাকায় দুর্ঘটনাটি ঘটে।

বণিক বার্তা | রোববার, জানুয়ারি ৪, ২০২৬

# ছয় জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ গেল নয়জনের

বণিক বার্তা ডেস্ক

দেশের ছয় জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় নয়জনের প্রাণহানি হয়েছে। আহত হয়েছে বেশ কয়েকজন। গতকাল ও আগের দিন রাতে বগুড়া, নাটোর, বরিশাল, গোপালগঞ্জ, সাতক্ষীরা ও কুষ্টিয়ায় এসব দুর্ঘটনা ঘটে। বিস্তারিত প্রতিনিধিদের পাঠানো খবরে—

**বরিশাল:** নগরীতে ট্রাকচাপায় মোটরসাইকেল আরোহী দুই যুবক নিহত হয়েছেন। শুক্রবার গভীর রাতে রূপাতলীর উকিলবাড়ির সামনে বরিশাল-ঝালকাঠী মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। কোতোয়ালি মডেল থানার ওসি মামুন উল ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

নিহতরা হলেন নগরীর রূপাতলীর বাসিন্দা জুয়েল (২৮) ও রুইয়ার পোল এলাকার রাসেল (২৫)। তারা দুজনেই এসিআই অ্যানিমেল হেলথের স্টোরে হেলপার পদে কর্মরত ছিলেন।

**কুষ্টিয়া :** জেলার মিরপুরে দুই ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে হুসাইন (২০) নামে এক যুবক নিহত হয়েছেন। তিনি দুর্ঘটনাকবলিত একটি ট্রাকের চালকের সহকারী ছিলেন। এ ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন ট্রাকচালক ওবায়দুর রহমান। তাকে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। গতকাল ভোরে উপজেলার তালবাড়ীয়া ইউনিয়নের কদমতলায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত হুসাইন ঝিনাইদহ সদর থানা এলাকার কালীচরণপুর গ্রামের শরিফুল ইসলামের ছেলে।

যুগান্তর
মঙ্গলবার ৬ জানুয়ারি ২০২৬
২২ পৌষ ১৪৩২

## কেরানীগঞ্জে এয়ার ফ্রেশনার কারখানায় বিস্ফোরণ, নিহত ১

কেরানীগঞ্জ (ঢাকা) প্রতিনিধি

ঢাকার কেরানীগঞ্জ উপজেলার কালিন্দি ইউনিয়নে একটি এয়ার ফ্রেশনার ও কেমিক্যাল কারখানায় বিস্ফোরণে এক শ্রমিক নিহত হয়েছেন। সোমবার দুপুর ২টার দিকে কালিন্দি ইউনিয়নের আড্ডা রেস্টুরেন্টের গলির শেষপ্রান্তে অবস্থিত ওই কারখানায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

প্রত্যক্ষদর্শী জানায়, দুপুরে কারখানায় উৎপাদন কার্যক্রম চলাকালে হঠাৎ বিকট শব্দে বিস্ফোরণ ঘটে। মুহূর্তের মধ্যেই আগুন চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের একাধিক ইউনিট দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে স্থানীয়দের সহায়তায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। বিস্ফোরণের তীব্রতায় কারখানার ভেতরে থাকা সাব্বির রহমান (২২) নামে এক শ্রমিক ঘটনাস্থলেই নিহত হন।

সাব্বির রহমান পাবনা সদর থানার বাসিন্দা শরিফুল ইসলামের ছেলে। তার লাশ উদ্ধার করে কেরানীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের মর্গে রাখা হয়েছে।

ফায়ার সার্ভিসের কর্মকর্তারা জানান, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, এয়ার ফ্রেশনার তৈরিতে ব্যবহৃত রাসায়নিক উপাদান থেকেই বিস্ফোরণের সূত্রপাত হয়েছে। বর্তমানে আগুন পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।

এদিকে ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শনে যান কেরানীগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ওমর ফারুক। তিনি বলেন, বিষয়টি গুরুত্বসহকারে তদন্ত করা হবে। পাশাপাশি উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে নিহতের পরিবারকে ২৫ হাজার টাকা আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়েছে। ঘটনার পর থেকে কারখানাটির নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও লাইসেন্স সংক্রান্ত বিষয় খতিয়ে দেখছে প্রশাসন। এলাকায় ঝুঁকিপূর্ণ কেমিক্যাল কারখানা পরিচালনা নিয়ে স্থানীয়দের মধ্যে উদ্বেগ দেখা দিয়েছে।

যুগান্তর | বৃহস্পতিবার ৮ জানুয়ারি-২০২৬
২৪ পৌষ ১৪৩২

## সেনা সদস্যসহ সড়কে ঝরল ৬ প্রাণ

যুগান্তর ডেস্ক

সড়ক দুর্ঘটনায় ছয়জন প্রাণ হারিয়েছেন। বুধবার ও আগের দিন এসব দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতদের মধ্যে ঢাকায় ব্যবসায়ীসহ দুজন, কক্সবাজারে সেনা সদস্য, ময়মনসিংহে কিশোর ও চট্টগ্রামে দুই বন্ধু রয়েছেন। ব্যুরো, স্টাফ রিপোর্টার ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

**হাজারীবাগ (ঢাকা) :** রাজধানীর খিলক্ষেতের ৩০০ ফিট এলাকায় মাইক্রোবাসের ধাক্কায় মাছ ব্যবসায়ী চন্দন দাসের মৃত্যু হয়েছে। বুধবার দুপুরে রাস্তা পারের সময় তিনি দুর্ঘটনার কবলে পড়েন। চন্দন দাসের গ্রামের বাড়ি ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার কসবা থানার ভৈরবনগর এলাকায়। তিনি ওই এলাকার সুরেশ দাসের ছেলে। এদিকে নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে রাস্তা পারাপারে বাসের ধাক্কায় কৃষক মনির হোসেন নিহত হয়েছেন। বুধবার সকালে রূপগঞ্জ থানাধীন বিশ্বরোড খালপাড় এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। মনির রূপগঞ্জ খালপাড় এলাকার বাসিন্দা এবং তিনি মৃত আ. আজিজ মিয়ার ছেলে।

দৈনিক ইত্তেফাক
৯ জানুয়ারি ২০২৬

## সখীপুরে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে চার তলা থেকে পড়ে রডমিস্ত্রির মৃত্যু

সখীপুর (টাঙ্গাইল) সংবাদদাতা

টাঙ্গাইলের সখীপুরে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে চার তলা ভবন থেকে পড়ে হিমেল (২০) নামে এক রডমিস্ত্রির মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। বৃহস্পতিবার বেলা আড়াইটার দিকে সখীপুর-কচুয়া সড়কের মা ও শিশু কেয়ার ক্লিনিক ভবনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত হিমেল বাসাইল উপজেলার ফুলকি ইউনিয়নের সেলিম মিয়ার ছেলে। তিনি সখীপুর পৌরসভার কাউচিচালা এলাকায় নানির বাড়িতে থেকে দীর্ঘদিন ধরে রডমিস্ত্রির কাজ করছিলেন।

দৈনিক ইত্তেফাক
৮ জানুয়ারি ২০২৬

## সড়কে ঝরল চার প্রাণ

ইত্তেফাক ডেস্ক

বিভিন্ন স্থানে সড়ক দুর্ঘটনায় চার জনের মৃত্যু হয়েছে। গত মঙ্গলবার এসব দুর্ঘটনা ঘটে।

**রাঙ্গুনিয়া (চট্টগ্রাম) সংবাদদাতা :** চট্টগ্রাম কাপ্তাই সড়কের রাঙ্গুনিয়ার কাটাখালি এলাকায় যাত্রীবাহী বাসের সঙ্গে মোটরসাইকেলের সংঘর্ষে দুই জনের মৃত্যু হয়েছে। রাত ১০টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এ দুর্ঘটনায় আবু সুফিয়ান আরমান (১৮) ঘটনাস্থলেই মারা যায়। এবং মোহাম্মদ আকিবকে (১৭) প্রথমে রাঙ্গুনিয়া হেলথকেয়ার হাসপাতালে নেওয়া হয়। পরে চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিলে সেখানে রাত সাড়ে ১২টায় মৃত্যু হয়।

**ত্রিশাল (ময়মনসিংহ) সংবাদদাতা :** বিকালে ত্রিশালে সড়ক দুর্ঘটনায় ভ্যানচালকের মৃত্যু হয়েছে। নিহতের নাম সুমন (৩৫)। ত্রিশাল থানার ওসি মোহাম্মদ ফিরুজ হোসেন জানান, খবর পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে লাশ উদ্ধার করা হয়েছে।

**রামু (কক্সবাজার) সংবাদদাতা :** চট্টগ্রাম কক্সবাজার মহাসড়কের রামুর জোয়ারিয়ানালায় সড়ক দুর্ঘটনায় এক অবসরপ্রাপ্ত সেনাসদস্যের মৃত্যু হয়েছে। দিবাগত রাত দেড়টার দিকে জোয়ারিয়ানালা ইউনিয়নের চা-বাগান সিএনজি ফিলিং স্টেশনসংলগ্ন এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতের নাম মো. ফরিদ।

সংবাদ
ঢাকা : মঙ্গলবার ২২ পৌষ ১৪৩২
Dhaka : Tuesday 6 January 2026

## রামপালে বাসের ধাক্কায় প্রাণ গেল চালকের

জেলা বার্তা পরিবেশক, বাগেরহাট

বাগেরহাটের রামপালে যাত্রীবাহী বাসের ধাক্কায় শাহা আলম হাওলাদার (৪২) নামের একজন আলমসাধু চালক নিহত হয়েছেন। গত রোববার বিকেলে খুলনা-মোংলা মহাসড়কের রামপাল উপজেলার ফয়লা খানজাহান আলী বিমান বন্দর এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। রামপাল থানা ও কাটাখালী হাইয়ের থানার পুলিশ জানায়, মোংলা থেকে খুলনাগামী (গাজীপুর-ব ০৪-০২৭৬) নম্বরধারী যাত্রীবাহী বাসের সঙ্গে রামপালগামী আলমসাধু ভ্যানের সঙ্গে এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এ সময় আলম সাধুর চালক গুরুতর আহত হন। তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নেয়ার পথেই সে মারা যায়। পুলিশ বাসটি ও দুমড়ে যাওয়া আলমসাধুটি জব্দ করেছে। নিহত শাহা আলম বাগেরহাটের ফকিরহাট উপজেলার বালিয়াডাঙ্গা গ্রামের বাসিন্দা বলে জানা গেছে। ফকিরহাট কাটাখালী হাইওয়ে থানার ওসি মো. জাফর আহম্মেদ দুর্ঘটনার বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন আইনি প্রক্রিয়ায় নিহতের মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। বাসের চালককে আটকের চেষ্টা চলছে।

সংবাদ
ঢাকা : বৃহস্পতিবার ২৪ পৌষ ১৪৩২
Dhaka : Thursday 8 January 2026

## গোবিন্দগঞ্জে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকের পেছনে চলন্ত ট্রাকের ধাক্কায় নিহত ২

প্রতিনিধি, গোবিন্দগঞ্জ, (গাইবান্ধা)

গোবিন্দগঞ্জে ঢাকা-রংপুর মহাসড়কে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকের সঙ্গে অপর একটি চলন্ত ট্রাকের সংঘর্ষে দুইজন নিহত হয়েছেন। গত সোমবার সন্ধ্যা সোয়া ৭টার দিকে উপজেলার দরবস্ত ইউনিয়নের কালিতলা নামক স্থানে এই দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন– টাঙ্গাইলের কালিহাতি উপজেলার জতুরপাড়া গ্রামের আইয়ুব আলীর ছেলে ট্রাক চালক আব্দুর রহিম (৪২) এবং গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার কোচাশহর ইউনিয়নের বুনোতলা রতনপুর গ্রামের গেন্দা শেখের ছেলে কাপড় ব্যবসায়ী চাঁন মিয়া (৩৫)। এদিকে ট্রাকে থাকা বগুড়ার শিবগঞ্জ উপজেলার গোপী বল্লমপুর গ্রামের আয়েন উদ্দিনের ছেলে কাপড় ব্যবসায়ী শফিকুল ইসলাম (৩৪) গুরুতর আহত হন। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, আজ বিকেল থেকে কালিতলা এলাকায় ঢাকা-রংপুর মহাসড়কের ডিভাইডারের উপর মহাসড়কের নির্মাণ কাজে নিয়োজিত একটি বালু ও পাথরবোঝাই ট্রাক (ঢাকা মেট্রো-ট ১৮-১৩৬০) বিকল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় সন্ধ্যা সোয়া ৭টার দিকে রংপুর থেকে বগুড়াগামী অপর একটি বালুবোঝাই দ্রুতগতির ট্রাক (ঢাকা মেট্রো-ট ২৪-৬৭৬৩) পেছন দিক থেকে ওই ট্রাকটিকে ধাক্কা দিলে চলন্ত ট্রাকের কেবিনে থাকা একজন যাত্রী ও ট্রাকের চালক ঘটনাস্থলেই নিহত হন। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে হাইওয়ে পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা ঘটনাস্থলে এসে ট্রাকের কেবিনে থাকা অপর যাত্রীকে আহত অবস্থায় উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করে।

সময়ের আলো
শনিবার। ১০ জানুয়ারি ২০২৬।

## কৃষকের মৃত্যু

শেরপুর প্রতিনিধি

শেরপুরের নকলায় বোরো ক্ষেতে সেচ দিতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে আকাব আলী (৫৫) নামের এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। বৃহস্পতিবার বিকালে উপজেলার ধনাকুশা পূর্বপাড়ায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত আকাব আলী ওই এলাকার মৃত জৈয়ন উদ্দিনের ছেলে।

কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
শনিবার ॥ ১০ জানুয়ারি ২০২৬

## সাগরে ট্রলারডুবি তিনজন নিহত নিখোঁজ ১

কুতুবদিয়া (কক্সবাজার) প্রতিনিধি

বঙ্গোপসাগরে কুতুবদিয়ার একটি ফিশিং ট্রলার ডুবে মাঝিমাল্লাসহ তিনজন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় এক কিশোর এখনো নিখোঁজ রয়েছে এবং আহত হয়েছেন অন্তত আটজন জেলে।

স্থানীয় সূত্র জানায়, কুতুবদিয়া উপজেলার বড়ঘোপ ইউনিয়নের অমজাখালী এলাকার কামাল কোম্পানির মালিকানাধীন এহসান মাঝির ফিশিং ট্রলারটি সাগরে মাছ ধরার সময় দুর্ঘটনার কবলে পড়ে ডুবে যায়। ট্রলারটিতে থাকা মাঝি ও জেলেরা সাগরে ছিটকে পড়েন। দুর্ঘটনার সময় সাগর থেকে ফিরতে থাকা কয়েকটি মাছ ধরার বোট সাগরে ভাসমান অবস্থায় আটজন জেলেকে আহত অবস্থায় দেখতে পেয়ে তাদের উদ্ধার করে। পরে বিষয়টি বোট মালিককে জানানো হলে আরও কয়েকটি বোট ঘটনাস্থলে গিয়ে ডুবে যাওয়া ট্রলারটি উদ্ধার করে কুতুবদিয়ায় নিয়ে আসে। ট্রলারটি তীরে আনার পর এর ভেতর থেকে দুজনের লাশ উদ্ধার করা হয়।

নিহতরা হলেন কুতুবদিয়ার অমজাখালী গ্রামের জশির আলমের ছেলে ট্রলার মাঝি এহেছান (২৫), আলী আকবর ডেইল গ্রামের লেড়ু ও অপর নিহত ব্যক্তির পরিচয় নিশ্চিত করা হয়েছে দুর্ঘটনার পর।

এদিকে দুর্ঘটনায় নিখোঁজ কুতুবদিয়ার অমজাখালী গ্রামের মাহামুল করিমের ছেলে মো. ফয়সালকে (১২) উদ্ধারে স্থানীয় জেলে ও বোট মালিকরা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

স্থানীয়রা জানান, দুর্ঘটনার সময় সাগর উত্তাল ছিল, যা ট্রলার ডুবে যাওয়ার অন্যতম কারণ হতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

সমকাল
শনিবার । ১০ জানুয়ারি ২০২৬ ।

কক্সবাজারের উখিয়া

## পাহাড় কাটার সময় মাটিচাপা পড়ে শ্রমিকের মৃত্যু

■ কক্সবাজার ও টেকনাফ প্রতিনিধি

কক্সবাজারের উখিয়ায় অবৈধভাবে পাহাড় কাটার সময় মাটিচাপা পড়ে এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল শুক্রবার ভোর ৫টার দিকে উপজেলার জালিয়াপালং ইউনিয়নের দক্ষিণ সোনাইছড়ি এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। নিহত শ্রমিকের নাম নুরুল আমিন (৩০)। তিনি একই ইউনিয়নের জুম্মাপাড়া এলাকার মীর আহমদের ছেলে।

স্থানীয়রা জানান, জালিয়াপালং ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হেলাল উদ্দিন ও তাঁর ছোট ভাই সরওয়ার দীর্ঘদিন ধরে ওই এলাকায় পাহাড় কেটে মাটির ব্যবসা করে আসছেন। প্রশাসনের পর্যাপ্ত নজরদারি না থাকায় ঝুঁকিপূর্ণ এ কাজ নির্বিঘ্নে চলছিল। নুরুল আমিন পাহাড় কাটার কাজের শ্রমিক ছিলেন। গতকাল ভোরে পাহাড় কাটার সময় একটি বড় অংশ হঠাৎ ধসে পড়লে তিনি মাটিচাপা পড়েন। ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, নুরুল আমিন ছিলেন একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। তাঁর আকস্মিক মৃত্যুতে পরিবারটি অনিশ্চয়তার মুখে পড়েছে।

ইনানী পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ দুর্জয় সরকার জানান, খবর পেয়ে পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশ উদ্ধার করে। এ বিষয়ে বন বিভাগের ইনানী রেঞ্জ কর্মকর্তা মোহাম্মদ ফিরোজ-আল-আমিন বলেন, দায়িত্ব পালন শেষ করে বন কর্মকর্তারা ভোররাতে তাদের কার্যালয়ে ফেরার পরই অবৈধভাবে পাহাড় কাটা শুরু হয়। এ সময় পাহাড় ধসে এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়।

সমকাল
শনিবার । ১০ জানুয়ারি ২০২৬ ।

## কুতুবদিয়ায় সাগরে ট্রলার ডুবে দুই জেলের মৃত্যু

■ কক্সবাজার প্রতিনিধি

কক্সবাজারের কুতুবদিয়ায় সাগরে মাছ ধরতে গিয়ে ট্রলার ডুবে দুই জেলের মৃত্যু হয়েছে। নিখোঁজ রয়েছে একজন। গত বৃহস্পতিবার গভীর রাতে এ দুর্ঘটনা ঘটে। মৃত দুই জেলে হলেন– কুতুবদিয়া উপজেলার বড়ঘোপ ইউনিয়নের অমজাখালী এলাকার জশির আলমের ছেলে এহেছান এবং আলী আকবর ডেইল এলাকার বাসিন্দা লেড়ু। এহেছান ট্রলারের মাঝি ছিলেন। নিখোঁজ রয়েছে একই এলাকার মাহামুল করিমের ছেলে মো. ফয়সাল।

স্থানীয় ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, বৃহস্পতিবার রাত ৩টার দিকে বড়ঘোপ ইউনিয়নের অমজাখালী এলাকার একটি ট্রলার সাগরে মাছ ধরার সময় দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। এক পর্যায়ে ট্রলারটি ডুবে যায়। ট্রলারে মাঝিমাল্লাসহ মোট ১১ জেলে ছিলেন। দুর্ঘটনার পর আট জেলেকে আহত অবস্থায় উদ্ধার করা গেলেও তিনজন নিখোঁজ ছিলেন। তাদের উদ্ধারে স্থানীয় জেলে ও স্বজন তল্লাশি শুরু করেন। পরে গতকাল ভোরে দুজনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

সংবাদ
ঢাকা : বুধবার ৩০ পৌষ ১৪৩২
Dhaka : Wednesday 14 January 2026

## টঙ্গীর পোশাক কারখানায় অর্ধশতাধিক শ্রমিক অসুস্থ

প্রতিনিধি, টঙ্গী (গাজীপুর)

গাজীপুরের টঙ্গীতে হঠাৎ খিঁচুনি উঠে অর্ধশতাধিক শ্রমিক অসুস্থ হয়ে পড়েছে। গত সোমবার বিকাল সাড়ে ৩টায় টঙ্গী বিসিকের মেঘনা রোডের মা টাওয়ারে এ্যামট্রানেট গ্রুপের প্রতিষ্ঠান গার্মেন্টস এক্সপোর্ট ভিলেইজ লিমিটেডে এ ঘটনা ঘটে। বিকাল সাড়ে ৪টা পর্যন্ত টঙ্গী আহসান উল্লাহ মাস্টার জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রোগীর মধ্যে মনি আক্তার, মারুফা বেগম, বিথী, শিল্পী মিঠু রায় শাবনুর, ঝুমুর, সাথীজা, লাইলি, হেনা, কল্পনা, নুরুজ্জামান ও ফারজানা আক্তারের নাম জানা গেছে।

টঙ্গী শহীদ আহসান উল্লাহ মাস্টার জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অপারেটর মোর্শেদা বেগম বলেন, এই প্রতিষ্ঠানে ৫ হাজার শ্রমিক কাজ করে। বর্তমান মাসের বেতনের জন্য আমরা তিন দিন ধরে আন্দোলন করে আসছি। গতকাল বিকেল সাড়ে ৩টার দিকে হঠাৎ ৫ম তলায় গ্যাস ছড়িয়ে পড়ে। এতে অসংখ্য শ্রমিক খিঁচুনি উঠে অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে আসছে। টঙ্গী শহীদ আহসান উল্লাহ মাস্টার জেনারেল হাসপাতালের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক পেনিক অ্যাটাকে শ্রমিকরা অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে আসছেন। কয়েকজনকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

এ বিষয়ে গার্মেন্টস এক্সপোর্ট ভিলেইজ লিমিটেডের জেনারেল ম্যানেজার সুজন মাহমুদ বলেন, শ্রমিকরা কাজ করা অবস্থায় মাথা ঘুরে পড়ে যাচ্ছে। চোখ জ্বালাপোড়া ও বমির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে।

যুগান্তর
মঙ্গলবার ১৩ জানুয়ারি ২০২৬
২৯ পৌষ ১৪৩২

## বিদ্যুৎস্পৃষ্টে পিকআপ ভ্যান চালকের মৃত্যু

যুগান্তর প্রতিবেদন

রাজধানীর কদমতলীতে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে এক পিকআপ ভ্যানচালকের মৃত্যু হয়েছে। তার নাম ফাহিম হোসেন। সোমবার বিকাল সাড়ে ৪টার দিকে অচেতন অবস্থায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে নেওয়া হলে জরুরি বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। ফাহিম হোসেন পিরোজপুরের ভান্ডারিয়া উপজেলার শ্রীপুর গ্রামের আব্দুল হামিদ হাওলাদারের ছেলে। তিনি পরিবারের সঙ্গে রাজধানীর কদমতলীর সাদ্দাম মার্কেটের পাশে জিরো পয়েন্ট এলাকায় ভাড়া বাসায় বসবাস করতেন। ফাহিমের বড় ভাই মাহিম হোসেন বলেন, সোমবার বিকালের দিকে কদমতলীর সাদ্দাম মার্কেটের পাশে তুষার ধারা এলাকায় একটি নির্মাণাধীন ভবনের তৃতীয়তলার নিচতলায় ঢালাই কাজ চলছিল। কাজ শেষে জেনারেটরের সুইচ বন্ধ করার সময় অসাবধানতাবশত বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন ফাহিম। এতে তিনি ঘটনাস্থলেই অচেতন হয়ে পড়েন। পরিবারের সদস্যরা তাকে দ্রুত ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক জানান, ফাহিম হোসেন আর বেঁচে নেই।

JANUARY 10, 2026
POUSH 26, 1432 BS
The Daily Star

## Worker dies from electrocution

OUR CORRESPONDENT, *Jamalpur*

A mason was electrocuted to death while working at a construction site in Madarganj upazila of Jamalpur yesterday morning.

The deceased was identified as Hridoy Mia, 24, of Balijuri village under Madarganj municipality.

The incident occurred while Hridoy was working on the roof of the under-construction gate of the Madarganj municipal building.

According to police and co-workers, he accidentally came into contact with a live electric wire and was critically injured.

যুগান্তর
শুক্রবার ৯ জানুয়ারি ২০২৬

## লোহাগাড়ায় দেওয়াল ধসে প্রাণ গেল যুবকের

লোহাগাড়া (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি

লোহাগাড়ায় পুরোনো মাটির ঘরের দেওয়াল ধসে মাটি চাপা পড়ে খালেদ নামে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। বৃহস্পতিবার দুপুরে চুনতি ৪ নম্বর ওয়ার্ডের শমসু হাজী পাড়ায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। খালেদ আব্দুল মন্নানের ছেলে। পেশায় এসি ও ফ্রিজ সার্ভিসিং মিস্ত্রি। স্থানীয়রা জানান, নতুন একটি বিল্ডিং ঘর নির্মাণের প্রস্তুতির অংশ হিসেবে পুরোনো মাটির ঘরের দেওয়াল ভাঙার কাজ চলছিল। এ সময় হঠাৎ দেওয়াল ধসে পড়লে খালেদ মাটির নিচে চাপা পড়ে গুরুতর আহত হন।

কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা

NEW AGE
SUNDAY, JANUARY 11, 2026, PAUSH 27, 1432 BS

# Four forest workers injured in Fatikchari land eviction drive

Bangladesh Sangbad Sangstha · Chattogram

FOUR forest workers were seriously injured in an attack by villagers during an eviction drive to recover encroached government forest land at Fatikchari in Chattogram on Saturday.

They have been admitted to Chattogram Medical College Hospital.

The incident took place in the Dhuilachari New Mosque area of Ward1 of Kanchannagar under the upazila.

Fatikchari police station OC Md Selim confirmed the incident involving forest officers Abrarur Rahman, Khandaker Mafuz Ali, Bachchu Mia and Biplob.

They were initially taken to Fatikchari upazila health complex and later transferred to CMCH Hospital due to their deteriorating condition.

Kanchannagar UP member Mohammad Enam reported a dispute with locals over the forest department's efforts to reclaim encroached government land, which escalated into a clash.

Fatikchari upazila nirbahi officer Sayeed Mohammad Ibrahim, accompanied by Bangladesh Army personnel, visited the site after the incident.

The UNO stated that the administration was working to restore order.

OC Md Selim mentioned that the forest officials were attacked by locals during the eviction drive, with one officer being assaulted while trying to escape. 'Legal action is being taken in response to the incident.'

কালের কণ্ঠ
ঢাকা। মঙ্গলবার। ১৩ জানুয়ারি ২০২৬

# পাঁচ জেলায় সড়কে ঝরল সাত প্রাণ

কালের কণ্ঠ ডেস্ক ▷

ফরিদপুরে ট্রেন-পিকআপ সংঘর্ষে দুই ভাইসহ তিন শ্রমিক মারা গেছেন। গাইবান্ধায় ট্রাক্টরের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষে মারা গেছেন মোটরবাইকের চালক। যশোরে নছিমন উল্টে মৃত্যু হয়েছে চালকের। এ ছাড়া হবিগঞ্জ ও দিনাজপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় দুজন নিহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। কালের কণ্ঠের প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর :

**ফরিদপুর :** বোয়ালমারী পৌর সদরে অরক্ষিত লেভেলক্রসিংয়ে যাত্রীবাহী লোকাল ট্রেন এবং জুটমিলের শ্রমিকবাহী পিকআপের সংঘর্ষে দুই ভাইসহ তিন শ্রমিক নিহত হয়েছেন। এ দুর্ঘটনায় আরো অন্তত ১০ শ্রমিক আহত হন। গতকাল বিকেল ৩টার দিকে কালুখালী-ভাটিয়াপাড়া রেললাইনের সোতাশি এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা সবাই জনতা জুটমিলের শ্রমিক। তাঁরা হলেন বিলসরাইল গ্রামের ছায়ফার মোল্যার দুই ছেলে জব্বার মোল্যা ও মুছা মোল্যা এবং একই গ্রামের আবুল কালামের স্ত্রী জাহানারা বেগম।

**গাইবান্ধা :** সুন্দরগঞ্জ পৌর এলাকায় গতকাল ট্রাক্টরের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষে মোটরবাইকের চালক কাবিল হোসেন (৩৮) নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় তাঁর ছোট ভাই হাতেম মিয়া (৩৩) গুরুতর আহত হয়ে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন।

দুর্ঘটনাটি ঘটেছে গতকাল পৌরসভার মহিলা দাখিল মাদরাসাসংলগ্ন সড়কে। নিহত কাবিল উপজেলার বেলকা ইউনিয়নের জিগাবাড়ি গ্রামের নজির হোসেনের ছেলে।

**অভয়নগর (যশোর) :** অভয়নগরে শ্যালোইঞ্জিনচালিত নছিমন উল্টে চালক নূর আলী শেখের (২৩) মৃত্যু হয়েছে। গতকাল সকালে উপজেলার বাঘুটিয়া ইউনিয়নের সিংগাড়ী বাজারসংলগ্ন সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত নূর আলী উপজেলার বাঘুটিয়া ইউনিয়নের বাঘুটিয়া দক্ষিণপাড়া এলাকার মাসুম শেখের ছেলে।

**হবিগঞ্জ :** বাহুবলে ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে শ্যামলী পরিবহনের বাসের চাপায় অটোরিকশার চালক সাজু মিয়া (২২) নিহত হয়েছেন। গতকাল সকালে উপজেলার চারগাঁও এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত সাজু মিয়া একই উপজেলার ফিরোজ মিয়ার ছেলে।

**দিনাজপুর :** দিনাজপুরের চিরিরবন্দর উপজেলায় ট্রাক্টর ও ইজি বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে খালিদ মোহাম্মদ (১৬) নামের এক স্কুল শিক্ষার্থীর মৃত্যু হয়েছে। এ সময় আরো ৯ শিক্ষার্থী আহত হয়েছে।

গতকাল বিকেলে ইসবপুর ইউনিয়নের দক্ষিণ নগর ক্লাবের মোড়ে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত খালিদ উপজেলার আমেনা বাকী রেসিডেন্সিয়াল স্কুল ও কলেজের দশম শ্রেণির ছাত্র ও উপজেলার ঘুঘুরাতলী এলাকার ব্যবসায়ী আসাদুল্লাহ দৌলার ছেলে।

সংবাদ
ঢাকা : বুধবার ৩০ পৌষ ১৪৩২
Dhaka : Wednesday 14 January 2026

# কলাপাড়ায় ট্রাকের চাপায় বাইকচালক নিহত

প্রতিনিধি, কলাপাড়া (পটুয়াখালী)

পটুয়াখালীর কলাপাড়ার ধুলাসার ইউনিয়নের অনন্ত পাড়া সড়কে ট্রাক চাপায় আরিফুল ইসলাম নামে এক মোটরসাইকেল চালক নিহত হয়েছে। গত সোমবার রাত ৯টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। পুলিশ ও স্থানীয়রা জানান, নিহত আরিফুল ইসলাম ধুলাসারের বৌলতলী গ্রামের গেন্দু শরীফের ছেলে। সে রাতে অনন্ত পাড়া গ্রামে নিজের ট্রাক্টর রেখে মোটরসাইকেল চালিয়ে বাড়িতে যাচ্ছিলেন। এ সময় মোটরসাইকেলটি অনন্তপাড়া থেকে বৌলতলী গ্রামে যাওয়ার সময় আলীপুর মৎস্য বন্দর গামী একটি ট্রাক তাকে চাপা দেয়। এতে মোটরসাইকেলটি ট্রাকের নিচে চাপা পড়ে দুমড়ে মুচড়ে যায় এবং আরিফুল রক্তাক্ত জখম হয়। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাকে হাসপাতালে নেয়ার আগেই তার মৃত্যু হয়।

মহিপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মহব্বত খান জানান, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে নিহতের মরদেহ উদ্ধার করে এবং ট্রাক চালক ও তার সহযোগীকে আটক করে।

দেশ রূপান্তর
শনিবার, ১০ জানুয়ারি ২০২৬,

# শ্রমিক কলোনিতে আগুন

সাভার (ঢাকা) সংবাদদাতা

সাভারের আশুলিয়ায় শ্রমিক কলোনিতে অগ্নিকাণ্ড হয়েছে। পরে ফায়ার সার্ভিস প্রায় দুই ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে এনেছে। তবে অগ্নিকাণ্ডে কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা সোয়া ৭টায় সাভারের আশুলিয়ার থানা রোড এলাকার আলাউদ্দিনের মালিকাধীন শ্রমিক কলোনিতে অগ্নিকাণ্ড হয়। ডিইপিজেড ফায়ার সার্ভিসের ফায়ার ফাইটার কাউসার আলী বলেন, কীভাবে আগুনের সূত্রপাত হয়েছে, তা জানা যায়নি এবং প্রায় ২ লাখ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে জানান তিনি।

কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা।

যুগান্তর | মঙ্গলবার ১৩ জানুয়ারি ২০২৬
২৯ পৌষ ১৪৩২

# ছেলের বিয়ের দাওয়াত দিতে গিয়ে নিহত বাবা

যুগান্তর ডেস্ক

গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জে ছেলের বিয়ের দাওয়াত দিতে গিয়ে ট্রাক্টরচাপায় প্রাণ হারিয়েছেন মোটরসাইকেল আরোহী কাবিল হোসেন মণ্ডল। দুর্ঘটনায় কাবিলের ভাই হাতেম আলীও গুরুতর আহত হয়েছেন। সোমবার দুপুরে গাইবান্ধা-সুন্দরগঞ্জ সড়কের সুন্দরগঞ্জ পৌরসভার ৫ নম্বর ওয়ার্ডের গাজিরকুড়া এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

এছাড়া দুর্ঘটনায় চার স্থানে আরও চারজনের প্রাণ গেছে। তাদের মধ্যে বগুড়ায় শ্রমিক, দিনাজপুরে শিক্ষার্থী, নোয়াখালীতে শিশু এবং যশোরে যুবক রয়েছেন। ব্যুরো, স্টাফ রিপোর্টার ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

**সুন্দরগঞ্জ (গাইবান্ধা) :** কাবিল উপজেলার বেলকা ইউনিয়নের জিগাবাড়ী গ্রামের নজির হোসেন নজু মণ্ডলের ছেলে। তিনি ছেলের বিয়ের দাওয়াত দিতে স্বজনদের বাড়ির উদ্দেশে ভাই হাতেম আলীকে মোটরসাইকেলে নিয়ে বের হন। ওই এলাকায় পৌঁছালে ট্রাক্টর-মোটরসাইকেল সংঘর্ষ ঘটে। এতে কাবিল চাপা পড়ে ঘটনাস্থলেই মারা যান। আহত হাতেমকে উদ্ধার করে সুন্দরগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে।

**বগুড়া :** দুপচাঁচিয়ায় পিকআপের ধাক্কায় শ্রমিক পারভেজ প্রামাণিকের মৃত্যু হয়েছে। সোমবার বিকালে উপজেলার বগুড়া-নওগাঁ সড়কের মেইল বাসস্ট্যান্ড এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। পারভেজ বগুড়ার শিবগঞ্জ উপজেলার আটমূল ইউনিয়নের কুড়াহার গ্রামের পারুল প্রামাণিকের ছেলে। তিনি কাহালুর বীরকেদার গ্রামে শ্বশুরবাড়িতে বসবাস করতেন। স্থানীয় আজাদ পাল্প অ্যান্ড পেপার মিলের শ্রমিক ছিলেন তিনি।

প্রথম আলো
শনিবার, ১০ জানুয়ারি ২০২৬,

# বাবা-ছেলেসহ ৯ জেলায় নিহত ১৯ জন

সড়ক দুর্ঘটনা

কুমিল্লার দাউদকান্দিতে বাস উল্টে মোটরসাইকেলে চাপায় নিহত ৪। চট্টগ্রামে ট্রাকে স্লিপার বাসের ধাক্কায় নিহত ৩ জন।

**প্রথম আলো ডেস্ক**

কুমিল্লার দাউদকান্দিতে বাস উল্টে মোটরসাইকেল ও ব্যাটারিচালিত অটোরিকশাকে ধাক্কা ও চাপা দেওয়ার ঘটনা ঘটেছে। এ সময় বাসটিতে আগুন ধরে মোটরসাইকেল আরোহী বাবা-ছেলে ও বাসের দুই যাত্রী নিহত হয়েছেন। নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে দুটি শিশু ও একজন নারী রয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন অন্তত ৩০ জন।

গতকাল শুক্রবার দুপুর সোয়া ১২টার দিকে দাউদকান্দির বানিয়াপাড়া এলাকায় ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এ ছাড়া চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে তল্লাশিচৌকিতে থামানো ট্রাকের পেছনে দ্বিতল স্লিপার বাসের ধাক্কায় তিনজনসহ দেশের ৭ জেলায় ১৫ জন নিহত হয়েছেন।

দাউদকান্দিতে নিহত ব্যক্তিরা হলেন মোটরসাইকেলচালক দাউদকান্দির পূর্ব পেন্নাই এলাকার শামীম (৪২) ও তাঁর ছেলে নাদিফ (৬)। নিহত অপর শিশু বাসযাত্রী হোসাইন (২)। সে নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁর মাঝেরচর এলাকার সুমন হোসেনের ছেলে। এ ঘটনায় সুমন ও তাঁর স্ত্রী আহত হয়েছেন। নিহত অপরজন নারী (৩৫)। গতকাল সন্ধ্যা পর্যন্ত তাঁর পরিচয় জানা যায়নি। তিনিও বাসের যাত্রী ছিলেন। আহত ব্যক্তিদের মধ্যে ১২ জনকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স থেকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

### ট্রাকে বাসের ধাক্কা, নিহত ৩

চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে কাঠবোঝাই ট্রাকের পেছনে ধাক্কা দেওয়ায় শীতাতপনিয়ন্ত্রিত একটি দ্বিতল বাসের (স্লিপার কোচ) তিন যাত্রী নিহত ও পাঁচজন আহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে উপজেলার ধুমঘাট সেতু এলাকায় বন বিভাগের তল্লাশিচৌকিতে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত যাত্রীরা হলেন মিরসরাইয়ের মসজিদিয়া গ্রামের নাফিস আহমেদ (১৬), চট্টগ্রাম নগরের চান্দগাঁও থানা এলাকার ছাবিতুন নাহার (২৫) ও গাইবান্ধার ফুলছড়ি উপজেলার কাতলামারি এলাকার মিন্টু মিয়া।

### ৮ জেলায় ১২ জন নিহত

মুন্সিগঞ্জের শ্রীনগর উপজেলার ফেরিঘাট এলাকায় গতকাল সন্ধ্যায় এক্সপ্রেসওয়েতে যাত্রীবাহী বাসের চাপায় মোটরসাইকেলের দুই আরোহী নিহত হন। নিহতদের একজন মতিউর রহমান (৫০), তাঁর বাড়ি কেরানীগঞ্জের কলাতিয়া এলাকায়।

মুন্সিগঞ্জের সিরাজদিখান উপজেলার নিমতলা এলাকায় গতকাল ভোরে ঢাকা-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়েতে একটি বিকল ট্রাকের পেছনে বাসের ধাক্কায় ১ জন নিহত ও ২০ জন আহত হয়েছেন। নিহত ব্যক্তি পূর্বাশা পরিবহনের বাসটির সুপারভাইজার মো. তারেক (৪৫)।

কুমিল্লার দাউদকান্দির ইলিয়টগঞ্জে বৃহস্পতিবার রাত পৌনে ১১টার দিকে ঘন কুয়াশায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মহাসড়কে বাস উল্টে ২ যাত্রী নিহত ও ২০ জন আহত হয়েছেন। নিহত ব্যক্তিরা হলেন ফেনীর ফুলগাজীর সাইদুল হক মজুমদার (৩৪) ও নোয়াখালীর কোম্পানীগঞ্জের আরমান হোসেন (১৬)।

চাঁপাইনবাবগঞ্জের ভোলাহাট উপজেলার ফতেপুর খাসপাড়া মোড়ে গতকাল সকালে ট্রাক্টরের ধাক্কায় নিহত হয়েছেন মোটরসাইকেল আরোহী মিলন আলী। ময়মনসিংহের গফরগাঁও উপজেলার উত্তরপাড়ায় বৃহস্পতিবার রাতে সিএনজিচালিত অটোরিকশার চাপায় নিহত হয়েছেন বাইসাইকেল আরোহী গিয়াস উদ্দিন (৭৫)। পটুয়াখালীর বাউফলের রশিদবাগে বৃহস্পতিবার রাতে ট্রাকচাপায় নিহত হয়েছেন ব্যাটারিচালিত অটোরিকশার চালক মো. মোতালেব হোসেন (১৮)।

নোয়াখালীর চাটখিল উপজেলা পরিষদ সড়কের ব্রিজসংলগ্ন এলাকায় বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় মোটরসাইকেলের ধাক্কায় নিহত হয়েছেন ব্যবসায়ীর রিজভী হোসেন (৪৫)। টাঙ্গাইলের মির্জাপুরের গোড়াইয়ে গতকাল সকালে ট্রাকচাপায় নিহত হয়েছেন অজ্ঞাতপরিচয় এক নারী। সখীপুর উপজেলার কচুয়া বাজার এলাকায় গতকাল দুপুরের মোটরসাইকেল ও অটোভ্যানের মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহত হয়েছে মোটরসাইকেল আরোহী স্কুলছাত্র তুহিন (১৬)। ঝিনাইদহ সদরের বাদামতলায় গতকাল সন্ধ্যায় প্রাইভেট কারের ধাক্কায় নিহত হন মোটরসাইকেল আরোহী পল্লিচিকিৎসক মোক্তার হোসেন (৪৫)।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
বৃহস্পতিবার ॥ ১৫ জানুয়ারি ২০২৬

# টঙ্গীতে বিষাক্ত গ্যাসে শতাধিক শ্রমিক অসুস্থ

টঙ্গী প্রতিনিধি

গাজীপুরের টঙ্গী হিমারদীঘি এলাকায় ব্রাভো অ্যাপারেল ম্যানুফ্যাকচারার লিমিটেড নামের একটি পোশাক কারখানায় বিষাক্ত গ্যাসে শতাধিক শ্রমিক অসুস্থ হওয়ার ঘটনা ঘটেছে। তাদের উদ্ধার করে টঙ্গীর শহীদ আহসান উল্লাহ মাস্টার জেনারেল হাসপাতালসহ আশপাশের হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। এদের মধ্যে অর্ধশত শ্রমিক টঙ্গী সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা নেন। গুরুতর আহত ১৫ জনকে হাসপাতালে ভর্তি রাখা হয়েছে। অসুস্থ শ্রমিক সুমনা ও সুমা আক্তার জানান, গতকাল সকালে কাজে যোগ দেওয়ার কিছুক্ষণ পর কারখানার ভিতরে বিষাক্ত (গ্যাস) গন্ধ আসতে থাকে। সময় বাড়ার সঙ্গে

### টঙ্গীতে বিষাক্ত গ্যাসে

[তৃতীয় পৃষ্ঠার পর] সঙ্গে গন্ধের তীব্রতা বাড়তে থাকে। এতে শ্রমিকরা অসুস্থ হতে থাকে। কেউ শ্বাসকষ্ট, কেউ অজ্ঞান হয়ে পড়ে। এমন খবর অন্যান্য শ্রমিকদের মাঝে ছড়িয়ে পড়লে আতঙ্ক শুরু হয়। বাড়তে থাকে অসুস্থ শ্রমিকের সংখ্যা। এ সময় অসুস্থ শ্রমিকদের উদ্ধার করে শহীদ আহসান উল্লাহ মাস্টার জেনারেল হাসপাতাল ও গাজীপুর শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেলে নিয়ে চিকিৎসা দেওয়া হয়। আবার অনেক শ্রমিক কারখানা ছুটি হওয়ার পর বাসায় গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ে।

হাসপাতালে আসা এক রোগীর স্বজন বলেন, শ্রমিকরা অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি রয়েছে, কিন্তু শ্রমিকদের খোঁজখবর নেওয়ার জন্য কারখানা কর্তৃপক্ষের কোনো লোকজন নেই।

শহীদ আহসান উল্লাহ মাস্টার হাসপাতালের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক নাহিদ সুলতানা বলেন, হাসপাতালে আসা বেশির ভাগ শ্রমিক 'প্যানিক অ্যাটাক' জনিত কারণে অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাদের মধ্যে কিছু শ্রমিক শ্বাসকষ্ট ও শারীরিক দুর্বলতায় ভুগছেন। অনেকেই প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়ে বাসায় ফিরে গেছেন। যাদের অবস্থা গুরুতর তারা ভর্তি রয়েছেন।

কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা

প্রথম আলো
সোমবার, ২৬ জানুয়ারি ২০২৬,

# অটোরিকশায় বাসের ধাক্কা শিক্ষার্থীসহ নিহত ৩

সড়ক দুর্ঘটনা

শনির আখড়ায় ট্রাকের ধাক্কায় মোটরসাইকেলের দুই আরোহী নিহত। পাঁচ জেলায় পৃথক দুর্ঘটনায় নিহত ৫।

প্রথম আলো ডেস্ক

শান্ত ইসলাম

রাজশাহীর পুঠিয়ায় বাসের ধাক্কায় ব্যাটারিচালিত অটোরিকশায় থাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীসহ তিনজন নিহত হয়েছেন। আর রাজধানীর শনির আখড়ায় ট্রাকের ধাক্কায় নিহত হয়েছেন মোটরসাইকেলের দুই আরোহী। এ ছাড়া আরও পাঁচ জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় পাঁচজন নিহত হয়েছেন। গত শনিবার রাত থেকে গতকাল রোববার সকাল পর্যন্ত এসব দুর্ঘটনা ঘটে।

রাজধানী ঢাকা ও রাজশাহী বাদে অন্য দুর্ঘটনাগুলো ঘটেছে ঝিনাইদহ, সিলেট, ফরিদপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও মুন্সিগঞ্জে। এসব দুর্ঘটনায় দুই শিশুসহ ১০ জন আহত হয়েছেন। প্রথম আলোর

শনিবার গভীর রাতে মুন্সিগঞ্জের সিরাজদিখানে ঢাকা-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়েতে একটি মালবাহী পিকআপকে পেছন থেকে বাস ধাক্কা দিলে পিকআপের চালক ঘটনাস্থলেই নিহত হন এবং তাঁর সঙ্গী আহত হন।

যুগান্তর
বৃহস্পতিবার,১৫ জানুয়ারি ২০২৬
১ মাঘ ১৪৩২

# সেনাসদস্য বাবা নিহত হাসপাতালে ছেলে

যুগান্তর ডেস্ক

কুড়িগ্রামে ট্রাক-মোটরসাইকেল সংঘর্ষে সেনাবাহিনীর সাবেক সদস্য নজরুল ইসলাম নিহত হয়েছেন। দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন তার ছেলে সেনাসদস্য নাজমুল ইসলামও। বর্তমানে তিনি কুড়িগ্রাম সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। বুধবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে কুড়িগ্রাম শহরের ধরলা ব্রিজ এলাকার তারামন বিবির মোড়ে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এছাড়া দুর্ঘটনায় তিন স্থানে আরও তিনজনের প্রাণ গেছে। তাদের মধ্যে নারায়ণগঞ্জে পথচারী, নেত্রকোনায় বৃদ্ধ এবং চাঁদপুরে যুবক রয়েছেন। এদিকে সুনামগঞ্জে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খালে পড়েছে প্রাইভেটকার।

সুনামগঞ্জ: শান্তিগঞ্জ উপজেলায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে প্রাইভেট কার খালে পড়েছে। দুর্ঘটনায় গাড়িচালক শাকিল আহমদ গুরুতর আহত হয়েছেন। তাকে উদ্ধার করে সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। চিকিৎসকরা তার অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানিয়েছেন। বুধবার বিকালে শান্তিগঞ্জ উপজেলার পূর্ব পাগলা ইউনিয়নের নওগাঁও এলাকায় সিলেট-সুনামগঞ্জ আঞ্চলিক মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

যুগান্তর | বুধবার ১৪ জানুয়ারি ২০২৬
৩০ পৌষ ১৪৩২

# মাদারীপুরে কাভার্ড ভ্যানচাপায় ২ নারীসহ নিহত ৩, বাঁচল শিশু

যুগান্তর ডেস্ক

মাদারীপুরে কাভার্ড ভ্যানচাপায় দুই নারীসহ তিন আরোহী প্রাণ হারিয়েছেন। এ সময় অলৌকিকভাবে বেঁচে গেছে আরোহীদের সঙ্গে থাকা শিশু। মঙ্গলবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কের মস্তফাপুর ইউনিয়নের তাঁতিবাড়ি এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। এছাড়া দুর্ঘটনায় আট স্থানে নিহত হয়েছেন আরও আটজন। তাদের মধ্যে বরিশাল ও চট্টগ্রামে বৃদ্ধসহ দুজন, গোপালগঞ্জে প্রবাসী, শেরপুরে কৃষক এবং সাতক্ষীরা, দিনাজপুর, নোয়াখালী ও গাজীপুরে চার যুবক রয়েছেন। ব্যুরো, স্টাফ

নালিতাবাড়ী (শেরপুর) : নালিতাবাড়ীতে ট্রাক্টরচাপায় কৃষক মনোষ হাজংয়ের মৃত্যু হয়েছে। সোমবার রাতে উপজেলার সীমান্ত সড়কের দাওধারা এলাকায় এ দুর্ঘটনাটি ঘটে। মনোষ হাজং ওই এলাকার বাসিন্দা।

বণিক বার্তা
শনিবার, জানুয়ারি ১৭, ২০২৬

# চার জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ৬

বণিক বার্তা ডেস্ক ■

নোয়াখালীতে পিকআপচাপায় মোটরসাইকেলের দুই আরোহী নিহত হয়েছেন। এছাড়া সড়ক দুর্ঘটনায় রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও ভোলায় আরো চারজনের প্রাণহানি হয়েছে। গতকাল ও আগের দিন রাতে এসব দুর্ঘটনা ঘটে। বিস্তারিত প্রতিনিধিদের পাঠানো খবরে—

রাঙ্গামাটি: জেলার আসামবস্তি-কাপ্তাই সংযোগ সড়কের কামিলাছড়ি মগবান এলাকায় পিকআপ খাদে পড়ে দুই শ্রমিক নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন আরো একজন। বৃহস্পতিবার রাত ১০টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন রাঙ্গামাটি সদর উপজেলার মগবান ইউনিয়নের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের কামিলাছড়ির বাসিন্দা সাদেক চাকমা (৩৮) ও মিলন চাকমা (৫০)। আহত বিনয় চাকমা (৩৫) একই এলাকার বাসিন্দা। রাঙ্গামাটির কোতোয়ালি থানার ওসি মো. জসীম উদ্দীন জানান, মরদেহ হাসপাতাল মর্গে রয়েছে। নিহতদের স্বজনরা এলে আইনি প্রক্রিয়া শুরু করা হবে।

দৈনিক ইত্তেফাক
১৭ জানুয়ারি ২০২৬

# সড়কে ঝরল পাঁচ প্রাণ

■ ইত্তেফাক ডেস্ক

বিভিন্ন স্থানে সড়ক দুর্ঘটনায় পাঁচ জনের মৃত্যু হয়েছে। গত বৃহস্পতিবার রাতে ও শুক্রবার ভোর রাতে এসব দুর্ঘটনা ঘটে।

রাঙ্গামাটি (দক্ষিণ) প্রতিনিধি : রাঙ্গামাটিতে কাঠবোঝাই মিনি পিকআপ খাদে পড়ে দুই জন নিহত ও এক জন আহত হয়েছেন। গত বৃহস্পতিবার রাতে কাঠবোঝাই পিকআপ ভ্যান রাঙ্গামাটি শহরের আসামবস্তি-কাপ্তাই সড়কের কামিলাছড়ি মগবান এলাকায় এলে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন—সাদেক চাকমা (৩৮) ও মিলন চাকমা (৫০)। দুর্ঘটনায় বিনয় চাকমা নামের এক জন আহত হয়েছেন। রাঙ্গামাটি কোতোয়ালি থানার ওসি মো. জসিম উদ্দিন দুর্ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

তজুমদ্দিন (ভোলা) সংবাদদাতা : তজুমদ্দিনে অটোরিকশার ধাক্কায় এক ব্যবসায়ীর মৃত্যু হয়েছে। নিহতের নাম মো. বাবুল (৪৫)। স্থানীয়রা জানান, শুক্রবার সকালে বাবুল তার ভাগ্নির জানাজা শেষে আড়ালিয়া হাওলাদার বাড়ির পূর্ব পাশের মোড়ে রাস্তার এক পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন। এ সময় একটি অটোরিকশা পেছনের দিকে ঘোরাতে গিয়ে তাকে ধাক্কা দেয়। এতে তিনি রাস্তায় পড়ে গিয়ে মাথায় আঘাত পান। স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

কলারোয়া (সাতক্ষীরা) সংবাদদাতা: কলারোয়ায় যাত্রীবাহী বাস ও নছিমনের মুখোমুখি সংঘর্ষে এক জনের মৃত্যু হয়েছে। নিহত হলো—নছিমনচালক রাকিবুল ইসলাম অপু (২১)। শুক্রবার সকাল ৭টার দিকে যশোর-সাতক্ষীরা আঞ্চলিক মহাসড়কের ইলিশপুর নামক স্থানে এ দুর্ঘটনা ঘটে। কলারোয়া থানার ওসি এইচ এম শাহীন দুর্ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

নন্দীগ্রাম (বগুড়া) সংবাদদাতা: নন্দীগ্রামে ভটভটি ও মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে এক কলেজছাত্রের মৃত্যু হয়েছে। নিহতের নাম আকাশ আহম্মেদ (২০)। সে উপজেলার ভাটরা ইউনিয়নের মুরারিদীঘি গ্রামের হাবিবুর রহমান বাদশার ছেলে ও বগুড়া ফকির উদ্দিন স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষার্থী। বৃহস্পতিবার রাতে উপজেলার কাথম-কালীগঞ্জ আঞ্চলিক মহাসড়কের মনিনাগ এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নন্দীগ্রাম থানার ওসি মিজানুর রহমান দুর্ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা

প্রথম আলো
বৃহস্পতিবার, ১৫ জানুয়ারি ২০২৬

# সাবেক সেনাসদস্যসহ ৬ জেলায় নিহত ৭

প্রথম আলো ডেস্ক

দেশের ছয় জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় সাবেক এক সেনাসদস্যসহ অন্তত সাতজন নিহত হয়েছেন। গত মঙ্গলবার মধ্যরাত থেকে গতকাল বুধবার বিকেলের মধ্যে এসব দুর্ঘটনা ঘটে।

কুড়িগ্রাম শহরের ধরলা সেতু এলাকার তারামন বিবির মোড়ে গতকাল দুপুরের দিকে ট্রাক ও মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহত হন সাবেক সেনাসদস্য নজরুল ইসলাম (৫৮)। এ ঘটনায় তাঁর ছেলে নাজমুল ইসলাম আহত হয়েছেন।

নিহত নজরুল ইসলাম কুড়িগ্রাম সদর উপজেলার যাত্রাপুর ইউনিয়নের শ্যামপুর ধরলারপাড় এলাকার বাসিন্দা। তিনি ওই ইউনিয়ন বিএনপির সদস্য ছিলেন।

গাজীপুরের টঙ্গী স্টেশন রোড এলাকায় গতকাল বিকেলে দুটি বাসের মাঝখানে পড়ে চালকের সহকারী আউয়াল (৪৫) নিহত হয়েছেন। তিনি গাজীপুরের বোর্ডবাজার এলাকার বাসিন্দা ও আজমেরী পরিবহনের বাসের হেলপার ছিলেন।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আশুগঞ্জ উপজেলার সোনারামপুর সেতুর ওপর গতকাল সন্ধ্যায় ট্রাকের সঙ্গে সংঘর্ষে নিহত হয়েছেন মোটরসাইকেলের দুই আরোহী সামাউন (২০) ও আবদুর রহমান (২৩)। তাঁদের বাড়ি ভৈরব উপজেলার লক্ষ্মীপুর গ্রামে।

নেত্রকোনার কলমাকান্দা উপজেলার গারামপাড়া এলাকায় গতকাল বেলা দেড়টার দিকে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় নিহত হয়েছেন কৃষক মো. আইন উদ্দিন (৭৭)। তিনি একই এলাকার বাসিন্দা।

নারায়ণগঞ্জ শহরের চানমারি এলাকায় গতকাল দুপুরে ট্রাকচাপায় নিহত হয়েছেন পথচারী মাদুলী ইসলাম ভূঁইয়া (৭০)। তিনি রূপগঞ্জ উপজেলার কাঞ্চন পৌরসভার রানীপুরা এলাকার বাসিন্দা।

চাঁদপুর শহরের ওয়্যারলেস এলাকায় মঙ্গলবার রাত ১১টার দিকে পিকআপ ভ্যান ও সিএনজিচালিত অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহত হন মো. শাহজালাল (২৪)। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন দুজন। হতাহত ব্যক্তিরা সবাই অটোরিকশার যাত্রী ছিলেন।

দৈনিক ইত্তেফাক
বৃহস্পতিবার
১ মাঘ ১৪৩২, ১৫ জানুয়ারি ২০২৬

# টঙ্গীতে দুই পোশাক কারখানায় শতাধিক শ্রমিক হঠাৎ অসুস্থ

গাজীপুর প্রতিনিধি

টঙ্গীতে গতকাল বুধবার সকালে দুটি পোশাক কারখানার শতাধিক শ্রমিক হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। এদের মধ্যে ৪০ জনকে টঙ্গী সরকারি হাসপাতালে এবং স্থানীয় ক্লিনিকে চিকিৎসা দেওয়া হয়। এ ঘটনায় শ্রমিকদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, এক্সপোর্ট ভিলেজ ও ব্রাভো এ্যাপারেলস কারখানার শ্রমিকরা বেলা ১০টার দিকে বমি, শ্বাসকষ্ট, মাথা ঘোরা ইত্যাদি সমস্যায় অসুস্থ হয়ে পড়তে থাকে। তাদের দ্রুত টঙ্গী সরকারি হাসপাতালসহ আশপাশের বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নেওয়া হয়।

স্থানীয় ও কারখানা সূত্র জানায়, নভেম্বর মাসের বেতন পরিশোধ না হওয়ায় ঐ দুই কারখানার শ্রমিকরা গত রবিবার কর্মবিরতি পালন করেন। একই দাবিতে সোমবার সকালে কাজে যোগ দিয়েও তারা পুনরায় আন্দোলন শুরু করেন। আন্দোলনের মধ্যেই হঠাৎ বুধবার সকালে একে একে শ্রমিকরা অসুস্থ হয়ে পড়তে শুরু করেন। টঙ্গী সরকারি হাসপাতালের জরুরি বিভাগ মেডিক্যাল অফিসার ডা. নাহিদ সুলতানা বলেন, আক্রান্ত শ্রমিকদের মধ্যে প্যানিক অ্যাটাক, বমি ও শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। বর্তমানে অধিকাংশ শ্রমিক আশঙ্কামুক্ত রয়েছেন।

এ বিষয়ে টঙ্গী পূর্ব থানার ওসি মেহেদী হাসান বলেন, ঘটনার প্রকৃত কারণ উদ্ঘাটনে বিষয়টি পুলিশ তদন্ত করছে।

দৈনিক ইত্তেফাক
শুক্রবার
২ মাঘ ১৪৩২, ১৬ জানুয়ারি ২০২৬

# মগবাজারে নির্মাণাধীন ভবন থেকে পাইপ মাথায় পড়ে যুবক নিহত

বিশেষ প্রতিনিধি

রাজধানীর মগবাজার মোড়ে নির্মাণাধীন ভবন থেকে লোহার পাইপ মাথায় পড়ে তাইজুল ইসলাম (২০) নামে এক নির্মাণ শ্রমিক নিহত হয়েছেন। গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুর দেড়টার দিকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। এর আগে দুপুর পৌনে ১টার দিকে এবিসি কোম্পানির নির্মাণাধীন ভবনে এই দুর্ঘটনা ঘটে। তাইজুলকে হাসপাতালে নিয়ে আসেন তার সহকর্মী মো. আলতাফ হোসেন। তিনি জানান, তাইজুলের বাড়ি কুড়িগ্রামের নাগেশ্বর থানাধীন আকন্দপাড়া গ্রামে। তাইজুল রাজমিস্ত্রির সহযোগী ছিলেন। দীর্ঘদিন ধরে তারা ঐ ভবনে কাজ করে আসছেন। তিনি বলেন, দুপুরে ১৩ তলা ভবনটির পাশে কাজ করছিল তাইজুল। হঠাৎ সাটারিংয়ের লোহার পাইপ তার মাথায় পড়ে। পাইপটি ষষ্ঠতলা থেকে পড়েছিল জানিয়ে তিনি বলেন, পাইপটি খুলে পড়েছে নাকি কেউ ওপর থেকে ছুড়ে ফেলেছে তা জানা যায়নি।

ঢামেক পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক জানান, ঐ যুবকের মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে রাখা হয়েছে।

যুগান্তর
রোববার ১৮ জানুয়ারি ২০২৬
৪ মাঘ ১৪৩২

# বংশালের জুতার কারখানার আগুনে কর্মচারী দগ্ধ

হাজারীবাগ (ঢাকা) প্রতিনিধি

রাজধানীর বংশালের নাজিরা বাজারে একটি জুতার কারখানায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। শনিবার সন্ধ্যায় কারখানার সাততলা ভবনের তৃতীয় তলায় লাগা এ আগুনে এক কর্মচারী গুরুতরভাবে দগ্ধ হয়েছেন। পরে ফায়ার সার্ভিসের চারটি ইউনিট আধা ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। তবে তাৎক্ষণিকভাবে এর সূত্রপাত ও ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে কিছু জানা যায়নি। এদিকে আগুনে দগ্ধ মো. সিজামকে (১৯) উদ্ধার করে জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটের জরুরি বিভাগে নেওয়া হয়েছে। চিকিৎসকদের তথ্যমতে, তার শরীরের প্রায় ৩৫ শতাংশ দগ্ধ হয়েছে। চিকিৎসক জানান, সিজামের অবস্থা আশঙ্কাজনক। তাকে নিবিড় পরিচর্যাকেন্দ্রে (আইসিইউ) ভর্তি করা হয়েছে। ফায়ার সার্ভিসের নিয়ন্ত্রণ কক্ষের দায়িত্বরত কর্মকর্তা রোজিনা আক্তার গণমাধ্যমকে বলেন, শনিবার সন্ধ্যা পৌনে ৭টার দিকে নাজিরা বাজারের সাততলা ভবনের তৃতীয় তলায় আগুন লাগে।

সংবাদ
ঢাকা : মঙ্গলবার ৬ মাঘ ১৪৩২
Dhaka : Tuesday 20 January 2026

# নবীগঞ্জে পিকআপের ধাক্কায় সিএনজিচালক নিহত

প্রতিনিধি, নবীগঞ্জ (হবিগঞ্জ)

হবিগঞ্জের নবীগঞ্জ-আউশকান্দি সড়কের বাজকাশারা এলাকায় সড়ক দুর্ঘটনায় আবুল কালাম মিন্টু (৪৫) নামে এক সিএনজিচালকের মৃত্যু হয়েছে। তিনি নবীগঞ্জ সদর ইউনিয়নের গুজাখাইর গ্রামের বাসিন্দা এবং স্থানীয় ইউপি সদস্য ইউসুফ মিয়ার ভাই।

স্থানীয় সূত্র জানায়, গত রোববার ভোর আনুমানিক ৬টার দিকে বাজকাশারা এলাকায় একটি দ্রুতগতির পিকআপ ভ্যান একটি সিএনজিকে সজোরে ধাক্কা দেয়। এতে সিএনজিটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কের পাশে ছিটকে পড়ে। দুর্ঘটনার পর পিকআপ ভ্যানটি ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। দুর্ঘটনার পর স্থানীয় লোকজন ঘটনাস্থলে গিয়ে সিএনজিচালক মিন্টুকে উদ্ধার করে মৃত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন। খবর পেয়ে নিহতের স্বজনরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে মরদেহ শনাক্ত করেন। এ ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। নিহতের পরিবার ও স্বজনদের মধ্যে গভীর শোক বিরাজ করছে।

নবীগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোনায়েম মিয়া জানান, প্রাথমিকভাবে পিকআপ ভ্যানের ধাক্কায় সিএনজি দুর্ঘটনার শিকার হয়েছে বলে জানা গেছে। নিহতের পরিবার এখনো মামলা দায়ের করেনি। তবে পুলিশ বিষয়টি তদন্ত করছে এবং পলাতক পিকআপটি শনাক্তের চেষ্টা চলছে।

যুগান্তর
রোববার ১৮ জানুয়ারি ২০২৬
৪ মাঘ ১৪৩২

# জামায়াত কর্মীসহ সড়কে নিহত ৬

যুগান্তর ডেস্ক

সড়ক দুর্ঘটনায় ছয়জন প্রাণ হারিয়েছেন। শনি ও শুক্রবার এসব প্রাণহানি ঘটে। নিহতদের মধ্যে ঢাকায় ট্রাকের হেলপার, বগুড়ায় জামায়াত কর্মী, সিলেটে বৃদ্ধসহ দুজন, সুনামগঞ্জে যুবক এবং কুমিল্লায় পিকআপচালক রয়েছেন। **ব্যুরো, স্টাফ রিপোর্টার ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—**

**নবাবগঞ্জ (ঢাকা):** দোহার উপজেলার নারিশা এলাকায় সড়ক দুর্ঘটনায় ট্রাকের হেলপার শাহীনের মৃত্যু হয়েছে। শাহীন পার্শ্ববর্তী নবাবগঞ্জ উপজেলার টিকরপুর গ্রামের সিরাজের ছেলে। তিনি দোহার উপজেলার নারিশা এলাকায় বালুর চাতালে শ্রমিক হিসাবে কাজ করতেন।

**বগুড়া:** মিনিবাসের ধাক্কায় মোটরসাইকেল চালক জামায়াত কর্মী দুলা মিয়া নিহত হয়েছেন। শুক্রবার বগুড়া সদর উপজেলার ঝোপগাড়ি এলাকায় দোয়েল পাম্পের সামনে ঢাকা-রংপুর মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। দুলা মিয়া সদর উপজেলার ১৫নং ওয়ার্ডের ঝোপগাড়ি বড় কুমিড়া গ্রামের মৃত জব্বার মিয়ার ছেলে। তিনি ওই ওয়ার্ডের জামায়াতে ইসলামীর কর্মী ছিলেন। **ওসমানীনগর (সিলেট):** ওসমানীনগরে দুই বাসের সংঘর্ষে বৃদ্ধ মজিবর রহমান ও যুবক বকুল রবিদাসের মৃত্যু হয়েছে। শনিবার সিলেট-ঢাকা মহাসড়কের দয়ামীর মাদ্রাসার সামনে দুর্ঘটনাটি ঘটে। এ ঘটনায় উভয় বাসের অন্তত ১২ জন আহত হয়েছেন। মজিবর শরীয়তপুরের নড়িয়া উপজেলার দশাই হাওলাদার গ্রামের বাসিন্দা আর রবিদাস ওসমানীনগর উপজেলার দয়ামীর ইউপির কাপনখালপার গ্রামের বাসিন্দা।

**ছাতক (সুনামগঞ্জ):** বাস-পিকআপ সংঘর্ষে যুবক রাকিব হোসেন নিহত হয়েছেন। শনিবার ছাতক উপজেলার সৈদেরগাঁও ইউনিয়নের বুড়াইরগাঁও আলমপুর রাস্তা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন অন্তত আটজন। রাকিব যশোরের মনিরামপুর উপজেলার বেগারিতলা বাজার এলাকার লেয়াকত হোসেনের ছেলে। দুর্ঘটনায় পিকআপটি দুমড়ে-মুচড়ে যায় এবং বাসটি খাদে উলটে যায়। **কুমিল্লা:** ট্রাকের ধাক্কায় পিকআপ চালক যুবক রফিকুল ইসলামের মৃত্যু হয়েছে। শনিবার ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের কুমিল্লার পদুয়ারবাজার এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। এসময় দুমড়ে-মুচড়ে যায় পিকআপটি। রফিকুল ভোলার বাংলাবাজার এলাকার শিপনের ছেলে।

প্রথম আলো
জানুয়ারি ২০২৬, ৪ মাঘ ১৪৩২

# দুই বাসের সংঘর্ষে চালকের সহকারীসহ দুজন নিহত

সড়ক দুর্ঘটনা

সিলেটের ওসমানীনগরের এই দুর্ঘটনার পাশাপাশি চট্টগ্রামের ফটিকছড়িতে জিপের সঙ্গে সংঘর্ষে মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হয়েছেন।

প্রথম আলো ডেস্ক

সিলেটের ওসমানীনগরে ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে দুই বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে একটি বাসের সুপারভাইজার ও চালকের সহকারী নিহত হয়েছেন। গতকাল শনিবার সকাল সাতটার দিকে উপজেলার সোয়ারগাঁও এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। একই সময় চট্টগ্রামের ফটিকছড়িতে সড়ক দুর্ঘটনায় এক মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হয়েছেন।

সিলেটে নিহত ব্যক্তিরা হলেন ওসমানীনগরের করুয়া এলাকার বকুল রবিদাশ (২৬) ও শরীয়তপুরের নড়িয়া উপজেলার দশাই হাওলাদার গ্রামের বাসিন্দা মুজিবুর রহমান (৫৫)। মুজিবুর শ্যামলী পরিবহনের বাসের সুপারভাইজার ও বকুল চালকের সহকারী ছিলেন। এ ঘটনায় অন্তত ১৫ জন আহত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ৫ জন সিলেট এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

পুলিশ জানায়, সকাল সাতটার দিকে সিলেট থেকে ঢাকায় এনা পরিবহনের একটি বাস ও ঢাকা থেকে শ্যামলী পরিবহনের একটি বাস সিলেট যাচ্ছিল। সংঘর্ষে শ্যামলী পরিবহনের চালকের সহকারী ও সুপারভাইজার ঘটনাস্থলেই মারা যান। এ সময় সিলেট থেকে ঢাকাগামী ইউনিক পরিবহনের আরেকটি বাস শ্যামলী পরিবহনের সঙ্গে সংঘর্ষে কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তবে ওই বাসের যাত্রীরা কেউ আহত হননি। পরে ইউনিক পরিবহনের বাসটি যাত্রী নিয়ে ঘটনাস্থল ত্যাগ করে। এ দুর্ঘটনার কারণে প্রায় এক ঘণ্টা মহাসড়কে যান চলাচল বন্ধ ছিল। ফায়ার সার্ভিসের কর্মী, স্থানীয় লোকজন ও হাইওয়ে থানার পুলিশ হতাহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠায়।

সময়ের আলো
রোববার। ১৮ জানুয়ারি ২০২৬।

# চার জেলায় সড়কে নিহত

## ঝিনাইদহে ট্রাকের ধাক্কায় সেনাবাহিনীর গাড়ি খাদে পড়ে আহত ৪

চার জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় পাঁচজনের প্রাণহানির খবর পাওয়া গেছে। এ ছাড়া ঝিনাইদহের মহেশপুরে ট্রাকের ধাক্কায় সেনাবাহিনীর টহল গাড়ি খাদে পড়ে চারজন সেনা সদস্য আহত হয়েছেন। বিস্তারিত জানিয়েছেন দৈনিক সময়ের আলোর প্রতিনিধিরা–

বাগেরহাট : বাগেরহাটের ফকিরহাট উপজেলার রাস্তায় ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে আবিদ মোড়ল (৬৫) নামের একজন বাইসাইকেল চালক কৃষক নিহত হয়েছেন। শুক্রবার বিকালে উপজেলার টাউন-নওয়াপাড়া এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। কাটাখালী হাইওয়ে থানার ওসি মো. আসাদুজ্জামান বলেন, মহাসড়ক পার হওয়ার সময় খুলনা থেকে ছেড়ে আসা একটি মালবাহী ট্রাকের নিচে চাপা পড়ে ঘটনাস্থলেই মারা যান।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
শুক্রবার ॥ ২৩ জানুয়ারি ২০২৬

# শিশুসহ পাঁচজনের অস্বাভাবিক মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদক

রাজধানীর যাত্রাবাড়ীতে সড়ক দুর্ঘটনায় আনোয়ার হোসেন নামে এক ব্যবসায়ী নিহত হয়েছেন। বুধবার রাতে মীর হাজীরবাগ এলাকায় গাড়ির ধাক্কায় আহত হন তিনি। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। নিহত আনোয়ারের বাড়ি ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আশুগঞ্জে। ঢাকার কেরানীগঞ্জ কেন্দ্রীয় কারাগারে মোজাম্মেল হাওলাদার (৫৬) নামের এক হাজতির মৃত্যু হয়েছে। বুধবার মধ্যরাতে অসুস্থ হয়ে পড়লে ঢামেক হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। এ ছাড়া গতকাল রাতে একই হাসপাতালে কবিরাজ নুরুল হক (৫৫) নামে আরেক হাজতির মৃত্যু হয়েছে। কামরাঙ্গীচর চাঁন মসজিদ এলাকায় গতকাল বালতির পানিতে পড়ে ফারাজানা নামে এক বছরের শিশু প্রাণ হারিয়েছে। একই দিন যাত্রাবাড়ীর কাজলায় বিদ্যুৎস্পৃষ্টে খাইরুল হাওলাদার (৫০) এক ইলেকট্রিক মিস্ত্রির মৃত্যু হয়েছে।

বণিক বার্তা
রোববার, জানুয়ারি ১৮, ২০২৬

# চার জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় সাতজনের প্রাণহানি

বণিক বার্তা ডেস্ক ■

সিলেটের দুটি স্থানে সড়ক দুর্ঘটনায় তিনজন নিহত হয়েছেন। এছাড়া টাঙ্গাইল, সুনামগঞ্জ ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় আরো চারজন নিহত হয়েছেন। গতকাল ও আগের দিন রাতে এসব দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন অন্তত ২৩ জন। বিস্তারিত প্রতিনিধিদের পাঠানো খবরে—

সুনামগঞ্জ : এনা পরিবহনের একটি বাস ও পিকআপের মুখোমুখি সংঘর্ষে একজন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন অন্তত আটজন। নিহত ব্যক্তি পিকআপ ভ্যানের চালক ছিলেন। গতকাল সুনামগঞ্জের ছাতক উপজেলার গোবিন্দগঞ্জ এলাকার বুরাইরগাঁও গ্রামে এ দুর্ঘটনা ঘটে। সংঘর্ষের পর এনা বাসটি সড়কের পাশের একটি ছোট খালে পড়ে যায় এবং পিকআপটি দুমড়েমুচড়ে যায়।

জয়কলস হাইওয়ে থানার ওসি সুমন কুমার চৌধুরী জানান, সকালে সুনামগঞ্জের ছাতক থানার বুরাইরগাঁও এলাকায় পিকআপ ও এনা পরিবহনের একটি বাসের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষে পিকআপটি দুমড়েমুচড়ে যায় এবং চালক নিহত হন। এছাড়া পিকআপের সামনের সিটে থাকা অন্য এক আরোহী এবং এনা পরিবহনের চালক গুরুতর আহত হয়েছেন।

যুগান্তর
রোববার ১৮ জানুয়ারি ২০২৬
৪ মাঘ ১৪৩২

# মালয়েশিয়ায় লরি দুর্ঘটনায় দুই বাংলাদেশি নিহত

মালয়েশিয়া প্রতিনিধি

মালয়েশিয়ার পেহাংয়ের রোমপিনে সড়ক দুর্ঘটনায় দুই বাংলাদেশি শ্রমিক নিহত হয়েছেন এবং আরও একজন গুরুতর আহত হয়েছেন। এনএসটি অনলাইনের প্রতিবেদনে বলা হয়, শনিবার স্থানীয় সময় দুপুর আনুমানিক ২টা ২৫ মিনিটে রোমপিনের কামপুং পেরভিরা জয়ার কাছে জালান ফেলদা সেলানচারুফেলদা রেডং সড়কে এক টন ধারণক্ষমতার একটি লরি উলটে দুর্ঘটনাটি ঘটে। নিহতরা হলেন কাদের ও দালিম। তারা দুজনই তেলপাম বাগানের শ্রমিক ছিলেন। তবে লরির পেছনে থাকা আরেক বাংলাদেশি শ্রমিক গুরুতর আহত হন। রোমপিন জেলা পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট শরিফ শাই শরিফ মন্দাই জানান, লরিচালক একটি গাড়িকে ওভারটেক করার চেষ্টা করলে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে লরিটি কাত হয়ে উলটে পড়ে। এতে সামনের আসনে থাকা কাদের ও পেছনের যাত্রী দালিম ঘটনাস্থলেই নিহত হন। পেছনে থাকা ৪১ বছর বয়সি আরেক শ্রমিক গুরুতর আহত হন, তবে চালকের কোনো আঘাত লাগেনি। পুলিশ জানায়, বৈধ ড্রাইভিং লাইসেন্স না থাকা সত্ত্বেও ওই ব্যক্তিকে লরি চালাতে দেওয়ার বিষয়ে গাড়ির মালিককে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

যুগান্তর | বুধবার ২১ জানুয়ারি ২০২৬
৭ মাঘ ১৪৩২

# রূপগঞ্জে লোহা গলানোর বাট্টি বিস্ফোরণে শ্রমিক নিহত

যুগান্তর প্রতিবেদন, নারায়ণগঞ্জ

নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে একটি কারখানায় লোহা গলানোর বাট্টি বিস্ফোরণে এক শ্রমিক নিহত ও একজন আহত হয়েছেন। সোমবার রাতে উপজেলার তারাব পৌরসভার মৈকুলী এলাকায় বিক্রমপুর স্টিল মিলস কারখানায় এ দুর্ঘটনায় নিহত হয় আলম হোসেন আর দগ্ধ হয়েছেন বরকত নামে আরেক শ্রমিক। বরকতকে জাতীয় বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে ভর্তি করা হয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, রাতের শ্রমিকরা কাজ করছিল। এ সময় হঠাৎ করেই স্টিল মিলের লোহা গলানোর বাট্টিতে বিকট শব্দে বিস্ফোরণ ঘটে। এতে বাট্টির গরম পানি কয়েকজন শ্রমিকের শরীরে পড়লে হতাহতের ঘটনা ঘটে। রূপগঞ্জ থানার ওসি সবজেল হোসেন জানান, রাত ২টার দিকে বিস্ফোরণের এ ঘটনা ঘটে। এ সময় দুই শ্রমিক দগ্ধ হয়। ২ জনকে রাতেই জাতীয় বার্ন ইনস্টিটিউটে নিয়ে গেলে ভোরে আলম হোসেন মৃত্যু বরণ করেন। দগ্ধ বরকত চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

যুগান্তর শুক্রবার ২৩ জানুয়ারি ২০২৬

# ভোলায় বাসচাপায় এক পরিবারের দুজন নিহত

যুগান্তর ডেস্ক

ভোলার লালমোহন উপজেলায় বাসচাপায় একই পরিবারের দুজন নিহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় উপজেলার পশ্চিম চরউমেদ ইউনিয়নের ভোলা-চরফ্যাশন আঞ্চলিক মহাসড়কের ডা. আজহার উদ্দিন ডিগ্রি কলেজসংলগ্ন এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। এছাড়া দুর্ঘটনায় সাত স্থানে আরও আটজন প্রাণ হারিয়েছেন। তাদের মধ্যে ঢাকায় ব্যবসায়ী, সাতক্ষীরায় বাইসাইকেলচালক, টাঙ্গাইলে যুবদল নেতা এবং রংপুরে নারী, চাঁদপুরে শিশু, নাটোরে যুবক ও ময়মনসিংহে হেলপারসহ দুজন রয়েছেন। ব্যুরো.

ভালুকা (ময়মনসিংহ): ভালুকায় হাইওয়ে মিনিবাস উলটে হেলপারসহ দুজন নিহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার রাতে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের মেহরাবাড়ি সুলতানা সুয়েটার কোম্পানির সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন—বাসের হেলপার মানিকগঞ্জের ঘিওর উপজেলার জগন্নাথদিয়া গ্রামের আলতাফ হোসেনের ছেলে মোহাম্মদ অনিক মিয়া ও বাস যাত্রী উপজেলার বিরুনীয়া গ্রামের ছেলে নুর ইসলামের ছেলে শাহজাহান সিরাজ। দুর্ঘটনায় আরও ১০ জন আহত হয়েছেন।

বণিকবার্তা সোমবার, জানুয়ারি ১৯, ২০২৬

# মাদারীপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় সাতজন নিহত

## চার জেলায় নিহত আরো ৬

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

দেশের বিভিন্ন জেলায় পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় অন্তত ১৩ জন নিহত হয়েছেন। এর মধ্যে মাদারীপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় সাতজন নিহত হয়েছেন। সিলেটে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় প্রাণ গেছে দুই তরুণের। ঝিনাইদহে ট্রাকের ধাক্কায় নিহত হয়েছেন এক মানসিক প্রতিবন্ধী যুবক। হবিগঞ্জে সড়ক দুর্ঘটনায় এক সিএনজি-চালক নিহত হয়েছেন। এছাড়া রাজধানীর ডেমরা ও যাত্রাবাড়ীতে পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় এক পথশিশুসহ দুজনের মৃত্যু হয়েছে। শনিবার রাত থেকে গতকাল পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে এসব দুর্ঘটনা ঘটে। বিস্তারিত প্রতিনিধিদের পাঠানো খবরে—

**হবিগঞ্জ:** নবীগঞ্জ উপজেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় এক সিএনজি চালকের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল ভোরে উপজেলার বাজকাশারা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত আবুল কালাম মিন্টু (৪৫) নবীগঞ্জ সদর ইউনিয়নের গোজাখাইর গ্রামের বাসিন্দা। স্থানীয়রা জানান, বাজকাশারা এলাকার রাস্তায় দ্রুতগামী পিকআপ ভ্যান একটি সিএনজিকে ধাক্কা দেয়। দুর্ঘটনার পর পিকআপ নিয়ে চালক ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যান। পরে স্থানীয়রা সিএনজি চালক মিন্টুকে মৃত অবস্থায় উদ্ধার করেন। নবীগঞ্জ থানার ওসি মোনায়েম মিয়া জানান, ঘাতক পিকআপ শনাক্ত ও চালককে আটকের চেষ্টা চলছে।

**ঢাকা:** রাজধানীর ডেমরা ও যাত্রাবাড়ীতে পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় এক পথশিশুসহ দুজন নিহত হয়েছেন। শনিবার রাতে এসব দুর্ঘটনা ঘটে।

ডেমরার স্টাফ কোয়ার্টারসংলগ্ন ব্রিজের ওপর লেগুনা ও সিএনজি চালিত অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষে অজ্ঞাতপরিচয় এক ব্যক্তি নিহত হন। তিনি পেশায় লেগুনাচালক ছিলেন বলে জানা গেছে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, শনিবার রাতে ব্রিজের ওপর লেগুনা ও অটোরিকশার সংঘর্ষ হয়। এতে ধাক্কা খেয়ে ওই ব্যক্তি ব্রিজের ওপর থেকে নিচে পড়ে যান। পরে পথচারীরা তাকে গুরুতর আহত অবস্থায় উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক রাত সাড়ে ১১টার দিকে তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

অন্যদিকে শনিবার রাতে যাত্রাবাড়ীর দনিয়া কলেজের সামনে রাস্তা পারাপারের সময় ট্রাকের ধাক্কায় মো. জাহিদ (১১) নামে এক পথশিশু নিহত হয়েছে। জাহিদের সঙ্গীরা জানায়, রক্তাক্ত অবস্থায় জাহিদকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক রাত ১টার দিকে জাহিদকে মৃত ঘোষণা করেন।

ঢামেক পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ পরিদর্শক মোহাম্মদ ফারুক জানান, ডেমরা ও যাত্রাবাড়ীতে সড়ক দুর্ঘটনায় আহত অবস্থায় দুজনকে হাসপাতালে আনা হলে চিকিৎসক তাদের মৃত ঘোষণা করেছেন। মরদেহ দুটি ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে রাখা হয়েছে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট থানাগুলোকে অবহিত করা হয়েছে।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
শনিবার ॥ ২৪ জানুয়ারি ২০২৬

# পেট্রোল পাম্পে আগুন, চারজন দগ্ধ

কিশোরগঞ্জের বাজিতপুরে একটি পেট্রোল পাম্পে অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে। এতে পাম্পসহ পুড়ে গেছে আরও সাতটি দোকান। আগুন নেভাতে গিয়ে চারজন দগ্ধ হয়েছেন। তাদের রাজধানীর জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে ভর্তি করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার রাত আড়াইটার দিকে সরারচর বাজারে ঘটনাটি ঘটে। দগ্ধরা হলেন- পাম্পের মালিক মো. রাজিব, কর্মচারী রিয়াদ, হারুন ও রহমত উল্লাহ। আহত সবার বাড়ি সরারচর এলাকায়। তাদের মধ্যে রাজিব ও রিয়াদের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গেছে।বাজিতপুর থানার ওসি এস এম শহীদুল্লাহ জানান, সরারচর বাজারে পেট্রোল পাম্পে প্রথমে আগুন লাগে। মুহূর্তে আশপাশে ছড়িয়ে পড়ে। বাজিতপুর ফায়ার সার্ভিস স্টেশন অফিসার আসাদুজ্জামান জানান, রাতে রাজিব ট্রেডার্স নামের একটি পাম্পে তেল আনলোডের কাজ চলছিল। তখন সিগারেট থেকে আগুন ধরেছে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে। ফায়ার সার্ভিসের ছয়টি ইউনিট প্রায় তিন ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ১ কোটি টাকার বেশি হবে বলে প্রাথমিক ধারণা তাদের। -কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি

সময়ের আলো
বুধবার, ২১ জানুয়ারি ২০২৬

# মেঘনায় নিখোঁজ ৪ জেলের ৩ জনের মরদেহ উদ্ধার

● হিজলা (বরিশাল) প্রতিনিধি

মেঘনা নদীতে ইঞ্জিনচালিত নৌকা ডুবে নিখোঁজ হওয়া চার জেলের মধ্যে তিনজনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। মঙ্গলবার ভোরে বরিশালের হিজলা ও মেহেন্দিগঞ্জ এলাকা থেকে মরদেহগুলো উদ্ধার করা হয় বলে জানিয়েছে নৌ-পুলিশ।

উদ্ধার হওয়া জেলেরা হলেন- হিজলা উপজেলার পালপাড়া এলাকার বাসিন্দা সাগর মীরের ছেলে শাহীন মীর (২০), একই এলাকার জাহাঙ্গীর বেপারির ছেলে নয়ন বেপারি (১৯) এবং বাখুয়া গ্রামের কাদের সিকদারের ছেলে আরিফ সিকদার (১৯)। এখনও নিখোঁজ রয়েছেন হিজলা উপজেলার পালপাড়া গ্রামের মনির সিকদারের ছেলে শাহীন সিকদার (১৮)। তার সন্ধানে মেঘনা নদীতে স্বজনরা খোঁজ চালিয়ে যাচ্ছেন।

হিজলার কালিগঞ্জ নৌ-পুলিশ ফাঁড়ির পরিদর্শক গৌতম চন্দ্র মণ্ডল জানান, গত ১০ জানুয়ারি পাঁচ তরুণ জেলে ইঞ্জিনচালিত নৌকা নিয়ে মেঘনা নদীর লালবয়া এলাকায় মাছ শিকারে যান। মাছ ধরার জন্য নদীতে জাল ফেলে তারা নৌকায় ঘুমিয়ে পড়েন। এ সময় নৌকার ইঞ্জিনের পাখার পাশ দিয়ে পানি ঢুকে বিকট শব্দ করে নৌকাটি উল্টে গেলে তারা ছিটকে পড়েন।

তিনি জানান, এ সময় পাঁচজন সাঁতরে তীরের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করেন। এদের মধ্যে শামিম হোসেন সাঁতরে মেহেন্দিগঞ্জের মীরের খাল এলাকায় পৌঁছালে একটি নৌকা এরপর পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৪

তাকে উদ্ধার করে। তবে অন্য চারজনকে তখন খুঁজে পাওয়া যায়নি। ওই সময় ঘন কুয়াশা ও তীব্র শীত ছিল। ধারণা করা হচ্ছে এসব কারণেই তারা নদীতে ডুবে মারা যান। জীবিত শামিম হোসেন (২৫) জানান, তিনিসহ ওই পাঁচ জেলে একটি ট্রলারে করে মাছ ধরতে যান। রাতে নদীতে জাল পেতে রেখে ট্রলার নোঙর করে তারা ঘুমিয়ে পড়েন। ভোরে বিকট শব্দে ঘুম ভাঙে। মুহূর্তেই ট্রলারটি উল্টে গিয়ে তারা সবাই নদীতে ছিটকে পড়েন। পাঁচজনই সাঁতরে তীরে ওঠার চেষ্টা করলেও তিনি ছাড়া অন্য কোনো জেলে তীরে পৌঁছতে পারেননি।

নৌ-পুলিশ জানায়, মঙ্গলবার ভোরে মেঘনা নদীতে ভাসমান অবস্থায় শাহীন মীর ও আরিফ সিকদারের মরদেহ উদ্ধার করা হয়। পরিবারের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বিনা ময়নাতদন্তে মরদেহ দুটি স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। অন্যদিকে মেহেন্দিগঞ্জের কালিগঞ্জ নৌ-পুলিশ ফাঁড়ির পরিদর্শক এনামুল হক জানান, দুপুরে মেঘনা নদীর মেহেন্দিগঞ্জ উপজেলার মীরা বাজার এলাকায় নয়ন বেপারির ভাসমান মরদেহ উদ্ধার করা হয়। পরে স্বজনরা এসে মরদেহটি শনাক্ত করেন। পরিবারের কোনো অভিযোগ না থাকায় মরদেহটি বিনা ময়নাতদন্তে হস্তান্তর করা হয় বলে জানান তিনি।

যুগান্তর | বৃহস্পতিবার ২২ জানুয়ারি ২০২৬
৮ মাঘ ১৪৩২

# পল্টনে দুই বাসের মাঝে পড়ে হেলপার নিহত

যুগান্তর ডেস্ক

রাজধানীর পল্টনে দুই বাসের মাঝে চাপা পড়ে হেলপার ইলিয়াস হোসেন প্রাণ হারিয়েছেন। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় পল্টন থানার খদ্দার মার্কেটের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এদিকে উত্তরায় যাত্রাবাহী বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফুটওভার ব্রিজের খুঁটির সঙ্গে ধাক্কায় চালক নিহত হয়েছেন। এছাড়া দুর্ঘটনায় পাঁচ স্থানে আরও ছয়জন নিহত হয়েছেন। তাদের মধ্যে পঞ্চগড়ে দুই নারী, ময়মনসিংহে পথচারী, নীলফামারীতে গৃহবধূ, কক্সবাজারে শিশু ও কুড়িগ্রামে শিক্ষার্থী রয়েছে। ব্যুরো, স্টাফ রিপোর্টার ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

**ঢাকা ও হাজারীবাগ :** ইলিয়াস ভিক্টোর বাসের হেলপার ছিলেন। তিনি পটুয়াখালীর গলাচিপা থানার চরবিশ্বাস গ্রামের আব্দুর রশিদ সরকারের ছেলে। দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত ইলিয়াস ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মঙ্গলবার মধ্যরাতে মারা যান। তিনি ওই মার্কেটের সামনে আজমেরী ও ভিক্টোর পরিবহণের দুই বাসের মাঝে চাপা পড়ে সন্ধ্যায় গুরুতর আহত হয়েছিলেন। এদিকে উত্তরায় নিহত চালকের নাম বেলাল দেওয়ান (৬৭)। এ ঘটনায় হেলপার ওবায়দুর আকন্দ আহত হয়েছেন। বুধবার সন্ধ্যায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত বেলাল নীলফামারীর জলঢাকা উপজেলার দক্ষিণ পাইটকাপাড়া গ্রামের গজনবী দেওয়ানের ছেলে।

---

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
বৃহস্পতিবার ॥ ২২ জানুয়ারি ২০২৬

# চার জেলায় সড়কে ঝরল চার প্রাণ

প্রতিদিন ডেস্ক

দেশের চার জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় গতকাল চারজনের প্রাণহানির খবর পাওয়া গেছে। বিস্তারিত নিজস্ব প্রতিবেদক ও প্রতিনিধির পাঠানো তথ্যে–

**চট্টগ্রাম :** বাঁশখালীর পুকুরিয়া চাদপুর পুরোনো ঘাট এলাকায় অটোরিকশা উল্টে আলী হোসেন (৪৮) নামে এক শ্রমিক নিহত হয়েছেন। আলী হোসেন বাঁশখালীর সেখেরখীল ইউনিয়নের আলি বলীপাড়ার আমির হামজার ছেলে। **ভালুকা (ময়মনসিংহ) :** উপজেলার থানার মোড়ে গাড়ির ধাক্কায় জাহানারা আক্তার (৪০) নামে এক নারী মারা গেছেন। **নীলফামারী :** জলঢাকার চৌকিদারের মোড়ে ট্রাক-অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষে সুমিত্রা রানী ওরফে পাতা রানী (২৬) নামে এক নারী মারা গেছেন। **নারায়ণগঞ্জ :** ফতুল্লার চাঁনমারীতে কাভার্ড ভ্যান চাপায় মারা গেছেন জীবন চন্দ্র (২০) নামে এক গার্মেন্ট শ্রমিক।

---

সংবাদ
ঢাকা : শনিবার ১০ মাঘ ১৪৩২
Dhaka : Saturday 24 January 2026

# ভালুকায় মিনিবাস উল্টে নিহত ২, আহত ১০

প্রতিনিধি, ভালুকা (ময়মনসিংহ)

গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ঢাকা ময়মনসিংহ মহা সড়কের ভালুকার মেহেরাবাড়ী নামক স্থানে হাইওয়ে মিনিবাস উল্টে শাহজাহান সিরাজ (৪০) ও অনিক মিয়া (২৮) নামে দুইজন নিহত হয়েছে। এ সময় কমপক্ষে ১০ জন বাস যাত্রী আহত হয়েছে। আহতদের উদ্ধার করে ভালুকা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসা দেয়া হয়েছে। গুরুতর আহত দুজনকে ময়মনসিংহ মেডিকেলে স্থানান্তর করা হয়।

স্থানীয় ও হাইওয়ে থানা সূত্রে জানা যায় ময়মনসিংহগামী একটি মিনিবাস মেহেরাবাড়ী এলাকায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়ক বিভাজনের ওপর উঠে উল্টে যায়। এতে বাসের নিচে পরে উপজেলার বিরুনিয়া গ্রামের নুরুল ইসলামের ছেলে শাহজাহান ঘটনাস্থলে মারা যায়। গুরুতর আহত বাসের হেলপার অনিক মিয়াকে ময়মনসিংহ মেডিকেলে স্থানান্তর করা হলে সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। তিনি মানিকগঞ্জ জেলার ঘিউর উপজেলার জগন্নথদিয়া গ্রামের মো. আলতাফ হোসেনের ছেলে। আহত অন্যদের ভালুকা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসা দেয়া হয়েছে।

---

দৈনিক ইত্তেফাক
বুধবার
৭ মাঘ ১৪৩২, ২১ জানুয়ারি ২০২৬

# মিরসরাইয়ে বিএসআরএম কারখানায় স্লাগ বিস্ফোরণে আহত ৭

মিরসরাই (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি

চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে বিএসআরএম কারখানায় স্লাগ বিস্ফোরণে সাত জন আহত হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার বিকালে উপজেলার জোরারগঞ্জ ইউনিয়নের সোনাপাহাড়ের বিএসআরএম কারখানার স্টিল-২ সেকশনে এই বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে।

আহত শ্রমিকরা হলেন আব্দুল হামিদ, ইসমাইল, ফয়সাল, সাব্বির, শহিদুল, সাইফা ও আরমান। আহত আব্দুল হামিদকে চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়েছে।

জানা গেছে, মঙ্গলবার বিকাল ৫টার দিকে বিএসআরএম কারখানার স্টিল মিল-২ সেকশনে হঠাৎ ময়লার স্লাগ বিস্ফোরিত হয়। আহত শ্রমিকদের সহযোগী সাইদুর ও শিপন জানান, বিকালের শিফটে হঠাৎ স্লাগ বিস্ফোরণ হলে অতিরিক্ত ডাস্টের কারণে সাত জনের চোখেমুখে ডাস্ট ঢুকে গেলে শ্বাসপ্রশ্বাসে সমস্যা হয়। নাক-মুখ দিয়ে ময়লা ঢুকে যাওয়ায় শ্বাসকষ্ট হলে তাদের উদ্ধার করে মিরসরাই উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে ছয় জনকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়। তবে আব্দুল হামিদকে চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

বারইয়ারহাট ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন ইনচার্জ জয়নাল আবেদীন তিতাস জানান, বারইয়ারহাট ফায়ার স্টেশনের গাড়ি পাম্প ও জনবল ঘটনাস্থলে পৌছানোর আগেই প্রতিষ্ঠানের অগ্নিনির্বাপণ ও উদ্ধার টিমের সদস্যরা আগুন নিয়ন্ত্রণে এনে আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে প্রেরণ করে।

---

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
বৃহস্পতিবার ॥ ২২ জানুয়ারি ২০২৬

# বাংলাদেশি মৎস্যজীবীকে উদ্ধার করল ভারতীয় কোস্টগার্ড

কলকাতা প্রতিনিধি

গভীর সমুদ্রে ভেসে থাকা এক বাংলাদেশি মৎস্যজীবীকে উদ্ধার করেছে ভারতীয় কোস্টগার্ড। তার নাম আবদুল মান্নান। রবিবার আন্তর্জাতিক জলসীমার কাছ থেকে ভারতীয় কোস্টগার্ডের জাহাজ 'কমলাদেবী' তাকে উদ্ধার করে। সোমবার ভারতীয় কোস্টগার্ড তাকে আন্তর্জাতিক সমুদ্র সীমান্ত রেখা এলাকায় বাংলাদেশের কোস্টগার্ডের কাছে হস্তান্তর করে।

জানা যায়, আন্তর্জাতিক জলসীমার কাছে জাহাজে করে টহল দিচ্ছিল ভারতীয় উপকূলরক্ষী বাহিনী। টহলরত সদস্যরা সমুদ্রে একজনকে ভাসতে দেখে। দ্রুত তারা জাহাজ নিয়ে ওই ব্যক্তির কাছে

[পেছনের পৃষ্ঠার পর] গিয়ে বয়া ছুড়ে তাকে উদ্ধার করে। কোস্টগার্ড কর্তৃপক্ষকে আবদুল মান্নান জানান, মাছ ধরতে নৌকা নিয়ে তিনি মাঝ সমুদ্রে গিয়েছিলেন। নৌকাটির রেলিংয়ের কারণে তিনি সমুদ্রের পানিতে পড়ে যান।

---

দৈনিক ইত্তেফাক
সোমবার
২৬ জানুয়ারি ২০২৬

# বিভিন্ন স্থানে সড়কে ঝরল পাঁচ প্রাণ

আহত ৪

ইত্তেফাক ডেস্ক

বিভিন্ন স্থানে সড়ক দুর্ঘটনায় পাঁচ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ সময় আহত হয়েছেন আরো চার জন। গত শনিবার ও গতকাল রবিবার এসব দুর্ঘটনা ঘটে।

**ঈশ্বরদী (পাবনা)** সংবাদদাতা জানান, ঈশ্বরদীতে মোটরসাইকেল ও ভটভটির মুখোমুখি সংঘর্ষে ইমন হোসেন (২৫) নামে এক ইপিজেড শ্রমিক নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় ভটভটিতে থাকা আরো তিন জন গুরুতর আহত হয়েছেন। গত শনিবার দিবাগত রাতে ঈশ্বরদী ইপিজেড সড়কের পাকশীর সিভিল হাট মোড় এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত ইমন হোসেন ঈশ্বরদী ইপিজেডে কর্মরত ছিলেন। তিনি উপজেলার সাঁড়া ঘাট এলাকার ইউনুস হোসেনের ছেলে। ঈশ্বরদী থানার ওসি মো. মমিনুজ্জামান ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন। দুর্ঘটনার পর কিছু সময় ঐ সড়কে যান চলাচল ব্যাহত হলেও পুলিশ দ্রুত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা

যুগান্তর | রোববার ২৫ জানুয়ারি ২০২৬
১১ মাঘ ১৪৩২

# বিভিন্ন স্থানে সড়কে নিহত প্রতিবন্ধীসহ ১০

যুগান্তর ডেস্ক

চট্টগ্রামের হাটহাজারীতে মাইক্রোবাসের ধাক্কায় প্রতিবন্ধী যুবক নিহত হয়েছে। ফরিদপুরের ভাঙ্গায় বাস-ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে ২ জন ও কিশোরগঞ্জের অষ্টগ্রামে পিকআপ উলটে আরও ২ জনের প্রাণহানি হয়েছে। এছাড়া মধুখালী, পাকুন্দিয়া, সিদ্ধিরগঞ্জ ও ঝিলগাঁওয়ে সড়কে একজন করে এবং কলাপাড়ায় ব্যবসায়ীর মৃত্যু হয়েছে। স্টাফ রিপোর্টার ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

**সিদ্ধিরগঞ্জ দ?ক্ষিণ (নারায়ণগঞ্জ) :** নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জে দাঁড়িয়ে থাকা কাভার্ডভ্যানের পেছনে মিনি ট্রাকের ধাক্কায় জিয়াউল হক (৪০) নামে ট্রাক হেলপারের মৃত্যু হয়েছে। গুরুতর আহত হয়েছেন মিনি ট্রাকের চালক। শনিবার বিকালে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের মাদানীনগর এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। তবে আহত চালকের নাম পরিচয় জানা যায়নি।

**ভাঙ্গা (ফরিদপুর) :** ফরিদপুরের ভাঙ্গা উপজেলায় বাস-ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে ২ জন নিহত ও ৩০ জন আহত হয়েছেন। শনিবার বেলা এগারোটায় ফরিদপুর-বরিশাল মহাসড়কের নওপাড়া এলাকায় এ মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন—ট্রাকচালক রাশেদ শেখ (২৮) ও হেলপার নবীন শেখ (২২)। তাদের দুজনেরই বাড়ি ফরিদপুরের ধলার মোড় এলাকায়।

যুগান্তর
সোমবার ২৬ জানুয়ারি ২০২৬
১২ মাঘ ১৪৩২

# পুঠিয়ায় সড়কে প্রাণ গেল শিক্ষার্থীসহ ৩ জনের

যুগান্তর ডেস্ক

রাজশাহীর পুঠিয়ায় সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ গেছে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীসহ তিনজনের। এছাড়া ছয় জেলায় নিহত হয়েছেন নয়জন। তাদের মধ্যে ঢাকার যাত্রাবাড়ীতে মোটরসাইকেল আরোহী শিক্ষার্থীসহ দুজন, দোহারে যুবক, ঠাকুরগাঁওয়ে শিশু, গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে চালক ও হেলাপার, ঝিনাইদহে দিনমজুর, রংপুরের কাউনিয়ায় গার্মেন্টি শ্রমিক ও ময়মনসিংহের ফুলপুরে পাথচারী নারী রয়েছেন। স্টাফ রিপোর্টার, ব্যুরো ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

**গাইবান্ধা :** গোবিন্দগঞ্জে ঢাকা-রংপুর মহাসড়কের ফাসিতলা কলাহাটি এলাকায় অটোভ্যান ও ট্রাক্টরের মুখোমুখি সংঘর্ষে দুজন নিহত হয়েছে। শনিবার সন্ধ্যায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন— অটোভ্যান মালিক মুনজুর আলী ও হেলপার রানা মিয়া। তাদের বাড়ি বগুড়ার শিবগঞ্জ উপজেলায়।

**ঝিনাইদহ :** ঝিনাইদহ-কুষ্টিয়া মহাসড়কের ভাটই এলাকায় গাড়ির চাপায় এক পথচারী নিহত হয়েছে। নিহত ব্যক্তি শৈলকুপা উপজেলার বেড়বাড়ী গ্রামের তাইজেল মালিথার ছেলে দিনমজুর মোফাজ্জেল মালিথা। রোববার সকাল সাড়ে ৮টায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

**কাউনিয়া (রংপুর) :** কাউনিয়া উপজেলায় ট্রাকের সঙ্গে সংঘর্ষে মোটরসাইকেল আরোহী আশরাফুল আলম নয়ন নামে এক গার্মেন্টি শ্রমিক নিহত হয়েছেন। রোববার দুপুরে উপজেলার হলদিবাড়ী রেলগেট এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নয়ন কাউনিয়া উপজেলার শহীদবাগ ইউনিয়নের ভূতছাড়া গ্রামের আব্দুর রহমানের ছেলে।

যুগান্তর | রোববার ২৫ জানুয়ারি ২০২৬
১১ মাঘ ১৪৩২

## চিতলমারীতে চলন্ত অবস্থায় স্ট্রোকে চালকের মৃত্যু

চিতলমারী (বাগেরহাট) প্রতিনিধি

চিতলমারীতে মোটরসাইকেল চলন্ত অবস্থায় স্ট্রোক করে নুরু মিয়া নামে এক সবজি ব্যবসায়ীর মৃত্যু হয়েছে। শুক্রবার বিকালে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সামনের সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নুরু মিয়া উপজেলার আড়ুয়াবর্ণি গ্রামের গ্রামের মৃত্যু মাওলানা কাওছার আলী শেখের ছেলে। তিনি চিতলমারী বাজারে সবজি ব্যবসা করতেন।

সংবাদ
ঢাকা : বৃহস্পতিবার ৮ মাঘ ১৪৩
Dhaka : Thursday 22 January 2026

## সৌদি আরবে প্রবাসী যুবকের মৃত্যু, হাজীগঞ্জে দাফন সম্পন্ন

প্রতিনিধি, হাজীগঞ্জ (চাঁদপুর)

চাঁদপুর জেলার হাজীগঞ্জ উপজেলার উত্তর গন্ধর্ব্যপুর গ্রামের প্রবাসী যুবক মো. মহিন উদ্দিন (৩২) সৌদি আরবে ইন্তেকাল করেছেন। তিনি ওই গ্রামের ফকির মোহাম্মদ বেপারী বাড়ির বাসিন্দা এবং শাহজাহানের ছেলে। গত সোমবার সৌদি আরবে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন।

পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, জীবিকার তাগিদে কয়েক বছর আগে মো. মহিন উদ্দিন সৌদি আরবে পাড়ি জমান। সেখানে তিনি শ্রমিক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। মৃত্যুর খবরে তার পরিবার, আত্মীয়স্বজন ও এলাকাবাসীর মধ্যে শোকের ছায়া নেমে আসে। প্রবাসে অবস্থানরত অন্যান্য বাংলাদেশিরাও তার মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেন।

প্রক্রিয়া শেষে সৌদি আরব থেকে তার মরদেহ দেশে পাঠানো হয়। গত মঙ্গলবার রাত আনুমানিক ৩টার দিকে তার মরদেহ চাঁদপুরের হাজীগঞ্জ উপজেলার নিজ বাড়িতে পৌছায়। এ সময় স্বজনদের আহাজারিতে পুরো এলাকা ভারী হয়ে ওঠে। এক নজর দেখার জন্য বাড়িতে ভিড় করেন আত্মীয়স্বজন ও প্রতিবেশীরা। গতকাল বুধবার সকাল ১১টায় মরহুমের জানাজা নামাজ অনুষ্ঠিত হয়। জানাজায় বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ অংশগ্রহণ করেন। জানাজা শেষে তাকে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়।

বণিক বার্তা
সোমবার, জানুয়ারি ২৬, ২০২৬

# রাজশাহীতে তিনজনসহ সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ৮

বণিক বার্তা ডেস্ক ■

রাজশাহীর পুঠিয়ায় বাসের ধাক্কায় অটোরিকশার তিন যাত্রী নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন আরো অন্তত ছয়জন। গতকাল বিকালে পুঠিয়ার পোল্লাপুকুর এলাকায় রাজশাহী-নাটোর মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এছাড়া রাজধানীর যাত্রাবাড়ীতে ট্রাকের ধাক্কায় মোটরসাইকেল আরোহী দুই বন্ধু নিহত হয়েছেন। এছাড়া মুন্সিগঞ্জ, রংপুর ও ঝিনাইদহে সড়ক দুর্ঘটনায় আরো তিনজন প্রাণ হারিয়েছেন। বিস্তারিত প্রতিনিধিদের পাঠানো খবরে—

**ঢাকা :** রাজধানীর যাত্রাবাড়ীতে ট্রাকের ধাক্কায় মোটরসাইকেলে থাকা দুই বন্ধু নিহত হয়েছেন। শনিবার গভীর রাতে শনির আখড়ায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন খায়রুল হোসেন কামরুল (২০) ও ইয়াছিন রানা (২৭)। এদের মধ্যে খায়রুল ডাসানটেক সরকারি কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী ছিলেন। ইয়াছিন পেশায় মোটরসাইকেল মেকানিক ছিলেন।

সংবাদ
ঢাকা : রোববার ১১ মাঘ ১৪৩২
Dhaka : Sunday 25 January 2026

## বেনাপোলে সড়ক দুর্ঘটনায় জুট মিল শ্রমিকের মৃত্যু

প্রতিনিধি, বেনাপোল (যশোর)

বেনাপোলে বাস ও ব্যাটারিচালিত ভ্যানের সংঘর্ষে গুরুতর আহত এক জুট মিল শ্রমিক চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন। নিহতের নাম তাহেরা খাতুন (২৭)। গতকাল শনিবার ভোরে যশোর জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।

তাহেরা খাতুন বেনাপোল পোর্ট থানার সাদিপুর গ্রামের জহিরুল ইসলামের স্ত্রী। তিনি শার্শা উপজেলার আফিল জুট মিলের কর্মচারী ছিলেন।

স্থানীয় বাসিন্দা ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার বিকেলে কাজ শেষে ব্যাটারিচালিত ভ্যানযোগে বাড়ি ফিরছিলেন তাহেরা খাতুন। বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে বেনাপোল পোর্ট থানাধীন ২২ নম্বর গোডাউনের সামনে পৌছালে বিপরীত দিক থেকে আসা সোহাগ পরিবহন'-এর একটি যাত্রীবাহী বাস ভ্যানটিকে সজোরে ধাক্কা দেয়। এতে তাহেরা খাতুন রাস্তার ওপর ছিটকে পড়ে গুরুতর আহত হন।

বিষয়টি নিশ্চিত করে বেনাপোল পোর্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ আশরাফ হোসেন বলেন, এ ঘটনায় এখনও কেউ কোন অভিযোগ দেয়নি। অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে।

প্রথম আলো
মঙ্গলবার, ২৭ জানুয়ারি ২০২৬,

# বাস-অটোরিকশার সংঘর্ষে নিহত ৩

**সড়ক দুর্ঘটনা**

ভোলার লালমোহন উপজেলার গজারিয়া বাজারের কাছে গতকাল দুপুরে এ দুর্ঘটনা ঘটেছে।

**প্রথম আলো ডেস্ক**

ভোলার লালমোহন উপজেলায় যাত্রীবাহী বাস ও অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষে ঘটনাস্থলেই তিনজন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন কমপক্ষে আরও ২০ জন। নিহত ব্যক্তিদের লাশ উদ্ধার করেছেন ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা।

গতকাল সোমবার দুপুরে ভোলার লালমোহন উপজেলার গজারিয়া বাজারের কাছে এ দুর্ঘটনা ঘটেছে। নিহত ব্যক্তিরা হলেন মো. নাসিম (৪৩), শিল্পী রানী দাস (৫৫) ও তুষার দাস (২৫)। নিহত তিনজনের বাড়ি তজুমদ্দিন উপজেলার চাঁদপুর ইউনিয়নের শশীগঞ্জ গ্রামে।

পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিস সূত্রে জানা যায়, গতকাল দুপুরে ভোলা বাস টার্মিনাল থেকে একটি যাত্রীবাহী বাস চরফ্যাশনের উদ্দেশে ছেড়ে যায়। বাসটি লালমোহনের গজারিয়া বাজারের কাছে পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি অটোরিকশার সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কের পাশে থাকা খাদে পড়ে যায়। এ সময় অটোরিকশার চালকসহ তিনজন ঘটনাস্থলেই নিহত হন।

লালমোহন থানার ওসি মো. অলিউল ইসলাম জানান, ঘটনাস্থল থেকে তিনজনের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। আহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। দুর্ঘটনার বিষয়ে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া চলছে।

এ ঘটনা ছাড়াও ভোলার বোরহানউদ্দিন উপজেলায় মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মো. সোহাগ (২২) নামের এক যুবক নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় সিয়াম নামের আরও এক যুবক গুরুতর আহত হয়েছেন। গতকাল দুপুরে বোরহানউদ্দিন উপজেলার টবগী রাস্তার মাথা-সংলগ্ন ভোলা-চরফ্যাশন আঞ্চলিক মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

এ ঘটনা ছাড়াও গাজীপুরের শ্রীপুরে নোমান হোম টেক্সটাইল মিলস লিমিটেড কারখানার ভেতরে পৌরসভার একটি ময়লার গাড়ির চাপায় জসিম আহম্মেদ (৪৪) নামের এক নিরাপত্তা প্রহরী নিহত হয়েছেন। গতকাল সকালে শ্রীপুর পৌরসভার আনসার রোড এলাকায় কারখানার ১ নম্বর গেটের ভেতরে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, রোববার প্রাইভেট কারের সঙ্গে মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে মোটরসাইকেল আরোহী শিপন উদ্দীন মৃধা, তাঁর স্ত্রী এবং তাঁদের আট বছর বয়সী ছেলে আলিফ আহত হন।

আলিফকে ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল নেওয়া হয়। পরে তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।

---

সংবাদ
ঢাকা : বুধবার ১৪ মাঘ ১৪৩২
Dhaka : Wednesday 28 January 2026

# গাইবান্ধায় ট্রাকচাপায় হেলপারের মৃত্যু

**প্রতিনিধি, গাইবান্ধা**

গাইবান্ধা-পলাশবাড়ী আঞ্চলিক মহাসড়কে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকের নিচে ঘুমানোর সময় চাকায় পিষ্ট হয়ে এক হেলপারের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। গত সোমবার দুপুর পৌনে ১২টার দিকে সদর উপজেলার শাপলা মিল সংলগ্ন 'দুই মাইল' নামক স্থানে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত ব্যক্তির নাম-পরিচয় তাৎক্ষণিকভাবে জানা যায়নি। তবে তিনি দুর্ঘটনাকবলিত ট্রাকটির হেলপার ছিলেন বলে স্থানীয়রা নিশ্চিত করেছেন।

প্রত্যক্ষদর্শী রাসেদ জানান, ঘটনাস্থলে রাস্তার পাশে গমবোঝাই কয়েকটি ট্রাক দাঁড়িয়ে ছিল। এর মধ্যে 'রংপুর-ট ১১-০৪৯৯' নম্বরের ট্রাকটির নিচে এক ব্যক্তি শুয়ে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। এ সময় চালক বিষয়টি খেয়াল না করে ট্রাকটি চালানো শুরু করলে পেছনের চাকা ওই ব্যক্তির মাথার ওপর দিয়ে চলে যায়। এতে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত নিহতের বিস্তারিত পরিচয় পাওয়া যায়নি। খবর পেয়ে পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিস সদস্যরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে মরদেহ উদ্ধার করেছেন। এ ঘটনায় প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া চলছে।

---

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
মঙ্গলবার ॥ ২৭ জানুয়ারি ২০২৬

# অর্ধশতাধিক পোশাককর্মী অসুস্থ

**টঙ্গী প্রতিনিধি**

গাজীপুরের টঙ্গীতে একটি পোশাক কারখানায় অসুস্থ হয়ে পড়েছেন অর্ধশতাধিক শ্রমিক। তাদের শ্বাসকষ্ট, বমি ও খিচুনিসহ নানা উপসর্গ রয়েছে। গতকাল সকালে টঙ্গী ফাইসন্স রোড এলাকার ড্রেসম্যান ফ্যাশন ওয়্যার নামক কারখানায় এ ঘটনা ঘটে।

কারখানার শ্রমিকরা জানান, গতকাল সকালে কাজ শুরু করেন তারা। সকাল ৯টার দিকে হঠাৎ কারখানায় তীব্র দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে। এরপর থেকে শ্রমিকরা ক্রমাগত শ্বাসকষ্ট ও বমি করতে থাকেন। কারও কারও খিচুনি শুরু হয়। খবরটি ছড়িয়ে পড়লে আতঙ্কিত হয়ে কারখানার বিভিন্ন ফ্লোরে অর্ধশতাধিক শ্রমিক অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাদের টঙ্গী শহীদ আহসান উল্লাহ মাস্টার জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। ওই হাসপাতালের ডা. নাফিয়া শারমিন বলেন, বেশির ভাগ শ্রমিক শ্বাসকষ্টজনিত রোগে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। অনেকে বমি ও খিচুনি হওয়ার কথাও জানিয়েছেন। কারখানার প্রশাসনিক কর্মকর্তা আবদুর রহমান রিপন বলেন, শ্রমিকরা কী কারণে অসুস্থ হয়ে পড়েছে বলতে পারছি না।

---

যুগান্তর
মঙ্গলবার ২৭ জানুয়ারি ২০২৬

# গ্যাস সিলিন্ডারের আগুনে দগ্ধ যুবকের মৃত্যু

**যুগান্তর প্রতিবেদন**

রাজধানীর মুগদায় রান্নাঘরে জমে থাকা সিলিন্ডারের গ্যাসের আগুনে দগ্ধ উজ্জ্বল হোসেন (৩০) মারা গেছেন। সোমবার ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের বার্ন ইউনিটে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। বিষয়টি নিশ্চিত করেন ঢামেক পুলিশ ফাঁড়ির পরিদর্শক মো. ফারুক। তিনি বলেন, লাশ হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানাকে জানানো হয়েছে।

এর আগে বৃহস্পতিবার রাতে রান্নাঘরে ডিম ভাজতে যান উজ্জ্বল হোসেন। এসময় দিয়াশলাই জ্বালাতে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। এতে উজ্জ্বলের শরীরের প্রায় ৬০ শতাংশ দগ্ধ হয়। পরে গুরুতর আহত অবস্থায় পরিবারের সদস্যরা তাকে উদ্ধার করে শুক্রবার ভোররাতে ঢামেক হাসপাতালের বার্ন ইউনিটে ভর্তি করেন।

উজ্জ্বলের বাড়ি মাদারীপুর সদর উপজেলার মোস্তফাপুর গ্রামে। ঢাকার মুগদার মান্ডা এলাকায় বসবাস করতেন তিনি। কাজ করতেন কাপড়ের দোকানের বিক্রয়কর্মী হিসেবে।

---

যুগান্তর
শুক্রবার ৩০ জানুয়ারি ২০২৬
১৬ মাঘ ১৪৩২

# কালিয়াকৈরে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে শ্রমিকের মৃত্যু

**কালিয়াকৈর (গাজীপুর) প্রতিনিধি**

কালিয়াকৈরের মৌচাক ইউনিয়নের উলুসারা এলাকায় নওশাদ আলীর নির্মাণাধীন ভবনে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে নির্মাণ শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। ৬ দিন মৃত্যুর সঙ্গে লড়ে ঢাকা মেডিকেল কলেজের বার্ন ইউনিটে তার মৃত্যু হয়।

বৃহস্পতিবার ভোরে মৃত ওই নির্মাণ শ্রমিক হলো লালমনিরহাটের কালীগঞ্জ উপজেলার বুলারহাট এলাকার শাহিনুর রহমানের ছেলে ফরহাদ হোসেন। তিনি ওই এলাকার নজরুল ইসলামের বাড়িতে ভাড়া থেকে নির্মাণ শ্রমিকের কাজ করত। জানা যায়, উপজেলার উলুসারা এলাকায় পল্লীবিদ্যুতের ৩৩ হাজার ভোল্টের বৈদ্যুতিক লাইন ঘেঁষে নওশাত আলী নতুন বহুতল নির্মাণ কাজ করছিল। কাজ চলাকালে ২৪ জানুয়ারি বিদ্যুতাড়িত হয়ে ফরহাদ গুরুতর আহত হয়।

---

যুগান্তর
শুক্রবার ৩০ জানুয়ারি ২০২৬
১৬ মাঘ ১৪৩২

# নারী ও শিক্ষার্থীসহ সড়কে ঝরল ৩ প্রাণ

**যুগান্তর ডেস্ক**

সড়ক দুর্ঘটনায় বৃহস্পতিবার তিনজন নিহত হয়েছেন। তাদের মধ্যে ময়মনসিংহে শিক্ষার্থীসহ দুজন এবং ঢাকার ধামরাইয়ে অজ্ঞাতনামা নারী রয়েছেন। প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

**ধামরাই (ঢাকা):** ধামরাইয়ে বাসচাপায় অজ্ঞাতনামা নারীর প্রাণ গেছে। বৃহস্পতিবার ভোরে রাস্তা পারের সময় তিনি দুর্ঘটনার কবলে পড়েন। ওই নারী কারখানা শ্রমিক বলে ধারণা করা হচ্ছে।

**গৌরীপুর ও নান্দাইল (ময়মনসিংহ):** গৌরীপুর উপজেলার চরশ্রীরামপুর এলাকায় বৃহস্পতিবার সিএনজিচালিত দুই অটোরিকশার সংঘর্ষে অজ্ঞাতনামা এক ব্যক্তি প্রাণ হারিয়েছেন। দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও চারজন। নিহত ব্যক্তির বয়স ৫০ থেকে ৬০ বছর হবে। এদিকে নান্দাইল উপজেলায় ট্রাকের ধাক্কায় কলেজছাত্র ইমরুল কায়েস ফারদিনের মৃত্যু হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালে ময়মনসিংহ-কিশোরগঞ্জ সড়কের ঝালুয়া বাজার এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। ফারদিন কিশোরগঞ্জের হোসেনপুর উপজেলার তেঁতুলিয়া গ্রামের আবুল খায়েরের ছেলে এবং ময়মনসিংহের আনন্দ মোহন কলেজের শিক্ষার্থী।

কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা

দৈনিক ইত্তেফাক
৩০ জানুয়ারি ২০২৬

## ভাণ্ডারিয়ায় নদীতে পড়ে নিখোঁজ দিনমজুরের লাশ উদ্ধার

■ ভাণ্ডারিয়া (পিরোজপুর) সংবাদদাতা

পিরোজপুরের ভাণ্ডারিয়া লঞ্চঘাটের খেয়া পারাপারের সময় নদীতে পড়ে নিখোঁজের ছয় দিন পর এক দিনমজুরের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে উপজেলার ২ নম্বর নদমূলা শিয়ালকাঠী ইউনিয়নের চিংগুরিয়া খালের মোহনায় ভাসমান অবস্থায় ঐ মরদেহ দেহ উদ্ধার করা হয়। দিনমজুর মো. মিজানুর রহমান (৪০) উপজেলার ১ নম্বর ভিটাবাড়িয়া ইউনিয়নের বাঙ্গারাম খাল এলাকার বাসিন্দা আব্দুর রশিদ হাওলাদারের ছেলে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বৃহস্পতিবার সকালে স্থানীয়রা নদীতে একটি মরদেহ ভাসতে দেখে সেটা মিজানুরের বলে শনাক্ত করে পরিবারকে জানায়। পরে স্থানীয়দের সহায়তায় মরদেহটি উদ্ধার করা হয়।

যুগান্তর
শনিবার ৩১ জানুয়ারি ২০২৬
১৭ মাঘ ১৪৩২

## আশুগঞ্জে কেমিক্যাল ড্রাম বিস্ফোরণে কিশোর নিহত

### ওয়ার্কশপ মালিক আহত

ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রতিনিধি

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আশুগঞ্জ উপজেলায় কেমিক্যাল পণ্যের ড্রাম বিস্ফোরণে এক কিশোর নিহত হয়েছে। এ ঘটনায় ওয়ার্কশপ মালিক গুরুতর আহত হয়েছেন। শুক্রবার দুপুরে উপজেলার লালপুর বাজারে লোকনাথ ওয়ার্কশপে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

ওয়ার্কশপে কেমিক্যাল পণ্যের খালি ড্রাম মেশিন দিয়ে কাটার সময় তা বিকট শব্দে বিস্ফোরিত হয়। দীর্ঘদিন মুখ বন্ধ থাকা ড্রামটির ভেতরের দাহ্য গ্যাসের বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। এ সময় ওয়ার্কশপের সামনে দিয়ে রায়হান ডগইয়ার্ডের প্লেনশিট নিয়ে যাচ্ছিল। বিস্ফোরিত ড্রামের ধাতব অংশ ছিটকে রায়হানের মাথায় আঘাত করে। এতে তার মাথা থেঁতলে যায় এবং সে লুটিয়ে পড়ে। ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেনারেল হাসপাতালে নেওয়ার পথে সে মারা যায়। ওয়ার্কশপের মালিক লোকনাথ দাসকে গুরুতর আহত অবস্থায় ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

সমকাল ■ বৃহস্পতিবার। ৮ জানুয়ারি ২০২৬

# কার্যালয়ে বাসচালককে মারধর, এএসপির বিরুদ্ধে তদন্ত

■ নওগাঁ প্রতিনিধি

- সিটবিহীন টিকিটে স্বামীর বাসযাত্রা নিয়ে ঘটনার শুরু
- বাসমালিক ও শ্রমিকদের মধ্যে দেখা দিয়েছে উত্তেজনা

সিটবিহীন টিকিটে স্বামীর বাসযাত্রা নিয়ে বিতর্কে জড়িয়েছেন নওগাঁর সহকারী পুলিশ সুপার (সাপাহার সার্কেল) শ্যামলী রানী বর্মণ। তাঁর বিরুদ্ধে এক বাসচালককে নিজ কার্যালয়ে ডেকে মারধরের অভিযোগ উঠেছে। বিষয়টি তদন্তে গতকাল বুধবার তিন সদস্যের কমিটি করেছে জেলা পুলিশ।

গত রোববার রাজশাহী সড়ক পরিবহন মালিক গ্রুপের হিমাচল নামের বাসে ঘটনার সূত্রপাত। ওই বাসের সুপারভাইজার সিয়াম জানিয়েছেন, রোববার সকাল সাড়ে ৯টায় তাদের বাসটি সাপাহার থেকে রাজশাহীর উদ্দেশে যাত্রা করে। ওই বাসে ধানসুরা নামার কথা বলে সিটবিহীন টিকিট কাটেন এএসপি শ্যামলী রানী বর্মণের স্বামী জয়ন্ত বর্মণ। তিনি নিজেকে রাজশাহীর একটি কলেজের শিক্ষক হিসেবে পরিচয় দিয়ে রাজশাহীগামী এক যাত্রীর সিটে বসেন।

বাসটি দিঘার মোড়ে পৌঁছলে জয়ন্ত বর্মণকে সিট ছেড়ে দিতে অনুরোধ করেন সিয়াম। তখন নিজেকে সার্কেল এএসপির স্বামী পরিচয় দিয়ে হুমকি দিতে শুরু করেন জয়ন্ত। তর্কাতর্কির এক পর্যায়ে তিনি বাসচালক বাদলের কাছে এগিয়ে যান। তাঁর সঙ্গেও জয়ন্তের ব্যাপক কথা কাটাকাটি হয়। ধানসুরায় নেমে যাওয়ার আগে তিনি চালক ও সুপারভাইজারকে দেখে নেওয়ার হুমকি দেন।

ভুক্তভোগী বাদলের ভাষ্য, জয়ন্ত বর্মণ গাড়ি থেকে নামার পর একই পরিবহনের সাপাহার কাউন্টারের টিকিট মাস্টারকে অফিসে ডেকে নেন এএসপি শ্যামলী রানী বর্মণ। তিনি টিকিট মাস্টারের মোবাইল ফোন থেকে তাঁকে (বাদল) কল করে সুপারভাইজারকেও হুমকি দেন। রাত ১০টায় বাস নিয়ে তিনি সাপাহারে ফেরেন। তখন তাঁকে অফিসে ডেকে নেন এএসপি শ্যামলী রানী বর্মণ। পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে তিনি মোবাইল ফোন কেড়ে নিয়ে বাদলের পেটে লাথি মারেন। বেধড়ক পেটাতে থাকেন জয়ন্ত বর্মণও। এরপর শ্যামলী রানীর নির্দেশে তাঁর দেহরক্ষী আনন্দ বর্মণও পাইপ দিয়ে পেটাতে থাকেন।

মারধরের শিকার হয়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন চালক বাদল। তাঁকে সাপাহারের কোনো হাসপাতালে চিকিৎসা না নেওয়ার শর্তে ছেড়ে দেওয়া হয়। সোমবার রাজশাহী মেডিকেলে কলেজ (রামেক) হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসা নেন তিনি। বাসায় বিশ্রামে থাকা বাদল বলেন, 'এএসপি (শ্যামলী রানী বর্মণ) ম্যাডাম ও তাঁর স্বামী (জয়ন্ত বর্মণ) আমাকে অফিসে ডেকে নিয়ে শরীরের গোপন জায়গাগুলোতে মেরেছেন। তিনি (শ্যামলী রানী বর্মণ) বডিগার্ডকে বলেন, মাইরা হাত-পা ভেঙে দে। তারপর বডিগার্ড আমাকে এসএস পাইপ দিয়ে ইচ্ছে মতো পিটাইছে। আমি বিচার চাই। শ্রমিক বলে আমরা কি মানুষ না?'

বাসের যাত্রী স্কুলশিক্ষক নাসির উদ্দিন ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী। তিনি বলেন, শিক্ষিত মানুষ হয়েও জয়ন্ত বর্মণ যে আচরণ করেছেন, তা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। রাজশাহী কলেজের ছাত্র সজীব আহমেদও ছিলেন ওই বাসে। তাঁর ভাষ্য, 'জয়ন্ত বর্মণ স্ত্রীর ক্ষমতা দেখিয়ে খুবই বাজে আচরণ করেছেন। বাসের মধ্যে মনে হচ্ছিল তিনি চালক আর সুপারভাইজারকে মেরেই দেবেন।'

রাজশাহী সড়ক পরিবহন মালিক গ্রুপের সাধারণ সম্পাদক মো. নজরুল ইসলাম হেলাল এ বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, এ ঘটনায় স্থানীয় বাস মালিক ও শ্রমিকদের মধ্যে উত্তেজনা চলছে। তারা বিষয়টি নিয়ে এএসপির (শ্যামলী) সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে অশোভন আচরণের শিকার হয়েছেন। তাঁকে প্রত্যাহার ও তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান তারা।

এএসপি শ্যামলী রানী বর্মণ মঙ্গলবার বলেন, তাঁর স্বামীর সঙ্গে মোবাইল ফোনে অনকলে থাকা অবস্থায় খারাপ ব্যবহারের বিষয়টি শুনেছেন। পরে চালক ও সুপারভাইজারকে রাতেই অফিসে ডাকেন। চালক এসে 'সরি' বললেও সুপারভাইজার আসেননি। মালিক সমিতির সঙ্গে কথা বলে সমাধান করা হয়েছে। মারধরের অভিযোগকে গুজব হিসেবে দাবি করেন তিনি।

বুধবার দুপুর ১টার দিকে পুলিশ মিডিয়া গ্রুপ নওগাঁর হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে এ বিষয়ে তদন্ত কমিটি গঠনের বিষয়ে বার্তা পাঠান পুলিশ সুপার মোহাম্মদ তারিকুল ইসলাম। এতে বলা হয়, 'সংবাদটি আমার দৃষ্টিতে আসার পরই অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম) জয়ব্রত পালকে প্রধান করে তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে।' যদিও বক্তব্য জানতে তাদের কল দিলে ধরেননি।

THE FINANCIAL EXPRESS January 6, 2026

## Two shipbreaking workers die

OUR CORRESPONDENT

CHATTOGRAM, Jan 05: Two shipbreaking workers died on Monday when a boat capsized in the Sandwip Channel while they were trying to thwart an attempted robbery at a yard in Sitakunda, Chattogram.

The victims, identified as Abdul Khalek Ratan and Saiful Islam, both security guards from Gaibandha district, were on duty at the time of the incident.

A group of 20-25 robbers arrived in two engine-powered boats near a shipbreaking yard in Kumira. Upon spotting the robbers approaching, workers on duty boarded another boat to chase them away.

During the pursuit, the workers' boat lost control and overturned, throwing the occupants into the Sandwip Channel. While two workers managed to swim to safety, Ratan and Saiful went missing.

Their bodies were recovered Monday morning after being found floating near another yard in the area.

nazimuddinshyamol@gmail.com

## Worker goes missing after falling into Karnaphuli River

OUR CORRESPONDENT

CHATTOGRAM, Jan 05: An 18-year-old labourer went missing in the Karnaphuli River on Sunday after falling from a vessel while unloading fish. The incident occurred near the Ishanganj Sea Resource Jetty on the southern bank of the river.

The missing worker has been identified as Jisan.

Following the incident, police and divers from the Karnaphuli Fire Service and Civil Defence launched a search operation.

The OC of Sadarghat Nou Police Station said they were yet to locate him.

যুগান্তর মঙ্গলবার ৬ জানুয়ারি ২০২৬

## সীতাকুণ্ডে স্ক্র্যাপ জাহাজে ডাকাতের হামলা, দুই প্রহরী নিহত

সীতাকুণ্ড (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি

চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড উপজেলায় একটি স্ক্র্যাপ জাহাজে ডাকাত দলের হামলায় দায়িত্বে থাকা দুই নিরাপত্তা প্রহরী নিহত হয়েছেন। নিহতদের একজনের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। অপরজনের হাত ও মাথা পাওয়া গেলেও শরীরের বাকি অংশ পাওয়া যায়নি। রোববার রাতে উপজেলার কুমিরা ঘাটঘর এলাকায় কেআর শিপ ব্রেকিং ইয়ার্ডে ঘটনাটি ঘটে। ঘটনার পর ইয়ার্ড এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। এলাকায় নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। এ ঘটনায় এখনো কাউকে আটক করা যায়নি বলে জানিয়েছে পুলিশ। নিহত দুই নিরাপত্তা প্রহরী হলেন—খালেদ প্রামাণিক ও সাইফুল্লাহ। তারা দুজনই গাইবান্ধা জেলার সাদুল্লাপুর সদর থানার আব্দুল্লাহপুর এলাকার বাসিন্দা।

সংবাদ
ঢাকা : রোববার ২৭ পৌষ ১৪৩২
Dhaka : Sunday 11 January 2026

## শ্রীপুরে ধানক্ষেত থেকে শ্রমিকের মরদেহ উদ্ধার

প্রতিনিধি, শ্রীপুর (গাজীপুর)

গাজীপুরের শ্রীপুরে ধানক্ষেত থেকে পরিবহন শ্রমিক শরীফের (৩২) মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। নিহতের স্ত্রীর দাবি তাকে হত্যা করা হয়েছে। গত শুক্রবার দুপুরে উপজেলার বরমী ইউনিয়নের বড়পানী গ্রামের ধানক্ষেত থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করা হয়। শ্রীপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ নাছির আহম্মদ মরদেহ উদ্ধারের সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

পরিবহন শ্রমিক শরীফ বরমী ইউনিয়নের সোনাকর গ্রামের সিরাজ উদ্দিনের ছেলে। তিনি বরমী-ঢাকা রোডে চলাচলকারী প্রভাতী বনশ্রী পরিবহনের চালকের সহকারী (হেলপার) হিসেবে কর্মরত ছিলেন। শরীফের এক এবং দুই বছর বয়সী দুটি সন্তান রয়েছে।

নিহতের স্ত্রী শারমিন আক্তার জানান, গত বৃহস্পতিবার রাতের খাবার খেয়ে বাজারে আড্ডা দেয়ার কথা বলে শরীফ বাসা থেকে বের হয়। বের হওয়ার কিছুক্ষণ পর তার মোবাইলে ফোন দিলে মোবাইল বন্ধ পাওয়া যায়। পরে রাত ১০টা বেজে গেলে বাসায় ফিরে না আসলে আবার তার মোবাইলে ফোন দিলে মোবাইল বন্ধ পাওয়া যায়। ভোরে তিনি শরীফের মামা হাবিবুর রহমানের কাছে গিয়ে জানায় শরিফ রাতে বাজারে আড্ডা দেয়ার কথা বলে বাসা থেকে বের হয়ে সে বাসায় ফিরেনি। সকালে শরিফের আত্মীয়-স্বজনেরা সম্ভাব্য সব স্থানে খোঁজাখুঁজি শুরু করে। খোঁজাখুঁজির এক পর্যায়ে তার আরেক মামা জালাল উদ্দিন গত শুক্রবার সকাল ১০টার দিকে গরু চড়াতে গিয়ে বাড়ি থেকে দেড় কিলোমিটার দূরে বড়পানী গ্রামের ধানক্ষেতে শরিফের মরদেহ পড়ে থাকতে দেখে। খবর পেয়ে তিনি ঘটনাস্থলে গিয়ে শরিফের মরদেহ দেখে চিৎকার শুরু করেন।

শরিফের স্ত্রী আরও জানান, গত তিন দিন আগে স্থানীয় বাবু নামের এক ব্যক্তির সঙ্গে শরীফের ঝগড়া হয়েছিল। ওই ঘটনার জেরে তাকে হত্যা করা হয়ে থাকতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন। খবর পেয়ে শ্রীপুর থানা পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে মরদেহ উদ্ধার করেছে।

শ্রীপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ নাছির আহম্মদ বলেন, আমরা এখনও ঘটনাস্থলে আছি। ঘটনাটি তদন্ত করা হচ্ছে। নিহতের মরদেহের পাশ থেকে তিনটি কোকাকোলা ক্যান এবং একটু দূর থেকে গুড়ায় কাপড় পেঁচানো অবস্থায় একটি হেক্সো ব্লেড উদ্ধার করা হয়েছে। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য গাজীপুর শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। নিহতের পরিবারের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

দৈনিক ইত্তেফাক
সোমবার
২৮ পৌষ ১৪৩২, ১২ জানুয়ারি ২০২৬

## সুন্দরবনে দুই জেলেকে অপহরণ

■ শরণখোলা (বাগেরহাট) সংবাদদাতা

পূর্ব সুন্দরবনের টিয়ারচর এলাকা থেকে বনদস্যু জাহাঙ্গীর বাহিনী দুই জেলেকে অপহরণ করেছে। শনিবার দিবাগত মধ্যরাতে এ ঘটনা ঘটে। পূর্ব সুন্দরবন বন বিভাগের শেলারচর থেকে অপহৃত জেলেদের মহাজন মো. মিজান বহদ্দার রবিবার দুপুরে মোবাইল ফোনে বলেন, শনিবার দিবাগত রাত সাড়ে ১১টায় সুন্দরবনের টিয়ারচর এলাকায় নদীতে মাছ ধরারত তার জেলেদের নৌকায় চড়াও হয় বনদস্যু জাহাঙ্গীর বাহিনী। এরপর দুজন জেলেকে দস্যুরা তাদের ট্রলারে উঠিয়ে নিয়ে যায়। দস্যুরা মুক্তিপণের জন্য তাদের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য অন্য জেলেদের কাছে মোবাইল ফোন নম্বর দিয়ে গেছে। অপহৃত জেলেরা হচ্ছেন আবু হানিফ (৩২) ও খায়রুল ইসলাম (৩০)। তাদের বাড়ি সাতক্ষীরার আশাশুনির খাজুরা এলাকায়। সুন্দরবন পূর্ব বন বিভাগের শেলারচর ফরেস্ট টহল ফাঁড়ির ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ফরেস্টার আ. সবুর টিয়ারচরে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

সময়ের আলো
মঙ্গলবার। ৬ জানুয়ারি ২০২৬

## কারখানা মালিকের বিরুদ্ধে শ্রমিক ধর্ষণের অভিযোগ

### এফআইআর হিসেবে গ্রহণের নির্দেশ

● ঝালকাঠি প্রতিনিধি

ঝালকাঠিতে এক নারী শ্রমিককে ধর্ষণ, শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন এবং গর্ভবতী করার অভিযোগ পাওয়া গেছে জর্দা কারখানার মালিক ও তার সহযোগীর বিরুদ্ধে। সোমবার দুপুরে ঝালকাঠি নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক শরীফ মোহাম্মদ সানাউল্লাহ অভিযোগটি আমলে নিয়ে ঝালকাঠি সদর থানার ওসিকে এফআইআর হিসেবে গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন।

আদালত সূত্রে জানা গেছে, অভিযোগের বিষয়ে আইনানুগ তদন্ত শেষে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এ বিষয়ে বাদীপক্ষের আইনজীবী পার্থ সারথি রায় বলেন, ভুক্তভোগী নারী যেন ন্যায়বিচার পান সে লক্ষ্যেই আমরা আদালতের দ্বারস্থ হয়েছি। এ প্রসঙ্গে ঝালকাঠি সদর থানার ওসি ইমতিয়াজ আহমেদ বলেন, আদালতের নির্দেশনা এখনও থানায় এসে পৌঁছায়নি। হাতে পাওয়ার পর যথাযথ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এদিকে অভিযুক্ত শামসুল হক মনু মিয়ার বক্তব্য জানার জন্য তার ব্যবহৃত মোবাইল নম্বরে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও ফোনটি বন্ধ পাওয়া যায়। জানা গেছে, অভিযুক্ত জর্দা কারখানার মালিক ঝালকাঠি পৌর আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি শামসুল হক মনু মিয়া। আরেক অভিযুক্ত একই কারখানার শ্রমিক ফরিদ হোসেন। চাকরির প্রলোভন দেখিয়ে ভুক্তভোগী ওই নারীকে কারখানার মালিক মনু মিয়ার কাছে নিয়ে যায় ফরিদ হোসেন। পরবর্তী সময়ে মনু মিয়া নানা প্রলোভন দেখিয়ে বিভিন্ন সময়ে ওই নারী শ্রমিককে জোরপূর্বক শারীরিক সম্পর্কে বাধ্য করে। এ ছাড়া চাকরির সুবাদে একাধিকবার তাকে ধর্ষণ করা হয়। ২০২৪ সালের ৭ নভেম্বর ফরিদ হোসেনও তাকে জোরপূর্বক ধর্ষণ করে। একপর্যায়ে ভুক্তভোগী ওই নারী গর্ভবতী হয়ে পড়েন। বিষয়টি গোপন রাখতে এবং গর্ভের সন্তানের বৈধতা দিতে শামসুল হক মনুর উদ্যোগে ২০২৫ সালের ১ জানুয়ারি ফরিদ হোসেনের সঙ্গে কাবিন রেজিস্ট্রি করানো হয় ওই নারীর। পরে ১৫ জুলাই একটি কন্যাসন্তান জন্ম নিলে একই বছরের ২৩ সেপ্টেম্বর ফরিদ হোসেন তাকে তালাক দেয়।

দৈনিক ইত্তেফাক
৯ জানুয়ারি ২০২৬

ইজিবাইক চালক হত্যা

## সিরাজগঞ্জে তিন জনের আমৃত্যু কারাদণ্ড

■ সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি

সিরাজগঞ্জের কামারখন্দে ইজিবাইক চালক মানিক হোসেন নামের এক যুবককে গলা কেটে হত্যার দায়ে তিন জনকে আমৃত্যু সশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছে আদালত। একই সঙ্গে ২০ হাজার টাকা করে জরিমানা দেওয়া হয়েছে। গত বুধবার বিকালে সিরাজগঞ্জ জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক মো. ইকবাল হোসেন এ রায় দেন। সিরাজগঞ্জ জেলা ও দায়রা জজ আদালতের পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) রফিক সরকার এ তথ্য নিশ্চিত করেন। আমৃত্যু কারাদণ্ডপ্রাপ্তরা হলো সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলার কালিয়া উত্তরপাড়া গ্রামের মো. খোকন শেখ, মো. সাদ্দাম শেখ ও মো. রাব্বি ওরফে হাবিব শেখ।

মামলার বিবরণে জানা গেছে, ২০২৩ সালের ২১ নভেম্বর বিকালে মানিক হোসেন ইজিবাইক নিয়ে ভাড়ার জন্য বাড়ি থেকে বের হয়। এরপর রাতে সে আর বাড়ি ফিরে আসেনি। রাত ১০টার দিকে মানিকের ব্যবহৃত মোবাইল ফোন নম্বরে ফোন দিলে বন্ধ পাওয়া যায়। রাতে পরিবারের লোকজন অনেক খোঁজাখুঁজি করেও তার সন্ধান পায়নি। পরদিন সকাল ৮টার দিকে পরিবারের লোকজন লোকমুখে শুনতে পায় পার্শ্ববর্তী কামারখন্দ থানার ঝাঐল উত্তরপাড়া গ্রামে বেতবাগানের মধ্যে এক জনের গলা কাটা লাশ পড়ে আছে। তখন তারা ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে রাস্তার পাশে মানিক হোসেনের গলা কাটা লাশ দেখতে পায়। পরে খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য সিরাজগঞ্জ সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠায়।

এ ঘটনায় মানিকের মা হাফিজা খাতুন বাদী হয়ে অজ্ঞাতদের আসামি করে কামারখন্দ থানায় হত্যা মামলা দায়ের করেন। মামলার তদন্ত ও সাক্ষ্য প্রমাণ শেষে আদালত ঐ রায় দেয়।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
শুক্রবার ॥ ৯ জানুয়ারি ২০২৬ ॥

## মাঠে পড়ে ছিল অজ্ঞাত যুবকের লাশ

চুয়াডাঙ্গা ও দিনাজপুর প্রতিনিধি

**চালককে হত্যা করে ভ্যান ছিনতাই**

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গায় অজ্ঞাত পরিচয় (৪০) এক যুবকের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আলমডাঙ্গা উপজেলার কায়েতপাড়া গ্রামের মাঠে গতকাল লাশ পড়ে থাকতে দেখে থানায় খবর দেন স্থানীয়রা। যুবকের পরনে নীল রঙের জিন্স প্যান্ট, সাদা গেঞ্জি, কালো হুডি ও নীল জ্যাকেট রয়েছে। গলায় বেল্ট পেঁচিয়ে শ্বাসরোধে তাকে হত্যা করা হয়েছে প্রাথমিক ধারণা পুলিশের। আলমডাঙ্গা থানার ওসি বানী ইসরাইল জানান, সকালে কৃষকরা মাঠে কাজ করতে যাওয়ার সময় লাশ দেখতে পান। খবর পেয়ে পুলিশ লাশ উদ্ধার করে মর্গে পাঠায়। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পাওয়ার পর তার মৃত্যুর সঠিক কারণ নিশ্চিত হওয়া যাবে। ওসি আরও জানান, লাশের পরিচয় শনাক্তে পুলিশ কাজ করছে। পাশাপাশি হত্যায় জড়িতদের শনাক্ত ও গ্রেপ্তারে অভিযান শুরু করা হবে। এদিকে দিনাজপুর সদরে চালককে হত্যা করে ব্যাটারিচালিত ভ্যান ছিনিয়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। সদর উপজেলার সুন্দরবন গ্রামের একটি পুকুর থেকে তার লাশ উদ্ধার করা হয়। নিহত ভ্যানচালক খয়রাত আলীর (৪৪) বাড়ি দিনাজপুরের কাহারোল। ওসি নুর নবী জানান, প্রাথমিকভাবে এটি হত্যা বলে ধারণা করা হচ্ছে। ময়নাতদন্ত রিপোর্ট পেলে বিস্তারিত জানা যাবে।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
শনিবার ॥ ১০ জানুয়ারি ২০২৬

# যুবক ও বৃদ্ধাকে গলা কেটে শ্রমিককে কুপিয়ে হত্যা

প্রতিদিন ডেস্ক

নারায়ণগঞ্জে যুবক ও নীলফামারীতে এক বৃদ্ধাকে গলা কেটে এবং পটুয়াখালীতে এক শ্রমিককে কুপিয়ে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। প্রতিনিধিদের খবর–

নারায়ণগঞ্জ : বন্দরে মাদক সেবন ও পূর্বশত্রুতায় তাওহীদ নামে এক যুবককে গলা কেটে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। গতকাল সন্ধ্যায় বন্দরের আমিরাবাদ এলাকায় একটি বালুর মাঠের পরিত্যক্ত ঝোপের ভিতর থেকে তার লাশটি উদ্ধার করে পুলিশ। তাওহীদ আমিরাবাদ এলাকার মামুন মিয়ার ছেলে। নিহতের বাবা মামুন মিয়া বলেন, 'দুদিন আগে মুদি দোকানদার মোহাম্মদের সঙ্গে বকেয়ার টাকা নিয়ে তাওহীদ মধ্যে ঝগড়া হয়। ঝগড়ার পর মোহাম্মদ নিহতের বাবাকে মোবাইলে হত্যার হুমকিও দেন। এর জেরে তাওহীদকে হত্যা করা হতে পারে।' বন্দর থানার উপপরিদর্শক আবু বক্কর সিদ্দিক জানান, 'তদন্তের পর বিস্তারিত বলা যাবে।'

নীলফামারী : দিনদুপুরে গলা কেটে দুলালী বেগম (৬৫) নামে এক বিধবা নারীকে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। ঘটনাটি ঘটেছে গতকাল জেলার কিশোরগঞ্জ উপজেলার গাড়াগ্রাম ইউনিয়নের খামার গাড়াগ্রাম শিমলারতল গ্রামে। দুলালী বেগম ওই গ্রামের মৃত জেমসেলের স্ত্রী। কিশোরগঞ্জ থানার অফিসার ইনচার্জ (তদন্ত) আবদুল কুদ্দুস বলেন, হত্যার রহস্য উদ্‌ঘাটনে কাজ করা হচ্ছে।

পটুয়াখালী : বশির শরীফ (৩০) নামে এক যুবককে কুপিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। গতকাল সদর উপজেলার বদরপুর ইউনিয়নের গাবুয়া এলাকায় রাস্তায় তার লাশ পাওয়া যায়। বশির শরীফের মাথাসহ শরীরের বিভিন্ন স্থানে ধারালো অস্ত্রের আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। বশির গাবুয়া এলাকার মৃত রহমান শরীফের ছেলে। তিনি দিনমজুরের কাজ করতেন। পটুয়াখালী সদর থানার ওসি মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান বলেন, ওই যুবকের লাশ ময়নাতদন্তের জন্য পটুয়াখালী মেডিকেলে মর্গে পাঠানো হয়েছে। হত্যার কারণ জানা যায়নি। বিষয়টি খতিয়ে দেখছে পুলিশ। জড়িতদের গ্রেপ্তারে পুলিশ অভিযান চালাচ্ছে।

দৈনিক ইত্তেফাক
১০ জানুয়ারি ২০২৬

# নাফ নদীতে মাছ ধরার সময় জেলে গুলিবিদ্ধ

■ টেকনাফ (কক্সবাজার) সংবাদদাতা

কক্সবাজারের টেকনাফ উপজেলার নাফ নদীতে নৌকায় অবস্থান করে মাছ ধরার সময় মো. আলমগীর (৩০) নামে এক জেলে গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। গত বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে নাফ নদীর হোয়াইক্যং অংশে এ ঘটনা ঘটে। বিজিবি উখিয়া ৬৪ ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মো. জহিরুল ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

আহত জেলের বড় ভাই সরওয়ার আলম বলেন, 'বৃহস্পতিবার মাগরিবের পর আমার ভাই মো. আলমগীর ও আরেক জেলে মো. আকবর নাফ নদীর হোয়াইক্যং এলাকার বিলাইরছিয়া দ্বীপ-সংলগ্ন এলাকায় মাছ ধরতে যান। নৌকায় অবস্থান করে নদীতে জাল ফেলছিলেন তারা। এ সময় হঠাৎ কয়েক রাউন্ড গুলির ফায়ারের বিকট শব্দ শোনা যায়। এক পর্যায়ে আমার ভাই আলমগীর নৌকার ভেতরে লুটিয়ে পড়েন। পরে দেখা যায়, তার বাম হাত থেকে রক্ত ঝরছে এবং একটি গুলি বাম হাত ভেদ করে বের হয়ে গেছে। পরে তার সঙ্গে থাকা জেলের সহযোগিতায় তাকে উদ্ধার করা হয়।' তিনি আরো বলেন, আহত অবস্থায় আলমগীরকে প্রথমে কুতুপালং এমএমএস হাসপাতালে নেওয়া হলে সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়। পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে কক্সবাজার সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

যুগান্তর
শনিবার ১০ জানুয়ারি ২০২৬
২৬ পৌষ ১৪৩২

# বন্দরে যুবককে গলা কেটে হত্যা

বন্দর (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি

বন্দরে তৌহিদ (২২) নামে এক যুবককে গলা কেটে হত্যা করা হয়েছে। শুক্রবার সন্ধ্যায় ২৪নং ওয়ার্ড বন্দরের আমিরাবাদ বাসস্ট্যান্ডে এ ঘটনা ঘটে। পুলিশ লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য নারায়ণগঞ্জ জেনারেল হাসপাতাল মর্গে পাঠিয়েছে। নিহত তৌহিদ ২৪নং ওয়ার্ড বন্দরের আমিরাবাদ বক্তারকান্দি এলাকার মিশুকচালক মামুন মিয়ার ছেলে। এলাকাবাসী জানান, তৌহিদ মাঝেমধ্যে পরিবারের সহযোগিতার জন্য বাবার মিশুক চালাতেন। শুক্রবার সন্ধ্যায় আমিরাবাদ বাসস্ট্যান্ডের কাছে পতিত জমিতে তৌহিদের গলাকাটা লাশ পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয়রা। খবর পেয়ে পুলিশ লাশ উদ্ধার করে। ওসি গোলাম মোক্তার আশরাফ উদ্দিন জানান, তৌহিদের লাশ মর্গে পাঠানো হয়েছে।

দৈনিক ইত্তেফাক
শুক্রবার
২৫ পৌষ ১৪৩২, ৯ জানুয়ারি ২০২৬

# গোবিন্দগঞ্জে ক্যাবল অপারেটরের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

■ গোবিন্দগঞ্জ (গাইবান্ধা) সংবাদদাতা

গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে গত বুধবার রাতে এআই নেটওয়ার্ক ও চার্মির ক্যাবল নেটওয়ার্কের কর্মচারী সুশান্ত কুমার দাস (৩৫) নামে এক যুবকের মরদেহ ঝুলন্ত অবস্থায় পাওয়া গেছে। গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হয়েছে। এর আগে গত বুধবার রাত ১১টার দিকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করে গোবিন্দগঞ্জ থানা পুলিশ। সুশান্ত ফুলবাড়ী ইউনিয়নের বামনকুড়ি কৈপাড়া গ্রামের মৃত ধীরেন চন্দ্র দাসের একমাত্র ছেলে। তিনি পৌরশহরের ঝিলপাড়াস্থ এআই নেটওয়ার্কে ও চার্মির ক্যাবল নেটওয়ার্কের একজন কর্মী ছিলেন।

দেশ রূপান্তর
শনিবার, ১০ জানুয়ারি ২০২৬

# কৃষকের মরদেহ উদ্ধার

ফরিদপুর প্রতিনিধি

ফরিদপুরের নগরকান্দা উপজেলায় নিজ পুকুর থেকে আঞ্জু মোল্লা (৬০) নামের এক কৃষকের মরদেহ উদ্ধার করেছে নগরকান্দা থানা পুলিশ। গতকাল শুক্রবার বেলা ১১টার দিকে উপজেলার রামনগর ইউনিয়নের পূর্ব রাধানগর এলাকার গনি মোল্লার পুকুর থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়। নিহত আঞ্জু মোল্লা পূর্ব রাধানগর গ্রামের মৃত গনি মোল্লার ছেলে। তিনি পেশায় একজন কৃষক ছিলেন। তিনি এক ছেলে ও তিন মেয়ের জনক। জানা যায়, গত মঙ্গলবার থেকে আঞ্জু মোল্লা নিখোঁজ ছিলেন। বিভিন্ন স্থানে খোঁজাখুঁজি করেও তার কোনো সন্ধান পাওয়া যাচ্ছিল না। নিহতের স্ত্রী সুফিয়া বেগম বলেন, 'কে বা কারা আমার স্বামীকে হত্যা করেছে, আমি এর সুষ্ঠু বিচার চাই।'

যুগান্তর
শনিবার ১০ জানুয়ারি ২০২৬
২৬ পৌষ ১৪৩২

# রায়পুরে নিখোঁজ যুবকের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার

## পরিবারের দাবি হত্যা

রায়পুর (লক্ষ্মীপুর) প্রতিনিধি

রায়পুরে নিখোঁজের ২০ ঘণ্টা পর নিজ বাড়ির পাশের বাঁশবাগান থেকে এক যুবকের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। শুক্রবার দুপুর ৩টায় উপজেলার বামনী থেকে তার লাশ উদ্ধার করা হয়। নিহত বিপ্লব দাস এলাকার মৃত বিজয়কৃষ্ণ দাসের ছেলে। নিহত বিপ্লব দাসের বড় ভাই জানান, বিপ্লব এলাকায় পান বিক্রি ও কৃষি কাজ করতেন। কারও সঙ্গে কোনো ঝামেলায় জড়াতেন না, বৃহস্পতিবার রাত ৮টা হতে সে বাড়ি ফেরেনি। নিহত বিপ্লব দাসের ভাতিজা বাগানে বাঁশ কাটতে গিয়ে শুক্রবার দুপুরে তার ঝুলন্ত লাশ দেখতে পেয়ে চিৎকার দেয়। এরপর বিষয়টি পরিবার ও এলাকাবাসী জানতে পারে। জমিসংক্রান্ত বিষয় নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে তার জেঠাতো ভাইয়ের সাথে বিরোধ চলে আসছিল। সে কারণেও হত্যা করে ঝুলিয়ে রাখা হতে পারে বলে দাবি করে তার পরিবারের লোকজন। রায়পুর থানার ওসি শাহীন মিয়া জানান, শুক্রবার দুপুরে ঘটনাটি জানতে পেরে পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশ উদ্ধার করে। ময়নাতদন্তের জন্য সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়। নিহতের পরিবার লিখিত অভিযোগ দিয়েছে। হত্যা নাকি আত্মহত্যা ময়নাতদন্তে সঠিকভাবে জানা যাবে।

দৈনিক ইত্তেফাক
১০ জানুয়ারি ২০২৬

# বন্দরে মিশুক চালককে গলা কেটে হত্যা

■ বন্দর (নারায়ণগঞ্জ) সংবাদদাতা

নারায়ণগঞ্জের বন্দর এলাকায় তাওহিদ (২২) নামে এক মিশুক চালককে গলা কেটে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যায় পুলিশ তার লাশ উদ্ধার করে মর্গে পাঠায়। তিনি বন্দর থানার ২৪নং ওয়ার্ডের বক্তারকান্দি এলাকার মামুন মিয়ার ছেলে। গতকাল সন্ধ্যায় বন্দর থানার আমিরাবাদ এলাকায় একটি কাশবনে ঐ যুবকের গলাকাটা লাশ দেখে লোকজন পুলিশে খবর দেয়। পুলিশ লাশের সুরতহাল রেকর্ড করে ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠায়। বন্দর থানার ওসি গোলাম মুক্তার আশরাফ উদ্দিন জানান, এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। নিহতের পরিবার সূত্রে জানা গেছে, তাওহিদ তার পিতার মিশুকটি মাঝেমধ্যে চালাতেন। গত শুক্রবার থেকেই তিনি নিখোঁজ ছিলেন।

দৈনিক ইত্তেফাক
শনিবার
৩ মাঘ ১৪৩২, ১৭ জানুয়ারি ২০২৬

# রংপুরে অটোরিকশা ছিনতাইয়ের উদ্দেশ্যে চালক রবিউলকে হত্যা

## চার আসামির স্বীকারোক্তি

■ স্টাফ রিপোর্টার, রংপুর

রংপুর গঙ্গাচড়ায় অটোরিকশা ছিনতাইয়ের উদ্দেশ্যে চালক রবিউল ইসলামকে হত্যা করা হয়েছে। হত্যাকাণ্ডের রহস্য উদ্ঘাটন করে পুলিশ চার আসামিকে গ্রেফতার করেছে। গতকাল শুক্রবার জেলা পুলিশ সুপার মো. মারুফাত হুসাইন এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, গত ১৭ ডিসেম্বর গঙ্গাচড়া উপজেলার বড়বিল ইউনিয়নের গিড়িয়াপাড়া এলাকার একটি ডোবা থেকে রবিউল ইসলামের লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। এই ঘটনায় গত ১৮ ডিসেম্বর গঙ্গাচড়া মডেল থানায় একটি হত্যা মামলা হলে আসামিদের গ্রেফতার অভিযানে নামে পুলিশ।

১৫ জানুয়ারি পর্যন্ত গত দুই দিনে পুলিশ হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত চার জন আসামিকে গ্রেফতার করে। তারা পুলিশকে জানায়, ১৬ ডিসেম্বর রাত ১১টার দিকে পলাতক আসামি পারভেজ মিয়াসহ অজ্ঞাতরা অটোরিকশা ছিনতাই করার উদ্দেশ্যে পূর্বপরিকল্পিতভাবে রবিউল ইসলামকে হত্যা করে গঙ্গাচড়ার গিড়িয়াপাড়ার একটি কালভার্টের নিচে ঢুকিয়ে রাখে। জেলা পুলিশ সুপার বলেন, পুলিশ আন্তরিকতা ও সর্বোচ্চ পেশাদারিত্বের সঙ্গে চার আসামিকে গ্রেফতারসহ হত্যাকাণ্ডের রহস্য উন্মোচন করেছে। তদন্ত কার্যক্রম শেষে আসামিদের আদালতে নেওয়া হলে বিচারক তাদের জেলহাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেয়।

সংবাদ
ঢাকা : শনিবার ২৬ পৌষ ১৪৩২
Dhaka : Saturday 10 January 2026

# মৌলভীবাজারে দিনমজুরকে গলা কেটে হত্যা, গ্রেপ্তার ২

জেলা বার্তা পরিবেশক, মৌলভীবাজার

মৌলভীবাজার সদর উপজেলায় জাকির হোসেন নামের এক দিনমজুরকে গলা কেটে হত্যার ঘটনায় দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গত বুধবার ভোরে কুমিল্লার চৌদ্দগ্রাম উপজেলার ছুফুয়া বার্কুচি বাজার এলাকা থেকে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়। এর আগে গত সোমবার বিকেলে উপজেলার মৌলভী চা-বাগানের বাংলো টিলার ঢালে এ ঘটনা ঘটে। পরে নিহতের স্ত্রী অনজিলা বেগম বাদী হয়ে মৌলভীবাজার সদর থানায় একটি হত্যা মামলা করেন। নিহত জাকির সুনামগঞ্জ জেলার ইব্রাহীমপুর গ্রামের বাসিন্দা। গ্রেপ্তারকৃতরা হলেন, মৌলভীবাজার সদর উপজেলার মৌলভী চা-বাগানের পাথরটিলা লাইনের লক্ষ্মীনারায়ণ রবিদাসের ছেলে আকাশ রবি দাশ (২০) ও একই উপজেলার নিতেশ্বর এলাকার সেলিম মিয়ার ছেলে স্বাধীন আহমেদ (২০)।

গত বৃহস্পতিবার বিকেলে মৌলভীবাজার পুলিশ সুপার কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান পুলিশ সুপার মোহাম্মদ বিল্লাল হোসেন।

দৈনিক ইত্তেফাক
সোমবার ২৮ পৌষ ১৪৩২
Monday 12 January 2026

# হাটহাজারীতে ছুরিকাঘাতে মাইক্রোবাস চালকের মৃত্যু

প্রতিনিধি, রাউজান-হাটহাজারী (চট্টগ্রাম)

চট্টগ্রামের হাটহাজারীতে দুর্বৃত্তের ছুরিকাঘাতে মাহবুব আলম (৩৫) নামের এক মাইক্রোবাস চালকের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল রোববার ভোর রাত আনুমানিক চারটার দিকে হাটহাজারী পৌরসভার কলাবাগান এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

নিহত মাহবুব হাটহাজারী পৌরসভার ৩নং ওয়ার্ডস্থ আজিমপাড়া এলাকার হাফেজ আবদুল খালেক বাড়ির মৃত আবদুল নবীর পুত্র। স্থানীয়রা জানান, মাহবুব আলম পেশায় একজন মাইক্রোবাস চালক। তবে পাশাপাশি তিনি ওই এলাকার আলাউল হল নামের একটি ভবনের দেখাশুনার কাজে নিয়োজিত ছিলেন। রোববার ভোর রাতের দিকে ৩/৪ জন দুর্বৃত্ত কলাবাগান এলাকায় গিয়ে মাহবুবের সাথে বাকবিতণ্ডায় জড়ায়, এক পর্যায়ে তারা তাকে ছুরিকাঘাত করে পালিয়ে যায়। এসময় তার চিৎকার শুনে লোকজন ছুটে এসে উদ্ধার করে প্রথমে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স পরে চমেক হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে তার মৃত্যু হয়।

এদিকে মাহবুব আলমের নিহতের খবর ছড়িয়ে পড়লে তার সহকর্মী মাইক্রোবাস চালক সমিতির নেতাকর্মীরা এ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ ও খুনিদের দ্রুত আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবীতে চট্টগ্রাম-রাঙ্গামাটি মহাসড়কের কলাতল এলাকায় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন। এসময় হাটহাজারী মডেল থানার ওসি উপস্থিত হয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে কাজ করেন। তিনি জানান, এ ঘটনায় জড়িতদের অতিসত্বর আইনের আওতায় আনতে পুলিশ কাজ করছে।

১৩ জানুয়ারি ২০২৬
সংবাদ

# ফতুল্লায় বাবুর্চিকে কুপিয়ে হত্যা

■ নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি

নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লায় পূর্ব শত্রুতার জের ধরে রায়হান মিয়া ওরফে রোহান (৪৫) নামে এক বাবুর্চিকে প্রকাশ্যে কুপিয়ে হত্যা করেছে মাদক ব্যবসায়ীরা। গতকাল সোমবার রাতে ইসদাইর রেলস্টেশন এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। নিহত রায়হান মিয়া ফতুল্লার গলাচিপা এলাকার মৃত মেছের আলীর ছেলে।

নিহতের মেঝ ছেলে মোটরসাইকেল মেকানিক সাব্বির জানান, তল্লা এলাকায় সিরাজ মিয়ার বাড়িতে একটি ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে তারা তিন ভাই আর বাবা থাকেন। তার বাবা রায়হান বাবুর্চির কাজ করেন। কয়েক দিন আগে মাদক ব্যবসায়ী রাজ্জাক ও তার লোকজনের সঙ্গে তার বাবার তর্ক হয়। সে সময় রাজ্জাকসহ তার লোকজন তার বাবাকে মারধর করে। তিনি আরো বলেন, 'গতকাল সোমবার রাতে তার বাবাকে একা পেয়ে রাজ্জাক ও তার লোকজন এলোপাতাড়ি কুপিয়ে রাস্তায় ফেলে রাখে। পরে স্থানীয় লোকজন তাকে উদ্ধার করে নারায়ণগঞ্জ ৩০০ শয্যা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। এ বিষয়ে ফতুল্লা মডেল থানার ওসি আব্দুল মান্নান জানান, লাশ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হবে। জানা গেছে, রায়হানসহ গত এক বছরে রাজ্জাক বাহিনীর হাতে চার জন খুন হয়েছেন।

যুগান্তর
বৃহস্পতিবার ১৫ জানুয়ারি ২০২৬
১ মাঘ ১৪৩২

# ছিনতাইকারীর ছুরিকাঘাতে নিরাপত্তা কর্মীর মৃত্যু

যুগান্তর প্রতিবেদন

ঢাকার কেরানীগঞ্জের বসুন্ধরা বালুর মাঠ এলাকায় ছিনতাইকারীর ছুরিকাঘাতে মো. আহমেদ দেওয়ান নামে এক নিরাপত্তা কর্মীর মৃত্যু হয়েছে। বুধবার সকাল সাড়ে ৫টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। গুরুতর আহত অবস্থায় উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। আহমেদ দেওয়ান ডগ ইয়ারের নিরাপত্তাকর্মী হিসাবে চাকরি করতেন। বিষয়টি নিশ্চিত করেন ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক। তিনি বলেন, লাশ ঢামেক হাসপাতালে রয়েছে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানায় জানানো হয়েছে।

সংবাদ
ঢাকা : শনিবার ৩ মাঘ ১৪৩২
Dhaka : Saturday 17 January 2026

# প্রতিবেশীর হাঁস-মুরগিতে ফসলের ক্ষতি করাকে কেন্দ্র করে কৃষকের মৃত্যু

প্রতিনিধি, মির্জাগঞ্জ (পটুয়াখালী)

পটুয়াখালীর মির্জাগঞ্জে প্রতিবেশীর হাঁস-মুরগিতে ক্ষেতের ধান খাওয়াকে কেন্দ্র করে মারামারিতে দুলাল মল্লিক (৬০) নামে এক কৃষকের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে।

উপজেলার কাঁকড়াবুনিয়া ইউনিয়নে মকুমা গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। নিহত দুলাল মল্লিক ওই গ্রামের মৃত আক্কাস মল্লিকের ছেলে। গত বুধবার (১৪ জানুয়ারি) বিকেল সাড়ে ৩টার দিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।

পারিবারিক ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গত মঙ্গলবার বিকেল ৩টার দিকে একই গ্রামের বাসিন্দা মহারাজ খানের হাঁস-মুরগি প্রতিবেশী দুলাল মল্লিকের জমিতে ঢুকে পাকা ধান নষ্ট করছিল। নষ্ট ধান দেখে ক্ষিপ্ত হয়ে দুলাল মল্লিক বকাবকি শুরু করেন এবং মহারাজ খানের পরিবারের কাছে অভিযোগ জানাতে যান। এ সময় উভয় পক্ষের মধ্যে কথা কাটাকাটি শুরু হলে একপর্যায়ে উভয়পক্ষ মারামারিতে জড়িয়ে পড়ে। ফলে মহারাজ খান, তার স্ত্রী আকলিমা বেগম (৩৮) ও মেয়ে সাদিয়া আক্তার (২২) একত্রিত হয়ে দুলাল মল্লিকের ওপর আক্রমণ করেন।

সমকাল
১৮ জানুয়ারি ২০২৬ । ৪ মাঘ ১৪৩

# রাজধানীতে কলেজ শিক্ষার্থীসহ ৪ নারীর মরদেহ উদ্ধার

পুলিশের ধারণা আত্মহত্যা

■ সমকাল প্রতিবেদক

রাজধানীতে পৃথক স্থান থেকে চার নারীর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গত শুক্রবার রাত থেকে গতকাল শনিবার পর্যন্ত বাড্ডা, মিরপুর, ডেমরা ও যাত্রাবাড়ী থেকে মরদেহগুলো উদ্ধারের পর ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ মর্গে পাঠানো হয়। পুলিশের প্রাথমিক ধারণা, পারিবারিক কলহের জেরে এই চার নারী আত্মহত্যা করেছেন।

পুলিশ জানায়, মিরপুর ১০ নম্বর এলাকায় বাসা থেকে অচেতন অবস্থায় সানজিদা ইসলাম মিম (১৯) নামের এক কলেজ শিক্ষার্থীকে উদ্ধার করে গতকাল ভোরে স্বজন ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যান। এ সময় কর্তব্যরত চিকিৎসক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। পরে খবর পেয়ে মিরপুর থানার এক কর্মকর্তা হাসপাতালে গিয়ে লাশ উদ্ধার করে মর্গে পাঠান। ওই শিক্ষার্থী তাঁর ভাই-ভাবির সঙ্গে মিরপুর ১০ নম্বরের বাসায় থাকতেন। মিরপুর এলাকার একটি কলেজের দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রী ছিলেন। এক তরুণের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক নিয়ে পরিবারে দ্বন্দ্ব তৈরি হয়।

মিরপুর থানার ওসি মোহাম্মদ গোলাম আজম সমকালকে বলেন, প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে, পারিবারিক কলহের কারণে ওই শিক্ষার্থী গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন।

বাড্ডা থানা পুলিশ জানায়, শুক্রবার রাত ১টার দিকে আফতাবনগর এলাকার একটি বাসা থেকে ঝুলন্ত অবস্থায় সুবর্ণা খাতুনের (৩০) মরদেহ উদ্ধার করা হয়। সুবর্ণা স্বামীর সঙ্গে ওই বাসায় থাকতেন।

বাড্ডা থানার ওসি কাজী মো. নাসিরুল আমীন বলেন, প্রাথমিকভাবে জানা গেছে, পারিবারিক কলহের জেরে সুবর্ণা গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেন। এর পরও মৃত্যুর কারণ নিশ্চিত হওয়ার জন্য মরদেহের ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় অপমৃত্যু মামলা হয়েছে।

যাত্রাবাড়ী থানা পুলিশ জানায়, কোনাপাড়া আদর্শবাগ এলাকার একটি বাসা থেকে গলায় ফাঁস দেওয়া অবস্থায় আশা আক্তার (২৯) নামের এক তরুণীর লাশ উদ্ধার করা হয়।

আশা আক্তারের ভাই আব্দুল্লাহ আকাশ জানান, তাঁর বোন একটি বিউটি পার্লারে চাকরি করতেন। প্রথম স্বামীর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হওয়ার পর এক যুবকের সঙ্গে তাঁর প্রেমের সম্পর্ক হয়। সম্পর্কের টানাপোড়েনের কারণে শুক্রবার রাতে বাসায় আশা ফ্যানের সঙ্গে গলায় ফাঁস দেন।

ডেমরা থানা পুলিশ জানায়, ডেমরার পূর্ব বক্সনগর এলাকার একটি বাসা থেকে শুক্রবার রাতে মোছা. কোহিনুর (৩৬) নামে এক নারীর মরদেহ উদ্ধার করা হয়। পরে ময়নাতদন্তে ঢাকা মেডিকেল কলেজ মর্গে পাঠায় পুলিশ।

ডেমরা থানার ওসি মোহাম্মদ তাইফুর রহমান মির্জা বলেন, প্রাথমিক তদন্তে জানা যায়, পারিবারিক বিষয় নিয়ে স্বামীর সঙ্গে ওই নারীর ঝগড়া হয়েছিল। এর জেরে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেন।

যুগান্তর
সোমবার ১৯ জানুয়ারি ২০২৬
৫ মাঘ ১৪৩২

# রাজধানীতে পার্লার কর্মীর গলাকাটা লাশ উদ্ধার

যুগান্তর প্রতিবেদন

রাজধানীর গুলশানের একটি বাসা থেকে সাদিয়া রহমান সাদিয়া (২৭) নামে এক নারীর গলাকাটা লাশ উদ্ধার করছে পুলিশ। শনিবার রাতে গুলশানের কালাচাঁদপুর পশ্চিমপাড়ার ভাড়া বাসা থেকে তার লাশ উদ্ধার করা হয়। পরে ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল মর্গে পাঠায় পুলিশ। সাদিয়া একটি বারের ড্যান্সার। একই সঙ্গে পার্লারের ব্যবসাও করতেন তিনি। এ ঘটনায় সাদিয়ার বড় বোন শাহিদা বাদী হয়ে গুলশান থানায় অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে মামলা করেছেন। হত্যাকাণ্ডে ব্যবহৃত ধারালো অস্ত্র এখনো উদ্ধার হয়নি। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য সাদিয়ার রুমমেট নুসরাতকে হেফাজতে নিয়েছে পুলিশ।

গুলশান থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মো. মারুফ আহমেদ যুগান্তরকে বলেন, আমরা সাদিয়া নামের নারীর গলাকাটা লাশ উদ্ধার করেছি। লাশের মুখ, মাথা এবং শরীরের বিভিন্ন স্থানে ধারালো অস্ত্রের আঘাতের চিহ্ন ছিল। কী কারণে এবং কারা তাকে হত্যা করেছে—তা জানার চেষ্টা চলছে।

সাদিয়ার বড় বোন শাহিদা রোববার বাদী হয়ে গুলশান থানায় মামলা করেন। মামলার এজাহারে তিনি বলেন, শুক্রবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে সাদিয়ার সঙ্গে আমার মোবাইল ফোনে শেষ কথা হয়। ওইদিন রাতে তাকে ফোন করলে মোবাইল বন্ধ পাই। পরদিন শনিবার সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করেও তাকে পাওয়া যায়নি। একপর্যায়ে আমার বোনের রুমমেট নুসরাতকে ফোন করলে তিনি জানান, তিনি দুদিন আগেই গ্রামের বাড়ি চলে গেছেন এবং সাদিয়ার ব্যাপারে কিছু জানেন না।

শাহিদা আরও বলেন, এরপর আমি শনিবার বিকালে টাঙ্গাইল থেকে ঢাকার উদ্দেশে রওয়ানা হই। ওইদিন রাত ৯টার দিকে আমার বোনের ভাড়া বাসায় পৌঁছে সেটি তালাবদ্ধ দেখতে পাই। তখন আমি বাড়ির মালিক ও আশপাশের লোকজনের সহায়তায় বাসার তালা ভেঙে ভেতরে ঢুকে সাদিয়াকে মৃত অবস্থায় দেখতে পাই। আমার ধারণা শুক্রবার দুপুর ১২টা থেকে শনিবার রাত ৯টার মধ্যে যে কোনো সময় অজ্ঞাতনামা আসামিরা আমার বোনকে খুন করে আলামত গোপন করে পালিয়ে গেছে।

সাদিয়ার বোনজামাই নূর নবী জানান, সাদিয়া পেশায় ড্যান্সার ছিলেন এবং তার একটি নিজস্ব পার্লার ছিল। ইতঃপূর্বে তার দুবার বিয়ে হয়েছিল এবং উভয় স্বামীর সঙ্গেই তার বিচ্ছেদ হয়েছে। তার প্রথম পক্ষের মারিয়া নামে ৫ বছরের একটি মেয়ে সন্তান রয়েছে। নিহত সাদিয়া টাঙ্গাইলের ধনবাড়ী উপজেলার মুশুদ্দি পশ্চিমপাড়ার শহীদ আলীর মেয়ে। গুলশানে কালাচাঁদপুরে একটি ভবনের দোতলায় নুসরাতের সঙ্গে বসবাস করতেন তিনি। নুসরাতও বারের ড্যান্সার। সাদিয়ার এক ভাই ও দুই বোন।

**জবি শিক্ষার্থীর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার :** রাজধানীর পুরান ঢাকার একটি মেস থেকে নাম আকাশ চন্দ্র সরকার নামে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের (জবি) এক সাবেক শিক্ষার্থীর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। রোববার রাত সাড়ে ৯টার দিকে গেন্ডারিয়া থানার ভাট্টিখানার এলাকার ওই মেস থেকে তার লাশ উদ্ধার করা হয়। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে তিনি আত্মহত্যা করেছেন।

বিষয়টি নিশ্চিত করেন গেন্ডারিয়া থানার তদন্ত কর্মকর্তা নাজমুল হাসান। তিনি জানান, মৃত্যুর সঠিক কারণ নিশ্চিত করতে লাশ ময়নাতদন্তের জন্য স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ (মিটফোর্ড) হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন ও তদন্তসাপেক্ষে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

সমকাল
রোববার । ১৮ জানুয়ারি ২০২৬ ।

# নিরাপত্তাকর্মীকে পিটিয়ে অস্ত্র ছিনতাই একজন অপহৃত

■ সমকাল প্রতিবেদক

রাজধানীর উত্তরায় বেসরকারি নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠান এলিট ফোর্সে কর্মরত মাহবুবুর রহমান (৫৬) নামে একজনকে মারধর করে লাইসেন্সপ্রাপ্ত শটগান ছিনিয়ে পালিয়েছে দুর্বৃত্তরা। একই সঙ্গে তিনি যে ব্যক্তির নিরাপত্তার দায়িত্বে ছিলেন তাঁকে অপহরণ করা হয়। গত শুক্রবার সন্ধ্যায় উত্তরার ১৪ নম্বর সেক্টরের ১২ নম্বর রোডের ২৪ নম্বর বাড়ির সামনে এ ঘটনা ঘটে।

উত্তরা পশ্চিম থানার পুলিশ বলছে, অপহৃত ব্যক্তির পরিচয় সম্পর্কে কোনো তথ্য নেই তাদের কাছে। তবে ঘটনা জানার পর থেকেই পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। ঘটনাস্থল ও আশপাশের সিসি ক্যামেরার ফুটেজ সংগ্রহ করে বিশ্লেষণ করা হচ্ছে।

পুলিশের এক কর্মকর্তা জানান, সিসি ক্যামেরার ফুটেজে দেখা যায়, একটি প্রাডো গাড়ি থেকে এক ব্যক্তি নামছেন। পাশের আরেকটি গাড়ি থেকে কয়েকজন নেমে ওই ব্যক্তিকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। এর আগে নিরাপত্তা কর্মী মাহবুবুর রহমানকে বেধড়ক মারধর করে তাঁর কাছে থাকা শটগান ছিনিয়ে নেয় তারা।

উত্তরা পশ্চিম থানার ওসি কাজী রফিক আহমেদ গতকাল রাত ৯টায় সমকালকে জানান, মাহবুবুর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকায় তাঁর সঙ্গে বিস্তারিত কথা বলা যায়নি। ফলে অপহৃত ব্যক্তি সম্পর্কে কোনো তথ্য নেই পুলিশের কাছে। মাহবুবুর রহমানের পরিবারের সদস্যরা গতকাল সন্ধ্যায় মামলা করেন। তবে তারা অপহৃত ব্যক্তি সম্পর্কে তথ্য দিতে পারেননি। ঘটনার পর থেকেই পুলিশ তদন্তে নেমেছে।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
রবিবার ॥ ১৮ জানুয়ারি ২০২৬

# দরিদ্র চা দোকানি হত্যা, দুই সন্তান নিয়ে দিশাহারা স্ত্রী

ফরিদপুর প্রতিনিধি

নিহত আবুল কাসেম

ফরিদপুর পৌরসভার হাজী ভুমরদি বেপারী ডাঙ্গী এলাকার বাসিন্দা আবুল কাসেম। স্থানীয় মসজিদসংলগ্ন ছোট্ট চায়ের দোকান দিয়ে স্ত্রী ও দুই সন্তান নিয়ে সংসার চলত তাঁর। নিজের ছিল কয়েক শতক কৃষিজমি। পৈতৃক সম্পত্তিতে অন্য ভাইদের সঙ্গে বসবাস করতেন আবুল কাসেম। ১৭ ডিসেম্বর নিজের চাচা-চাচি ও চাচাতো ভাইবোনদের হামলার শিকার হন তিনি। ১৫ জানুয়ারি চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান। এখন দুই সন্তান নিয়ে বিপাকে তাঁর স্ত্রী।

আবুল কাসেমের স্ত্রী ফরিদা পারভীন কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলেন, 'আমি দুটি অবুঝ সন্তান নিয়ে কীভাবে বাঁচব? কীভাবে সন্তানদের মুখে খাবার তুলে দেব? স্বামী হত্যাকারীদের আমি ফাঁসি চাই।' কোতোয়ালি থানার ওসি শহিদুল ইসলাম এ বিষয়ে কথা বলতে রাজি হননি। স্থানীয়রা জানান, চায়ের দোকানের আয়ে সংসার চালানো কষ্ট হতো কাসেমের। তাঁর মৃত্যুর পর পরিবারটির পথে বসার উপক্রম হয়েছে। এলাকাবাসীর অভিযোগ, হামলার পর থানায় লিখিত অভিযোগ দিলেও প্রভাবশালী মহলের কারণে গ্রহণ করা হয়নি। পুলিশ একজনকে আটক করলেও তাকে ৫৪ ধারায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে। চা দোকানি হত্যায় জড়িতদের অবিলম্বে গ্রেপ্তারের দাবি জানিয়েছেন স্থানীয়রা।

কালের কণ্ঠ
ঢাকা । সোমবার । ১৯ জানুয়ারি ২০২৬

# আরো ৫ জেলেকে অপহরণ ৫ লাখ টাকা মুক্তিপণ দাবি

**শরণখোলা** (বাগেরহাট) **প্রতিনিধি** ▷

সুন্দরবনে আরো পাঁচ জেলেকে অপহরণ করা হয়েছে। গত শনিবার গভীর রাতে পূর্ব বন বিভাগের শরণখোলা রেঞ্জের কটকা অভয়ারণ্য কেন্দ্রের কালামিয়া এলাকার নদী থেকে একটি ট্রলারসহ তাঁদের অপহরণ করে নিয়ে যায় দস্যুরা। অপহৃত জেলেদের মুক্তিপণ হিসেবে পাঁচ লাখ টাকা দাবি করা হয়েছে। দুর্ধর্ষ বনদস্যু জাহাঙ্গীর বাহিনী এই অপহরণ করেছে বলে জেলেদের মহাজন সূত্রে জানা গেছে।

অপহৃত জেলেরা হলেন কচি (৪৫), হিরক (৩৫), সালাম (৪০), রবিউল (৩৫) ও মুজাহিদ (২৬)। জেলেদের বাড়ি বাগেরহাটের রামপাল উপজেলার বাঁশতলী এলাকায়।

## সুন্দরবন

অপহৃত জেলেদের মহাজন ও পূর্ব সুন্দরবনের শরণখোলা রেঞ্জের শেলারচরের মৎস্য ব্যবসায়ী রামপালের নুরুল হক শেখ গতকাল রবিবার বলেন, গত শনিবার রাতে তাঁর আটজন জেলে কটকার কালামিয়া এলাকায় মাছ ধরছিলেন। এ সময় জাহাঙ্গীর বাহিনীর সশস্ত্র দস্যুরা একটি নৌকাযোগে এসে জেলেদের মারধর করে তিন জেলেকে ট্রলার থেকে নামিয়ে অন্য একটি নৌকায় রেখে ট্রলারসহ পাঁচ জেলেকে তুলে নিয়ে চলে যায়। যাওয়ার সময় পাঁচ লাখ টাকা মুক্তিপণ দাবি করে রেখে যাওয়া জেলেদের কাছে তাদের মোবাইল নম্বর দিয়ে যায় দস্যুরা।

দৈনিক ইত্তেফাক
বৃহস্পতিবার
১ মাঘ ১৪৩২, ১৫ জানুয়ারি ২০২৬

# কেরানীগঞ্জে ছুরিকাঘাতে বৃদ্ধ নিরাপত্তাকর্মী খুন

■ কেরানীগঞ্জ (ঢাকা) সংবাদদাতা

ঢাকার কেরানীগঞ্জে ছুরিকাঘাতে আহমেদ দেওয়ান (৬০) নামের এক নিরাপত্তাকর্মী খুন হয়েছেন। তিনি দক্ষিণ কেরানীগঞ্জের পানগাঁও এলাকার মৃত মফা দেওয়ানের ছেলে।

গতকাল বুধবার ভোর সাড়ে ৫টার দিকে দক্ষিণ কেরানীগঞ্জের কোন্ডা ইউনিয়নের কাউটাইল এলাকায় ঘটনাটি ঘটে।

নিহতের মেয়ে রেখা আক্তার সাংবাদিকদের বলেন, আমার বাবা ২৫ বছর ধরে হক ডকইয়ার্ডে নিরাপত্তাকর্মী হিসেবে কাজ করতেন। গতকাল সকাল ৬টা থেকে বাবার ডিউটি ছিল। সেজন্য ভোর ৫টার দিকে তিনি বাড়ি থেকে কাজের উদ্দেশ্যে বের হন। কিছুক্ষণ পর খবর পাই কে বা কারা বাবাকে ছুরি মেরেছে। গুরুতর আহত অবস্থায় বাবাকে প্রথমে স্থানীয় একটি হাসপাতালে নেওয়া হয়। পরে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে (ঢামেক) নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় বাবার মৃত্যু হয়।

দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল আলম বলেন, ছুরিকাঘাতে গুরুতর আহত বৃদ্ধ চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান। কে বা কারা তাকে ছুরিকাঘাত করেছে সে বিষয়ে তদন্ত চলছে।

কালের কণ্ঠ
ঢাকা । শনিবার । ২৪ জানুয়ারি ২০২৬

# গাজীপুরে চাঁদা না পেয়ে পার্কে হামলা, আহত ৭

**নিজস্ব প্রতিবেদক, গাজীপুর** ▷

গাজীপুরে চাঁদা না পেয়ে একটি বিনোদন পার্কে হামলার ঘটনা ঘটেছে। গতকাল শুক্রবার দুপুরে গ্রিন ভ্যালি পার্ক অ্যান্ড পিকনিক স্পটে কিশোর গ্যাংয়ের হামলায় ১০-১২ জন আহত হন। তাদের মধ্যে সাতজনের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় গাজীপুর শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এ সময় পার্কের ক্যাশ বাক্স থেকে ১৫ লাখ টাকা লুট করা হয়।

প্রত্যক্ষদর্শী ও পার্ক কর্তৃপক্ষ জানায়, দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে তৌসিফের (২০) নেতৃত্বে ২৫ থেকে ৩০ জনের একটি দল দা, লাঠি ও দেশীয় অস্ত্র নিয়ে পার্কে হামলা চালায়। তারা পার্কের মালিক ও কর্মচারীদের ওপর অতর্কিত হামলা চালিয়ে ব্যাপক ভাঙচুর করে এবং ক্যাশ বাক্সে থাকা টাকা নিয়ে পালিয়ে যায়।

হামলায় আহতদের মধ্যে রয়েছেন পার্কের মালিক রুবেল আহমেদ, নিরাপত্তাকর্মী মো. সোহান (৩০), রুবেলের ব্যক্তিগত গাড়িচালক মো. সাব্বির (৪৫), পিকআপচালক মো. জিহাদ (২৪), কর্মচারী সাত্র

## ১৫ লাখ টাকা লুটের অভিযোগ

(৩০), মালিকের ভাতিজা সাহিদুল ইসলাম (৩০) ও পার্কের সামনের মুদি দোকানি মো. আলামিন (৪০)। তাঁদের সবাইকে শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

পার্কের মালিক রুবেল আহমেদ বলেন, তৌসিফ দীর্ঘদিন ধরে তাঁর কাছে চাঁদা দাবি করে আসছিল। হামলার সময় তিনি জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯ নম্বরে ফোন করে সহায়তা চান। তবে প্রথমবার ফোন করার পর পুলিশ আসেনি। দ্বিতীয়বার ফোন দেওয়ার পর পুলিশ আসার আগেই হামলাকারীরা পালিয়ে যায়।

তিনি আরো জানান, হামলাকারীদের বাড়ি পাশের সাভারের আশুলিয়া এলাকায়। এ ঘটনায় তিনি শনিবার (আজ) থানায় লিখিত অভিযোগ করবেন।

এ বিষয়ে জানতে কাশিমপুর থানার ওসি মোল্লা খালিদ হোসেনের মোবাইলে একাধিকবার ফোন করা হলেও তিনি রিসিভ করেননি।

DHAKA SUNDAY JANUARY 18, 2026
MAGH 4, 1432 BS
The Daily Star

# RMG worker raped while fiance forcibly detained in Bhola

**OUR CORRESPONDENT,** *Barishal*

A readymade garment (RMG) worker was allegedly gang-raped by two local youths after her fiance was beaten and tied up on the Meghna river embankment in Manpura upazila of Bhola district early Friday.

Police said the incident occurred in Taltoli area of Char Goalia union around 2:20am.

The victim is from Sunamganj, while her fiance is a resident of Manpura. Both work at a garment factory in Dhaka and had come to Manpura recently for family arrangements ahead of their marriage.

The victim filed a rape case with Manpura Police Station against five named individuals and three to four unidentified persons, said Sub-Inspector Ibrahim Nayan, also the investigation officer.

According to the case statement, the 18-year-old victim and her fiance, Sajib Hossain, arrived in Manpura on January 14. Their wedding was scheduled for January 15, and she was staying at Sajib's grandmother's house for the preparations.

On Thursday night, a group of local men came to the house, brought allegation of "illicit relationship" against them and demanded Tk 2 lakh. They threatened to hand the couple over to police or even kill them if the money was not paid.

When the duo failed to pay, the group allegedly forced them out of the house around midnight on Thursday. Pretending to help the girl board a launch, they detained Sajib and took the victim to an abandoned embankment in Taltoli area.

There, two of the accused -- Alamin and Maksud -- raped her, while others beat Sajib and assisted in the crime, the case statement added.

Md Farid, officer-in-charge of Manpura Police Station, said police are conducting raids to arrest the accused. The victim has been sent to a hospital for medical examination.

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
রবিবার ॥ ১৮ জানুয়ারি ২০২৬

## গাড়িচাপায় শ্রমিক হত্যা, যুবদলের সাবেক সভাপতি কারাগারে

রাজবাড়ী প্রতিনিধি

রাজবাড়ী সদর উপজেলায় গোয়ালন্দ মোড়ে তেলের পাম্পে টাকা না দিয়ে পালিয়ে যাওয়ার সময় গাড়িচাপায় রিপন সাহা (৩০) হত্যায় মামলা হয়েছে। নিহতের ছোট ভাই প্রতাপ সাহা বাদী হয়ে দুজনকে অভিযুক্ত করে রাজবাড়ী সদর থানায় মামলা করেন। এতে অভিযুক্ত জেলা যুবদলের সাবেক সভাপতি ও ঠিকাদার আবুল হাসেম সুজন (৫৪) ও গাড়িচালক মো. কামাল হোসেন সরদারকে (৪৩) কারাগারে পাঠিয়েছেন আদালত।

গতকাল তাকে রাজবাড়ীর সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে তোলা হয়। বিচারক মো. মহসীন হাসান তাদের জামিন নামঞ্জুর করে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন। মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা মো. সাহাবুদ্দিন খান বলেন, গাড়িচালক কামাল আদালতে ১৬৪ ধারায় স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছেন। জানা গেছে, আবুল হাসেম সুজন ২০১৯ সালে যুবদলের সভাপতির পদ থেকে সংবাদ সম্মেলন করে পদত্যাগ করেন। পদত্যাগের পর তিনি আওয়ামী লীগের রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে ঠিকাদারি ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ করতেন।

দৈনিক ইত্তেফাক
মঙ্গলবার
৬ মাঘ ১৪৩২, ২০ জানুয়ারি ২০২৬

## হাতিরঝিলে গৃহকর্মী, কামরাঙ্গীরচরে গৃহবধূর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

রাজধানীর হাতিরঝিলের পশ্চিম চৌধুরীপাড়ার একটি বাড়ির দ্বিতীয় তলার ফ্ল্যাট থেকে সোনিয়া (১৭) নামে এক গৃহকর্মীর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। অন্যদিকে কামরাঙ্গীরচর পূর্ব রসুলপুর কুরারঘাট হাসপাতাল মাঠ সংলগ্ন একটি বাসা থেকে খুরশিদা বেগম খুশি (৩৬) নামে এক গৃহবধূর লাশ উদ্ধার করা হয়।

গতকাল সোমবার সকালে লাশ দুটি ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। নিহত সোনিয়া ভোলার চরফ্যাশান চরমাইনকা বেপারিবাড়ি গ্রামের মৃত দুলাল বেপারীর মেয়ে। হাতিরঝিলে পশ্চিম চৌধুরীপাড়ার এ এস এম ইকবাল হোসেনের বাসায় গৃহকর্মী হিসেবে ছিলেন তিনি।

গৃহকর্তা ও তার মেয়ে নুসরাত জাহান দাবি করেন, নিজের ওপর অভিমান করে সোনিয়া আত্মহত্যা করেছে। রবিবার দিবাগত রাত ২টার দিকে সবার অগোচরে একটি কক্ষে গিয়ে গলায় ফাঁস দেয় সে। পরে তার চিৎকার শুনে ঐ কক্ষে গিয়ে তাকে উদ্ধারচেষ্টার পাশাপাশি পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। হাতিরঝিল থানার এসআই দীন বন্ধু রায় বলেন, 'রবিবার সন্ধ্যায় গৃহকর্তার মেয়ে জরুরি সেবা ৯৯৯ এ ফোন দিয়ে গৃহকর্মীর মৃত্যুর বিষয়টি জানান। ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখি, ফ্ল্যাটের একটি কক্ষে সিলিং ফ্যানের সঙ্গে গলায় ওড়না পেঁচানো অবস্থায় সোনিয়ার লাশ ঝুলছিল।'

অন্যদিকে কামরাঙ্গীরচরে মৃত খুরশিদা বেগম শরীয়তপুর জেলার নড়িয়া উপজেলার লালচান হাওলাদারের মেয়ে। স্বামী রজব আলীর সঙ্গে তিনি পূর্ব রসুলপুর এলাকার একটি ভাড়াবাসায় বসবাস করতেন। কামরাঙ্গীরচর থানার এসআই আব্দুর রহিম বলেন, 'ঘরের লোহার অ্যাংগেলের সঙ্গে পরনের শাড়ি দিয়ে গলায় ফাঁস দেওয়া অবস্থায় তার লাশ উদ্ধার করি।

দৈনিক ইত্তেফাক
সোমবার
১২ মাঘ ১৪৩২, ২৬ জানুয়ারি ২০২৬

## নরসিংদীতে ঘুমন্ত যুবককে পুড়িয়ে হত্যা

### বগুড়ায় বৃদ্ধাকে হত্যার পর কানের দুল ছিঁড়ে নিল দুর্বৃত্তরা

■ ইত্তেফাক ডেস্ক

চঞ্চল চন্দ্র ভৌমিক

গত শুক্রবার গভীর রাতে নরসিংদী শহরের পুলিশ লাইনস এলাকার দগরিয়ায় খাঁ-বাড়ি মসজিদ মার্কেটে একটি ওয়ার্কশপের কর্মী চঞ্চল চন্দ্র ভৌমিককে (২৩) ঘুমন্ত অবস্থায় আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করা হয়েছে। নিহত চঞ্চল কুমিল্লার বরুড়া উপজেলার লক্ষ্মীপুর গ্রামের খোকন চন্দ্র ভৌমিকের ছেলে। এদিকে বগুড়ার দুপচাঁচিয়া উপজেলার পাঁচোষা পশ্চিমপাড়া গ্রামে আনেছা বিবি (৭০) নামের এক বৃদ্ধাকে গলায় গামছা পেঁচিয়ে শ্বাস রোধ করে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। পরে তার কান থেকে স্বর্ণের দুল ছিঁড়ে নিয়ে গেছে। ঘটনাটি ঘটেছে গত শনিবার দুপুরের কোনো এক সময়। পুলিশ ও স্থানীয়দের উদ্ধৃত করে নরসিংদী প্রতিনিধি জানান,

নিহত চঞ্চল ঐ মার্কেটের একটি গাড়ির ওয়ার্কশপে কাজ করতেন। প্রতিদিনের মতো শুক্রবার রাতেও কাজ শেষে দোকানের ভেতরেই ঘুমিয়ে পড়েন। গভীর রাতে দুর্বৃত্তরা দোকানের শাটারের নিচে আগুন লাগিয়ে দেয়। ভেতরে পেট্রোল-মবিল থাকায় মুহূর্তেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে ভেতরে। এতে পুড়ে মারা যান চঞ্চল। সিসিটিভি ফুটেজে দেখা যায়, একজন লোক উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে দোকানের শাটারে আগুন দিচ্ছে।

নরসিংদী সদর হাসপাতালে আবাসিক মেডিক্যাল অফিসার ডা. গুলশানা কবির বলেন, এ ঘটনায় একজনকে অঙ্গার অবস্থায় হাসপাতালে আনা হয়েছে। ময়নাতদন্তের পর পরিবারের কাছে মরদেহ হস্তান্তর করা হয়েছে।

নরসিংদী মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এ আর এম আল মামুন বলেন, এ ঘটনায় অজ্ঞাতদের আসামি করে মামলা হয়েছে। তবে কেউ গ্রেফতার হয়নি। আমরা খবর পাওয়ার পর দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য নরসিংদী সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠাই। সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করা হয়েছে। অপরাধীদের শনাক্ত করতে একাধিক টিম কাজ করছে।

দুপচাঁচিয়া (বগুড়া) সংবাদদাতা জানান, শ্বাস রোধে হত্যার শিকার আনেছা বিবি উপজেলার গুনাহার ইউনিয়নের পাঁচোষা পশ্চিমপাড়া গ্রামের মৃত তছির উদ্দিন প্রামাণিকের স্ত্রী। নিজ বাড়িতেই একাকী বসবাস করতেন। তার একমাত্র ছেলে আমজাদ হোসেন চাকরির সুবাদে অন্য জায়গায় থাকেন। স্থানীয় শফির উদ্দিনের ছেলে মিজানুর রহমান বৃদ্ধাকে দেখাশোনা ও বাজার করে দিতেন। ঘটনার দিন বিকাল সাড়ে ৩টার দিকে তিনি বৃদ্ধার খোঁজ নিতে বাড়িতে গেলে শয়নকক্ষে গলায় গামছা পেঁচানো অবস্থায় বৃদ্ধাকে পড়ে থাকতে দেখেন।

থানার অফিসার ইনচার্জ আফজাল হোসেন জানান, মৃত্যুর সঠিক কারণ উদঘাটনের জন্য লাশ ময়নাতদন্তের জন্য বগুড়া শহিদ জিয়াউর রহমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে বৃদ্ধাকে শ্বাস রোধ করে হত্যা করা হয়েছে। তার কানে ও নাকে রক্তের দাগ দেখা গেছে। এ ঘটনায় নিহতের মেয়ে নারগিছ বিবি রাতেই অজ্ঞাতনামাদের বিরুদ্ধে হত্যা মামলা করেছেন।

দৈনিক ইত্তেফাক
২৬ জানুয়ারি ২০২৬

## আড়াইহাজারে ঝাল মুড়ি বিক্রেতার ছুরিকাঘাতে শ্রমিক নিহত

■ আড়াইহাজার (নারায়ণগঞ্জ) সংবাদদাতা

আড়াইহাজারে ঝালমুড়ি বিক্রেতার ছুরিকাঘাতে হানিফা ওরফে নয়ন (২৬) নামে এক স্পিনিং মিলের শ্রমিক নিহত হয়েছেন। শনিবার সন্ধ্যায় উপজেলার উচিৎপুরা ইউনিয়নের ভৈরবদী গ্রামে এই হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। হানিফা ঐ গ্রামের মৃত মোশাররফের ছেলে এবং উজান গোপিন্দীতে অবস্থিত একটি স্পিনিং মিলের শ্রমিক।

পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, শনিবার সন্ধ্যায় পার্শ্ববর্তী পশ্চিম আতাদী গ্রামের মৃত মতিউর রহমানের ছেলে এমরান (৪৬) ভৈরবদী গ্রামের ঝালমুড়ি বিক্রি করতে যায়। এই সময় নিহত হানিফাসহ কয়েকজন এমরানের সাথে ঝাল মুড়ি বেচাকেনা নিয়ে দুষ্টমী করতে থাকে। এতে এমরান ক্ষিপ্ত হয়ে হানিফাকে তার পেয়াজ কাটার ছুরি দিয়ে আঘাত করে। এই সময় হানিফা গুরুতর আহত হলে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে গেলে ডাক্তার তাকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে প্রেরণ করেন। চিকিৎসাধীন অবস্থায় হানিফা রবিবার রাত ৯টায় ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে মারা যান। ঘটনার পর থেকে ঘাতক এমরান পালিয়ে যায়। আড়াইহাজার থানার ওসি মো. আলাউদ্দিন ঘটনা নিশ্চিত করে বলেন, ঘাতককে গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে।

যুগান্তর
বুধবার ২১ জানুয়ারি ২০২৬
৭ মাঘ ১৪৩২

## সোনারগাঁয়ে নিখোঁজ চালকের লাশ উদ্ধার

যুগান্তর প্রতিবেদন, *সোনারগাঁ (নারায়ণগঞ্জ)*

নিখোঁজের একদিন পর নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁয়ে এক ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা চালকের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। মঙ্গলবার সকালে উপজেলার জামপুর ইউনিয়নের মুছারচর এলাকায় সড়কের ঢালু থেকে কসটেপ মোড়ানো অবস্থায় ফেলে রাখা লাশ উদ্ধার করা হয়। নিহত অটোরিকশা চালকের নাম মো. সোহেল মিয়া (৪০)। চালকের বাড়ি উপজেলার সাদিপুর ইউনিয়নের নয়াপুর পশ্চিমপাড়া গ্রামে। তার পিতার নাম হাবিবুর রহমান। ধারণা করা হচ্ছে, দুর্বৃত্তরা ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা চালক সোহেলকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করার পর তার লাশ রাস্তার পাশে ফেলে রেখে অটোরিকশাটি নিয়ে পালিয়ে যায়। নিহত সোহেল মিয়া শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধী ছিলেন। তালতলা তদন্ত কেন্দ্রের পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে নিহতের লাশ উদ্ধারের পর ময়নাতদন্তের জন্য নারায়ণগঞ্জ জেনারেল হাসপাতাল মর্গে প্রেরণ করেছে। জানা যায়, অটোরিকশা চালক সোহেল গত সোমবার দুপুরে তার বাড়ি থেকে অটোরিকশা নিয়ে বের হয়। আর বাড়ি ফিরেনি।

কালের কণ্ঠ
ঢাকা। সোমবার। ২৬ জানুয়ারি ২০২৬

# রাতে গ্যারেজে ঘুমিয়েছিলেন সকালে মিলল পোড়া লাশ

নরসিংদী প্রতিনিধি ▷

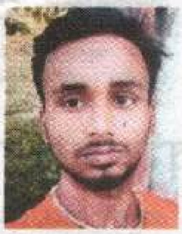

চঞ্চল ভৌমিক

প্রতিদিনের মতো শুক্রবার রাতেও গাড়ি মেরামতের গ্যারেজে ঘুমিয়েছিলেন মেকানিক চঞ্চল ভৌমিক (২৫)। গভীর রাতে গ্যারেজে আগুন লাগে, পরে তাঁর আগুনে পোড়া লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। নরসিংদী সদর উপজেলার শীলমান্দি ইউনিয়নের দগরিয়া এলাকার ওই গ্যারেজে গত শুক্রবার দিবাগত রাত পৌনে ২টায় অগ্নিকাণ্ড ঘটে। খবর পেয়ে ভোরে ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। এ সময় দোকানে পোড়া লাশটি পড়ে থাকতে দেখেন তাঁরা। খবর পেয়ে পুলিশ এসে লাশ উদ্ধার করে।

নিহত চঞ্চল ভৌমিক কুমিল্লার বরুড়া থানার খোকন ভৌমিকের ছেলে। তিনি কয়েক বছর আগে নরসিংদী এসে ওই গ্যারেজে কাজ নেন।

এ ঘটনায় দোকানের মালিক মাসুদ রানা বাবুল বাদী হয়ে নরসিংদী সদর মডেল থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেছেন। তবে চঞ্চলকে পুড়িয়ে হত্যা করা হয়েছে, না কি বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট থেকে আগুনে পুড়ে তিনি মারা গেছেন—এ বিষয়ে এখনো নিশ্চিত নয় পুলিশ। গত শনিবার রাত থেকে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে 'পেট্রল ঢেলে পুড়িয়ে হত্যার' ঘটনা হিসেবে এ খবর

## তিন জেলায় চার লাশ উদ্ধার

কালের কণ্ঠ ডেস্ক ▷

রাজশাহী শহরের ভাটাপাড়ায় ড্রেনে পড়ে ছিল অজ্ঞাতপরিচয় এক বৃদ্ধার মরদেহ। এ ছাড়া সাতক্ষীরা ও জামালপুরে আরো তিনজনের মরদেহ উদ্ধার হয়েছে। কালের কণ্ঠের নিজস্ব প্রতিবেদক ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর :

**রাজশাহী :** নগরীর ভাটাপাড়ায় ড্রেন থেকে অজ্ঞাতপরিচয় (৫০) বৃদ্ধার মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল রবিবার সকালে কেন্দ্রীয় বোটানিক্যাল গার্ডেন ও চিড়িয়াখানার উত্তর-পশ্চিম কোণের একটি ড্রেনে মরদেহটি দেখতে পেয়ে স্থানীয়রা পুলিশকে জানায়।

রাজপাড়া থানার পুলিশের ওসি আব্দুল মালেক জানান, নিহতের মাথাসহ শরীরের অংশ ড্রেনের মধ্যে ঢুকে ছিল। আর পা ওপরের দিকে ছিল। ধারণা করা হচ্ছে, তিনি প্রস্রাব করতে বসে অসাবধানতাবশত ড্রেনে পড়ে মারা গেছেন। তাঁর শরীরে আঘাতের কোনো চিহ্ন পাওয়া যায়নি। তবে মৃত্যুর কারণ উদঘাটনে তদন্ত করছে পুলিশ।

**সাতক্ষীরা :** নানাবাড়ি থেকে নিখোঁজ হওয়ার দুই দিন পর শিশু রিহানের মরদেহ পাওয়া গেছে মাছের ঘেরে।

গতকাল সকালে সদর উপজেলার ঝাউডাঙ্গা ইউনিয়নের আখড়াখোলা গ্রামের মেহেদী

## তিন জেলায় চার

▸▸ শেষ পৃষ্ঠার পর

হাসানের ঘের থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করা হয়। সদর থানার ওসি মাসুদুর রহমান বলেন, শিশুটির মৃত্যুর কারণ উদঘাটনে পুলিশ কাজ করছে।

অন্যদিকে কালীগঞ্জে হাবড়া নদী থেকে এক অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। স্থানীয়দের মাধ্যমে খবর পেয়ে গতকাল সন্ধ্যায় পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মরদেহটি উদ্ধার করে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, মরদেহটি কয়েক দিন আগের।

**জামালপুর :** দেওয়ানগঞ্জে নিখোঁজের তিন দিন পর আপেল মিয়া (২৩) নামের এক অটোচালকের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল সকালে উপজেলার বাহাদুরাবাদ ইউনিয়নের মদনের চর এলাকার একটি আখক্ষেত থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়।

নিহত আপেল মিয়া উপজেলার মদনের চর এলাকার ফতুর আলীর ছেলে।

## রাতে গ্যারেজে ঘুমিয়েছিলেন

▸▸ শেষ পৃষ্ঠার পর

ছড়িয়ে পড়লে জানাজানি হয়। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গভীর রাতে অজ্ঞাতপরিচয় কেউ এসে গ্যারেজের শাটারের সামনে আগুন ধরিয়ে দেয়। ভেতরে পেট্রল ও মবিল মজুদ থাকায় মুহূর্তেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে পুরো ঘরে। কিন্তু ভেতর থেকে দোকানের শাটার বন্ধ থাকায় চঞ্চল আর বের হতে পারেননি। আগুনে দগ্ধ হয়ে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়।

সিসিটিভির ফুটেজের বরাত দিয়ে পুলিশ জানায়, শুক্রবার দিবাগত রাত ১টা ৪০ মিনিটে একটি ছেলে আশপাশ থেকে পরিত্যক্ত কাপড়, কাগজ জমিয়ে গ্যারেজের শাটারের সামনে আগুন ধরিয়ে দেয়। রাত প্রায় ৩টা পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করে সে। এর মধ্যে সেখানে বসে কিছু খাওয়াদাওয়া করে। খবর পেয়ে ভোর ৪টার দিকে ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। পরের দিন সকালে পুড়ে যাওয়া লাশটি উদ্ধার করে পুলিশ। পরে সুরতহাল প্রতিবেদন ও ময়নাতদন্ত শেষে শনিবার সন্ধ্যায় তাঁর লাশ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করে পুলিশ।

যুগান্তর
রোববার ২৫ জানুয়ারি ২০২৬
১১ মাঘ ১৪৩২

# সুন্দরবনে আবারও ২০ জেলেকে অপহরণ

সাতক্ষীরা প্রতিনিধি

পশ্চিম সুন্দরবনের সাতক্ষীরা রেঞ্জ থেকে আবারও ২০ জেলেকে অপহরণ করেছে ডন বাহিনী পরিচয় দেওয়া একদল জলদস্যু। শুক্রবার রাতে বনের মাহমুদা নদী, চুনকুড়ি ও মালঞ্চ নদীর বিভিন্ন এলাকা থেকে অস্ত্রের মুখে তাদের অপহরণ করা হয়। দস্যুরা তাদের মুক্তির বিনিময়ে মাথাপিছু ৪০ হাজার টাকা করে মুক্তিপণ দাবি করেছে।

অপহরণের শিকার জেলেদের মধ্যে ১২ জনের পরিচয় নিশ্চিত হওয়া গেছে। তারা হলেন—সাদেক আক্কাছ, আবু তাহের, রাজেত আলী, নজরুল গাইন, শুকুর আলী, আবুল কালাম, আশিকুল, হাফিজুর, আসাদুল, আমজাদ আলী, ইউসুফ আলী ও মিলন হোসেন। তারা সবাই শ্যামনগর উপজেলার বিভিন্ন গ্রামের বাসিন্দা। বাকি আটজনের পরিচয় এখনো পাওয়া যায়নি।

সোমবার কদমতলা স্টেশন থেকে অনুমতিপত্র (পাশ) নিয়ে সুন্দরবনে মাছ ধরতে গিয়েছিলেন জেলেরা। ফিরে আসা জেলেরা বলেন, শুক্রবার রাতে দোবেকী কোস্টগার্ড অফিসসংলগ্ন এলাকা ও বিভিন্ন খাল থেকে ২০টি নৌকা থেকে একজন করে জেলেকে তুলে নেয় আট সদস্যের দস্যু দল। এরপর একটি মুঠোফোন নম্বর দিয়ে ওই নম্বরে যোগাযোগ করতে বলা হয়। মুক্তিপণ নিয়ে আতঙ্কিত জেলেদের স্বজনরা জানান, দস্যুদের দেওয়া ওই নম্বরে যোগাযোগ করা হলে প্রতিজনের জন্য ৪০ হাজার টাকা দাবি করা হয়েছে। পুলিশ বা কোস্টগার্ডকে জানালে অপহৃতদের মেরে ফেলার হুমকি দেওয়া হয়েছে। এ কারণে স্বজনরা আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে না জানিয়ে আপসের মাধ্যমে মুক্তিপণ কমিয়ে আনার চেষ্টা করছেন। হরিনগর গ্রামের মহাজন আকরাম হোসেন অভিযোগ করেন, গত ৩ মাসের বেশি সময় ধরে সাতক্ষীরা রেঞ্জে জলদস্যুর তৎপরতা বাড়লেও তা রোধে কার্যকর কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না।

শ্যামনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. খালেদুর রহমান বলেন, অপহরণের শিকার হওয়া পরিবার বা ফিরে আসা পরিবারের কেউ থানায় অভিযোগ করেননি। তবে তিনি এ ব্যাপারে খোঁজ নিচ্ছেন। বনবিভাগ ও প্রশাসনের সঙ্গে পরামর্শক্রমে জলদস্যুদের ধরতে তিনি যৌথ বাহিনীর অভিযানের বিষয়ে আলোচনা করবেন।

যুগান্তর
রোববার ২৫ জানুয়ারি ২০২৬
১১ মাঘ ১৪৩২

## উলিপুরে তৃতীয় স্ত্রীর সঙ্গে অভিমানে স্বামীর আত্মহত্যা

উলিপুরে তৃতীয় স্ত্রীর সঙ্গে অভিমান করে ইব্রাহিম নামে এক যুবক আত্মহত্যা করেছে। শনিবার সকালে পৌরসভার নাড়িকেলবাড়ি এলাকা থেকে ওই যুবকের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। ইব্রাহিম ওই এলাকার আফজাল হোসেনের ছেলে। ইব্রাহিম তৃতীয় স্ত্রীকে নিয়ে ঢাকায় পোশাক কারখানায় কাজ করতেন। এর আগে প্রথম ও দ্বিতীয় স্ত্রীর সঙ্গে বনিবনা না হওয়ায় বিবাহ বিচ্ছেদ হয় তার। উলিপুর (কুড়িগ্রাম) প্রতিনিধি

প্রথম আলো
বৃহস্পতিবার, ১ জানুয়ারি ২০২৬,

# ইলেকট্রিক মিস্ত্রিকে কুপিয়ে হত্যা, অভিযুক্ত আটক

প্রতিনিধি, *মাদারীপুর*

মাদারীপুরে ঘরে ঢুকে জাহিদ শেখ (৪০) নামের এক ইলেকট্রিক মিস্ত্রিকে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে। পরে পালিয়ে যাওয়ার সময় অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আটক করে পুলিশে দিয়েছেন এলাকাবাসী। গতকাল বুধবার দুপুরে সদর উপজেলার কুনিয়া ইউনিয়নের কুনিয়ারহাট এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

নিহত জাহিদ একই এলাকার জবেদ শেখের ছেলে। অভিযুক্ত সজীব শেখ ওরফে আবদুল্লাহ রাজৈর উপজেলার বাজিতপুরের মাচ্চর গ্রামের মোস্তফা শেখের ছেলে।

পুলিশ, নিহত জাহিদের পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, দুপুরে নিজ ঘরে কাজ করছিলেন ইলেকট্রিক মিস্ত্রি জাহিদ শেখ। এ সময় হঠাৎ সজীব শেখ নামের এক যুবক তাঁর ঘরে প্রবেশ করেন। কিছু বুঝে ওঠার আগেই জাহিদকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে গলাসহ শরীরের বিভিন্ন স্থানে আঘাত করেন সজীব। এ সময় পরিবারের লোকজন টের পেয়ে চিৎকার-চেঁচামেচি শুরু করেন। পরে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে স্থানীয় বাসিন্দারা সজীবকে ধাওয়া দিয়ে আটক করে পুলিশে খবর দেন। পুলিশ এসে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে থানায় নিয়ে যায়। এদিকে পুলিশ নিহত জাহিদের লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মাদারীপুর ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেলা হাসপাতালে পাঠিয়েছে।

নিহত জাহিদের নিকটাত্মীয় মীর জামাল সরদার বলেন, 'কী কারণে জাহিদকে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে, সেটা সম্পর্কে আমরা কেউ অবগত নই।' তবে হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেন তিনি।

অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) ফারিহা রফিক ভাবনা বলেন, ইলেকট্রিক মিস্ত্রিকে কুপিয়ে হত্যার ঘটনায় মূল অভিযুক্ত সজীবকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। হত্যার কারণ ও ঘটনার রহস্য উদ্‌ঘাটনে কাজ করছে পুলিশ। তবে ধারণা করা হচ্ছে, পূর্বশত্রুতার কোনো জের থেকেই এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড হতে পারে। এ হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে আরও কেউ জড়িত রয়েছেন কি না, সেটাও পুলিশ তদন্ত করছে।

কালের কণ্ঠ
ঢাকা। বৃহস্পতিবার। ২২ জানুয়ারি ২০২৬

# ময়মনসিংহে ছুরি মেরে দিনমজুর ও চট্টগ্রামে আছাড়ে শিশু হত্যা

## আরো দুই জেলায় দুই লাশ

কালের কণ্ঠ ডেস্ক ▷

ময়মনসিংহে নিজের ঘরে গভীর রাতে অপরিচিত ব্যক্তির ছুরিকাঘাতে মারা গেছেন এক দিনমজুর। চট্টগ্রামে জমির বিরোধে শিশুকে আছাড় মেরে হত্যার অভিযোগ উঠেছে।

এ ছাড়া ঢাকা, চট্টগ্রাম ও চাঁপাইনবাবগঞ্জে উদ্ধার হয়েছে চারজনের মরদেহ। কালের কণ্ঠের নিজস্ব প্রতিবেদক ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর :

**ময়মনসিংহ :** সারা দিন কাজ করে গভীর রাতে নিজের ঘরে ঢোকেন দিনমজুর রফিকুল ইসলাম (৩৮)। এ সময় নিজের ঘরে স্ত্রী-সন্তানের সামনে অপরিচিত এক ব্যক্তিকে দেখে জাপটে ধরেন তিনি। ধস্তাধস্তিতে ছুরিকাঘাতে প্রাণ যায় গৃহকর্তা রফিকের।

গত মঙ্গলবার রাত পৌনে ১২টার দিকে এমন ঘটনা ঘটে ময়মনসিংহের মুক্তাগাছা উপজেলার কুমারগাতা ইউনিয়নের শ্যামপুর ঘোষবাড়ী (পুলিশ মোড়) এলাকায়।

এ ঘটনায় নিহতের স্ত্রী ও মেয়েকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য থানায় নেওয়া হয়েছে। মুক্তাগাছা থানার ওসি লুৎফুর রহমান এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

**হাটহাজারী (চট্টগ্রাম) :** ফতেয়াবাদ এলাকা থেকে গত মঙ্গলবার রাতে কহিনুর আক্তার (৫৬) নামের এক বৃদ্ধার ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। তিনি উপজেলার দক্ষিণ মাদার্শা ইউনিয়নের ৮ নম্বর ওয়ার্ডের মৃত আবুল ফজলের দ্বিতীয় স্ত্রী।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ফতেয়াবাদ বটতলী এলাকায় বাবার বাড়িতে ভাইয়ের ঘরে থাকতেন কহিনুর আক্তার। মঙ্গলবার রাতে ঘরের ভেতরে তাঁকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান স্থানীয়রা।

হাটহাজারী মডেল থানার ওসি রফিকুল ইসলাম জানান, প্রাথমিকভাবে আত্মহত্যা বলে ধারণা হলেও ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পেলে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা যাবে।

**মিরসরাই (চট্টগ্রাম) :** উপজেলার ৩ নম্বর জোরারগঞ্জ ইউনিয়নে জমির বিরোধের জেরে তিন বছরের এক শিশুকে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। গতকাল দুপুরে দক্ষিণ সোনাপাহাড় গ্রামে এই ঘটনা ঘটে।

নিহত শিশু আব্দুল্লাহ ওই গ্রামের নুরুল আলম রাসেলের একমাত্র পুত্র।

পরিবারের অভিযোগ, স্থানীয় দ্বীন ইসলামের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে তাদের জায়গাজমি সংক্রান্ত বিরোধ। গতকাল ঝগড়ার এক পর্যায়ে দ্বীন

### ময়মনসিংহে ছুরি মেরে

▶▶ শেষ পৃষ্ঠার পর

ইসলাম শিশু আব্দুল্লাহকে আছাড় মেরে হত্যা করেন। এ ঘটনায় পুলিশ তিনজনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করেছে। তবে ঘটনার পরই দ্বীন ইসলাম পালিয়ে যান।

**ঢাকা :** হাজারীবাগ এলাকার নিজ বাসায় রিকশাচালক মো. আরিফের (৩৫) ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। গতকাল বুধবার সকালে হাজারীবাগের মনেশ্বর এলাকার ২ নম্বর লেনের একটি বাসায় এই ঘটনা ঘটে। আত্মীয়দের দাবি, ঋণগ্রস্ত হওয়ার পারিবারিক কলহের জেরে তিনি আত্মহত্যা করেছেন। পুলিশ বলছে, এটি হত্যা নাকি আত্মহত্যা তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

**চাঁপাইনবাবগঞ্জ :** সদর উপজেলার ঝিলিম ইউনিয়নের পৃথক স্থান থেকে এক শিশু এবং এক বৃদ্ধের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। তারা হলেন বড়পুকুরিয়া টিপাপাড়া গ্রামের আজিহা খাতুন (২) এবং আমনুরা ধীনগর গ্রামের মৃত আব্বাস আলীর ছেলে গোলাম মোস্তফা (৭২)।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গতকাল দুপুরে পরিবারের সদস্যদের অগোচরে খেলতে খেলতে বাড়ির পেছনের পুকুরে পড়ে ডুবে যায় আজিহা। পরে তার ভাসমান মরদেহ পাওয়া যায়। এর আগে সকালে সিড়িবান্দা নামের একটি পুকুর থেকে গোলাম মোস্তফার মরদেহ উদ্ধার করে পরিবারের সদস্যরা। তিনি আগের রাতে বাড়ি থেকে নিখোঁজ হন। মানসিকভাবে তিনি কিছুটা অসুস্থ ছিলেন বলে পরিবার জানিয়েছে।

---

দৈনিক ইত্তেফাক
বুধবার
৭ মাঘ ১৪৩২, ২১ জানুয়ারি ২০২৬

# নারায়ণগঞ্জ, ঝালকাঠি, চুয়াডাঙ্গা ও চট্টগ্রামে চার লাশ উদ্ধার

■ ইত্তেফাক ডেস্ক

দেশের চারটি জেলায় পৃথক ঘটনায় চার জনের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। কোথাও অর্ধগলিত লাশ, কোথাও ঝুলন্ত মরদেহ, আবার কোথাও নিখোঁজের পর সড়ক বা নদীর পাড় থেকে মরদেহ উদ্ধারের ঘটনা ঘটেছে। সংশ্লিষ্ট এলাকাসমূহ থেকে ইত্তেফাকের প্রতিনিধি ও সংবাদদাতাদের পাঠানো খবর :

সোনারগাঁও (নারায়ণগঞ্জ) সংবাদদাতা জানান, নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁওয়ে নিখোঁজের এক দিন পর মো. সোহেল মিয়া (৪০) নামে এক ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা চালকের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। মঙ্গলবার সকালে জামপুর ইউনিয়নের মুছারচর এলাকার সড়কের ঢালু থেকে কসটেপ মোড়ানো অবস্থায় মরদেহটি পাওয়া যায়। নিহত সোহেল সাদিপুর ইউনিয়নের নয়াপুর পশ্চিমপাড়া এলাকার বাসিন্দা ও শারীরিক প্রতিবন্ধী ছিলেন। পরিবারের অভিযোগ, দুর্বৃত্তরা তাকে শ্বাসরোধে হত্যা করে অটোরিকশাটি নিয়ে পালিয়ে গেছে। পুলিশ মরদেহ উদ্ধার করে নারায়ণগঞ্জ জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়েছে এবং জড়িতদের গ্রেফতারে অভিযান চালাচ্ছে।

ঝালকাঠি প্রতিনিধি জানান, ঝালকাঠি পৌরসভার খেয়াঘাট সংলগ্ন নতুন চর এলাকায় নিখোঁজের প্রায় আট ঘণ্টা পর নিলুফা বেগম (৬২) নামে এক নারীর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। মঙ্গলবার ভোরে সুগন্ধা নদীর পাড়ে মরদেহটি পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয়রা পুলিশে খবর দেয়। স্বজনদের অভিযোগ, নিহতের সঙ্গে থাকা স্বর্ণালংকার ও মোবাইল ফোন খোয়া গেছে এবং নাকফুল ছিঁড়ে নেওয়ার চিহ্ন রয়েছে। পুলিশ মরদেহ উদ্ধার করে ঝালকাঠি সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়েছে। বিষয়টি তদন্তাধীন রয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

চুয়াডাঙ্গা প্রতিনিধি জানান, চুয়াডাঙ্গা পৌর এলাকায় সাগর আলি (৪৯) নামে এক ব্যক্তির অর্ধগলিত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। মঙ্গলবার দুপুরে একাডেমি মোড় এলাকায় বিদ্যুৎ বিভাগের পরিত্যক্ত কোয়ার্টারের ভেতর থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়। দুর্গন্ধ ছড়ালে স্থানীয়দের খবরের ভিত্তিতে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে লাশটি উদ্ধার করে সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠায়। নিহত সাগর আলি কুষ্টিয়া জেলার আইলচারা গ্রামের আনোয়ার খানের ছেলে। পুলিশ জানিয়েছে, তিনি মাদকাসক্ত ছিলেন এবং ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পাওয়ার পর মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা যাবে।

রাউজান (চট্টগ্রাম) সংবাদদাতা জানান, চট্টগ্রামের হাটহাজারীতে মো. হোসেন (৩০) নামে এক প্রবাসফেরত যুবকের গলিত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। মঙ্গলবার দুপুরে হাটহাজারী পৌরসভার ৩ নম্বর ওয়ার্ডের আজিমপাড়া এলাকার একটি ভাড়া বাসা থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়। স্থানীয়দের ধারণা, কয়েক দিন আগে স্বামী-স্ত্রীর মনোমালিন্যের জেরে স্ত্রী বাবার বাড়ি চলে যাওয়ার পর একাই বাসায় থাকা অবস্থায় তিনি আত্মহত্যা করেন। পুলিশ সুরতহাল শেষে মরদেহটি চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানোর প্রক্রিয়া শুরু করেছে। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পাওয়ার পর মৃত্যুর প্রকৃত কারন নিশ্চিত হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

---

সময়ের আলো
বুধবার। ২১ জানুয়ারি ২০২৬।

# খামারের কর্মীকে কুপিয়ে ৭ গরু লুট

● সীতাকুণ্ড (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি

চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড উপজেলায় একটি খামারে দুর্ধর্ষ ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। ডাকাতরা খামারের এক কর্মীকে পিটিয়ে ও কুপিয়ে গুরুতর আহত করে শাহিওয়াল জাতের সাতটি গরু লুট করেছে। সোমবার ভোর সাড়ে ৪টার দিকে উপজেলার সলিমপুর ইউনিয়নের সিডিএ আবাসিক এলাকায় ব্রাদার্স এগ্রো নামের একটি খামারে এ ঘটনা ঘটে। এ বিষয়ে ফৌজদারহাট পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ সোহেল রানা বলেন, একটি খামার থেকে গরু লুটের খবর আমরা পেয়েছি। পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। লিখিত অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে এবং গরু উদ্ধারে অভিযান চালানো হবে। আহত খামার কর্মীর নাম মোহাম্মদ বাচ্চু মিয়া। স্থানীয় বাসিন্দারা তাকে উদ্ধার করে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করেছে। চিকিৎসকরা জানান, তার দুই পায়ে গুরুতর আঘাত রয়েছে এবং মাথায় ধারাল অস্ত্রের আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গেছে। তার শারীরিক অবস্থা আশঙ্কাজনক। স্থানীয়রা জানান, ব্রাদার্স এগ্রো খামারের মালিক সাজেদ চৌধুরী বর্তমানে ওমরাহ পালনের উদ্দেশ্যে সৌদি আরবে অবস্থান করছেন। তার অনুপস্থিতিতে খামারটির দেখাশোনা করে আসছিলেন বাচ্চু মিয়া।

। বৃহস্পতিবার । ১ জানুয়ারি ২০২৬ কালের কণ্ঠ

## ৫ জেলায় ৪ খুন এক লাশ উদ্ধার

কালের কণ্ঠ ডেস্ক ▷

কুষ্টিয়ায় শ্বশুরবাড়ির উঠান থেকে জামাতার মরদেহ উদ্ধার হয়েছে। সিরাজগঞ্জে নবজাতককে গলা কেটে হত্যার অভিযোগ উঠেছে তারই মায়ের বিরুদ্ধে। ভোলায় চালককে কুপিয়ে হত্যার পর অটোরিকশা নিয়ে গেছে দুর্বৃত্তরা। কুড়িগ্রামে জমির বিরোধে সৎভাইকে কুপিয়ে হত্যার অভিযোগ পাওয়া গেছে। অন্যদিকে চট্টগ্রামে নিজের ঘর থেকে গৃহবধূর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। কালের কণ্ঠের নিজস্ব প্রতিবেদক ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর :

**ভোলা :** লালমোহন উপজেলায় এক ব্যাটারিচালিত অটোরিকশার চালককে নৃশংসভাবে কুপিয়ে হত্যার পর তাঁর রিকশাটি নিয়ে গেছে দুর্বৃত্তরা। নিহত আবু বকর ছিদ্দিক (৫১) চরফ্যাশন উপজেলার শশীভূষণ থানাধীন এওয়াজপুরের বাসিন্দা। গতকাল দুপুরে বিষয়টি নিশ্চিত করেন লালমোহন থানার ওসি অলিউল ইসলাম। এর আগে মঙ্গলবার রাত ১১টার দিকে লালমোহনের গজারিয়া ইউনিয়নের কচুখালী গ্রাম থেকে রক্তাক্ত মরদেহটি উদ্ধার করে পুলিশ।

ওসি অলিউল ইসলাম বলেন, নিহতের পেটে এবং পাঁজরে ছুরিকাঘাতের চিহ্ন রয়েছে। ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহ ভোলা সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

সংবাদ ঢাকা : শনিবার ১৯ পৌষ ১৪৩২ Dhaka : Saturday 3 January 2026

## কালকিনিতে পোশাক শ্রমিককে কুপিয়ে জখম, মামলা নেয়নি পুলিশ

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক, মাদারীপুর

মাদারীপুরের কালকিনিতে দেশীয় অস্ত্র নিয়ে এক পোশাক শ্রমিককে কুপিয়ে জখম ও মালামাল লুটের অভিযোগ পাওয়া গেছে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে। পরে গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে মাদারীপুর জেলা সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

এই ঘটনায় ভুক্তভোগী পরিবারটি কালকিনি থানা পুলিশকে অবহিত করলেও তারা মামলা নেয়নি। পরে নিরুপায় হয়ে মাদারীপুর আদালতে মামলা দায়ের করা হয়। এই ঘটনার ৫ দিন পেরিয়ে গেলেও এখনও পুলিশ কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি।

মামলার নথি ও ভুক্তভোগী পরিবারের কাছ থেকে জানা গেছে, কালকিনি উপজেলার এনায়েতনগর ইউনিয়নের বাসিন্দা ঢাকার একটি পোশাক তৈরি প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক ইব্রাহিম সরদারের সঙ্গে তার প্রতিবেশী শিপন মল্লিক ও তার ছেলে সজীব মল্লিকের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে জমি সংক্রান্ত বিরোধ চলে আসছে। শিপন মল্লিক ইতালী প্রবাসী হওয়ায় তার ছেলে সজীব মল্লিকই জমি নিয়ে বিরোধের নেতৃত্ব দেন। এই বিরোধের জেরে গত সোমবার বিকেলে সজীব মল্লিকের নেতৃত্বে ইউসুফ ফকির ও তার ছেলে সায়মান ফকির দেশীয় অস্ত্র হাতে তাদের ১৫-১৬ জন লোক সঙ্গে নিয়ে ইব্রাহিম সরদারের বাড়িতে এসে তাকে কুপিয়ে ও পিটিয়ে গুরুতর জখম করে। এসময় তাদের লোকজন ঘরে প্রবেশ করে ঘরে থাকা ফ্রিজ ভেঙ্গে ফেলে ও আলমারী ভেঙ্গে এক ভরি ওজনের একটি স্বর্ণের চেইন ও নগদ ১ লাখ ৫০ হাজার টাকা লুট করে নিয়ে যায়। পরে গুরুতর আহত অবস্থায় ইব্রাহিম সরদারকে কালকিনি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে প্রতিপক্ষের সঙ্গে স্থানীয় প্রভাবশালীদের সম্পর্ক থাকায় জীবনের নিরাপত্তার অভাবে জেলা সদর হাসপাতালে এনে ভর্তি করানো হয়।

### নিরুপায় হয়ে আদালতে মামলা

এই ঘটনায় ওই দিনই কালকিনি থানায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করতে গেলে প্রভাবশালীদের চাপের মুখে থানা পুলিশ মামলা নেয়নি। পরে নিরুপায় হয়ে ভুক্তভোগী পরিবারটি গত ৩০ ডিসেম্বর মাদারীপুর আদালতে ১৬ জনের নাম উল্লেখ করে একটি মামলা দায়ের করেন। কিন্তু ঘটনার ৫ দিন পেরিয়ে গেলেও এখন পর্যন্ত পুলিশ কোনো আসামিকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি। প্রাণ ভয়ে ভুক্তভোগী পরিবারটি হাসপাতালে ভর্তি থাকলেও বাড়ি ফিরে যেতে সাহস পাচ্ছেন না বলে জানিয়েছেন।

এই বিষয়ে মামলার বাদী ও ভুক্তভোগীর স্ত্রী হালিমা বেগম বলেন, আমরা এলাকায় খুবই নিরীহ একটি পরিবার। কিন্তু সজীব মল্লিক ও তার বাবা শিপন মল্লিকের সঙ্গে আমাদের দীর্ঘদিন ধরেই জমি-জমা নিয়ে বিরোধ চলে আসছে। তাই তারা আমাদেরকে ওই বাড়ি থেকে উচ্ছেদ করে দিতে দীর্ঘদিন ধরেই পায়তারা চালিয়ে আসছেন। সেই উদ্দেশ্যেই আমার স্বামীকে বেধড়ক পিটিয়ে ও কুপিয়ে গুরুতর আহত করে হত্যার চেষ্টা করে তারা।

এই বিষয়ে কালকিনি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জহিরুল আলম সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, এই ঘটনায় ভুক্তভোগীর পরিবার কালকিনি থানায় লিখিত কোনো অভিযোগ নিয়ে আসেনি। তারা সরাসরি আদালতে মামলা দায়ের করেছেন। আদালত থেকে নির্দেশনা পেলে আমরা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করব।

সংবাদ ঢাকা : বৃহস্পতিবার ১৭ পৌষ ১৪৩২ Dhaka : Thursday 1 January 2026

## কুষ্টিয়ায় বাড়ির উঠান থেকে রাজমিস্ত্রির মরদেহ উদ্ধার

জেলা বার্তা পরিবেশক, কুষ্টিয়া

কুষ্টিয়ার মিরপুরে রানা আহমেদ (৩৫) নামে একজনের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গত মঙ্গলবার রাত ৯টায় উপজেলার মালিহাদ ইউনিয়নের জোয়ারদার পাড়ায় একটি বাড়ির উঠান থেকে তার মরদেহটি উদ্ধার করা হয়। রানা আহমেদ চুয়াডাঙ্গা জেলার আলমডাঙ্গা উপজেলার কেশবপুর গ্রামের আব্দুল্লাহ মালিথার ছেলে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানিয়েছে, রানা আহমেদ দীর্ঘদিন ধরে মালিহাদ জোয়ারদার পাড়ায় তার শ্বশুরবাড়িতে বসবাস করতেন। তিনি পেশায় রাজমিস্ত্রি ছিলেন। বাড়ির উঠানে তার মরদেহ পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয় লোকজন পুলিশে খবর দেয়। ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠায় পুলিশ।

মিরপুর থানা পুলিশের পরিদর্শক আব্দুল আজিজ জানান, জরুরি সেবা ৯৯৯-এর ফোন পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ যায়। মরদেহের বাঁ চোখে রক্তের চিহ্ন পাওয়া গেছে। তবে প্রাথমিকভাবে মৃত্যুর কারণ জানা যায়নি। নিহতের মরদেহ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। ময়নাতদন্ত শেষে মৃত্যুর আসল কারণ জানা যাবে।

কালের কণ্ঠ । সোমবার । ৫ জানুয়ারি ২০২৬ ।

## রাজশাহীতে যুবককে গুলি করে হত্যা

কালের কণ্ঠ ডেস্ক ▷

### আরো ৩ জেলায় ৩ লাশ উদ্ধার

রাজশাহীতে বাড়িতে ঢুকে গুলি করে যুবককে হত্যা করেছে সন্ত্রাসীরা। এ ছাড়া ঝিনাইদহ, দিনাজপুর ও টাঙ্গাইলে তিনজনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। কালের কণ্ঠের নিজস্ব প্রতিবেদক ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর :

**রাজশাহী :** বাঘা উপজেলায় শনিবার গভীর রাতে বাড়িতে ঢুকে গুলি করে এক যুবককে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। উপজেলার চকরাজাপুর ইউনিয়নের পলাশি ফতেপুর করালি নওশারার চরে এই ঘটনা ঘটে।

নিহত সোহেল রানা (৩৫) করালি নওশারার চরের কালু মণ্ডলের ছেলে। দুর্বৃত্তদের গুলিতে সোহেল রানার স্ত্রী ও মেয়ে আহত হয়েছে। তাদের উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়। নিহতের ভাই জানান, রাতে সন্ত্রাসীরা এসে টিনে আঘাত করে বিকট শব্দ করলে অনেকের ঘুম ভেঙে যায়। সবাই ছোটাছুটি শুরু করে। এ সময় সন্ত্রাসীরা জানায়, কেউ এগিয়ে এলে তাকে গুলি করা হবে। সোহেলের স্ত্রী স্বামীকে রক্ষার জন্য কাঁথা-কম্বল দিয়ে ঢেকে রাখার চেষ্টা করলেও সন্ত্রাসীরা টিন কেটে সোহেলকে লক্ষ্য করে বেশ কয়েকটি গুলি করে। এতে পেটে গুলিবিদ্ধ হয়ে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়।

এ বিষয়ে বাঘা থানার পরিদর্শক (ওসি-তদন্ত) সুপ্রভাত মণ্ডল জানান, পূর্বশত্রুতার কারণে প্রতিপক্ষ তাকে গুলি করে হত্যা করেছে।

**ঝিনাইদহ :** হরিণাকুণ্ডুতে এক কৃষকের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল সকালে তাহেরহুদা গ্রামের সেচখালের পাশের একটি গাছ থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়।

নিহত সাইদুর রহমান (৫০) ওই গ্রামের মৃত সাবান আলী জোয়ার্দারের ছেলে।

পুলিশ ও স্থানীয়রা জানায়, গত শুক্রবার বিকেলে বোনের বাড়িতে বেড়াতে যান সাইদুর। শনিবার বিকেলে সেখান থেকে বাড়ির উদ্দেশে রওনা দিলেও তিনি বাড়িতে ফেরেননি। রবিবার সকালে তাঁকে ফাঁস দেওয়া অবস্থায় ঝুলতে দেখে স্থানীয়রা।

**দিনাজপুর :** বিরল উপজেলায় গতকাল সকালে পুকুর থেকে মোকারম হোসেন (৪০) নামের এক ভ্যানচালকের মরদেহ উদ্ধার হয়েছে। মোকারম হোসেন ধর্মপুর ইউনিয়নের ফতেপুর গ্রামের আব্দুল জলিলের ছেলে।

পরে পরিবারের লোকজন দাফনের প্রস্তুতি নেয়। এ সময় পুলিশ মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠাতে চাইলে নিহতের পরিবার বাধা দেয়। স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান নুর ইসলাম ও থানার ওসি আল এমরান ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন। পরে বিকেলে পুলিশ মরদেহ দিনাজপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠায়।

**টাঙ্গাইল :** কালিহাতীতে মানসিক ভারসাম্যহীন অজ্ঞাত এক ব্যক্তির (৬০) মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল সকালে উপজেলার বাংড়া ইউনিয়নের ইছাপুর এলাকায় টাঙ্গাইল-ময়মনসিংহ মহাসড়কের পাশে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়।

কালিহাতী থানার ওসি জে ও এম তৌফিক আজম বলেন, নিহত ব্যক্তির পরিচয় শনাক্তের চেষ্টা চলছে।

যুগান্তর

বৃহস্পতিবার ১ জানুয়ারি ২০২৬

## লালমোহনে যাত্রী বেশে চালককে হত্যা করে অটোরিকশা ছিনতাই

লালমোহন (ভোলা) প্রতিনিধি

যাত্রী বেশে ভাড়া নিয়ে নির্জন স্থানে গিয়ে চালককে ছুরিকাঘাতে হত্যা করে অটোরিকশা নিয়ে পালিয়েছে দুর্বৃত্তরা। মঙ্গলবার রাত ১১টার দিকে ভোলার লালমোহন উপজেলার চর উমেদ ইউনিয়নের ২ নম্বর ওয়ার্ডের কচুখালীতে আবু বক্কর (৫৫) নামের ওই চালকের লাশ পাওয়া যায়। খবর পেয়ে লালমোহন থানা পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে আবু বক্করের লাশ উদ্ধার করে বুধবার সকালে ময়নাতদন্তের জন্য ভোলা সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠায়। আবু বক্কর চরফ্যাশন উপজেলার শশীভূষণ থানার এওয়াজপুর ইউনিয়নের ৫ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা ও ওসমান গণি বলির ছেলে। তার দুই মেয়ে ও দুই ছেলে রয়েছে। লালমোহন থানার ওসি অলিউল ইসলাম জানান, এ ঘটনায় নিহতের ছেলে সুলতান বাদী হয়ে একটি হত্যা মামলা দায়ের করেছেন।

যুগান্তর

সোমবার ৫ জানুয়ারি ২০২৬

## বিরলে সড়কের পাশে মিলল ভাসমান লাশ

বিরল (দিনাজপুর) প্রতিনিধি

বিরলে রোববার সড়কের পাশে পানি থেকে ভ্যানচালকের ভাসমান লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। নিহত ভ্যানচালক ধর্মপুর ইউনিয়নের ফতেপুর গ্রামের আব্দুল জলিলের ছেলে। এদিকে ময়নাতদন্ত ছাড়াই লাশ দাফনের প্রস্তুতি নিলে পুলিশের সঙ্গে স্থানীয়দের ধস্তাধস্তির ঘটনা ঘটে। জা যায়, গোদাবাড়ী ভ্যানভাড়া মোড়ে রা ধারে খালের পানিতে ভ্যানসহ ভাস

দেশ রূপান্তর

বুধবার, ২১ জানুয়ারি ২০২৬.

## যশোরে একজনকে কুপিয়ে হত্যা গণপিটুনিতে হামলাকারীও নিহত

**নরসিংদীতে একজনকে কুপিয়ে হত্যা**

যশোর ও নরসিংদী প্রতিনিধি

যশোরে জমি-সংক্রান্ত পূর্ব বিরোধের জের ধরে হামলা ও পিটুনিতে দুজন নিহত হয়েছেন। গতকাল মঙ্গলবার বিকেল সাড়ে ৩টার দিকে চৌগাছা উপজেলার সলুয়া কলেজের সামনে এ ঘটনা ঘটে। নিহতদের একজন রফিকুল ইসলাম (৪৫) যশোর সদরের চুড়ামনকাটি ইউনিয়নের জগহাটি গ্রামের তবজেল মল্লিকের ছেলে। অন্যজন আব্দুল আলিম পলাশ (৩৫) একই গ্রামের হজরত আলীর ছেলে। পেশায় তিনি একজন মুদি দোকানদার।

স্থানীয় লোকজন জানান, পলাশ রফিকুল ইসলামকে মাথা ও মুখমণ্ডলে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে হত্যা করেন। পরে রফিকুলের স্বজনদের মারপিটে নিহত হন পলাশ।

যশোরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম অ্যান্ড অপস) আবুল বাশার জানিয়েছেন, রফিকুল ও পলাশের মধ্যে জমিজমা নিয়ে গত দুই বছর ধরে বিরোধ ছিল। গতকাল রফিকুল ইসলাম বাইসাইকেলযোগে বাড়ি থেকে দোকানে যাচ্ছিলেন। এ সময় চৌগাছা থানাধীন সলুয়া কলেজের সামনে পৌঁছালে পলাশ তার ওপর অতর্কিত হামলা চালান। পলাশ ধারালো দা দিয়ে রফিকুল ইসলামের মাথা ও মুখমণ্ডলে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে গুরুতর রক্তাক্ত জখম করেন। হামলার পর ঘটনাস্থলে রফিকুল ইসলাম লুটিয়ে পড়লে স্থানীয় লোকজন তাকে উদ্ধার করে দ্রুত যশোর ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যান। কর্তব্যরত চিকিৎসক রফিকুল ইসলামের শারীরিক অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানান এবং উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে ঢাকায় রেফার করেন। ঢাকা নেওয়ার পথে নড়াইলে তিনি মারা যান। পরে স্বজনরা তাকে যশোর এনে ২৫০ শয্যা হাসপাতালের মর্গে রাখেন।

এদিকে, রফিকুলের ওপর হামলার ঘটনায় তার স্বজন ও স্থানীয় লোকজন উত্তেজিত হয়ে হামলাকারী পলাশকে ঘিরে ফেলে। বিক্ষুব্ধ জনতার বেধড়ক পিটুনিতে পলাশ গুরুতর আহত হন। খবর পেয়ে কোতোয়ালি থানার মোবাইল টিম ঘটনাস্থলে গিয়ে দুজনকে উদ্ধার করে যশোর জেনারেল হাসপাতালে আনেন। সেখানে জরুরি বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে পলাশকে মৃত ঘোষণা করেন।

**নরসিংদীতে একজনকে কুপিয়ে হত্যা:** নরসিংদীর রায়পুরায় অপু আহমেদ (৩২) নামে জেল পলাতক এক শীর্ষ সন্ত্রাসীকে কুপিয়ে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। গত সোমবার রাতে উপজেলার মরজাল ইউনিয়নের একটি স-মিলের ভেতরে এ হত্যাকাণ্ড ঘটে।

নিহত অপু আহমেদ মরজাল ইউনিয়নের পাহাড় মরজাল গ্রামের বাসিন্দা হাবিবুর রহমানের ছেলে। তার বিরুদ্ধে হত্যা, অস্ত্র, মাদকসহ ৮ থেকে ৯টি মামলা রয়েছে।

প্রথম আলো

মঙ্গলবার, ২৭ জানুয়ারি ২০২৬,

## নরসিংদীতে চাঁদাবাজির প্রতিবাদে সাংবাদিকদের ওপর হামলা, আহত ১২

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

নরসিংদীতে পিকনিক করে ফেরার পথে সন্ত্রাসী হামলায় অন্তত ১২ জন সাংবাদিক আহত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ছয়জনের অবস্থা গুরুতর বলে জানা গেছে। এ ঘটনায় পুলিশ দুজনকে আটক করেছে।

গতকাল সোমবার নরসিংদীর ড্রিম হলিডে পার্কে বাংলাদেশ ক্রাইম রিপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (ক্রাব) আয়োজিত ফ্যামিলি ডে আয়োজন ছিল। অনুষ্ঠান শেষে সন্ধ্যায় বাসে করে ঢাকায় ফেরার পথে এ ঘটনা ঘটে।

প্রত্যক্ষদর্শী ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, ড্রিম হলিডে পার্কের সামনে বাসটি সাময়িকভাবে রাস্তার পাশে দাঁড় করানো হলে স্থানীয় একদল সন্ত্রাসী চাঁদা দাবি করে। এতে সাংবাদিকেরা প্রতিবাদ জানালে বাগবিতণ্ডা শুরু হয়। একপর্যায়ে পরিস্থিতি সংঘর্ষে রূপ নেয়। পরে সন্ত্রাসীরা দেশীয় অস্ত্র নিয়ে সাংবাদিকদের ওপর হামলা চালায়।

হামলায় মো. শাহেদ, মহসিন, সাখাওয়াত কাউসারসহ অন্তত ১২ জন সাংবাদিক আহত হন। তাঁদের মধ্যে ছয়জনকে নরসিংদী সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

নরসিংদীর পুলিশ সুপার মো. আবদুল্লাহ-আল-ফারুক সাংবাদিকদের বলেন, ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে দুজনকে আটক করে থানায় নিয়ে যায়। হামলার সঙ্গে জড়িত অন্যদের শনাক্ত করে আটকের চেষ্টা চলছে।

এ ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছে বাংলাদেশ ক্রাইম রিপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের কার্যনির্বাহী কমিটি। সংগঠনটি জানায়, এ ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নিতে মাধবদী থানায় মামলার প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে।

কালের কণ্ঠ

বুধবার। ২৮ জানুয়ারি ২০২৬

## টাঙ্গাইলে বৃদ্ধ দম্পতি ও ভাণ্ডারিয়ায় শিশুকে হত্যা

**আরো ৪ জেলায় ২ খুন দুই লাশ উদ্ধার**

কালের কণ্ঠ ডেস্ক ▷

টাঙ্গাইলে বৃদ্ধ দম্পতিকে হত্যার পর টাকা ও স্বর্ণালংকার লুট করা হয়েছে। রংপুরে বন্ধুর হাতে বন্ধু খুন হয়েছেন। পিরোজপুরের ভাণ্ডারিয়ায় পাঁচ বছরের এক শিশুকে হত্যা করা হয়েছে। চাঁপাইনবাবগঞ্জে সংঘর্ষে এক জেলে নিহত হয়েছেন। বগুড়ার আদমদীঘিতে গৃহবধূর এবং নেত্রকোনার কলমাকান্দায় এক যুবকের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। কালের কণ্ঠের নিজস্ব প্রতিবেদক ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর :

**চাঁপাইনবাবগঞ্জে তুচ্ছ ঘটনায় জেলেকে পিটিয়ে হত্যা** : চাঁপাইনবাবগঞ্জ শহরের প্রান্তিকপাড়া এলাকায় পানি সংগ্রহকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষে নাসির উদ্দিন বাসু (৫০) নামের এক জেলে নিহত হয়েছেন। গতকাল দুপুরে এ ঘটনা ঘটে। পুলিশ জানায়, নারীদের ঝগড়া থামাতে গেলে প্রতিপক্ষের গাছের ডালের আঘাতে তিনি ঘটনাস্থলেই মৃত্যুবরণ করেন। এ ঘটনায়

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক

বাংলাদেশ প্রতিদিন

বুধবার ॥ ২৮ জানুয়ারি ২০২৬

## পানি নেওয়াকে কেন্দ্র করে পিটিয়ে হত্যা

প্রতিদিন ডেস্ক

চাঁপাইনবাবগঞ্জে পানি নেওয়াকে কেন্দ্র করে এক ব্যক্তিকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে। এ ছাড়া রংপুর, কক্সবাজার, নওগাঁ ও পিরোজপুরে আরও চারজন নিহত হয়েছেন। নিজস্ব প্রতিবেদক ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর-

**চাঁপাইনবাবগঞ্জ :** ট্যাপের পানি নেওয়াকে কেন্দ্র করে নাসির উদ্দিন বাসু (৪৫) নামে একজনকে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ পাওয়া গেছে। এ ঘটনায় তিনজনকে আটক করেছে পুলিশ। গতকাল চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌর এলাকার প্রান্তিকপাড়ায় এ ঘটনা ঘটে। জানা যায়, ট্যাপের পানি নেওয়াকে কেন্দ্র করে নাসির উদ্দিনের সঙ্গে নূরী নামে এক নারীর কথাকাটাকাটি হয়। একপর্যায়ে নূরীর পক্ষে কয়েকজন নাসির উদ্দিনকে লাঠি দিয়ে পিটিয়ে গুরুতর আহত করে। ঘটনাস্থলেই মারা যান তিনি। **রংপুর :** রংপুরে তুচ্ছ ঘটনায় কথা কাটাকাটির জেরে বন্ধুর চাবির আঘাতে আমিনুল ইসলাম (৩৫) নামে এক অটোচালকের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল নগরীর তাঁতিপাড়ায় এ ঘটনা ঘটে। **কক্সবাজার :** কক্সবাজারের রামুর দক্ষিণ পাড়ায় সোমবার রাতে মো. বাবুল (৩৫) নামে এক ইজিবাইক চালককে গলা কেটে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। পরিদর্শক (তদন্ত) শেখ মো. ফরিদ জানান, ধারণা করা হচ্ছে অটোরিকশা ছিনতাই করতে তাকে হত্যা করা হয়েছে। **পিরোজপুর :** ভাণ্ডারিয়ায় নিখোঁজের তিন দিন পর মো. রাইয়ান মল্লিক (৫) নামে এক শিশুর বস্তাবন্দি মৃতদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। সোমবার রাতে প্রতিবেশীর গোয়ালঘরের খড়ের গাদার ভিতর থেকে মৃতদেহটি উদ্ধার করা হয়। **নওগাঁ :** নওগাঁ সদর উপজেলার বিলভবানীপুরে গতকাল টয়লেটের সেপটিক ট্যাংক থেকে অজ্ঞাত নারীর লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। ওসি নিয়ামুল হক বলেন, নিহতের পরিচয় শনাক্ত এবং আইনিব্যবস্থা নেওয়া হবে।

কালের কণ্ঠ

মঙ্গলবার। ২৭ জানুয়ারি ২০২৬

## পাঁচ জেলায় দুই খুন তিন লাশ উদ্ধার

কালের কণ্ঠ ডেস্ক ▷

ময়মনসিংহে বাড়ির সামনে সিএনজিচালিত গাড়ি রাখায় তার চালককে কুপিয়ে হত্যা করেছে প্রতিবেশীরা। কুড়িগ্রামে জমির সীমানা নিয়ে বিরোধে প্রাণ দিয়েছেন ষাটোর্ধ্ব বৃদ্ধ।

এ ছাড়া ঢাকা, চট্টগ্রাম ও হবিগঞ্জে আরো

ময়মনসিংহ : নান্দাইলে বাড়ির সামনে সিএনজিচালিত গাড়ি রাখায় ঝগড়ার জেরে তার চালককে কুপিয়ে হত্যা করেছে প্রতিবেশীরা। এ সময় বাধা দিতে গেলে আরো পাঁচজনকে কুপিয়ে জখম করা হয়। গতকাল সোমবার দুপুরে এ ঘটনা ঘটে গাঙাইল ইউনিয়নের অরণ্যপাশা গ্রামে। নিহত আবুল কালাম (৩৫) মৃত আরজ আলীর ছিলেন।

প্রথম আলো
শুক্রবার, ২৩ জানুয়ারি ২০২৬

# অটোরিকশার চালককে প্রকাশ্যে রাস্তায় ফেলে পিটিয়ে হত্যা

চট্টগ্রাম

গলির রাস্তায় ঘটে যাওয়া ঘটনাটি দেখছিলেন অনেকে; কিন্তু কেউই এগিয়ে আসেননি।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *চট্টগ্রাম*

খোরশেদ আলম

তিনজন মারতে মারতে রাস্তায় ফেলে দেন অপর একজনকে। পড়ে যাওয়ার পরও নিস্তেজ না হওয়া পর্যন্ত তাঁকে পেটানো হয়। গলির রাস্তায় ঘটে যাওয়া ঘটনাটি দেখছিলেন অনেকে; কিন্তু কেউই এগিয়ে আসেননি। গত বুধবার রাতে চট্টগ্রাম নগরের বায়েজিদ বোস্তামী থানার আমিন জুট মিল এলাকার মিদ্যাপাড়ায় এ ঘটনা ঘটেছে।

পুলিশ জানিয়েছে, মারধরের শিকার ব্যক্তির নাম খোরশেদ আলম। পেশায় সিএনজিচালিত অটোরিকশার চালক। ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করে রাতেই খোরশেদকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

বুধবার রাতেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে এ ঘটনার একটি ভিডিও ছড়িয়ে পড়ে। ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরায় (সিসিটিভি) ধারণ করা ভিডিওতে দেখা যায়, রাস্তায় চালক খোরশেদের সঙ্গে কথা-কাটাকাটি করছেন তিন ব্যক্তি। খোরশেদকে শুরুতে তাঁরা ধাক্কা দিতে থাকেন। একপর্যায়ে লাঠি দিয়ে আঘাত করা হয়। মুহূর্তের মধ্যে তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। ওই অবস্থায়ও তাঁকে বেধড়ক পেটানো হয়। খোরশেদের নড়াচড়া বন্ধ হয়ে গেলে তাঁকে মারতে থাকা ব্যক্তিরা চলে যান। আশপাশের লোকজন বিষয়টি দেখলেও কেউ এগিয়ে আসেননি।

নিহত অটোরিকশার চালক খোরশেদের মাথায় ও মুখমণ্ডলে আঘাতের চিহ্ন ছিল বলে পুলিশ জানিয়েছে। বায়েজিদ বোস্তামী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জাহিদুল কবির *প্রথম আলো*কে বলেন, হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক খোরশেদকে মৃত ঘোষণা করেন। ভিডিও দেখে মারধরে জড়িত ব্যক্তিদের মধ্যে পুলিশ মো. হোসেন নামের একজনকে চিহ্নিত করেছে। আটক করা হয়েছে আরও একজনকে। তবে তদন্তের স্বার্থে তাঁর নাম প্রকাশ করেনি পুলিশ। জড়িত অন্যদের ধরতে অভিযান চলছে।

এক প্রশ্নের জবাবে ওসি বলেন, নিহত খোরশেদ ও আসামিদের মধ্যে পূর্বশত্রুতা কিংবা বিরোধের কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি। প্রাথমিকভাবে জানা গেছে, মুখের দুর্গন্ধ নিয়ে কথা-কাটাকাটি হয় তাঁদের মধ্যে। একপর্যায়ে লাঠি দিয়ে পিটিয়ে হত্যা করা হয় খোরশেদকে। নিহত ব্যক্তির পরিবারের পক্ষ থেকে মামলার প্রস্তুতি চলছে বলেও ওসি জানান।

দেশ রূপান্তর
সোমবার, ৫ জানুয়ারি ২০২৬

# রাজশাহীতে পাহারাদারকে গুলি করে হত্যা

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী

রাজশাহীর বাঘা উপজেলার চরে গভীর রাতে বাড়িতে ঢুকে গুলি করে এক যুবককে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। গত শনিবার রাত ১টার দিকে উপজেলার চকরাজাপুর ইউনিয়নের পলাশি ফতেপুর করালি নওশারার চরে এ হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। নিহত যুবক হলেন চকরাজাপুর ইউনিয়নের পলাশি ফতেপুর করালি নওশারার চরের কালু মণ্ডলের ছেলে সোহেল রানা (৩৫)। এ ঘটনায় দুর্বৃত্তদের গুলিতে সোহেল রানার স্ত্রী ও মেয়ে আহত হয়েছেন। পরে স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে বাঘা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেন। সোহেল রানা কৃষিকাজ করতেন। সেই সঙ্গে তিনি চরে জমি পাহারার কাজ করতেন।

পুলিশ ও নিহতের স্বজনরা জানান, রাতে সোহেল রানা ও তার স্ত্রী ঘরের ভেতরে শুয়েছিলেন। এ সময় কয়েকজন সশস্ত্র সন্ত্রাসী বাড়ির টিনে একাধিকবার আঘাত করে বিকট শব্দ সৃষ্টি করে। এতে আশপাশের লোকজনের ঘুম ভেঙে যায় এবং এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। মানুষজন ছোটাছুটি শুরু করলে সন্ত্রাসীরা হুমকি দিয়ে বলে, কেউ এগিয়ে এলে তাকে গুলি করা হবে। এরপর সন্ত্রাসীরা সোহেল রানার বাড়িতে ঢুকে পড়ে। এ সময় সোহেলের স্ত্রী স্বামীকে রক্ষা করার জন্য কাঁথা ও কম্বল দিয়ে ঢেকে রাখার চেষ্টা করেন। এ সময় সন্ত্রাসীরা ভেতরে ঢুকে কয়েকটি গুলি ছোড়ে। সোহেল রানা গুলিবিদ্ধ হয়ে ঘটনাস্থলেই মারা যান। গুলির আঘাতে তার স্ত্রী ও মেয়ে আহত হন।

এ বিষয়ে বাঘা থানার পরিদর্শক (ওসি তদন্ত) সুপ্রভাত মণ্ডল বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করেছে। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। রাজশাহী জেলা পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সাবিনা ইয়াসমিন জানান, পুলিশ এ ঘটনা তদন্তে কাজ করছে।

যুগান্তর
শুক্রবার ২৩ জানুয়ারি ২০২৬
৯ মাঘ ১৪৩২

# শ্রীনগরে চালককে হত্যা করে অটোরিকশা ছিনতাই

শ্রীনগর (মুন্সীগঞ্জ) প্রতিনিধি

মুন্সীগঞ্জ জেলার শ্রীনগরে সোহেল রানা (২৭) নামক এক অটোচালককে হত্যা করে অটোরিকশাটি ছিনতাই করেছে দুর্বৃত্তরা। বৃহস্পতিবার বেলা ১১টায় ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ের শ্রীনগর উপজেলার হাসাড়া ব্রিজের নিচে একটি ডোবা থেকে ওই অটোচালকের লাশ উদ্ধার করে থানা পুলিশ। নিহত অটোচালক সোহেলের বাড়ি টাঙ্গাইল জেলার মির্জাপুরে। তার পিতার নাম খবিরউদ্দিন উদ্দিন। সে দীর্ঘদিন ধরে পরিবার-পরিজন নিয়ে ঢাকা কেরানীগঞ্জ উপজেলার ভারালিয়া গ্রামের রহমান মিয়ার বাড়িতে ভাড়া থাকত। নিহতের স্ত্রী পারুল বেগম জানান, বুধবার সকালে তার স্বামী অটোরিকশা নিয়ে বাড়ি থেকে বের হয়। রাত ৯টার দিকে তার মোবাইল ফোনটি বন্ধ পান। রাতে বিভিন্ন জায়গায় তারা সোহেলের খোঁজ করেন। বৃহস্পতিবার দুপুর শ্রীনগর থানায় এসে তার লাশটি শনাক্ত করেন।

কালের কণ্ঠ
ঢাকা। বৃহস্পতিবার। ২৯ জানুয়ারি ২০২৬

# রাজধানীতে ফাঁড়ির টয়লেটে কনস্টেবলের ঝুলন্ত লাশ

## তিন জেলায় ২ খুন, ৪ লাশ

কালের কণ্ঠ ডেস্ক ▷

রাজধানীতে পুলিশ ফাঁড়ির টয়লেটে পাওয়া গেছে এক কনস্টেবলের ঝুলন্ত মরদেহ। ধানমণ্ডিতে পিঠা খাওয়াকে কেন্দ্র করে ছুরিকাঘাতে এক গাড়িচালক নিহত হয়েছেন। কক্সবাজারে এক নারীকে গলা কেটে হত্যা করা হয়েছে, পৃথক স্থানে উদ্ধার হয়েছে আরো দুজনের মরদেহ। সংশ্লিষ্ট জেলা থেকে কালের কণ্ঠের নিজস্ব প্রতিবেদক, প্রতিনিধি ও সংবাদদাতাদের পাঠানো খবর :

**ঢাকা :** যাত্রাবাড়ী থানার পুলিশ ফাঁড়ির টয়লেট থেকে গতকাল বুধবার সকালে কনস্টেবল শফিকুল ইসলামের (৪২) ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। সহকর্মীদের ধারণা, মানসিক সমস্যা ও হতাশা থেকে তিনি আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়ে থাকতে পারেন।

পরিবার ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মৃত্যুর আগে রাত ৩টা ২৫ মিনিটে বড় মেয়ের মোবাইল ফোনে একটি খুদে বার্তা (মেসেজ) পাঠান তিনি। সেখানে লেখেন, 'আমি তোমার জন্য কিছু করতে পারলাম না। আমাকে ক্ষমা করে দিও। জুনায়েদ ও জিহাদকে দেখে রাখিও।' এরপর মেয়ে বারবার ফোন দিলেও তিনি আর রিসিভ করেননি।

শফিকুল ইসলামের গ্রামের বাড়ি চাঁদপুরের মতলব উত্তর থানার মৌটুপী গ্রামে। তিনি ওই এলাকার মান্নান মল্লিকের ছেলে।

যাত্রাবাড়ী পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ উপপরিদর্শক (এসআই) রাসেল জানান, ময়নাতদন্ত শেষে মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। এ বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

অন্যদিকে ধানমণ্ডির ৩ নম্বর রোডের ফুটপাতে পিঠা বিক্রেতার সঙ্গে কথা-কাটাকাটির জেরে ছুরিকাঘাতে নিহত হয়েছেন গাড়িচালক রনি খন্দকার (৪৭)। গতকাল সকালে মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের মর্গে পাঠানো হয়।

স্থানীয়দের বরাতে ধানমণ্ডি থানার এসআই মো. শাহজালাল মিয়া জানান, মঙ্গলবার রাতে ফুটপাতে পিঠা খাওয়াকে কেন্দ্র করে দোকানদারের সঙ্গে ঝগড়া হয় রনির। এক পর্যায়ে পিঠাওয়ালা তাঁকে পিঠে ও বুকে ছুরিকাঘাত করে। গুরুতর আহত রনিকে হাসপাতালে নেওয়ার পর চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
শুক্রবার ॥ ৩০ জানুয়ারি ২০২৬

# মিসরে আড়াই মাস নিখোঁজ ঝিনাইদহের যুবক

শেখ রুহুল আমিন, ঝিনাইদহ

আড়াই মাস ধরে ছেলের কোনো খবর নেই। প্রতিদিন অপেক্ষা করেন মা, হয়তো আজ ফোন আসবে, বলবে 'মা কেমন আছ'। কিন্তু সেই আশার ফোন আর আসে না। প্রতীক্ষার প্রহর দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছে। ঝিনাইদহ সদর উপজেলার সাধুহাটী ইউনিয়নের বংকিরা গ্রামের শাহালোম সিদ্দিক ইমন (২৪) মিসরে নিখোঁজ রয়েছেন আড়াই মাস ধরে। পরিবার জানে না তিনি জীবিত আছে, নাকি মারা গেছে। পরিবার নিয়ে একটু ভালো থাকার আশায় প্রায় ছয় মাস আগে নড়াইলের ইমরুল নামের এক দালালের মাধ্যমে মিসরে পাড়ি জমান ইমন। সেখানে 'বিলিকেস মিল' নামের একটি গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিতে শ্রমিক হিসেবে কাজ করতেন। সবকিছু ঠিকঠাকই চলছিল। হঠাৎ করেই থেমে যায় সব যোগাযোগ। পরিবার জানায়, গত বছরের ১৩ নভেম্বর পরিবারের সঙ্গে ইমনের শেষ যোগাযোগ হয়। এক দিন কোটচাঁদপুর উপজেলার বহিরগাছি গ্রামের হানিফ নামের এক যুবক ফোন করে জানান, ইমন মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছেন। সবচেয়ে যন্ত্রণার বিষয়, যিনি ইমনকে বিদেশে পাঠিয়েছিলেন সেই ইমরুলও এখন নিশ্চুপ। শুরুতে নিয়মিত কথা বললেও তিনি এখন ফোন ধরেন না।

তার সহযোগীরাও ইমনের কোনো তথ্য দিতে পারছে না। ইমনের মা শাহানারা খাতুন চোখের পানি মুছতে মুছতে বলেন, আমার ছেলেটা কী খায়? কোথায় থাকে? বেঁচে আছে তো? এই প্রশ্নগুলোর উত্তর কেউ দেয় না। আমি শুধু জানতে চাই, আমার সন্তানটা কোথায়? বাবা হাসান আলী বলেন, আমরা গরিব মানুষ। ছেলেটাকে বিদেশে পাঠিয়েছিলাম কষ্টের হাত থেকে বাঁচতে। আজ সেই ছেলেই হারিয়ে গেছে। প্রশাসন যদি পাশে না দাঁড়ায়, আমরা কী করব? স্থানীয় ইউপি সদস্য শহিদুল ইসলাম মনসাদ বলেন, বিষয়টি আমরা চেয়ারম্যান ও জেলা প্রশাসনকে জানিয়েছি। সাধুহাটী ইউনিয়নের চেয়ারম্যান কাজী নাজির উদ্দীন জানান, পরিবারটিকে নানাভাবে সহায়তা করা হচ্ছে। প্রবাসীদের কল্যাণে কাজ করা এনজিও ও মানবাধিকার সংস্থাগুলোর হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন তিনি।

সংবাদ
ঢাকা : শুক্রবার ১৬ মাঘ ১৪৩২
Dhaka : Friday 30 January 2026

# কলমাকান্দায় যুবকের মরদেহ উদ্ধার

প্রতিনিধি, কলমাকান্দা (নেত্রকোণা)

নেত্রকোণার কলমাকান্দা উপজেলায় চাঁনপুর সাব-রেজিস্ট্রি অফিস সংলগ্ন একটি ভাড়াবাসা থেকে মনির মিয়া (৩০) নামে এক যুবকের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

নিহত মনির পশ্চিম বাজার (ড্রেনপাড়) এলাকার আব্দুস সালামের ছেলে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, মনির মিয়া পুরাতন যন্ত্রপাতির টোকানের কাজ করতেন।

গত মঙ্গলবার আনুমানিক ১০টার দিকে তিনি বাসা থেকে বের হন। এরপর দীর্ঘ সময় বাসায় না ফেরায় স্বজনরা তার খোঁজ নিতে থাকেন।

চাঁনপুর রোডের ওই বাসার ভাড়াটিয়া সোমা রাণী দেবনাথ জানান, গত ২০ জানুয়ারি তিনি পারিবারিক কাজে বাসা তালাবদ্ধ করে বিয়ে বাড়িতে রান্নার কাজে আটপাড়া উপজেলার শুনুই এলাকায় যান। পরে ২৭ জানুয়ারি, মঙ্গলবার দুপুর আনুমানিক ১২টার দিকে বাসায় ফিরে তালা খুলে পেছনের দরজায় গিয়ে তিনি মনির মিয়ার মরদেহ পড়ে থাকতে দেখেন। এ সময় তার মাথা দরজার ফাঁকে ঢোকানো অবস্থায় ছিল।

পরে আশপাশের লোকজনকে বিষয়টি জানানো হলে পুলিশে খবর দেয়া হয়। খবর পেয়ে কলমাকান্দা থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মরদেহ উদ্ধার করে।

কলমাকান্দা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মো. সিদ্দিক হোসেন জানান, মরদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য নেত্রকোণা আধুনিক সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পাওয়ার পর মৃত্যুর প্রকৃত কারণ নিশ্চিত হওয়া যাবে।

যুগান্তর
বৃহস্পতিবার ২৯ জানুয়ারি ২০২৬
১৫ মাঘ ১৪৩২

# ধানমণ্ডিতে পিঠা বিক্রেতার ছুরিকাঘাতে ভ্যানচালক খুন

## ঘাতক রুবেল গ্রেফতার

যুগান্তর প্রতিবেদন ও হাজারীবাগ (ঢাকা) প্রতিনিধি

রাজধানীর ধানমন্ডিতে পূর্ব বিরোধ ও ভাড়া চাওয়াকে কেন্দ্র করে পিঠা বিক্রেতার ছুরিকাঘাতে এক ভ্যানচালক নিহত হয়েছেন। নিহতের নাম রনি খন্দকার। মঙ্গলবার রাত ৯টার দিকে ধানমন্ডির ৩ নম্বর রোড এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। রনি বাগেরহাটের চিতলমারী উপজেলার শ্যামপাড়ার আব্দুস সামাদ খন্দকারের ছেলে। তিনি হাজারীবাগের বউবাজার এলাকায় পরিবার নিয়ে ভাড়া থাকতেন। তার দুই সন্তান রয়েছে। ঘটনার পর ঘাতক রুবেল হোসেনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

নিহত রনির ছেলে রায়হান খন্দকার সাংবাদিকদের জানান, ধানমন্ডি তিন নম্বর রোডে পিঠা বিক্রেতা রুবেলের সঙ্গে ভ্যান ভাড়া নিয়ে তার বাবার বাগ্‌বিতণ্ডা হয়। একপর্যায়ে সহযোগীকে নিয়ে রুবেল তার বাবাকে মারধর ও ছুরিকাঘাত করে পালিয়ে যায়। ওই সময় পথচারীরা তাকে উদ্ধার করে স্থানীয় একটি হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

পুলিশ জানিয়েছে, পিঠা বিক্রির জায়গা নিয়ে আসামি রুবেলের সঙ্গে ভ্যানচালক রনির আগে থেকেই বিরোধ চলছিল। এছাড়া ভ্যানের ভাড়া নিয়েও দ্বন্দ্ব হয়। এসব বিষয় নিয়ে মঙ্গলবার রাত ৯টার দিকে পিঠা

সময়ের আলো
বুধবার। ২৮ জানুয়ারি ২০২৬

# আরাকান আর্মির গুলিতে ২ বাংলাদেশি জেলে আহত

টেকনাফ (কক্সবাজার) প্রতিনিধি

কক্সবাজার সীমান্ত উপজেলা টেকনাফের নাফ নদে মাছ ধরতে গিয়ে মিয়ানমারের সশস্ত্র সংগঠন আরাকান আর্মির ছোড়া গুলিতে দুই বাংলাদেশি জেলে আহত হয়েছেন।

তারা হলেন, হোয়াইক্যং ইউনিয়নের কানজরপাড়া এলাকার শেখ কামালের ছেলে মো. সোহেল (১৬) এবং একই ইউনিয়নের মো. ইউনুসের ছেলে মো. ওবাইদুল্লাহ (১৭)।

হোয়াইক্যং ঝিমংখালী এলাকার জেলে ইমান হোসেন জানান, মঙ্গলবার দুপুরের দিকে টেকনাফের হোয়াইক্যং ঝিমংখালী সংলগ্ন নাফ নদে নৌকাযোগে মাছ ধরার সময় মিয়ানমার সীমান্তের দিক থেকে আরাকান আর্মির সদস্যরা জেলেদের লক্ষ্য করে ১০ থেকে ১৫ রাউন্ড গুলি ছোড়ে। এতে মো. সোহেল মো. ওবাইদুল্লাহ গুলিবিদ্ধ হয়ে আহত হন।

তিনি আরও জানান, ঘটনার পর স্থানীয় জেলেরা দ্রুত এগিয়ে এসে আহতদের চিকিৎসার জন্য কুতুপালংয়ের এমএসএফ হাসপাতালে নিয়ে যায়। তবে গুলিবর্ষণের সময় জেলেরা মিয়ানমার সীমান্তে অবস্থান করছিলেন, নাকি বাংলাদেশের জলসীমার ভেতরে ছিলেন এ বিষয়টি এখনও নিশ্চিত হওয়া যায়নি। হোয়াইক্যং ইউনিয়ন পরিষদের (ভারপ্রাপ্ত) চেয়ারম্যান শাহজালাল এই ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে সময়ের আলোকে জানান, নাফ নদে দুই জেলে গুলিবিদ্ধ হয়েছে। তাদের আহত অবস্থায় চিকিৎসার জন্য কুতুপালংয়ের এমএসএফ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

কালের কণ্ঠ
ঢাকা। শুক্রবার। ৩০ জানুয়ারি ২০২৬

# ব্যবসায়ীকে গুলি শ্রমিককে ছুরিকাঘাত করে ছিনতাই

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

রাজধানীতে পৃথক দুটি ছিনতাইয়ের ঘটনায় এক ব্যবসায়ী ও এক নির্মাণ শ্রমিক আহত হয়েছেন। গতকাল বৃহস্পতিবার ভোরে এসব ঘটনা ঘটে। আহত দুজন বর্তমানে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তাঁদের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকরা। পুলিশ ও ভুক্তভোগীদের অভিযোগ অনুযায়ী, মিরপুরের পল্লবী থানা এলাকায় মোহাম্মদ হোসেন দিপু নামের এক মুদি দোকানিকে গুলি করে তাঁর মোবাইল ফোন ও মানিব্যাগ ছিনিয়ে নেওয়া হয়। একই সময়ে খিলক্ষেত এলাকায় নির্মাণ শ্রমিক মো. লিটনকে ছুরিকাঘাত করে টাকা, মোবাইল ফোন ও ব্যাগ ছিনিয়ে নেয় দুর্বৃত্তরা। পল্লবী থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মো. আসাদুল কালের কণ্ঠকে বলেন, দিপুকে গুলি করে ছিনতাইয়ের ঘটনায় তদন্ত চলছে।

দেশ রূপান্তর
শুক্রবার, ৩০ জানুয়ারি ২০২৬,

# পুকুর থেকে চালকের ইট বাঁধা লাশ উদ্ধার

কুমিল্লা প্রতিনিধি

চার দিন নিখোঁজ থাকার পর কুমিল্লার নাঙ্গলকোটে এক ব্যাটারিচালিত অটোরিকশাচালকের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে দৌলখাড় ইউনিয়নের দৌলখাড় পূর্বপাড়া এলাকার কালারমার পুকুর থেকে গলায় ও পিঠে ইট বাঁধা অবস্থায় তার লাশ পুকুরে ভাসতে দেখা যায়।

পুলিশ ও পরিবারের ধারণা, অটোরিকশা ছিনতাইয়ের উদ্দেশ্যে তাকে হত্যা করা হয়েছে।

নিহত আব্দুর রহিম জাহাঙ্গীর (৩৮) নাঙ্গলকোট উপজেলার জোড্ডা পশ্চিম ইউনিয়নের নোয়াপাড়া গ্রামের বাসিন্দা। পরিবারের সদস্যরা জানান, গত ২৫ জানুয়ারি সকালে জাহাঙ্গীর অটোরিকশা নিয়ে বাড়ি থেকে বের হন। এরপর তিনি আর বাড়ি ফেরেননি।

যুগান্তর
শনিবার ৩১ জানুয়ারি ২০২৬
১৭ মাঘ ১৪৩২

# দেশে ফিরল ১২৮ জেলে ভারতে গেল ২৩

মোংলা (বাগেরহাট) প্রতিনিধি

ভারতে কারাভোগ শেষে দেশে ফিরেছেন ১২৮ জেলে। বন্দি বিনিময় চুক্তির আওতায় ৫টি ফিশিং ট্রলারসহ তাদের মুক্তি দেওয়া হয়েছে। দেশীয় এ জেলেরা বঙ্গোপসাগরে মাছ ধরতে গিয়ে কেউ দিক হারিয়ে, আবার কেউ ইঞ্জিনের ত্রুটির কারণে ভারতীয় সমুদ্রসীমায় ঢুকে পড়লে সেই দেশের কোস্টগার্ডের কাছে ধরা পড়েন তারা। দুই মাসের অধিক সময় পর মুক্তি পাওয়া জেলেদের শুক্রবার বিকালে মোংলা কোস্টগার্ড স্টেশনে আনা হয়। পরে কোস্টগার্ড, পুলিশ ও বিডিআরসহ বিভিন্ন সরকারি সংস্থার কর্মকর্তাদের উপস্থিতে পরিবারের কাছে তাদের হস্তান্তর করা হয়।

কোস্টগার্ড পশ্চিম জোন সূত্র জানায়, বাংলাদেশ-ভারত আন্তর্জাতিক সমুদ্র সীমারেখা সংলগ্ন এলাকায় অবৈধভাবে মৎস্য আহরণের অভিযোগে বাংলাদেশ নৌবাহিনী ১৮ ও ২৩ অক্টোবর ২টি ভারতীয় ফিশিং বোটসহ তাদের ২৩ জেলেকে আটক করে। অপরদিকে গত ১৬, ১৭, ১৯ ও ৩০ নভেম্বর ভারতীয় জলসীমায় মাছ ধরার অভিযোগে ৫টি বাংলাদেশি ফিশিং বোটসহ ১২৮ জন বাংলাদেশি জেলেকে আটক করা হয়। পরবর্তীতে উভয় দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে দ্বিপাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে আটক জেলেদের বন্দি বিনিময়ের সিদ্ধান্ত হয়। কোস্টগার্ড জানায়, ২৯ জানুয়ারি বঙ্গোপসাগরের পশ্চিম আন্তর্জাতিক মেরিটাইম বাউন্ডারি লাইন এলাকায় দুই দেশের কোস্টগার্ডের মধ্যে পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে জেলেদের হস্তান্তর ও গ্রহণ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়।

বাংলাদেশ কোস্টগার্ডের মিডিয়া কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সিয়াম-উল-হক জানান, দুই দেশের কোস্টগার্ডের সমন্বিত উদ্যোগে শান্তিপূর্ণভাবে বন্দি বিনিময় কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

যুগান্তর
শনিবার ৩১ জানুয়ারি ২০২৬
১৭ মাঘ ১৪৩২

# সাভারে কারখানায় ভাঙচুর নারী শ্রমিকসহ গ্রেফতার ২৩

যুগান্তর প্রতিবেদন, ঢাকা (উত্তর)

সাভারে বেতন-ভাতাসহ বেশ কিছু বিষয় আন্দোলন করতে গিয়ে তৈরি পোশাক কারখানায় ভাঙচুরের ঘটনায় ২৩ জন গার্মেন্ট শ্রমিককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। এর মধ্যে সাতজন নারী শ্রমিককেও গ্রেফতার করা হয়।

শুক্রবার পুলিশ তাদের বিরুদ্ধে মামলা করে আদালতে পাঠিয়েছে। এর আগে বৃহস্পতিবার গার্মেন্ট কর্তৃপক্ষ সাভার মডেল থানায় ৮৭ জন শ্রমিকের নাম উল্লেখ করে কারখানায় ভাঙচুরের অভিযোগ দিলে পুলিশ তাদের গ্রেফতার করে। সাভার মডেল থানায় ওসি ইমরান আলি জানান, মামলা করলে পুলিশ সেখানে অভিযান পরিচালনা করে ২৩ জন শ্রমিককে গ্রেফতার করে। সাভার পৌর এলাকার দিলখুশাবাগ থেকে তাদের গ্রেফতার করে সাভার মডেল থানা পুলিশ। পুলিশ জানায় সাভার দিলখুশাবাগ এলাকায় সাভার গ্লোবাল ফ্যাশান গার্মেন্টি লিমিটেড ও গ্লোবাল আউটওয়্যার লিমিটেড গার্মেন্টে বিভিন্ন দাবিতে ব্যাপক ভাঙচুর ও লুটপাট করে একদল শ্রমিক। পরে এ ঘটনায় শ্রমিকদের বিরুদ্ধে এই অভিযান চালায় পুলিশ।

কালের কণ্ঠ
শনিবার। ৩১ জানুয়ারি ২০২৬

# নরসিংদীতে সাবেক ছাত্রলীগ নেতার বস্তাবন্দি লাশ উদ্ধার

- রাজশাহীতে স্ত্রীর লাশসহ আহত সাংবাদিক উদ্ধার
- ৪ জেলায় ২ খুন, ২ লাশ

কালের কণ্ঠ ডেস্ক ▷

নরসিংদীতে সাবেক ছাত্রলীগ (নিষিদ্ধ ঘোষিত) নেতার বস্তাবন্দি মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। শেরপুরে বাসায় পাওয়া গেছে পুলিশের এএসআইয়ের ঝুলন্ত মরদেহ। রাজশাহীতে বাসার ভেতর থেকে এক সাংবাদিককে আহত অবস্থায় ও তাঁর স্ত্রীর লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। পাবনায় ছুরিকাঘাতে এক যুবককে ও রাজশাহীতে কুপিয়ে এক কৃষককে হত্যা করা হয়েছে। আমাদের নিজস্ব প্রতিবেদক ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর :

**রাজশাহী :** নগরীর হড়গ্রাম এলাকায় এক সাংবাদিকের স্ত্রীর রহস্যজনক মৃত্যু হয়েছে। গোলাম কিবরিয়া কামাল (৫৫) নামের ওই সাংবাদিক নিজেও বাসায় আহত অবস্থায় পড়ে ছিলেন। পরে পুলিশ গিয়ে ফায়ার সার্ভিসের মাধ্যমে তাঁদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠায়। এ সময় কর্তব্যরত চিকিৎসক সাংবাদিকের স্ত্রীকে মৃত ঘোষণা করেন।

ওই সাংবাদিক কামাল মলিক নামে সাংবাদিকতা করেন। তাঁর নিহত স্ত্রীর নাম রওশন আরা (৫০)। বর্তমানে স্থানীয় দৈনিক রাজশাহী সংবাদের উপসম্পাদক হিসেবে কাজ করছেন। রাজশাহী নগর পুলিশের মুখপাত্র অতিরিক্ত উপপুলিশ কমিশনার গাজিউর রহমান বলেন, 'কিভাবে ঘটনা ঘটেছে, সে বিষয়ে তদন্ত চলছে। এখনো মন্তব্য করার মতো অবস্থায় পৌঁছানো যায়নি।'

বাগমারা উপজেলার রামপুর এলাকায় এক কৃষককে কুপিয়ে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। নিহত মাহবুর রহমান (৪০) উপজেলার হাট-মাধনগর গ্রামের বাসিন্দা।

গতকাল সকালে বাড়ি থেকে প্রায় চার কিলোমিটার দূরে কৃষিজমিতে তাঁর মরদেহ পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয়রা থানায় খবর দেন।

বাগমারা থানার ওসি সাইদুল আলম জানান, সুরতহাল করার সময় তাঁর ঘাড়ে ধারালো অস্ত্রের কোপ দেখা গেছে। পরিকল্পিতভাবে তাঁকে হত্যা করা হয়েছে বলে ধারণা।

বাংলাদেশ প্রতিদিন
বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
শনিবার ॥ ৩১ জানুয়ারি ২০২৬

# মেঝেতে স্ত্রীর লাশ বিছানায় পড়ে ছিলেন আহত সাংবাদিক

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী

রাজশাহীতে এক সাংবাদিকের স্ত্রীর রহস্যজনক মৃত্যু হয়েছে। সাংবাদিক নিজেও বাসায় আহত অবস্থায় পড়ে ছিলেন। পরে পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিস তাদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠালে কর্তব্যরত চিকিৎসক সাংবাদিকের স্ত্রীকে মৃত ঘোষণা করেন।

নিহত নারীর নাম রওশন আরা (৫০)। তার স্বামীর নাম গোলাম কিবরিয়া কামাল (৫৫)। তিনি কামাল মালিক নামে সাংবাদিকতা করেন। [illegible] বর্তমানে স্থানীয় দৈনিক রাজশাহী সংবাদের উপসম্পাদক হিসেবে কাজ করছেন। নগরীর হড়গ্রাম বাজার এলাকার একটি বাসায় তিনি ভাড়া থাকেন। গতকাল সন্ধ্যার পর এ বাসা থেকেই স্বামী-স্ত্রীকে উদ্ধার করে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ (রামেক) হাসপাতালে নেওয়া হয়। হাসপাতালের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক বিল্লাল উদ্দিন জানান, রওশন আরাকে তারা মৃত অবস্থায় পেয়েছেন। তার গলায় একটি কাপড় প্যাঁচানো ছিল। তার মৃত্যু কীভাবে হয়েছে সেটি ময়নাতদন্তের পর নিশ্চিত করে বলা যাবে।

তিনি আরও জানান, সাংবাদিক কামাল মালিকের হাতে ও পায়ে জখম রয়েছে। তিনি ডাম্বফিক্স পান করেছেন। তার শারীরিক অবস্থা সংকটাপন্ন। তাকে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।

রাজশাহী সংবাদের সম্পাদক আহসান হাবীব অপু বলেন, ঘটনার খবর পেয়ে আমরাও হাসপাতালে এসেছি। কীভাবে ঘটনা ঘটেছে তা এখনো জানি না। সাংবাদিক কামাল মালিকের অবস্থা সংকটাপন্ন। হাত ও পায়ে জখম রয়েছে। সম্ভবত রগ কেটে গেছে। তাকে আইসিইউতে নেওয়া হচ্ছে।

দেশ রূপান্তর
শুক্রবার, ৩০ জানুয়ারি ২০২৬,

# দোকানিকে গুলি শ্রমিককে ছুরিকাঘাত করে ছিনতাই

নিজস্ব প্রতিবেদক

রাজধানীতে পৃথক ঘটনায় এক মুদি দোকানিকে গুলি করে ও এক নির্মাণশ্রমিককে ছুরিকাঘাত করে ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটেছে। গুলিবিদ্ধ দোকানির নাম মোহাম্মাদ হোসেন দীপু (৪৬) ও ছুরিকাহত শ্রমিকের নাম মো. লিটন (২৮)। গতকাল বৃহস্পতিবার ভোরে মিরপুর ১২ নম্বর সেকশনে ও খিলক্ষেতে এ ঘটনা দুটি ঘটে। পরে তাদের উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। গুলিবিদ্ধ হওয়া দীপু জানান, ভোরে মিরপুর ১২ নম্বর সেকশনের ই-ব্লকের ৫ নম্বর রোডের বাসার সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। এ সময় কিছুটা দূরে একটি মোটরসাইকেল এসে থামে। মোটরসাইকেলে তিনজন ছিল। তারা ধীরে ধীরে কাছে আসে। তখনো বুঝতে পারেননি তারা ছিনতাইকারী। কাছে এসেই একজন ছুরি বের করে বলে, সঙ্গে যা আছে সব বের করে দিতে। তখন তারাই পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করে নেয়। এরপর মোবাইল ফোন নেওয়ার সময় বাধা দিলে প্রথমে হাতাহাতি হয়। এরপর পেছন থেকে একজন গুলি করে দেয়। মানিব্যাগে থাকা ১৭ হাজার টাকা নিয়ে গেছে। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, গুলিটি পায়ের অন্য পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেছে।

এদিকে ভোরে খিলক্ষেতে ছিনতাইকারীর ছুরিকাঘাতে আহত লিটনের সহকর্মী মো. মহসিন ইসলাম জানান, তারা নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে জলসিঁড়ি আবাসন প্রকল্পের নির্মাণশ্রমিক। লিটনের বাড়ি দিনাজপুর। রাতে গ্রাম থেকে কাজে ফিরছিলেন লিটন। ভোররাত ৪টার দিকে খিলক্ষেত বাসস্ট্যান্ডে নামার পর রেললাইনের পাশে তিনজন ছিনতাইকারী তার সামনে এসে দাঁড়ায়। ছুরি ঠেকিয়ে তার ব্যাগ, পকেট হাতাতে থাকে। বাধা দিতে গেলে তার বাম কাঁধে পরপর তিনবার ছুরিকাঘাত করে ৫০০ টাকা আর মোবাইল ফোন ছিনিয়ে নেয়।

ঢামেক হাসপাতাল পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ পরিদর্শক মো. ফারুক বলেন, গুলিতে ও ছুরিকাঘাতে আহত দুজনই হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন।

সময়ের আলো
শনিবার। ৩১ জানুয়ারি ২০২৬।

# মরদেহ উদ্ধার

মহাদেবপুর প্রতিনিধি

নওগাঁর মহাদেবপুর ব্র্যাক অফিস থেকে শুক্রবার দুপুরে নৈশপ্রহরী শাকিব হোসেনের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। নৈশপ্রহরী শাকিব উপজেলার এনায়েতপুর গ্রামের লিটনের ছেলে। ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি শহিদুল ইসলাম।

দৈনিক ইত্তেফাক

শনিবার
১৭ মাঘ ১৪৩২, ৩১ জানুয়ারি ২০২৬

# যশোরে চালককে হত্যা করে মোটর ভ্যান ছিনতাই

■ যশোর অফিস

যশোরের ঝিকরগাছায় চালককে হত্যা করে মোটর ভ্যান ছিনতাই করেছে দুর্বৃত্তরা। গতকাল শুক্রবার দুপুরে উপজেলার শ্রীরামপুর-আঙ্গারপাড়া মাঠ এলাকার একটি কলাবাগান থেকে নিহতের লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। নিহত পারভেজ হোসেন (৩০) ঝিকরগাছা উপজেলার কীর্তিপুর গ্রামের বাসিন্দা। তিনি পেশায় ভাড়ায় মোটরভ্যান চালক ছিলেন।

পরিবারের সদস্যরা জানান, পারভেজ শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধী ছিলেন। বৃহস্পতিবার বিকালে তিনি মোটর ভ্যান নিয়ে বাড়ি থেকে বের হন। এরপর থেকে তিনি নিখোঁজ ছিলেন। আত্মীয়স্বজন ও পরিচিত স্থানে খোঁজাখুঁজি করেও তার কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি।

গতকাল সকালে শ্রীরামপুর-আঙ্গারপাড়া মাঠ এলাকার একটি কলাবাগানে ঘাস কাটতে যান স্থানীয় এক গৃহবধূ। এ সময় কলাবাগানের ভেতরে একটি লাশ পড়ে থাকতে দেখেন। স্থানীয়দের কাছ থেকে খবর পেয়ে ঝিকরগাছা থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে লাশ উদ্ধার করে।

ঝিকরগাছা থানার অফিসার ইনচার্জ দেওয়ান মোহাম্মদ শাহজালাল আলম বলেন, প্রাথমিকভাবে এটি পরিকল্পিত হত্যা ও ছিনতাইয়ের ঘটনা বলে ধারণা করা হচ্ছে। নিহতের মোটর ভ্যানটি এখনো উদ্ধার করা যায়নি। ঘটনায় জড়িতদের শনাক্ত ও গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে। লাশটি ময়নাতদন্তের জন্য যশোর জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।

দৈনিক ইত্তেফাক
বৃহস্পতিবার
২৪ পৌষ ১৪৩২, ৮ জানুয়ারি ২০২৬

# গাজীপুরে কারখানা বন্ধের নোটিশ টানিয়ে কর্তৃপক্ষ উধাও, শ্রমিকদের বিক্ষোভ

## কালিয়াকৈরে বকেয়ার দাবিতে শ্রমিক বিক্ষোভ, পুলিশের টিয়ারসেল নিক্ষেপ

■ গাজীপুর প্রতিনিধি

গাজীপুর মহানগরীর পূবাইলে একটি তৈরি পোশাককারখানা কর্তৃপক্ষ কোনো পূর্ব ঘোষণা ছাড়াই অনির্দিষ্টকালের জন্য কারখানা বন্ধ করে উধাও হয়ে গেছে। কারখানা কর্তৃপক্ষ শ্রমিক-কর্মচারীদের সঙ্গে কোনো প্রকার যোগাযোগ করছে না বলে অভিযোগ উঠেছে। এতে বিপাকে পড়েছেন কারখানাটির কয়েক শ শ্রমিক। গতকাল সকালে শ্রমিকরা কারখানায় কাজে যোগ দিতে গিয়ে বন্ধের নোটিশ দেখে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। একপর্যায়ে শ্রমিকরা কারখানা খুলে দিতে ও বকেয়া পাওনা পরিশোধের দাবিতে কারখানার প্রধান ফটকের সামনে অবস্থান নেন। গাজীপুর সিটি করপোরেশনের পূবাইল থানাধীন কামারগাঁও এলাকায় অবস্থিত ডাইরেক্ট স্পোর্টস অ্যান্ড লেজারওয়্যার (বিডি) লিমিটেড নামের কারখানাটি বাংলাদেশ গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিজিএমইএ)-এর সদস্যভুক্ত এবং কারখানাটিতে প্রায় ২০০ জন শ্রমিক কর্মরত আছেন।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, কারখানা মালিকপক্ষ বুধবার সকালে একটি নোটিশ ঝুলিয়ে প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ ঘোষণা করে। এর প্রতিবাদে সকাল ৮টা থেকে শতাধিক শ্রমিক কারখানার সামনে অবস্থান নেন। পূবাইল থানার এসআই মো. জনি জানান, কারখানার শ্রমিকরা কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান অধিদপ্তরে গিয়েছে। কারখানায় মালিকপক্ষের কাউকে পাওয়া যায়নি। পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে সকাল থেকেই কারখানার সামনে পূবাইল থানাপুলিশ ও ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশ মোতায়েন রয়েছে।

**এদিকে কালিয়াকৈর (গাজীপুর) সংবাদদাতা জানান,** গাজীপুরের কালিয়াকৈরে তিন মাসের বকেয়া বেতনের দাবিতে বিক্ষোভ করেছেন একটি পোশাককারখানার শ্রমিকরা। এ সময় শ্রমিকরা ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়ক অবরোধ করেন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে পুলিশ টিয়ারশেল নিক্ষেপ করলে শ্রমিকরা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। গতকাল সকাল থেকে জেলার কালিয়াকৈর উপজেলাধীন সফিপুরে অবস্থিত মাহমুদ ডেনিম লিমিটেড নামে তৈরি পোশাককারখানার শ্রমিকরাও বিক্ষোভ করেন।

জানা গেছে, মাহমুদ ডেনিম লিমিটেড কারখানার শ্রমিকদের গত তিন মাস ধরে বেতন দেওয়া হচ্ছে না। একাধিকবার কর্তৃপক্ষের কাছে বেতনের আবেদন করেন শ্রমিকরা। এ নিয়ে গত কয়েক দিন ধরেই কারখানার ভেতর উত্তেজনা চলছে। এর জের ধরে বুধবার সকালে কারখানায় আগত শ্রমিকরা কাজে যোগদান না করে কারখানার ফটকে বিক্ষোভ শুরু করেন। একপর্যায়ে তারা ঢাকা-টাঙ্গাইল সড়ক অবরোধ করেন। এতে সড়কে যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে শ্রমিকদের বোঝাতে গেলে তারা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে।

কালিয়াকৈর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা খন্দকার নাছির উদ্দিন বলেন, পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে শ্রমিক ও মালিক পক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয়। কারখানার মালিকপক্ষের সঙ্গে আমাদের কথা হয়েছে। দ্রুত বিষয়টি সমাধান হবে।'

ইত্তেফাক
রবিবার
২০ পৌষ ১৪৩২, ৪ জানুয়ারি ২০২৬

# যমুনা সার কারখানার ১৯০ শ্রমিকের বেতন বন্ধ

## প্রতিবাদে মানববন্ধন

■ সরিষাবাড়ী (জামালপুর) সংবাদদাতা

জামালপুরের সরিষাবাড়ীতে ঠিকাদার কর্তৃক বেতন বন্ধের প্রতিবাদে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ মিছিল করেছে যমুনা সার কারখানার দৈনিক মজুরিভিত্তিক শ্রমিকরা। গতকাল শনিবার সকালে তারাকান্দি যমুনা সার কারখানার প্রধান ফটকের সামনে এ মানববন্ধন ও বিক্ষোভ করেছে দৈনিক মজুরিভিত্তিক শ্রমিক-কর্মচারীরা।

শ্রমিকদের সূত্রে জানা যায়, যমুনা সার কারখানার বিভিন্ন বিভাগ/শাখায় নানা ধরনের কাজের জন্য বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে, দৈনিক মজুরিভিত্তিক শ্রমিক-কর্মচারী নিয়োগের চুক্তিপায় ঢাকার আল-মমিন-আউটসোর্সিং সার্ভিসেস লিমিটেড। কারখানা বন্ধ থাকার সময়ে ১৬৫ জন ও কারখানা চালুর পর ২৩৯ জনকে নিয়োগ দেওয়া হয়। এসব জনবল সরবরাহের জন্য গত বছরের ২১ আগস্ট চুক্তিবদ্ধ হয়ে কার্যাদেশ পায় মেসার্স 'আল-মমিন আউটসোর্সিং সার্ভিসেস লিমিটেড'। কার্যাদেশ পাওয়ার পর হঠাৎ করেই ১৯০ জনের বেতন গত নভেম্বর মাস থেকে বন্ধ করে দেয় ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান। এতে করে দৈনিক মজরিভিত্তিক ১৯০ জন শ্রমিকের বেতন বন্ধ হওয়ায় পরিবার পরিজন নিয়ে দুর্বিষহ জীবন পার করছেন তারা।

এ বিষয়ে দৈনিক মজুরিভিত্তিক শ্রমিকরা একাধিকবার যমুনা সার কারখানা কর্তৃপক্ষ ও ঠিকাদারকে জানালেও বেতন না দেওয়ায় বাধ্য হয়েই মানববন্ধন ও বিক্ষোভ করে তারা।

এ বিষয়ে যমুনা সার কারখানার উপমহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন) মো. দেলোয়ার হোসেন বললেন, আমি তাদের বেতন পরিশোধের জন্য গত ১৮ ও ২৯ ডিসেম্বর দুটি চিঠির মাধ্যমে ২৩৯ জন শ্রমিকের বেতন পরিশোধের কথা জানালেও সে বেতন পরিশোধ না করায় শ্রম পরিদর্শক (সাধারণ)কে জানিয়েছি। তারা ঠিকাদারকে নোটিশ করে গত ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে বেতন পরিশোধ করে প্রমাণাদি প্রেরণের নির্দেশ প্রদান করলেও এখনো বেতন পরিশোধ করেননি।

এ বিষয়ে মেসার্স আল-মমিন আউটসোর্সিং সার্ভিসেস লিমিটেডের মালিক মো. মমিনুল ইসলাম জানান, 'দৈনিক ভিত্তিতে সাময়িক শ্রমিক নিয়োজিতকরণ নীতিমালা ২০২৫' মোতাবেক এবং চুক্তি কার্যাদেশ অনুযায়ী সব শ্রমিক আমাদের প্রতিষ্ঠান নিয়োগ করার কথা। কিন্তু যমুনা সার কারখানা কর্তৃপক্ষ ঝামেলা করছে। বিগত প্রায় চার মাস ধরে কোনো সমাধান না পেয়ে বাধ্য হয়ে গত নভেম্বর মাসের ১৯০ জন শ্রমিকের বেতন সাময়িকভাবে বন্ধ রেখেছি। জেএফসিএলের চুক্তি অনুযায়ী আমাদের প্রতিষ্ঠান উপরের শ্রমিক নিয়োগ প্রদানের পর ১৯০ জন শ্রমিকের মজুরি পরিশোধ করা হবে।

সমকাল
মঙ্গলবার। ৬ জানুয়ারি ২০২৬

# কর্মবিরতির ঘোষণা হোটেল রেস্তোরাঁ শ্রমিকদের

■ সমকাল প্রতিবেদক

হোটেল-রেস্তোরাঁ খাতে সরকার ঘোষিত নিম্নতম মজুরির গেজেট বাস্তবায়নের দাবি জানিয়েছে 'হোটেল-রেস্তোরাঁ সেক্টরে সরকার ঘোষিত নিম্নতম মজুরি ও শ্রম আইন বাস্তবায়ন সংগ্রাম পরিষদ।' একই সঙ্গে হোটেল-রেস্তোরাঁ শ্রমিকদের নিয়োগপত্র ও পরিচয়পত্র প্রদান, আট ঘণ্টায় কর্মদিবস কার্যকর এবং আগে হওয়া সব চুক্তি বাস্তবায়নেরও দাবি জানানো হয়েছে। এসব দাবিতে আগামী ১৪ জানুয়ারি থেকে সারাদেশে কর্মবিরতির ঘোষণা দিয়েছে সংগঠনটি।

গতকাল জাতীয় প্রেস ক্লাবের মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ হলে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এ কর্মসূচির ঘোষণা দেন পরিষদের আহ্বায়ক আক্তারুজ্জামান খান। তিনি বলেন, হোটেল-রেস্তোরাঁ খাতে সরকার ঘোষিত নিম্নতম মজুরি ও শ্রম আইন বাস্তবায়নের দাবিতে আমরা বিভিন্ন কর্মসূচি নিয়েছি। কর্মবিরতির আগে বেশ কিছু কর্মসূচি হবে। ৭ জানুয়ারি জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে সংহতি সমাবেশ করা হবে। এতে লেখক-বুদ্ধিজীবীসহ নানা শ্রেণি-পেশার মানুষ হোটেল-রেস্তোরাঁর শ্রমিকদের সঙ্গে সংহতি জানাবেন।

### নিম্নতম মজুরি বাস্তবায়ন দাবি

৮ থেকে ১০ জানুয়ারি তিন দিন সারাদেশে বিক্ষোভ মিছিল এবং ১২ জানুয়ারি মশাল মিছিল হবে। ১৪ জানুয়ারি থেকে দেশব্যাপী কর্মবিরতি পালন করা হবে।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন সংগঠনটির যুগ্ম আহ্বায়ক ও বাংলাদেশ হোটেল রেস্টুরেন্ট সুইটমিট শ্রমিক ফেডারেশনের সাংগঠনিক সম্পাদক তোফাজ্জল হোসেন। তিনি বলেন, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতির কারণে দেশের অন্যান্য শ্রমজীবী মানুষের মতোই হোটেল-রেস্তোরাঁ খাতের শ্রমিকরা দুর্বিষহ জীবনযাপন করছেন। হোটেল মালিকরা প্রতিনিয়ত তাদের খাদ্যপণ্যের দাম বাড়ালেও শ্রমিকদের নামমাত্র মজুরি দিচ্ছেন।

সংবাদ সম্মেলনে আরও উপস্থিত ছিলেন আয়োজক সংগঠনের যুগ্ম আহ্বায়ক আনোয়ার হোসেন, ট্রেড ইউনিয়ন সংঘের যুগ্ম সম্পাদক প্রকাশ দত্ত, ঢাকা মহানগর সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক সাইফুল ইসলাম, স্টার গ্রুপ শ্রমিক সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক মনির হোসেন প্রমুখ।

সমকাল
। সোমবার । ৫ জানুয়ারি ২০২৬

সারাদেশে মানববন্ধন

## চার দফা দাবিতে তাঁত বোর্ড ঘেরাও তাঁতিদের

■ সমকাল প্রতিবেদক

দেশের তাঁতশিল্প রক্ষায় চার দফা দাবিতে বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড ঘেরাও ও সারাদেশে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেছেন তাঁতিরা। গতকাল রোববার অনুষ্ঠিত এই কর্মসূচিতে দেশের প্রায় ৩০ লাখ তাঁতি ও ৬০ লাখ তাঁত শ্রমিকের 'প্রাণের দাবি' আদায়ের কথা জানান আন্দোলনকারীরা। কর্মসূচিতে সভাপতিত্ব করেন মো. আশরাফ আলী।

ঘেরাও কর্মসূচিতে বক্তারা বলেন, আগে তাঁত বোর্ডের সহায়তায় সুতা, রং ও রাসায়নিক আমদানি করা যেত। এতে তুলনামূলক কম খরচে উৎপাদন সম্ভব ছিল। কিন্তু গত দেড় বছর ধরে তাঁত বোর্ড আমদানি সুপারিশ বন্ধ করে রেখেছে। ফলে খোলা বাজারে এসব কাঁচামালের দাম দ্বিগুণ হয়ে গেছে। আগে যে কাপড় তৈরি করতে খরচ হতো ৫০০ টাকা, এখন তা দাঁড়িয়েছে এক হাজার টাকায়। এর প্রভাব পড়ছে সরাসরি উৎপাদনে। দেশজুড়ে তাঁত বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, বেকার হয়ে পড়ছেন হাজার হাজার তাঁত শ্রমিক।

দৈনিক ইত্তেফাক
শনিবার
৩ মাঘ ১৪৩২, ১৭ জানুয়ারি ২০২৬

## রেলওয়ে কর্মচারীদের প্রতীকী অনশন

■ সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি

বৈষম্যহীন নবম পে-স্কেল থেকে সর্বনিম্ন ৩৫ হাজার টাকা বেতন স্কেল নির্ধারণের এক দফা দাবি আদায় বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সিরাজগঞ্জে প্রতীকী অনশন কর্মসূচি পালিত হয়েছে। গতকাল শুক্রবার সকালে চৌরাস্তা প্রেস ক্লাব চত্বরে রেলওয়ে সরকারি কর্মচারী দাবি আদায় ঐক্য পরিষদ সিরাজগঞ্জ জেলা শাখার আয়োজনে এ প্রতীকী অনশন কর্মসূচি পালিত হয়।

রেলওয়ে সরকারি কর্মচারী দাবি আদায় ঐক্য পরিষদের নেতারা বলেন, দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি, বাসাভাড়া বৃদ্ধিতে কর্মচারীদের হিমশিম খেতে হচ্ছে। বেতন স্কেল বৃদ্ধি না করলে ছেলেমেয়ের লেখাপড়াসহ সংসার চালানো দুর্বিষহ হয়ে পড়ছে। তাই বৈষম্যহীন নবম পে-স্কেল ১ জানুয়ারি-২০২৬ খ্রিষ্টাব্দ থেকে সর্বনিম্ন ৩৫ হাজার টাকা বেতন স্কেল নির্ধারণের এক দফা দাবি আদায় বাস্তবায়ন করা জরুরি হয়ে পড়েছে বলে উল্লেখ করেন। বক্তারা আরো বলেন, আমাদের এই দাবি না মানলে আমরা বৃহত্তর আন্দোলনে যেতে বাধ্য হব।

এ সময় রেলকর্মচারী মো. আব্দুল কুদ্দুসের সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ রেলওয়ে স্টেশন রায়পুর, সিরাজগঞ্জের স্টেশন মাষ্টার মো. ইসমাইল হোসেন, ট্রেন সহকারী মো. হাফিজুল ইসলাম প্রমুখ।

দৈনিক ইত্তেফাক
মঙ্গলবার
৬ মাঘ ১৪৩২, ২০ জানুয়ারি ২০২৬

## আশুলিয়ায় বকেয়া বেতনের দাবিতে পোশাক শ্রমিকদের বিক্ষোভ, ইটের আঘাতে পাঁচ পুলিশ আহত

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

সাভারের আশুলিয়ায় বকেয়া বেতনের দাবিতে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন মেডলার অ্যাপারেলস লিমিটেড নামক তৈরি পোশাক কারখানার শ্রমিকরা। এ ঘটনায় শিল্প পুলিশের সদস্যরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে বিক্ষুব্ধ শ্রমিকদেরকে সড়ক থেকে সড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলে শ্রমিকদের ছোড়া ইটপাটকেলের আঘাতে অন্তত পাঁচ পুলিশ সদস্য আহত হয়েছেন। গতকাল সোমবার সকালে আশুলিয়ায় বাইপাইল-আব্দুল্লাহপুর সড়কের সরকার মার্কেট এলাকায় এই অবরোধ ও হামলার ঘটনা ঘটে।

যুগান্তর
সোমবার ৫ জানুয়ারি ২০২৬
২১ পৌষ ১৪৩২

## কালিয়াকৈরে বকেয়া বেতনের দাবিতে মহাসড়ক অবরোধ

কালিয়াকৈর (গাজীপুর) প্রতিনিধি

কালিয়াকৈরের সফিপুরে রোববার সকালে তিন মাসের বকেয়া বেতনের দাবিতে ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছে মাহমুদ ডেনিম লিমিটেড কারখানার শ্রমিকরা। এ সময় মহাসড়কে প্রায় এক ঘণ্টা যানচলাচল বন্ধ থাকার পর পুলিশের হস্তক্ষেপে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।

শ্রমিক ও পুলিশ সূত্র জানা যায়, মাহমুদ ডেনিমস কারখানার শ্রমিকদের তিন মাসের বেতন বকেয়া রয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে বেতন পরিশোধ না হওয়ায় রোববার সকাল থেকে শ্রমিকরা কারখানার সামনে বিক্ষোভ শুরু করেন। গত ২০২৫ সালের তিন মাসের বেতন ৩১ ডিসেম্বর পরিশোধ করার কথা ছিল। কারখানা কর্তৃপক্ষ বেতন পরিশোধ না করে ওই দিন রাতে কারখানার মূল ফটকে তিন দিনের বন্ধের নোটিশ ঝুলিয়ে দেয়। এদিকে ৩ জানুয়ারি পর্যন্ত বন্ধের কথা থাকলেও ফের তিন দিন বাড়িয়ে ৬ জানুয়ারি পর্যন্ত ছুটি বৃদ্ধি করা। বকেয়া বেতনের জন্য শ্রমিকরা কারখানা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করলে তাদের ব্যবহৃত মোবাইল ফোন বন্ধ পাওয়া যায়। কারখানার এডমিন ম্যানেজার প্রিন্স তালেব বলেন, 'কারখানা কর্তৃপক্ষ এখনো বেতনের টাকা ব্যবস্থা করতে পারেনি। এজন্য ৬ তারিখ পর্যন্ত কারখানা ছুটি দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যেই টাকার ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

যুগান্তর
বৃহস্পতিবার ৮ জানুয়ারি ২০২৬

## অনির্দিষ্টকালের জন্য গাজীপুরে কারখানা বন্ধ ঘোষণা

যুগান্তর প্রতিবেদন, গাজীপুর

গাজীপুরের ডাইরেক্ট স্পোর্টস অ্যান্ড লেইজারওয়্যার (বিডি) লিমিটেড অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করেছে কর্তৃপক্ষ। বুধবার সকালে গাজীপুর মহানগরীর পুবাইল করমতলা এলাকায় কারখানার প্রধান ফটকে এ সংক্রান্ত নোটিশ টানানো হয়।

নোটিশে জানানো হয়, গত ৪, ৫ ও ৬ জানুয়ারি শ্রমিকরা কাজ বন্ধ রেখে কারখানার ভেতরে চরম বিশৃঙ্খলা ও অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। কারখানা কর্তৃপক্ষ ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী বারবার কাজে যোগদানের অনুরোধ জানালেও শ্রমিকরা কাজে যোগ না দিয়ে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে অসদাচরণ করেন। এ ধরনের আচরণকে অবৈধ ধর্মঘট হিসাবে উল্লেখ করা হয়। এ অবস্থায় বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬-এর ১৩(১) ধারার আলোকে কর্তৃপক্ষ অনির্দিষ্টকালের জন্য কারখানা বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। ৭ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখ থেকে কারখানার সব ধরনের কার্যক্রম বন্ধ থাকবে।

এ বিষয়ে মালিকপক্ষের বক্তব্য নেওয়ার চেষ্টা করা হলেও কারখানা বন্ধ থাকায় তা সম্ভব হয়নি। এছাড়াও নোটিশে উল্লেখিত মুঠোফোনে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করলে কেউ ফোন ধরেননি।

কালের কণ্ঠ
। শুক্রবার । ২৩ জানুয়ারি ২০২৬

## শ্রমিকদের সড়ক অবরোধ, পুলিশের লাঠিপেটা টিয়ার শেল, আহত ৩০

নিজস্ব প্রতিবেদক, গাজীপুর ▷

গাজীপুরের শ্রীপুর

গাজীপুরের শ্রীপুরে বেতনের দাবিতে আন্দোলনরত শ্রমিকদের সঙ্গে পুলিশের ধাওয়া-পাল্টাধাওয়া হয়েছে। বিক্ষুব্ধ শ্রমিকদের সড়ক থেকে সরাতে পুলিশ টিয়ার (কাঁদানে গ্যাসের) শেল ও সাউন্ড গ্রেনেড ছোড়ে। এতে অন্তত ৩০ জন শ্রমিক আহত হয়েছেন। গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেলে উপজেলার কেওয়া দক্ষিণ খণ্ড এলাকার লাক্সমা ইনারওয়্যার কারখানায় এ ঘটনা ঘটে।

আহতদের উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সসহ বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হয়। তাঁদের মধ্যে ১৫ জন স্প্লিন্টার বিদ্ধ হয়েছেন বলে জানিয়েছেন উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসক।

উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে যাঁরা চিকিৎসা নিয়েছেন তাঁরা হলেন দিপা (২০), মমতাজ (৩৫), রুবিনা (১৮), আনোয়ারা (৩৫), নাছিমা (৩৫), সুরমিনা (২৮), জান্নাতুল (২১), সুরমা (২৮), তাহমিনা (৩৭), ঝর্ণা (২৩), রুবিনা (৩৫), রুজিনা (২৩), মনিকা (২২), কারিমা (৩০), শিপু (২৭) ও কানিছ (৩৫)।

জানা গেছে, কয়েক মাস ধরে কারখানা কর্তৃপক্ষ নিয়মিত ও নির্ধারিত তারিখে বেতন দিচ্ছে না। ভেঙে ভেঙে দিচ্ছে। নিয়মিত বেতন-ভাতার দাবিতে শ্রমিকরা গতকাল সকালে কারখানায় এসে জড়ো হন। দুপুর আড়াইটার দিকে শ্রমিকরা শ্রীপুর মাস্টারবাড়ী আঞ্চলিক সড়ক অবরোধ করেন। খবর পেয়ে শ্রীপুর থানা ও শিল্প পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। এ সময় পুলিশ শ্রমিকদের সড়ক থেকে সরাতে চাইলে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে পুলিশ লাঠিপেটা ও সাউন্ড গ্রেনেড ছোড়ে। এতে অন্তত ৩০ শ্রমিক আহত হন। বিকেল ৫টার দিকে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।

কারখানার জেনারেল ম্যানেজার মো. নাজমুল হোসেন জানান, গতকাল শ্রমিকদের অর্ধেক বেতন পরিশোধ করা হয়েছে। সাময়িক অসুবিধার জন্য নিয়মিত বেতন দিতে সমস্যা হচ্ছে।

উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক বলরাম জানান, আহত ১৬ শ্রমিককে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে আনা হয়। তাঁদের মধ্যে ১৫ জনের শরীরে স্প্লিন্টার পাওয়া গেছে। তাঁদের উন্নত চিকিৎসার জন্য গাজীপুর ও ময়মনসিংহ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়েছে।

শিল্প পুলিশের গাজীপুরের পুলিশ সুপার মো. আমজাদ হোসাইন জানান, আন্দোলনরত শ্রমিকরা সড়ক অবরোধ করেছিলেন। টিয়ার শেল ও সাউন্ড গ্রেনেড ছুড়ে তাঁদের ছত্রভঙ্গ করে সড়ক থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। হুড়াহুড়িতে কয়েকজন শ্রমিক আহত হয়ে থাকতে পারেন।

সমকাল বৃহস্পতিবার। ১৫ জানুয়ারি ২০২৬

বিদেশ থেকে লবণ আমদানি বন্ধ এবং দেশীয় লবণের ন্যায্যমূল্য নির্ধারণের দাবিতে বিক্ষোভ সমাবেশ ও মানববন্ধন হয়েছে। গতকাল বুধবার রাজধানীর জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে এই কর্মসূচিতে অংশ নেন কক্সবাজারের লবণচাষি, ছাত্রসমাজ, পেশাজীবী ও বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ ফোকাস বাংলা

সময়ের আলো সোমবার। ১৯ জানুয়ারি ২০২৬।

কর্মস্থলে নিরাপত্তা, স্বাস্থ্যসম্মত কর্মপরিবেশ, বাসস্থান, রেশনিং ব্যবস্থাসহ নির্মাণ শ্রমিকদের ১২ দফা দাবিতে রোববার জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে সমাবেশ ও র‍্যালি করে ইমারত নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন বাংলাদেশ

দেশ রূপান্তর
শনিবার, ১৭ জানুয়ারি ২০২৬,

সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্টের ৪৪তম-প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে গতকাল নারায়ণগঞ্জ নগরে লাল পতাকা মিছিল বের করা হয় — দেশ রূপান্তর

## শ্রমিক ফ্রন্টের সমাবেশ
# ইশতেহারে শ্রমিকদের কর্মসংস্থানসহ বিভিন্ন বিষয় রাখার দাবি

**নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি**

শ্রমজীবীদের কর্মসংস্থান, আইনি সুরক্ষা, জীবন বিকাশ উপযোগী মজুরি, অবাধ ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার ও সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতি এবং বাস্তবায়নের দিকনির্দেশনা নির্বাচনে অংশগ্রহণকারীদের ইশতেহারে রাখার দাবি জানিয়েছে সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্টের নেতারা।

সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্টের ৪৪তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে এ সব বিষয়ে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের দাবিতে নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখার উদ্যোগে গতকাল শুক্রবার বিকেলে নারায়ণগঞ্জ কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে শ্রমিক সমাবেশ ও শহরে লাল পতাকা মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সমাবেশে বক্তব্য দেন সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক ও শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদ (স্কপ)-এর কেন্দ্রীয় যুগ্ম আহ্বায়ক শ্রমিকনেতা আহসান হাবিব বুলবুল।

সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্ট নারায়ণগঞ্জ জেলার সভাপতি আবু নাঈম খান বিপ্লবের সভাপতিত্বে সমাবেশে আরও বক্তব্য দেন গার্মেন্টস শ্রমিক ফ্রন্ট নারায়ণগঞ্জ জেলার সভাপতি সেলিম মাহমুদ, সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম শরীফ, রি-রোলিং স্টিল মিলস শ্রমিক ফ্রন্ট নারায়ণগঞ্জ জেলার সভাপতি জামাল হোসেন, সাধারণ সম্পাদক এস এম কাদির ও গার্মেন্টস শ্রমিক ফ্রন্টের জেলা সহসভাপতি হাসনাত কবীর।

যুগান্তর
রোববার ১৮ জানুয়ারি ২০২৬

# সাভারে ন্যূনতম মজুরির দাবিতে ট্যানারি শ্রমিক সমাবেশ

**যুগান্তর প্রতিবেদন,** *ঢাকা উত্তর*

সাভারে ট্যানারি শ্রমিকদের সরকার নির্ধারিত ১৮ হাজার এক টাকা বাস্তবায়ন না হওয়ার প্রতিবাদে শ্রমিক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার সকালে উপজেলার তেঁতুলঝোড়া ইউনিয়নের হেমায়েতপুরের হরিণধরা এলাকায় চামড়া শিল্প নগরীর ট্যানারি ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সামনে এ শ্রমিক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এতে বক্তব্য দেন সংগঠনের সভাপতি আবুল কালাম আজাদ ও সাধারণ সম্পাদক আব্দুল মালেকসহ আরও অনেকে। এ সময় বিভিন্ন ট্যানারির সব নারী ও পুরুষ শ্রমিক সমাবেশে অংশগ্রহণ করেন।

এ সময় শ্রমিক সমাবেশে বক্তারা বলেন, ট্যানারি শিল্প সেক্টরে কর্মরত সব শ্রেণির শ্রমিকদের জন্য গত ২১ নভেম্বর ২০২৪ তারিখে সরকার নিম্নতম মজুরির হার ঘোষণা করে গেজেট প্রকাশ করেন। যা মালিক পক্ষ ও শ্রমিক পক্ষের ঐকমত্যের ভিত্তিতে হয়েছিল। কিন্তু মালিকরা সেই নিম্নতম মজুরি বাস্তবায়ন করেননি। সংশোধিত নিম্নতম মজুরিও মালিকরা বাস্তবায়ন করেননি। দ্রুততম সময়ে শ্রমিকদের সরকার নির্ধারিত বেতন ১৮ হাজার এক টাকা বাস্তবায়নে ট্যানারি মালিকদের প্রতি আহ্বান জানান তারা। অবিলম্বে তা বাস্তবায়ন না হলে কঠোর আন্দোলনে যাওয়ার হুঁশিয়ারি দেন।

যুগান্তর
মঙ্গলবার ২০ জানুয়ারি ২০২৬
৬ মাঘ ১৪৩২

# রিকশাচালকদের সড়ক অবরোধে ভোগান্তি

**যুগান্তর প্রতিবেদন**

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) নকশায় তৈরি আকিজ কোম্পানির ব্যাটারিচালিত রিকশা বিক্রি বন্ধ এবং চিকন চাকার ব্যাটারিচালিত রিকশা চলাচলের দাবিতে রাজধানীর বাড্ডায় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন চালক-শ্রমিকরা। সোমবার সকাল সাড়ে ৯টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত বাড্ডার ফুজি টাওয়ার এলাকায় তারা এ বিক্ষোভ করেন। এতে কুড়িল থেকে রামপুরাগামী রাস্তার উভয় পাশে যান চলাচল বন্ধ হয়ে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়। দুপুর ১২টার পর আন্দোলনকারীরা রাস্তা ছেড়ে দিলে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।

ভোগান্তি কমাতে ঢাকা মহানগর ট্রাফিক পুলিশের গুলশান বিভাগের পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট রুটে চলাচলকারী ও যাত্রীদের বিকল্প সড়ক ব্যবহারসহ হাতে পর্যাপ্ত সময় নিয়ে বের হতে বলা হয়।

আন্দোলনকারী ও প্রত্যক্ষদর্শীদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, ঢাকার দুই সিটি করপোরেশনের (দক্ষিণ ও উত্তর) আওতাভুক্ত চিকন চাকার প্রায় ২ লাখ ৪১ হাজার ব্যাটারিচালিত রিকশা ও ভ্যান চলাচলের দাবিতে মানববন্ধনের ডাক দেয় রিকশা মালিক-শ্রমিক ঐক্য পরিষদ। সকাল সাড়ে ৯টায় বাড্ডার ফুজি টাওয়ার এলাকায় প্রায় দুই হাজার ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা চালক মিছিল নিয়ে এসে জড়ো হন। বুয়েটের করা নকশায় তৈরি আকিজ কোম্পানির অটোরিকশা চলাচল বাতিল এবং চিকন চাক ব্যাটারিচালিত রিকশা চলাচলে অনুমতির দাবি জানান তারা। সড়ক অবরোধের কারণে সড়কের উভয় দিকের যান চলাচল বন্ধ হয়ে তীব্র যানজট সৃষ্টি হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে বাড্ডা ট্রাফিক জোন ছাড়াও থানা পুলিশের সদস্যরা ঘটনাস্থলে দায়িত্ব পালন করেন।

আন্দোলনকারী রিকশাচালক রফিক মিয়া জানান, বুয়েটের নকশায় আকিজ কোম্পানির ব্যাটারিচালিত রিকশার দাম অনেক বেশি। সেগুলো দুই থেকে আড়াই লাখ টাকায় কিনে চালানোর সক্ষমতা চালকদের নেই। সেগুলোর পরিবর্তে গ্যারেজে কম টাকায় তৈরি হওয়া ব্যাটারিরিকশা চলাচলের বিধিনিষেধ বন্ধ করতে হবে।

ডিএমপির ট্রাফিক গুলশান বিভাগের বাড্ডা জোনের সহকারী কমিশনার (এসি) সাগর সরকার বলেন, ব্যাটারিচালিত রিকশা চালকরা মানববন্ধন করার কথা থাকলেও হঠাৎ করে ১০টার দিকে সড়ক অবরোধ করে রাস্তায় বসে পড়েন। এতে দুই পাশে যান চলাচল পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়। পরে দুপুর ১২টার দিকে তারা রাস্তা ছেড়ে দিলে যান চলাচল শুরু হয়।

যুগান্তর
সোমবার ২৬ জানুয়ারি ২০২৬
১২ মাঘ ১৪৩২

দিপু দাসকে হত্যা

## ভালুকায় ৪ দফা দাবিতে স্মারকলিপি গার্মেন্ট শ্রমিকদের

ময়মনসিংহ ব্যুরো

ভালুকায় দিপু দাসকে পিটিয়ে ও গাছে ঝুলিয়ে পুড়িয়ে হত্যার ঘটনায় চার দফা দাবিতে স্মারকলিপি দিয়েছেন গার্মেন্ট শ্রমিক সংগঠনগুলো। রোববার দুপুরে ময়মনসিংহ জেলা প্রশাসক সাইফুর রহমানের কাছে এ স্মারকলিপি তুলে দেন গার্মেন্ট শ্রমিক সংগঠনের নেতারা। এ সময় গার্মেন্ট শ্রমিক ঐক্য ফোরামের সভাপতি মোশরেফা মিশু, গার্মেন্ট শ্রমিক মুক্তি আন্দোলনের সভাপতি শবনম হাফিজ, গার্মেন্ট ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের সাধারণ সম্পাদক সাদেকুর রহমান শামীম, জাতীয় শ্রমিক ঐক্য ফেডারেশনের সভাপতি ডা. হারুন আর রশীদ, গার্মেন্ট শ্রমিক অধিকার আন্দোলনের সমন্বয়ক শামীম ইমাম, গণতান্ত্রিক গার্মেন্ট শ্রমিক আন্দোলনের সদস্য সচিব সুশান্ত সিনহা, গণমুক্তি ইউনিয়নের সমন্বয়ক নাসির উদ্দিন নাসু, গণতান্ত্রিক ছাত্রজোটের সমন্বয়ক অমল ত্রিপুরা, বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের সহ-সাধারণ সম্পাদক নরেশ ত্রিপুরা, বাংলাদেশ সাম্যবাদী আন্দোলনের সংগঠক দেবব্রত সাহা ও জাকিরুল বাশার আকন্দ, ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের ময়মনসিংহ জেলা সভাপতি অ্যাডভোকেট হারুন অর রশীদ, কোষাধ্যক্ষ বাবলী আকন্দ প্রমুখ। গত বছরের ১৮ ডিসেম্বর ময়মনসিংহের ভালুকা উপজেলায় ডুবালিয়াপাড়ায় পাইওনিয়ার নিট কম্পোজিট কারখানায় ধর্ম নিয়ে কটূক্তির মিথ্যা অভিযোগে পোশাক শ্রমিক দিপু চন্দ্র দাসকে প্রকাশ্যে পিটিয়ে হত্যার পর লাশ রশি দিয়ে গাছে ঝুলিয়ে আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া হয়। এ ঘটনায় আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ২২ জনকে গ্রেফতার করেছে।

দৈনিক ইত্তেফাক
রবিবার
মাঘ ১৪৩২, ২৫ জানুয়ারি ২০২৬

## গাজীপুরে শ্রমিক-পুলিশের ধাওয়া ও পালটা ধাওয়া কারখানা বন্ধ ঘোষণা

■ গাজীপুর প্রতিনিধি

গাজীপুরে আট দফা দাবিতে একটি পোশাক কারখানার শ্রমিকদের সঙ্গে পুলিশের ধাওয়া-পালটা ধাওয়ার ঘটনা ঘটেছে। পুলিশ সাউন্ড গ্রেনেড ও টিয়ার শেল নিক্ষেপ করে শ্রমিকদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়। এ ঘটনায় শিল্প পুলিশের প্রায় ১০ সদস্যসহ অর্ধশতাধিক শ্রমিক আহত হয়েছেন। শনিবার সকালে মহানগরীর কোনাবাড়ীতে অবস্থিত যমুনা ডেনিম গার্মেন্টস অ্যান্ড ওয়াশিং লিমিটেড কারখানায় এ ঘটনা ঘটে। শনিবার সকালে শ্রমিকরা কাজে যোগ না দিয়ে কারখানার সামনে জড়ো হয়ে বিক্ষোভ করতে থাকে। সকাল ৯টার দিকে তারা কারখানা লক্ষ্য করে ঢিল ছুড়ে এবং ভাঙচুর চালায়। একপর্যায়ে শ্রমিকরা কারখানার সামনে রাস্তা অবরোধ করে। পুলিশ তাদের সরিয়ে দিতে চাইলে উচ্ছৃঙ্খলা আচরণ করে এবং ইটপাটকেল ছুড়ে। দীর্ঘ সময় কোনাবাড়ি-কাশিমপুর সড়ক অবরোধ করে রাখায় যানজটে আটকা পড়ে অসংখ্য যানবাহন। যাত্রীরা ভোগান্তিতে পড়েন। বাধ্য হয়ে পুলিশ টিয়ার শেল ও সাউন্ড গ্রেনেড ছুড়ে শ্রমিকদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়। কর্তৃপক্ষ বেলা ১১টার দিকে মূল ফটকে অনির্দিষ্টকালের জন্য কারখানা বন্ধের নোটিশ টানিয়ে দেয়। গাজীপুর শিল্প পুলিশ-২ কোনাবাড়ী জোনের পরিদর্শক মো. মোর্শেদ জামান বলেন, উচ্ছৃঙ্খল শ্রমিকদের ছত্রভঙ্গ করতে টিয়ার শেল ও সাউন্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ করা হয়।

সময়ের আলো
মঙ্গলবার। ২৭ জানুয়ারি ২০২৬

## ফসলের ন্যায্যমূল্য দেওয়াসহ কৃষক ঐক্য ফাউন্ডেশনের ১২ দাবি

ফুটপাথে আলু বিছিয়ে প্রতিবাদ

● নিজস্ব প্রতিবেদক

উৎপাদিত ফসলের ন্যায্যমূল্য দিতে পণ্যের মূল্য কমিশন গঠন করাসহ ১২ দাবি জানিয়েছে বাংলাদেশ কৃষক ঐক্য ফাউন্ডেশন। সোমবার জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনের ফুটপাথে আলু বিছিয়ে এক অভিনব মানববন্ধন থেকে এসব দাবি জানানো হয়।

কৃষক ঐক্যের অন্য দাবিগুলো হচ্ছে– সার, বীজ, কীটনাশকসহ সব কৃষি উপকরণের ন্যায্যমূল্য মোড়কে উল্লেখ করতে হবে; প্রতিটি উপজেলায় আধুনিক কোল্ড স্টোরেজ তৈরি করতে হবে; কৃষকের সেচ মিটার সহজ করতে হবে ও বিদ্যুৎ বিল কমাতে হবে; প্রতিটি কৃষকের জন্য বিনামূল্যে প্রশিক্ষণ ও জেলাভিত্তিক মাটি পরীক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করতে হবে; কৃষি ঋণ সহজ করতে হবে ও ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের জন্য সুদমুক্ত ঋণ দিতে হবে।

এ ছাড়া কৃষিকে শ্রেষ্ঠ পেশা ঘোষণা করতে হবে এবং কৃষক কার্ডে চিকিৎসায় ৫০ শতাংশ ছাড় ও সরকারি সুবিধা দিতে হবে; প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতি পূরণের জন্য কৃষি বীমা চালু করতে হবে; কৃষিপণ্য পরিবহনে রেলবগি বরাদ্দ, টোল বাতিল ও আমদানি-রপ্তানিতে শুল্ক-ট্যাক্স প্রত্যাহার করতে হবে; উপজেলা, জেলা ও জাতীয় কৃষি সভায় কৃষক প্রতিনিধি রাখতে হবে; দেশের সব খাল-নদী প্রতি দুই বছর অন্তর খনন করে সেচ ও জলাবদ্ধতা নিরসন করতে হবে; সরকারি পতিত খাস জমি ও জলাশয় ভূমিহীন কৃষকদের বরাদ্দ দিতে হবে।

মানববন্ধনে বাংলাদেশ কৃষক ঐক্য ফাউন্ডেশনের সাংগঠনিক সম্পাদক জাহিদ, সমাজ কল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক মো. রেজাউল করিম, ভোলা জেলার আহ্বায়ক শেখ মনিরুল ইসলাম, লালমনিরহাট জেলার যুগ্ম আহ্বায়ক মো. শফিকুল ইসলাম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
রবিবার। ২৫ জানুয়ারি ২০২৬

## অটোচালকদের মহাসড়ক অবরোধ

সাভার (ঢাকা) প্রতিনিধি

সংঘবদ্ধ চক্রের চাঁদাবজি ও পুলিশের হয়রানির অভিযোগ তুলে প্রতিবাদে সাভারে গতকাল ঢাকা-আরিচা মহাসড়ক অবরোধ করেছেন চালকরা। সাভার মডেল থানার ওসির হস্তক্ষেপে কর্মসূচি প্রত্যাহার করা হয়। সাভারের পাকিজা এলাকায় মহাসড়কের ওপর গতকাল বেলা ১১টার দিকে অবস্থান নেন অটোচালকরা। এতে প্রায় আধাঘণ্টা যান চলাচল বন্ধ থাকে। সৃষ্টি হয় যানজট। কর্মস্থলগামী মানুষ, শিক্ষার্থী ও পথচারীরা পড়েন ভোগান্তিতে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যান সাভার মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আরমান আলীসহ পুলিশের একাধিক টিম।

যুগান্তর
শুক্রবার ৩০ জানুয়ারি ২০২৬
১৬ মাঘ ১৪৩২

হাইকোর্টে রিট খারিজ

## চুক্তি ঠেকাতে বন্দরে শ্রমিক ধর্মঘটের ডাক

যুগান্তর প্রতিবেদন ও চট্টগ্রাম ব্যুরো

চট্টগ্রাম বন্দরের নিউমুরিং কনটেইনার টার্মিনাল (এনসিটি) বিদেশিদের দিতে চুক্তির পক্ষে রায় দিয়েছেন উচ্চ আদালত। হাইকোর্টের একক বেঞ্চ বৃহস্পতিবার এ রায় দেন। এ কারণে ১ ফেব্রুয়ারি বিদেশি কোম্পানি ডিপি ওয়ার্ল্ডের সঙ্গে চুক্তি সম্পন্ন করার জন্য প্রক্রিয়া শুরু করেছে সরকার। কিন্তু চট্টগ্রাম বন্দর সিবিএ ও জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দল এনসিটি বিদেশিদের না দেওয়ার পক্ষে অনড় রয়েছে। চুক্তি ঠেকাতে বন্দরে ধর্মঘটসহ বিভিন্ন কর্মসূচি ঘোষণা করেছে তারা।

ঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী, আগামীকাল শনিবার সকাল ৮টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত চট্টগ্রাম বন্দরের সব অপারেশনাল কার্যক্রম বন্ধ রেখে সর্বাত্মক ধর্মঘট পালন করা হবে। পরদিন রোববার সকাল ৮টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত বন্দরে সব ধরনের প্রশাসনিক কার্যক্রম বন্ধ থাকবে। ওইদিন বিকাল ৫টায় আন্দোলনের পরবর্তী কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে। বৃহস্পতিবার চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাবে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলন থেকে কর্মসূচি ঘোষণা করে বন্দর জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দল ও সিবিএ।

সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক ইব্রাহিম খোকন জানান, 'সারা দেশে যখন নির্বাচনি ডামাডোল, সবাই যখন গণতন্ত্রে উত্তরণের পথে ব্যস্ত, ঠিক সেই মুহূর্তে সরকার বন্দরের গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা বিদেশিদের দিয়ে দিতে উঠেপড়ে লেগেছে। অথচ দেশের সবচেয়ে কৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ এই স্থাপনা দুবাইয়ের ডিপি ওয়ার্ল্ডের কাছে দেওয়ার প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে দেড় বছর ধরে শ্রমিকরা আন্দোলন করে আসছেন। কিন্তু সরকার বিদেশি এজেন্ডা বাস্তবায়নের জন্য দেশের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিচ্ছে। এই সিদ্ধান্ত দেশের জন্য চরম আত্মঘাতী বলে আমরা মনে করি।' তিনি বলেন, 'এনসিটি বিদেশিদের দিলে দেশের সার্বভৌমত্ব বিপন্ন হবে।

**হাইকোর্টে রিট খারিজ :** বৃহস্পতিবার বিচারপতি জাফর আহমেদের একক হাইকোর্ট বেঞ্চ এনসিটি পরিচালনায় বিদেশি কোম্পানির সঙ্গে বন্দর কর্তৃপক্ষের চুক্তিসম্পর্কিত চলমান প্রক্রিয়া নিয়ে করা রিট খারিজ করে রায় দেন। এর ফলে এনসিটি পরিচালনায় বিদেশি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদনে আর কোনো আইনি বাধা থাকল না।

রায়ের পর রিট আবেদনকারীর অন্যতম আইনজীবী আনোয়ার হোসেন বলেন, হাইকোর্টের একক বেঞ্চ রুল ডিসচার্জ করে রায় দিয়েছেন। রিট খারিজের সংখ্যাগরিষ্ঠের রায় স্থগিত চেয়ে আপিল বিভাগে আবেদন করা হয়েছে।

রিট আবেদনটির ওপর গত বছরের ৪ ডিসেম্বর হাইকোর্টের একটি দ্বৈত বেঞ্চে বিভক্ত রায় হয়। দ্বৈত বেঞ্চের জ্যেষ্ঠ বিচারপতি রুল অ্যাবসলিউট (যথাযথ) ঘোষণা করেন। দ্বৈত বেঞ্চের অপর বিচারপতি রুল ডিসচার্জ (রিট খারিজ) করে রায় দেন। এরপর প্রধান বিচারপতি ১৫ ডিসেম্বর রিটটি নিষ্পত্তির জন্য বিচারপতি জাফর আহমেদের একক হাইকোর্ট বেঞ্চে পাঠান। শুনানি শেষে বৃহস্পতিবার রুল ডিসচার্জ ঘোষণা করে রায় দেন এই বেঞ্চ।

রায়ে বলা হয়, 'দুবাই সরকারের পক্ষে ডিপি ওয়ার্ল্ডের সঙ্গে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারত্ব (পিপিপি) কর্তৃপক্ষের সমঝোতা স্মারক হয়, যা আইনগতভাবেই হয়েছে।'

রায়ে আরও বলা হয়, 'যে প্রক্রিয়ায় কার্যক্রম এগোচ্ছে, তা ২০১৭ সালের প্রকিউরমেন্ট পলিসি ও সমঝোতা স্মারকের অধীনে। পলিসিতে কাজ পরিচালনার ক্ষেত্রে সরাসরি বাছাই বা নির্বাচন করার সুযোগ আছে। আবার দরপত্রের কথাও রয়েছে। আইনসংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে এই ক্ষমতা দিয়েছে।

দেশ রূপান্তর বুধবার, ২৮ জানুয়ারি ২০২৬

মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গল উপজেলার ভাড়াউড়া চা বাগান থেকে গতকাল চা শ্রমিকদের একটি মিছিল বের হয়ে শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে ■ দেশ রূপান্তর

দৈনিক ইত্তেফাক
বৃহস্পতিবার
১৫ মাঘ ১৪৩২, ২৯ জানুয়ারি ২০২৬

## কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটে শ্রমিকদের চাকরি নিয়মিত করণের দাবিতে বিক্ষোভ

■ গাজীপুর প্রতিনিধি

গাজীপুরে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের অনিয়মিত শ্রমিকদের নিয়মিতকরণ, বেতন বৃদ্ধিসহ পাঁচ দফা বাস্তবায়নের দাবিতে বিক্ষোভ করেছে প্রতিষ্ঠানটির পাঁচ শতাধিক শ্রমিক। বুধবার দুপুর থেকে বিকাল পর্যন্ত অনিয়মিত শ্রমিকরা ঐ প্রতিষ্ঠানের মহাপরিচালকের কার্যালয়ের সামনে বিক্ষোভ ও অবস্থান কর্মসূচি পালন করে।

আন্দোলনকারী শ্রমিকরা জানান, অনেক শ্রমিক ২০-২৫ বছর ধরে অনিয়মিত শ্রমিক হিসেবে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটে চাকরি করে আসছেন। তারা প্রতিদিন ৫৫০ টাকা হারে হাজিরা পেয়ে থাকেন। এছাড়া এসব অনিয়মিত শ্রমিকদের মধ্যে যারা অফিসে কাজ করেন তারা প্রতি মাসে মাত্র ২২ দিন কাজ করতে পারেন। অনিয়মিত শ্রমিকদের সাপ্তাহিক কোনো ছুটি নেই। এতে তারা যে পরিমাণ টাকা বেতন পান সে টাকা দিয়ে তাদের সংসার চালানো যায় না। কর্তৃপক্ষ তাদের বেতনও বাড়াচ্ছে না। তাদের কোনো উৎসবে ভাতা প্রদান করা হয়নি। তারা দীর্ঘ ২০-২৫ বছর ধরে নানাভাবে চেষ্টা করেও নিয়মিত হতে পারছেন না।

বারি কৃষি শ্রমিক সমিতির সভাপতি আবুল হোসেন জানান, একজন অনিয়মিত শ্রমিক তিন বছরে ৭২০ দিন কাজ করলে তাকে নিয়মিত শ্রমিক হিসেবে গণ্য করা বিধান রয়েছে। কিন্তু বারি কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের নিয়মিত করছেন না।

এ বিষয়ে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. মো. আব্দুল্লাহ ইউসুফ বলেন, শ্রমিকদের দাবির বিষয়ে পাঁচ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। ঐ কমিটিকে সাত কার্য দিবসের মধ্যে প্রতিবেদন জমা দিতে বলা হয়েছে। ঐ প্রতিবেদন পাওয়ার পর শ্রমিকদের দাবির বিষয়টি সুরাহা করা হবে। বিকালে শ্রমিকদের সঙ্গে বারি কর্তৃপক্ষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে শ্রমিকদের দাবি মেনে নেওয়ার ব্যাপারে আশ্বাস প্রদান করা হলে শ্রমিকরা

সংবাদ
ঢাকা : শনিবার ১৭ মাঘ ১৪৩২
Dhaka : Saturday 31 January 2026

## সাভারে কারখানা ভাঙচুরের মামলায় ২৩ পোশাক শ্রমিক গ্রেপ্তার

*প্রতিনিধি, সাভার (ঢাকা)*

সাভারে বকেয়া বেতনের দাবিতে একটি তৈরি পোশাক কারখানায় ভাঙচুরের ঘটনায় ২৩ জন পোশাক শ্রমিককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এর মধ্যে সাতজন নারী শ্রমিক। গত বৃহস্পতিবার সকালে সাভার পৌর এলাকার বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেপ্তার করে সাভার মডেল থানা পুলিশ।

গ্রেপ্তাররা হলেন– সিয়াম প্রমাণিক (৩৩), আলাল শেখ (৩৬), আব্দুল মমিন (৩৪), ইমন (৩০), বিন্দু সরকার (২৭), ময়না আক্তার (৩১), জুলহাস (৩২), সুমন (২৩), আশিক মিয়া (২৮), আব্দুর রহিম মিয়া (৩২), সোহরাব মিয়া (৪৭), সবুজ মিয়া (২৯), সালামুল (২৯), লাবনী (৩৮), সাবিনা (৪৪), রেশমা (৩৩), রবিউল ইসলাম (২৯), মৌসুমি খাতুন (৩০), সোরাওয়ার (৫১), সুজন মিয়া (৩৫), তাজ নাহার আক্তার (৩২), মানিক (৩৩), স্মৃতি বেগম (৩৮)।

পুলিশ জানায়, গত ২৪ জানুয়ারি সকালে সাভারের বিরুলিয়া রোড এলাকার দিলখুশাবাগে সাভার গ্লোবাল ফ্যাশান গার্মেন্টস লিমিটেড ও গ্লোবাল আউটওয়্যার লিমিটেড গার্মেন্টসের শ্রমিকরা বকেয়া বেতনসহ বিভিন্ন দাবিতে আন্দোলন করে। এ সময় শ্রমিকরা কারখানায় ভাঙচুর ও লুটপাট চালায়। পরে মালিকপক্ষ শ্রমিকদের আসামি করে সাভার মডেল থানায় একটি মামলা দায়ের করে।

সাভার মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আরমান আলী বলেন, কারখানা ভাঙচুর ও লুটপাটের ঘটনায় মালিক পক্ষ মামলা দায়ের করে। সেই মামলায় সকালে ৭ নারীসহ ২৩ জন পোশাক শ্রমিককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পরে দুপুরে তাদের আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে বলে জানান পুলিশের ওই কর্মকর্তা।

## শ্রীমঙ্গলে চা শ্রমিকদের বিক্ষোভ

শ্রীমঙ্গল (মৌলভীবাজার) প্রতিনিধি

বাংলাদেশ চা শ্রমিক ইউনিয়নের ত্রিবার্ষিক নির্বাচন ভণ্ডুলের চেষ্টার অভিযোগ তুলে মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গলে বিক্ষোভ মিছিল ও স্মারকলিপি প্রদান করেছেন চা শ্রমিকরা। একই সঙ্গে চা শিল্পে অস্থিরতা সৃষ্টির অপচেষ্টারও প্রতিবাদ জানান তারা। গতকাল মঙ্গলবার সকালে উপজেলার ভাড়াউড়া চা বাগান থেকে বিক্ষোভ মিছিল শুরু হয়। মিছিলটি শহরের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে ভানুগাছ সড়কে [illegible] শ্রম দপ্তরের সামনে গিয়ে শেষ হয়।

পরে শ্রমিক নেতারা শ্রীমঙ্গল বিভাগীয় শ্রম দপ্তরের উপপরিচালক ও বাংলাদেশ চা শ্রমিক ইউনিয়নের প্রধান নির্বাচন কমিশনার মহব্বত হোসেনের মাধ্যমে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং শ্রম অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বরাবর একটি স্মারকলিপি প্রদান করেন। একই সময় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ইসলাম উদ্দিনের মাধ্যমে জেলা প্রশাসকের কাছেও পৃথক স্মারকলিপি জমা দেওয়া হয়।

বণিকবার্তা শুক্রবার, জানুয়ারি ৩০, ২০২৬ ■ মাঘ ১৬, ১৪৩২

# চট্টগ্রাম বন্দরে শাটডাউন ঘোষণা শ্রমিক-কর্মচারীদের

## এনসিটির চুক্তি প্রক্রিয়ার বৈধতা নিয়ে করা রিট হাইকোর্টে খারিজ

নিজস্ব প্রতিবেদক ■ চট্টগ্রাম ব্যুরো

চট্টগ্রাম বন্দরের নিউমুরিং কনটেইনার টার্মিনাল (এনসিটি) পরিচালনায় দুবাইভিত্তিক ডিপি ওয়ার্ল্ডের সঙ্গে বন্দর কর্তৃপক্ষের চুক্তি-সম্পর্কিত চলমান প্রক্রিয়ার বৈধতা নিয়ে করা রিট খারিজ (রুল ডিসচার্জ) করে দিয়েছেন হাইকোর্ট। বিচারপতি জাফর আহমেদের একক বেঞ্চ গতকাল এ রায় ঘোষণা করেন। এর ফলে চুক্তিটি নিয়ে আর কোনো আইনি বাধা থাকল না বলে ভাষ্য আইনজীবীদের।

এদিকে রিট খারিজের সংবাদ প্রকাশের পর আগামীকাল শনি ও রোববার চট্টগ্রাম বন্দর এলাকায় দুইদিনের শাটডাউন কর্মসূচি ঘোষণা করেছেন শ্রমিক-কর্মচারীরা। দাবি আদায় না হলে অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্দরের কার্যক্রম বন্ধ করে দেয়ার হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন তারা।

শ্রমিক নেতারা বলছেন, এনসিটির বিষয়ে সরকারের অবস্থান আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠায় তারা রাজপথে নামতে বাধ্য হয়েছেন। তাদের অভিযোগ, চট্টগ্রাম বন্দরের কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ ও লাভজনক টার্মিনাল বিদেশী প্রতিষ্ঠানের হাতে তুলে দেয়ার উদ্যোগ দেশের সার্বভৌমত্ব ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তার জন্য ঝুঁকিপূর্ণ।

আদালত সূত্রে জানা গেছে, এনসিটি চুক্তি প্রক্রিয়ার বৈধতা নিয়ে করা রিট আবেদনের ওপর গত বছরের ৪ ডিসেম্বর হাইকোর্টের একটি দ্বৈত বেঞ্চ বিভক্ত রায় দেন। বেঞ্চের জ্যেষ্ঠ বিচারপতি রুল অ্যাবসলিউট ঘোষণা করলেও অপর বিচারপতি রুল ডিসচার্জ করেন। পরে গত ১৫ ডিসেম্বর প্রধান বিচারপতি বিষয়টি নিষ্পত্তির জন্য বিচারপতি জাফর আহমেদের একক বেঞ্চে পাঠান।

এদিকে রায় ঘোষণার পর রিট আবেদনকারীর আইনজীবীরা জানান, হাইকোর্টে রিট খারিজ হলেও রায়ের বিরুদ্ধে আপিল বিভাগে স্থগিতাদেশ চেয়ে আবেদন করা হয়েছে। রিট আবেদনকারীর পক্ষে শুনানিতে অংশ নেন জ্যেষ্ঠ আইনজীবী আহসানুল করিম ও সৈয়দ মামুন মাহবুব। সঙ্গে ছিলেন আইনজীবী মো. আনোয়ার হোসেন।

জ্যেষ্ঠ আইনজীবী আহসানুল করিম বলেন, 'হাইকোর্ট রিট খারিজ করলেও আদালত বলেছেন, পূর্ণাঙ্গ আপিল নিষ্পত্তির আগে কোনো চুক্তি কার্যকর করা যাবে না।'

ঘোষিত রায়ে বলা হয়, দুবাই সরকারের পক্ষে ডিপি ওয়ার্ল্ডের সঙ্গে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারত্ব (পিপিপি) কর্তৃপক্ষের সমঝোতা স্মারক আইনগতভাবেই সম্পন্ন হয়েছে। রায়ে আরো উল্লেখ করা হয়, যে প্রক্রিয়ায় কার্যক্রম এগোচ্ছে তা ২০১৭ সালের প্রকিউরমেন্ট পলিসি ও সংশ্লিষ্ট সমঝোতা স্মারকের আওতায় রয়েছে। এসব নীতিমালায় সরাসরি নির্বাচন বা দরপত্রের সুযোগ রয়েছে এবং আইনে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে সে ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। এখানে কোনো আইনগত চ্যালেঞ্জ করা হয়নি এবং এখনো কাউকে কার্যাদেশ দেয়া হয়নি বলেও রায়ে উল্লেখ করা হয়।

চট্টগ্রাম বন্দর এলাকায় শ্রমিক-কর্মচারীদের বিক্ষোভ ছবি : নিজস্ব আলোকচিত্রী

রাষ্ট্রপক্ষে অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল অনীক আর হক শুনানিতে অংশ নেন। বন্দর কর্তৃপক্ষের পক্ষে আইনজীবী মো. হেলাল উদ্দিন চৌধুরী ও বার্থ অপারেটর এভারেস্ট পোর্ট সার্ভিসেস লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক শাহাদাত হোসেন সেলিমের পক্ষে আইনজীবী নাসির উদ্দিন আহমেদ অসীম শুনানি করেন।

রায়ের বিষয়ে বন্দর কর্তৃপক্ষের আইনজীবী হেলাল উদ্দিন চৌধুরী বলেন, '২০১৫ সালের পিপিপি অ্যাক্ট, ২০১৭ সালের জিটুজি পলিসি এবং ২০১৮ সালের প্রকিউরমেন্ট গাইডলাইন অনুসরণ করেই প্রক্রিয়া এগিয়েছে। এখানে আইনবহির্ভূত কিছু নেই। ডিপি ওয়ার্ল্ড সংযুক্ত আরব আমিরাত সরকারেরই একটি প্রতিষ্ঠান।'

এদিকে গতকাল দুপুর থেকেই চট্টগ্রাম বন্দর ভবনের ভেতরে 'গো ব্যাক ডিপি ওয়ার্ল্ড' স্লোগানে শ্রমিকরা টানা বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করেন। এনসিটি বিষয়ে বন্দরে বোর্ড সভা চলাকালেও 'অবৈধ বোর্ড মিটিং মানি না, মানব না'সহ নানা স্লোগান দেন তারা।

আন্দোলনকারীরা জানান, কর্মসূচির অংশ হিসেবে শনিবার সকাল ৮টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত বন্দরের সব অপারেশনাল কার্যক্রম বন্ধ থাকবে। রোববার একই সময়ে প্রশাসনিক ও অপারেশনাল কার্যক্রম সম্পূর্ণ বন্ধ রাখা হবে। এ সময় পণ্য ওঠানামা, কনটেইনার হ্যান্ডলিং ও জাহাজ থেকে পণ্য খালাসসহ সব কার্যক্রম স্থগিত থাকবে। তাদের প্রধান দাবির মধ্যে রয়েছে বর্তমান বন্দর বোর্ড বাতিল ও জাতীয় সম্পদ হিসেবে চট্টগ্রাম বন্দরের কোনো টার্মিনাল বিদেশী প্রতিষ্ঠানের কাছে ইজারা বা হস্তান্তর না করা।

চট্টগ্রাম বন্দর জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দল ও সাবেক সিবিএ নেতা মো. হুমায়ুন কবীর *বণিক বার্তাকে* বলেন, 'শনিবার থেকে চট্টগ্রাম বন্দর কার্যত স্তব্ধ করে দেয়া হবে। আমাদের রাস্তায় নামতে বাধ্য করার দায় সরকার ও বন্দর কর্তৃপক্ষকেই নিতে হবে। চট্টগ্রাম বন্দর দেশের অর্থনীতির প্রাণকেন্দ্র। লাভজনক একটি টার্মিনাল কেন বিনা দরপত্রে বিদেশী কোম্পানিকে দেয়া হবে, আমরা তা কোনোভাবেই মেনে নেব না।'

শ্রমিকদের বিক্ষোভ ঘিরে চট্টগ্রাম বন্দর এলাকায় গতকাল থেকে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। প্রশাসনিক ভবন, কারশেড ও বিভিন্ন প্রবেশপথে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের সতর্ক অবস্থানে থাকতে দেখা গেছে।

বন্দর কর্তৃপক্ষ বলছে, আধুনিকায়ন, সক্ষমতা বৃদ্ধি ও বিদেশী বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক অপারেটর যুক্ত করার সিদ্ধান্ত সরকারের নীতিগত পর্যায়ের বিষয়। এ প্রসঙ্গে চট্টগ্রাম বন্দরের পরিচালক (প্রশাসন) মো. ওমর ফারুক বণিক বার্তাকে বলেন, 'এনসিটিতে আন্তর্জাতিক অপারেটর যুক্ত করার বিষয়টি আধুনিকায়ন, বিদেশী বিনিয়োগ ও দীর্ঘমেয়াদি সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্য সামনে রেখেই বিবেচনায় নেয়া হয়েছে।'

বন্দর সূত্রে জানা গেছে, এনসিটি বিদেশী অপারেটরের কাছে হস্তান্তরের প্রক্রিয়া শুরু হয় বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে। ২০১৯ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি ডিপি ওয়ার্ল্ডের সঙ্গে পিপিপি কর্তৃপক্ষের সমঝোতা স্মারক সই হয়। সরকার পরিবর্তনের পর অন্তর্বর্তী সরকার জিটুজি ভিত্তিতে প্রক্রিয়াটি এগিয়ে নেয়। এ উদ্যোগের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে বাংলাদেশ যুব অর্থনীতিবিদ ফোরামের সভাপতি মির্জা ওয়ালিদ হোসাইন গত বছর উচ্চ আদালতে রিট আবেদন করেন।

বর্তমানে নিউমুরিং কনটেইনার টার্মিনাল পরিচালনা করছে নৌবাহিনীর প্রতিষ্ঠান চিটাগং ড্রাইডক লিমিটেড। বিদেশী অপারেটরের কাছে হস্তান্তর না হওয়া পর্যন্ত প্রতিষ্ঠানটি এনসিটির পরিচালনার দায়িত্বে থাকবে।

দৈনিক ইত্তেফাক
শনিবার
১৭ মাঘ ১৪৩২, ৩১ জানুয়ারি ২০২৬

# এনসিটি টার্মিনাল হস্তান্তর নিয়ে শ্রমিক-কর্মচারী ও বন্দর কর্তৃপক্ষ মুখোমুখি

- আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা শ্রমিকদের
- শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে : বন্দর কর্তৃপক্ষ

■ বিশেষ প্রতিনিধি

চট্টগ্রাম বন্দরের নিউমুরিং কনটেইনার টার্মিনাল (এনসিটি) বিদেশি কোম্পানির কাছে হস্তান্তর প্রক্রিয়া নিয়ে সৃষ্ট শ্রমিক অসন্তোষ দমনে কঠোর হয়েছে বন্দর কর্তৃপক্ষ। এ নিয়ে শ্রমিক-কর্মচারী এবং বন্দর কর্তৃপক্ষ মুখোমুখি অবস্থানে। হস্তান্তরের সরকারি সিদ্ধান্ত বাতিলের দাবিতে আজ শনিবার এবং আগামীকাল রবিবার আট ঘণ্টা করে কর্মবিরতির ঘোষণা দিয়েছে শ্রমিকরা।

শ্রমিকরা যাতে আন্দোলন না করতে পারেন সে লক্ষ্যে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ 'হুঁশিয়ারি' দিয়ে নোটিশ জারি করেছে। গত বৃহস্পতিবার বন্দরের পরিচালক (প্রশাসন) এর পক্ষ থেকে জারি করা নোটিশে বলা হয়েছে, 'বন্দর কর্তৃপক্ষের আওতাধীন এনসিটি প্রকল্পের বিষয়ে একটি রিটে মহামান্য হাইকোর্টেও রায়কে কেন্দ্র করে চট্টগ্রাম বন্দরের কতিপয় কর্মকর্তা কর্মচারী বন্দর ভবনে এবং ভবন এলাকার মিছেলে অংশগ্রহণ করে আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে বিরূপ মন্তব্য করে। এছাড়া তারা দলবদ্ধভাবে মহড়া দিয়ে বিশৃঙ্খলা ও অরাজক পরিস্থিতি তৈরি করে। সরকারি সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আন্দোলন এবং মিছিল-মিটিংয়ে অংশগ্রহণ করে এবং গণমাধ্যমে বক্তব্য প্রদান করে। এ ধরনের কর্মকাণ্ড আইনশৃঙ্খলা বিঘ্নকারী অপরাধ (দ্রুত বিচার) আইন-২০০২, চট্টগ্রাম বন্দর কর্মচারী চাকরি প্রণিধানমালা-১৯৯১সরকারী কর্মচারী (আচরণ) বিধিমালা-১৯৭৯,সরকারী কর্মচারী (নিয়মিত উপস্থিতি) বিধিমালা ২০১৯ ও সরকারী পরিপত্র অনুযায়ী সুস্পষ্ট পেশাগত অসদাচরণ এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধ। নোটিশে আরো বলা হয়, উক্ত কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে তারা বন্দর কার্যক্রমকে বাধাগ্রস্ত করেছে এবং রাষ্ট্রীয় স্বার্থবিরোধী কাজ করছে। ইতিপূর্বে এ বিষয়ে সকল কর্মকর্তা কর্মচারীকে সতর্ক করা হয়েছে। এমতাবস্থায় বন্দরের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ সকলকে এ ধরনের কর্মকাণ্ড থেকে সম্পূর্ণ বিরত থাকার নির্দেশ দেওয়া যাচ্ছে। অন্যথায় তাদের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধি মোতাবেক শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে নোটিশে হুমকি দেওয়া হয়।'

উল্লেখ্য, চট্টগ্রাম বন্দরের এনসিটি টার্মিনাল কোনো দরপত্র ছাড়াই বিদেশি কোম্পানির কাছে ছেড়ে দেওয়ার বিষয়ে দীর্ঘদিন ধরে প্রতিবাদ করে আসছিলেন শ্রমিক কর্মচারীরা। এর আগেও সরকারের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে বন্দর এলাকায় সমাবেশ ও মিছিল মিটিং করা হয়েছে। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের শেষ সময়ে এসে এনসিটি টার্মিনালের

কাছে কনসেশনে দিলে আনুমানিক ২২-২৫ মার্কিন ডলার পাওয়া যাবে। এতে বছরে শুধু কনটেইনার হ্যান্ডিলিংয়েই দেশের কয়েক শ মিলিয়ন ডলার ক্ষতি হবে।

শিক্ষার্থীরা অভিযোগ করেন, দেশি-বিদেশি বিভিন্ন 'প্রোপাগান্ডা মেশিন' মিথ্যা তথ্য দিয়ে জনগণকে বিভ্রান্ত করছে। 'সিংগাপুর ও ভিয়েতনামের বন্দরও বিদেশিরা চালায়' মর্মে প্রোপাগান্ডা ছড়াচ্ছে, অথচ বাস্তবে সিংগাপুরের একটি কনটেইনার টার্মিনালও বিদেশি অপারেটররা চালায় না। এমনকি ভিয়েতনামে কোনো টার্মিনাল এককভাবে কোনো বিদেশি কোম্পানিকে দেওয়া হয়নি। এককভাবে বিদেশিদের দেওয়া হয়েছে মূলত আফ্রিকান রাষ্ট্রগুলোতে ও কিছু ক্ষেত্রে ভারতে।

শিক্ষার্থীরা আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেন, 'মাল্টিলেটেরাল চুক্তির থাকায় ডিপি ওয়ার্ল্ডের হাতে চট্টগ্রাম বন্দর চলে গেলে পার্টনার হিসেবে আরব আমিরাতের ঘনিষ্ঠ মিত্র ভারত, আমেরিকা ও ইসরাইলের পরোক্ষ উপস্থিতি, প্রভাব ও তাদের বার্গেইনিং পাওয়ার আমাদের চট্টগ্রাম বন্দরে নিশ্চিত হবে, যা বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বকে যে কোনো মুহূর্তে ঝুঁকিতে ফেলে দিতে পারে।'

তাই তারা দাবি করেন, নিউমুরিং টার্মিনালকে ডিপি ওয়ার্ল্ডের সঙ্গে লিজ প্রক্রিয়া অনতিবিলম্বে বাতিল করতে হবে। অন্যথায়, তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলা হবে বলেও তারা হুঁশিয়ারি দেন। সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন স্টুডেন্টস ফর সভারেন্টির আহবায়ক মুহম্মদ জিয়াউল হক, যুগ্ম-আহ্বায়ক মুহিউদ্দিন রাহাত, দপ্তর সদস্য সাইফুল ইসলাম, জুবায়েদুল ইসলাম শিহাব, জাবির বিন মাহবুব, আল আমিনসহ প্রায় শ খানেক শিক্ষার্থী।

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

যুগান্তর
শনিবার ৩১ জানুয়ারি ২০২৬
১৭ মাঘ ১৪৩২

# বনানীতে পোশাক শ্রমিকদের সড়ক অবরোধ, ভোগান্তি

যুগান্তর প্রতিবেদন

রাজধানীর বনানীতে সার্ভিস বেনিফিট পরিশোধের দাবিতে সড়ক অবরোধ করেছেন একটি পোশাক কারখানার শ্রমিকরা। শুক্রবার দুপুর ১২টার দিকে বনানী থানার চেয়ারম্যানবাড়ী মোড় সংলগ্ন মাসুদ অ্যাপারেলস্ লিমিটেডের শ্রমিকরা সড়কে অবস্থান নেন। এ সময় ঢাকা-ময়মনসিংহ সড়কে যানবাহন আটকে যায়। এতে শুক্রবার ছুটির দিনেও চরম ভোগান্তিতে পড়েন মানুষ। পরে পুলিশের আশ্বাসে প্রায় ৫০ মিনিট পর অবরোধ প্রত্যাহার করা হয়।

শ্রমিকদের অবরোধের খবর পেয়ে পুলিশের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা ঘটনাস্থলে যান। শ্রমিকদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে তাদের দাবি-দাওয়া শোনেন এবং বিষয়টি দ্রুত সমাধানের আশ্বাস দেন। এরপর দুপুর ১২টা ৫০ মিনিটের দিকে শ্রমিকরা সড়ক ছেড়ে দেন।

বনানী থানার এসআই জুম্মন খান বলেন, অবরোধের কারণে ওই সড়কে সাময়িকভাবে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। এতে আশপাশের এলাকায় তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়।

চট্টগ্রাম বন্দরের নিউমুরিং টার্মিনালকে বিদেশি সিন্ডিকেটের কাছে লিজ দেওয়ার সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে গতকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসিতে বিক্ষোভ সমাবেশ করে ' স্টুডেন্টস ফর সভরেন্টি' —ইত্তেফাক

কালের কণ্ঠ
শনিবার । ৩১ জানুয়ারি ২০২৬

# বিমানবন্দর সড়ক অবরোধ করে গার্মেন্ট শ্রমিকদের বিক্ষোভ

## যানজটে ভোগান্তি

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

পাওনা অর্থ পরিশোধের দাবিতে রাজধানীর বিমানবন্দর সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন গার্মেন্ট শ্রমিকরা। গতকাল শুক্রবার সকালে প্রায় এক ঘণ্টা এ কর্মসূচি পালন করেন তাঁরা। এতে ওই ব্যস্ত সড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়। ভোগান্তিতে পড়েন বাসযাত্রীসহ বিভিন্ন যানবাহনের যাত্রীরা।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, গতকাল সকাল ১১টা ৩২ মিনিটে বনানীর চেয়ারম্যানবাড়ী এলাকার 'মাসুদ অ্যাপারেলস লিমিটেড' কারখানার শ্রমিকরা সড়কে অবস্থান কর্মসূচি শুরু করেন।

আন্দোলনরত শ্রমিকদের ভাষ্য, নির্ধারিত সময় পর কর্মীদের সার্ভিস বেনিফিট দেওয়ার কথা থাকলেও বারবার দাবি জানানো সত্ত্বেও কারখানা কর্তৃপক্ষ তা দিতে অস্বীকৃতি জানাচ্ছে। এক পর্যায়ে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করা শ্রমিকদের চাকরিচ্যুত করার চেষ্টা করা হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন তাঁরা। এ কারণে বাধ্য হয়ে তাঁরা রাজপথে নেমেছেন। দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত কেউ কাজে ফিরবেন না বলেও জানান শ্রমিকরা।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, শ্রমিকদের অবরোধের কারণে সড়কে তীব্র যানজট সৃষ্টি হলে পুলিশ তাঁদের সরে যাওয়ার অনুরোধ জানায়। এ সময় বিক্ষোভকারীরা সড়কের বিভিন্ন স্থানে অবস্থান নিয়ে যান চলাচল পুরোপুরি বন্ধ করে দেন এবং দাবি আদায়ে নানা স্লোগান দিতে থাকেন। পরে মালিক ও শ্রমিক উভয় পক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে দাবি মেনে নেওয়ার আশ্বাস দেওয়া হলে কিছু শ্রমিক সড়ক ছেড়ে যান। তবে দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত বাকিরা সড়কে অবস্থানের ঘোষণা দেন। এক পর্যায়ে পুলিশ লাঠিচার্জ করে বিক্ষোভকারীদের সড়ক থেকে সরিয়ে দেয়। এরপর যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।

এ বিষয়ে গুলশান বিভাগের ট্রাফিক পরিদর্শক হাফিজ টিপু কালের কণ্ঠকে বলেন, পাওনা অর্থ পরিশোধের দাবিতে শ্রমিকরা সড়কের উভয় পাশ অবরোধ করায় বিমানবন্দর সড়কের সঙ্গে বনানীর সড়কটি বিচ্ছিন্ন হয়ে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়। পরিস্থিতি সামাল দিতে বিকল্প পথে যান চলাচলের ব্যবস্থা করা হয়।

তিনি জানান, বারবার অনুরোধ সত্ত্বেও শ্রমিকরা সড়ক ছাড়েননি। পরে মালিক ও শ্রমিক উভয় পক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে পাওনা পরিশোধের আশ্বাস দেওয়া হলে দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে বিক্ষোভকারীরা সড়ক ছেড়ে দেন। দুপুর ১টার মধ্যে পুরোপুরি যান চলাচল স্বাভাবিক হয়। তবে দীর্ঘ এক ঘণ্টা অবরোধের কারণে সৃষ্ট যানজট নিরসনে আরো কিছুটা সময় লেগেছে বলে জানান তিনি।

ঢাকা : শুক্রবার ২৫ পৌষ ১৪৩২
Dhaka : Friday 9 January 2026
সংবাদ
e-mail : sangbadecc

# নির্বাচনী ইশতেহারে শ্রমিকের জন্য রেশন, আবাসন সুবিধা নিশ্চিত করার দাবি শ্রমিক নেতাদের

অর্থনৈতিক বার্তা পরিবেশক

আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে রাজনৈতিক দলগুলোর ইশতেহারে শ্রমিকদের জন্য রেশন, আবাসন ও স্বাস্থ্যসেবা, মাতৃত্বকালীন ছুটি ছয় মাস, কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনার ক্ষতিপূরণ বাড়ানোসহ ১৫ দফা সুপারিশ রাখার অনুরোধ করেছে শ্রমিক অধিকার জাতীয় অ্যাডভোকেসি অ্যালায়েন্স।

শ্রমিক অধিকার নিয়ে কাজ করা বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠন ও ফেডারেশন নিয়ে গঠিত এই অ্যালায়েন্স বা জোট গত বুধবার সংবাদ সম্মেলন করে শ্রমিক ইশতেহার প্রকাশ করেছে। রাজধানীর বিজয়নগরের ৭১ হোটেলে আয়োজিত এ সংবাদ সম্মেলনে স্বাগত বক্তব্য দেন অ্যালায়েন্সের আহ্বায়ক ও বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান। শ্রমিক ইশতেহার তুলে ধরেন অ্যালায়েন্সের সদস্যসচিব ও বিলসের নির্বাহী পরিচালক সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহম্মদ।

আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে শ্রমজীবী মানুষের অধিকার ও প্রত্যাশাকে রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে সুপারিশ আকারে তুলে ধরতে জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন, শ্রমিক অধিকার সংগঠন ও তাদের বিভিন্ন জোট, শ্রমিক অধিকার ও কল্যাণ ইস্যুতে কর্মরত বিভিন্ন সংগঠন, প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির সমন্বয়ে একটি যৌথ প্ল্যাটফর্ম হিসেবে শ্রমিক অধিকার জাতীয় অ্যাডভোকেসি অ্যালায়েন্স গঠিত হয়।

**শ্রমিক ইশতেহারে যা আছে –**

অ্যালায়েন্সের পক্ষ থেকে শ্রমিক ইশতেহারে প্রাতিষ্ঠানিক, অপ্রাতিষ্ঠানিক, কৃষি, গৃহকর্মী, অভিবাসী, আউটসোর্সিং, আত্মনিয়োজিত, সেবা খাতসহ সব শ্রমিকের আইনি স্বীকৃতি, নিবন্ধন ও সুরক্ষা নিশ্চিতের সুপারিশ করেছে। এ ছাড়া শ্রমজীবী মানুষের শোভন ও মর্যাদাপূর্ণ কাজের অধিকার ও সুযোগ নিশ্চিত করা এবং জীবনধারণের উপযোগী মজুরি (লিভিং ওয়েজ) ভিত্তি ধরে জাতীয় ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণের পাশাপাশি মজুরিবৈষম্য দূর করার সুপারিশও করা করেছে।

শ্রমিকের জন্য রেশন, আবাসন, স্বাস্থ্যসেবাসহ সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করার ওপর জোর দিয়েছে অ্যালায়েন্স। ইশতেহারে বলা হয়েছে, গ্রাম ও শহরের শ্রমজীবী মানুষের জন্য ভর্তুকিমূল্যে রেশন ও পর্যায়ক্রমে সবার জন্য আবাসনের ব্যবস্থা করতে হবে। রেশনিং ব্যবস্থা চালু না হওয়া পর্যন্ত বড় বড় সব শহর, কারখানা ও শিল্পঘন এলাকায় টিসিবির মাধ্যমে স্থায়ী ন্যায্যমূল্যের দোকান এবং ওএমএসের মাধ্যমে শ্রমিকদের পণ্য দেওয়া নিশ্চিত করতে হবে। শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় শ্রমিক স্বাস্থ্য কার্ড চালু করতে হবে। একই সঙ্গে দুর্ঘটনা বা অসুস্থতার পর শ্রমিকদের জন্য চিকিৎসা-সুবিধা ও দীর্ঘমেয়াদি ভাতা দিতে হবে।

ইশতেহারে নারী শ্রমিকদের জন্য মাতৃত্বকালীন ছুটি ছয় মাসে উন্নীত করার সুপারিশ করা হয়েছে। দীর্ঘদিন মাতৃত্বকালীন ছুটি ছিল ১১২ দিন। গত মাসে শ্রম আইন সংশোধনের মাধ্যমে সেটি বাড়িয়ে ১২০ দিন করা হয়েছে।

এ ছাড়া ইশতেহারে শিশু-কিশোর শ্রম বন্ধে সরকারের যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলা হয়েছে। একই সঙ্গে শ্রমসংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানের জবাবদিহি ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার সুপারিশ করা হয়। রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরণ এলাকার (ইপিজেড) শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়নের অধিকার এবং সব বিদেশি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে শ্রমিকের অধিকার ও দক্ষতা উন্নয়নে পদক্ষেপ গ্রহণ করার বিষয়ে জোর দিয়েছে অ্যালায়েন্স।

ইশতেহারে প্রবাসী শ্রমিকদের অধিকার, নিরাপত্তা ও সুরক্ষায় কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণেরও সুপারিশ করেছে অ্যালায়েন্স। এ ছাড়া জাতীয় পর্যায়ে শ্রমক্ষেত্রে সংকট মোকাবিলা এবং জবাবদিহিমূলক শ্রম প্রশাসনব্যবস্থা নিশ্চিতে জাতীয় শ্রম কমিশন করার কথাও বলেছে এই জোট।

**শ্রমিকনেতারা যা বললেন**

অ্যালায়েন্সের আহ্বায়ক বিএনপি নেতা নজরুল ইসলাম খান বলেন, শ্রমিকদের অধিকার, মর্যাদা ও সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্যই এই ইশতেহার। যদিও শ্রমিকদের সব সমস্যার কথা বলা যায়নি। এখানে শুধু প্রধান সমস্যাগুলো সংযুক্ত করা হয়েছে। এই ইশতেহারে শ্রমিকদের যেসব সমস্যা তুলে ধরে সমাধানের দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়েছে, তা বাস্তবায়ন করা হলে শ্রমিকদের মর্যাদা, সুরক্ষা ও অধিকার মোটামুটি পূরণ করা যাবে।

নজরুল ইসলাম খান বলেন, 'বিভিন্ন রাজনৈতিক দলকে আমরা এই ইশতেহার দিচ্ছি। তাদের নির্বাচনী ইশতেহারে এগুলো সংযুক্ত করার অনুরোধ করছি। যদিও অনেক দলের ইশতেহার আমাদের এই ইশতেহারের চেয়ে ছোট। তারপরও আমরা প্রত্যাশা করি, শ্রমিকদের প্রধান সমস্যাগুলো যেন রাজনৈতিক দলের ইশতেহারে থাকে।'

সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, সব রাজনৈতিক দলকে অনলাইনে ইতিমধ্যে শ্রমিক ইশতেহার পাঠানো হয়েছে। এখন পর্যন্ত গণফোরাম, ন্যাশনাল সিটিজেন পার্টি (এনসিপি) ও বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) নেতৃত্বের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এই ইশতেহার দেওয়া হয়েছে। দলগুলো ইতিবাচক মনোভাব দেখিয়েছে।

অ্যালায়েন্সের সদস্যসচিব সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহম্মদ বলেন, 'সব আন্দোলনে শ্রমিক তাঁর রক্ত দেন এবং তাঁদের অবদান সবচেয়ে বেশি থাকে, অথচ পরিবর্তনের হাত ধরে যাঁরা ক্ষমতায় আসেন, তাঁরা শ্রমিকদের কথা মাথায় রাখেন না। তবে শ্রমিকদের বাদ দিয়ে বাংলাদেশের কোনো রূপান্তর হবে না।'

সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদের যুগ্ম সমন্বয়কারী আব্দুল কাদের হাওলাদার, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দলের সভাপতি আনোয়ার হোসেন, জাতীয় শ্রমিক জোটের সভাপতি সাইফুজ্জামান বাদশা, বাংলাদেশ ফ্রি ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সভাপতি এ আর চৌধুরী রিপন, সম্মিলিত গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি নাজমা আক্তার, শ্রমিক নিরাপত্তা ফোরামের ভারপ্রাপ্ত সদস্যসচিব সেকেন্দার আলী মিনা, নারীপক্ষের সদস্য রওশন আরা প্রমুখ।

NEW AGE
TUESDAY, JANUARY 13, 2026,

# Inclusion of labour issues in polls manifestos stressed

**Staff Correspondent**

POLITICIANS and labour leaders at a convention called on the political parties to uphold the issues of workers in their election manifestos and take steps to implement workers' welfare.

Sramik Odhikar Jatiya Advocacy Alliance organised the convention at Bangladesh China Friendship Conference Centre in Dhaka on Monday.

Bangladesh Nationalist Party standing committee member Nazrul Islam Khan said that the political party which would come to power through the next election should work for implementing labour rights and the opposition should cooperate and also create pressures for implementing them.

Sramik Karmachari Oikya Parishad joint convener Abdul Kader Hawlader said that political parties should take steps for implementing the nine-point demands of SKOP, including formulation of a democratic labour law and implementing national minimum wage for the workers to run their families.

BNP standing committee member Abdul Mayeen Khan, Revolutionary Workers Party general secretary Saiful Huq, convener of alliance labour leader Syed Sultan Uddin Ahmed, assistant secretary general of Bangladesh Jamaat-e-Islami Ehsanul Mahbub Jubaer, Gonoforum general secretary Mohammad Mizanur Raman, Bangladesh Jasod general secretary Nazmul Haque Prodhan, Jatiya Samajtantrik Dal-JSD general secretary Shahid Uddin Mahmod Shapon, Islami Andolan Bangladesh presidium member Ashraf Ali Akond, joint convener of National Citizen Party Ariful Islam, Ganosamhati Andolan central leader Taslima Akhter, Socialist Party of Bangladesh general secretary Bazlur Rashid Firoz and others spoke in the convention.

কালের কণ্ঠ
ঢাকা। মঙ্গলবার। ১৩ জানুয়ারি ২০২৬
২৯ পৌষ ১৪৩২। ২৩ রজব ১৪৪৭

## মঈন খান শ্রমিক অধিকার নিশ্চিতে রাজনৈতিক দলের ওপর চাপ জরুরি

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

শ্রমিকের অধিকার নিশ্চিত করতে রাজনৈতিক দলগুলোর ওপর সাধারণ মানুষ ও শ্রমিক শ্রেণির নিয়মিত চাপ সৃষ্টি করা জরুরি বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আব্দুল মঈন খান। গতকাল সোমবার রাজধানীর চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) উদ্যোগে আয়োজিত 'ন্যাশনাল কনভেনশন অন লেবার মেনিফেস্টো' শীর্ষক এক আলোচনাসভায় তিনি এ কথা বলেন। মঈন খান বলেন, 'বিএনপি মধ্যপন্থী দল, উদার নীতির রাজনীতিতে বিশ্বাস করে। অর্থনীতির ক্ষেত্রে আমরা মুক্তবাজার অর্থনীতিতে বিশ্বাস করি, আবার পাবলিক সেক্টরের গুরুত্বও স্বীকার করি।'

দেশ রূপান্তর
মঙ্গলবার, ১৩ জানুয়ারি ২০২৬,

## ড. মঈন খান বললেন শ্রমিক অধিকার সংরক্ষণে সঠিক পরিকল্পনা প্রয়োজন

নিজস্ব প্রতিবেদক

বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. আবদুল মঈন খান বলেছেন, 'শ্রমিকদের স্বার্থ সংরক্ষণ ও ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে সম্পদ সৃষ্টি। সম্পদ সৃষ্টির মাধ্যমেই দরিদ্র মানুষের প্রয়োজন মেটানো সম্ভব। এর জন্য সঠিক ও কার্যকর পরিকল্পনা গ্রহণ অপরিহার্য।' গতকাল শেরেবাংলা নগরে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) উদ্যোগে আলোচনা সভায় মঈন খান এ কথা বলেন।

মঈন খান বলেন, 'শ্রমিকের অধিকার বাস্তবায়নের বিষয়টি ৫৪ বছর আগেই আমাদের সংবিধানে লিখিত আকারে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তাহলে কেন আজ আবার এই অধিকার নিয়ে নতুন করে দাবি তুলতে হচ্ছে?'

অনুষ্ঠানে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান 'শ্রমিক ইশতেহার' প্রসঙ্গে বলেন, 'দেশের শ্রমিক আন্দোলন ও শ্রমিকদের স্বার্থে যারা দীর্ঘদিন কাজ করেছেন, তাদের সহায়তায় একটি পূর্ণাঙ্গ শ্রমিক ইশতেহার ঘোষণা করা হয়েছে। আগামী নির্বাচনের মাধ্যমে যারা ক্ষমতায় আসবে, এই ইশতেহার বাস্তবায়নের মূল দায়িত্ব তাদের ওপরই বর্তাবে। যারা ক্ষমতার বাইরে থাকবে, তাদের দায়িত্ব হবে এই

যুগান্তর
মঙ্গলবার ১৩ জানুয়ারি ২০২৬
২৯ পৌষ ১৪৩২

## শ্রমিক ইশতেহার বাস্তবায়নের দায়িত্ব যারা ক্ষমতায় যাবে

—নজরুল ইসলাম খান

যুগান্তর প্রতিবেদন

শ্রমজীবী মানুষ রাজনৈতিক দলের কাছে গুরুত্বপূর্ণ বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান। তিনি বলেছেন, 'আগামী নির্বাচনে যারা ক্ষমতায় যাবে, তাদের ওপর শ্রমিক ইশতেহার বাস্তবায়নের দায়িত্ব পড়বে।' সোমবার রাজধানীর বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংগঠনের এক আলোচনা সভায় তিনি এ কথা বলেন। শ্রমিক অধিকার নিয়ে কাজ করা প্রতিষ্ঠান-বিলস আয়োজিত আলোচনা সভায় অন্যদের মধ্যে অংশ নেন গণফোরামের সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের প্রেসিডিয়াম সদস্য আশরাফ আলি আকন্দ, বাংলাদেশ জাসদ নেতা নাজমুল হক প্রধান, গণঅধিকার পরিষদের সহসভাপতি আব্দুর রহমান, এনসিপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব আরিফুর রহমানসহ আরও অনেকে।

সভায় নজরুল ইসলাম খান বলেন, দেশের শ্রমিক আন্দোলন ও শ্রমিকদের স্বার্থে যারা দীর্ঘদিন কাজ করেছেন, তাদের সহায়তায় শ্রমিক ইশতেহার ঘোষণা করা হয়েছে। যারা আগামী নির্বাচনে ক্ষমতায় আসবে, তাদের ওপর শ্রমিক ইশতেহার বাস্তবায়নের দায়িত্ব পড়বে। আর যারা ক্ষমতায় আসবে না, তারা ওই ইশতেহার বাস্তবায়নে চাপ প্রয়োগের কাজ করবে বলে আশা করছি।

আলোচনায় শ্রমিকদের দেশ গড়ার কারিগর উল্লেখ করে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আবদুল মঈন খান বলেন, গত দেড়শ বছরেও শ্রমিকদের অনেক দাবি আজও পূরণ হয়নি। কেন শ্রমিকের সেই অধিকারগুলো আদায় হয়নি। কাদের কারণে হয়নি প্রশ্ন রেখে তিনি বলেন, শ্রমিকরা যদি দেশ গড়ার কারিগর হয়ে থাকে তাহলে তাদের দাবি-দাওয়া দেশ পূরণ করবে না! দেশের নেতৃত্ব কেন পূরণ করবে না?

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট ২৯ নভেম্বর ২০২৫, ২০:৪৪

# রাসায়নিক দুর্ঘটনা রোধে জাতীয় নীতিমালা প্রণয়নের তাগিদ

'শিল্পখাতে অগ্নি ও রাসায়নিক দুর্ঘটনা রোধে কার্যকর নীতি বাস্তবায়ন ও টেকসই কর্মপরিবেশ' শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে আলচকরা। (ছবি: নাসিরুল ইসলাম)

কারখানায় রাসায়নিক দুর্ঘটনা যখন ঘটে তখন এ নিয়ে আলাপ হয়, কিন্তু কার্যকর কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয় না। কারণ সংস্থা এবং দফতরগুলোর মধ্যে সমন্বয় নেই। দুর্ঘটনা ঘটলে এক সংস্থা আরেক সংস্থার ওপর দায় দিয়ে এড়িয়ে যায়। তাই দুর্ঘটনা রোধে একটি জাতীয় নীতিমালা করার তাগিদ দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা। শনিবার (২৯ নভেম্বর) ডেইলি স্টার সেন্টারে দেশের শীর্ষস্থানীয় অনলাইন পোর্টাল বাংলা ট্রিবিউন এবং বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজের (বিলস) যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত 'শিল্পখাতে অগ্নি ও রাসায়নিক দুর্ঘটনা রোধে কার্যকর নীতি বাস্তবায়ন ও টেকসই কর্মপরিবেশ' শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে এই পর্যবেক্ষণ তুলে ধরেন বিশেষজ্ঞরা। একইসঙ্গে তা বাস্তবায়ন নিশ্চিতের দাবিও জানিয়েছেন তারা।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই বাংলা ট্রিবিউনের নির্বাহী সম্পাদক উদিসা ইসলাম একটি উপস্থাপনের মধ্যে তৈরি পোশাক কারখানাসহ অন্যান্য কারখানায় দুর্ঘটনার চিত্র এবং তার বর্তমান প্রেক্ষাপট তুলে ধরেন। আলোচনায় আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা আইএলও'র কান্ট্রি ডিরেক্টর ম্যাক্স টুনন বলেন, 'রাসায়নিক সুরক্ষা, অগ্নি সুরক্ষা, গ্যাস সিলিন্ডার ব্যবহার এবং স্টোরেজের জন্য, তথ্য এবং কীভাবে এগিয়ে যেতে হবে এবং ফাঁকগুলো ও সমস্যাগুলো সংশোধন করতে হবে, তার জন্য জ্ঞান এখানেই রয়েছে। সুতরাং আমি মনে করি যা আসলে গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রয়োজনীয় তা হলো একটি জাতীয় নীতি বা এমন কিছু যা এই খাতে কাজ করা প্রত্যেককে সংযুক্ত করে।' আলোচনা করছেন আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা আইএলও'র কান্ট্রি ডিরেক্টর ম্যাক্স টুনন তিনি বলেন, 'আমরা জানি বা আপনি জানেন যে কী হওয়া দরকার, সম্মিলিতভাবে কাজ করতে এবং একটি শক্তিশালী প্রতিক্রিয়া তৈরি করতে এবং আইএলও'র ভূমিকা হচ্ছে উপদেষ্টা হিসাবে কাজ করা এবং আমরা আপনাকে একসঙ্গে কাজ করতে সহায়তা করার জন্য সংযোগকারী হতে পারি এবং আমরা যেকোনও উপায়ে সমর্থন করতে পেরে খুশি হবো।'

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

# সংবাদপত্রে বিল্‌স

'শিল্পখাতে অগ্নি ও রাসায়নিক দুর্ঘটনা রোধে কার্যকর নীতি বাস্তবায়ন ও টেকসই কর্মপরিবেশ' শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে আলচকরা। (ছবি: নাসিরুল ইসলাম)

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদফতরের যুগ্ম মহাপরিদর্শক মো. মাহফুজুর রহমান ভুঁইয়া বলেন, 'এখন যদি আমরা মনে করি যে, আমরা আর দুর্ঘটনা চাই না, না কেমিক্যাল দুর্ঘটনা না শিল্প দুর্ঘটনা, তাহলে আমাদেরকে ধরে ধরে হাঁটতে হবে। আমাদেরকে টু দ্যা পয়েন্টে কাজ করতে হলে আমাকে অবশ্যই বলতে হবে যে এই এই জায়গাতে এই জাতীয় দোকান হবে। এই এই জায়গাতে এই জাতীয় দোকান হবে না। অর্থাৎ যার তাপ উৎপাদন করে তার সঙ্গে দাহ্য বস্তুর কোনও সম্পর্ক থাকা যাবে না। এটাকে আগে চিন্তা করতে হবে। আমরা মনে করি যে, আমাদের কাছে প্রচুর তালিকা আছে, ফায়ার সার্ভিসের তালিকা আছে, সিটি কর্পোরেশন চাইলে আমরা সমন্বিত ভাবে অন্ততপক্ষে ঢাকা শহরের জন্য মনে করি যে, এই তিনটা দফতরকে একসঙ্গে করে যদি চাই আমরা অনেক কমিয়ে আনতে পারবো।' আলোচনা করছেন বুয়েটের কেমিক্যাল ইঞ্জিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. ইয়াসির আরাফাত খান

বুয়েটের কেমিক্যাল ইঞ্জিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. ইয়াসির আরাফাত খান বলেন, 'কার্যকর নীতিমালা ইফেক্টিভ রুলস রেগুলেশন কীভাবে নিশ্চিত করা যায়? প্রশ্ন হচ্ছে কেমিক্যাল সেফটির জন্য আমাদের কি নীতিমালা আছে কি-না? একটা প্রজেক্ট নেওয়া হয়েছিল কেমিক্যাল সেফটির জন্য সেটা আলোর মুখ দেখে নাই। সেটা দুঃখজনক। কারণ এত দুর্ঘটনা ঘটছে, কিন্তু সেটা হচ্ছে না।'ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের পরিচালক (অপারেশন ও মেইনটেন্যান্স) লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, 'আমরা টোটাল ৮টি পয়েন্ট নোট করেছি। এর মধ্যে সব ক্ষেত্রেই যেই সমস্যাগুলো রয়েছে সেগুলো মূল্যায়ন করাটা খুবই জরুরি। এই মুহূর্তে প্রেজেন্ট যে ফায়ার রিসক এসেসমেন্ট এইটা এখন আমাদের দ্রুত এসেস করতে হবে। আমরা যাতে বুঝতে পারি, অর্থাৎ জোন ভিত্তিক অথবা ফায়ারের রিস্কের যেই মাত্রা সেই মাত্রা হিসেবে দ্রুত এই ফায়ারের রিস্কের এসেসমেন্টটা করা দরকার। কোনও আবাসিক জায়গায় কখনও কোনও গোডাউন, কেমিক্যাল গোডাউন অথবা ইন্ডাস্ট্রি হতে পারে না। এটা হতে গেলেই অবশ্যই আমাদের ওই এলাকার কমিউনিটিতে প্রভাব পড়বে।'

আলোচনা করছেন ফায়ার সার্ভিসের সাবেক মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) আলী আহমেদ খান

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

ফায়ার সার্ভিসের সাবেক মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) আলী আহমেদ খান বলেন, 'আমাদের অনেক আইন আছে, সংস্থা আছে। কিন্তু দিন শেষে দেখা যায় যে, তাদের মধ্যে কোনও সমন্বয় নাই। আমাদের প্রয়োগকারী সংস্থা আসলেই খুব দুর্বল। যখন একটা রাসায়নিক দুর্ঘটনা ঘটে, তখন তার দায় কে নিবে? সুতরাং আমাদের সংস্থাগুলোর মধ্যে কোনও সমন্বয় নেই, সিদ্ধান্ত গ্রহণের অভাব আছে। শুধু গার্মেন্টস না, আরও অনেক শিল্পের কারখানা আছে, সুরক্ষা পদক্ষেপের সংস্কৃতি সেখানে নেই। মালিক এবং শ্রমিকের মধ্যে অনেক ভালো সমন্বয়ের প্রয়োজন আছে। দুর্ভাগ্যবশত কারখানার মালিকরা যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করে না। তারা সবসময় সস্তা জিনিসের পেছনে ছুটে। সেগুলো সুরক্ষা নিশ্চিতে খুব ভালো কোনও ফলাফল দেয় না। বেশিরভাগ শ্রমিকেরই তেমন কোনও প্রশিক্ষণ নেই। অনেক কারখানায় এলপিজি ব্যবহার করে, সেখানে একটা যথাযথ নকশা প্রয়োজন আছে। নাহলে বড় বিপদ ডেকে আনতে পারে।' বিজিএমইএ'র সিনিয়র ডেপুটি সেক্রেটারি মো. শফিকুল ইসলাম বলেন, 'আপনি পলিসি যত কিছুই করেন না কেন এক হাজার পৃষ্ঠা বা ১০০ পৃষ্ঠার, কোন লাভ নাই যদি বাস্তবায়নের জায়গাটায় আপনি না যান।' নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞ আবুল বাশার মিয়া বলেন, 'আমাদের ফুড সেফটি সিকিউরিটির ক্ষেত্রে আমাদের বাংলাদেশে বর্তমানে একটা নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ আছে। আমরা কিন্তু আমাদের দেশে কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিগুলো সেইভাবে ডেভেলপ করতে পারি নাই। আমাদের একটা বেস্ট কেমিক্যাল ম্যানেজমেন্ট দরকার বাংলাদেশের জন্য। দুর্ভাগ্যবশত আমাদের দেশে এই যে রাসায়নিক দুর্ঘটনা যখন সামনে আসে, তখন হয়তো আমরা আলাপ করি যে আমাদের দেশে তো আসলে এই যে কেমিক্যালের বা এই সংক্রান্ত আমাদের কোনও কর্তৃপক্ষ নাই। আমি মনে করি এই মুহূর্তে আমাদের দেশে একটা কেমিক্যাল আইন হওয়া দরকার এবং তার সঙ্গে ব্যাপক ভিত্তিক বিধিমালা হতে হবে যে কেমিক্যাল ইনসিডেন্ট না শুধুমাত্র কেমিক্যাল ফায়ার না শুধুমাত্র কেমিক্যালের বিপত্তি যেসব আছে, এমনকি খাদ্য শৃঙ্খলের জন্যও। আমি একটা যথাযথ আইনের জন্য জোর দাবি জানাচ্ছি যে, আমাদের এই রাসায়নিক দ্রব্যের নিরাপদ ব্যবহার এবং এই সংক্রান্ত একটা আইন দরকার।'

আলোচনা করছেন জাতীয় শ্রমিক জোটের সাধারণ সম্পাদক নাইমুল আহসান জুয়েল

জাতীয় শ্রমিক জোটের সাধারণ সম্পাদক নাইমুল আহসান জুয়েল বলেন, 'আমরা মনে করি যে লেবার রিফর্ম কমিশন সারা বাংলাদেশের সব সেক্টরের সঙ্গে আলোচনা করে একটা সুপারিশ

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

দিয়েছেন। আমরা ভবিষ্যতে সেটা নিয়ে কাজ করতে পারি। আমি যেটা মনে করি যে, কার্যকরী নীতি আর আইন করলে হবে না। কিন্তু বাস্তবায়ন করতে হবে। সেই ক্ষেত্রে একটা শক্তিশালী আইন করতে হবে বা নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে। নিয়মিত যে ঝুঁকিগুলো আছে সেগুলো মূল্যায়ন করতে হবে। শ্রমিক এবং যারা ব্যবসায়ী তাদের সঙ্গে আলোচনা করতে হবে এবং ইন্ডাস্ট্রির ভিতরে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রাখতে হবে এবং যে সর্বাধুনিক যে প্রযুক্তিগুলো আসছে আমরা যে প্রযুক্তির উপর নির্ভরশীল হচ্ছি সেগুলারও কিন্তু মনিটরিং থাকতে হবে।' তিনি বলেন, 'আমি মনে করি যে সরকারের একটা মাইন্ডসেট সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন, মাইন্ডসেট যদি না থাকে তাইলে কাজ করা কঠিন হবে।' 'শিল্পখাতে অগ্নি ও রাসায়নিক দুর্ঘটনা রোধে কার্যকর নীতি বাস্তবায়ন ও টেকসই কর্মপরিবেশ' শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে আলচকরা। (ছবি: নাসিরুল ইসলাম)

বিলস'র নির্বাহী পরিচালক সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহমেদ বলেন, 'আমরা তো মূলত মৃত্যুকূপের মধ্যে আছি। সবদিক দিয়ে বন্যা, খরা, এই ভূমিকম্পের মধ্যে যে আগুন এই কেমিক্যাল সবকিছু নিয়েই আমরা ক্ষতির মধ্যেই আছি, রিস্কের মধ্যে আছি এবং জীবননাশের এবং অঙ্গনাশের দুশ্চিন্তার মধ্যেই থাকি। এর সঙ্গে আমি বলব যে, আমাদের আশার অনেক দিকও আছে। এইযে আজকে এখানে আমরা আসছি, এখানে আমাদের দুইজন রিটায়ার্ড গভমেন্ট অফিশিয়াল আছেন এবং তারা নিজেদের আবেগের কারণে নিজের কমিটমেন্টের কারণে কিন্তু এই কাজগুলো চালিয়ে যাচ্ছেন। এটাও তো আমাদের একটা আশার দিক। আমাদের অনেক প্রতিষ্ঠান খুব সততার সঙ্গে দায়িত্বশীলতার সঙ্গে কাজ করেন। আবার আমরা অনেকেই ওইভাবে সততার সাথে কাজ করি না। এই যে আমাদের আমাদের যে দুর্বলতার দিক, আমাদের যে শক্তির দিক সবগুলো নিয়ে আলোচনা করে সমন্বিত উদ্যোগ দিতে পারলেই আমরা দেশটাকে ভালো একটা দিকে নিয়ে যেতে পারবো। কারণ আমরা বেশিরভাগ মানুষই দেশপ্রেমী মানুষ। বেশিরভাগই মানুষই মানুষকে ভালোবাসার মানুষ। সে মানুষকে ভালোবাসার জন্য দেশকে দেশকে ভালোবাসার জন্য দেশকে একটা উন্নত বিশ্বে একটা উদাহরণ হিসেবে নেওয়ার জন্য আমরা সবাই মিলে কাজ করব। আমরা নিজ থেকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, আমরা এটা নিয়ে কাজ চালিয়ে যাব। নিশ্চয়ই আমরা যখন পলিসি তৈরি করবো, আমাদের যারা সরকারি প্রতিষ্ঠান আছেন যারা বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ প্রতিষ্ঠান আছে সবাইকে নিয়ে আমরা আবার একটু বসবো। আপনাদের সবারই পরামর্শ নিয়ে আমরা এটা

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

তৈরি করব। কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে বাস্তবায়ন করা। বাস্তবায়ন করা যাদের কাজ তারা যদি ঠিকমত না করে আর আমরা যার কাজ যেটুকু সেই কাজটুকু যদি আমরা না করি তাহলে তো কেউ আগাতে পারবে না।'

আলোচনা করছেন গার্মেন্টস শ্রমিক সংহতির সভাপ্রধান তাসলিমা আখতার

গার্মেন্টস শ্রমিক সংহতির সভাপ্রধান তাসলিমা আখতার বলেন, 'এটা রাষ্ট্রেরই তদারকি করার দরকার, মালিককে আমরা দুষ্ট মালিক খারাপ মালিক লোভী মালিক এগুলো আমরা বলতে পারি কিন্তু দিনশেষে আসলে কতটা কী করবে বা পরিবেশটা কি হবে সেটা রাষ্ট্রের আসলে কতটুকু মনোযোগ আছে সেটার ওপর নির্ভর করে এবং সেইটা তখনই নিশ্চিত হবে, যখন আসলে এটা যারা স্টেকহোল্ডার এবং আমাদের দেশের যারা এই বিষয় নিয়ে কাজ করেন এবং আমরা এই দেশটাকে একটা নিরাপদ দেশ হিসেবে রাখতে চাই শ্রমিকের জন্য জনগণের জন্য তাদের আসলে খুব জরুরিভাবে বারবার এই জিনিসটাকে সামনে আনা দরকার।। কারণ অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা যদি ঠিক না থাকে বা ভবন যদি ঠিকমত না থাকে সেটার প্রভাব শুধু যারা ওই জায়গায় কাজ করছে তারা না, যে টক্সিক যে গ্রহণ করে এটাতে যে কি পরিমাণ ভয়াবহ ক্ষতি হয় সেই জায়গাগুলো আমার মনে হয় অনেক বেশি জানা নয় এবার শ্রম আইনে যেমন একটা সেফটি কমিটির গঠনের আইনটা যুক্ত করা হয়েছে সেটার আরও বিস্তারিত হয়তো বিধিতে থাকবে। দুর্ঘটনার ঝুঁকির তালিকাগুলো মালিক এবং প্রতিনিধিদেরকে জানানো সেটার একটা ধারা এখানে যুক্ত হয়েছে। তফসিলের মধ্যেও বিভিন্ন ঝুঁকিপূর্ণ তালিকার কথাগুলো উল্লেখ আছে। কিন্তু আমার মনে হয় এগুলো কিভাবে কার্যকর হবে এবং কার্যকর না হলে কি কি শাস্তি হবে সেই বিষয়গুলো আরও জোরের সাথে আমাদের সামনে আনা দরকার।'

কর্মজীবী নারী'র প্রকল্প সমন্বয়ক রিনা আমেনা বলেন, 'আমাদের আসলে কাজের একটা বড় জায়গা হবে এই যে রাসায়নিক এবং অগ্নি দুর্ঘটনা- এই জায়গাটাতে শ্রমিকরা কিভাবে তাদের সেফটি মেজারসগুলো নিতে পারে, কিভাবে তারা নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারে, সেই জায়গাটাতে আসলে তাদেরকে কিছু ড্রিল করানো বা তাদেরকে সচেতন করার জন্য যা যা কিছু করা দরকার। একটা নিয়মিত ড্রিলের ব্যবস্থা করা, কমিউনিটির লোকজন ভূমিকম্প হলে বা আগুন লাগলে কোন দিকে দৌড় দিবে জানেনা, নারীদের ক্ষেত্রে এটা আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা তারা অনেক বেশি প্যানিক করেন, শিশুরা অনেক বেশি প্যানিক করে। মানুষ যখন একটা

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

# সংবাদপত্রে বিল্‌স

নিয়মিত প্রশিক্ষণের মধ্য দিয়ে যায় তার মধ্যে একটা অভ্যস্ততা যখন তৈরি হয় এই প্যানিকের জায়গাটা কমে ঠাণ্ডা মাথায় সে অনেক সিদ্ধান্ত নিতে পারে। এই প্রশিক্ষণের জায়গাটা এবং তাদের যে ব্যক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রী ব্যবহার করা রিস্কি জায়গাগুলোতে, সেই জায়গাগুলো আসলে নিশ্চিত করতে হবে এবং আমি মনে করি যে সুশীল সমাজ আমরা যারা কর্মজীবী নারীর মত আরও অনেক সংগঠন কাজ করেন এই সচেতনতার জায়গা এবং ক্যাপাসিটির বিল্ডিংয়ের জায়গাগুলোতে আমরা স্টেক হোল্ডারদের সঙ্গে সমন্বয় করে কাজ করতে পারি এবং পলিসি ব্রিফিংয়ের জায়গায়ও আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারি কোথায় গ্যাপ আছে ,সেটা আসলে আমরা জানাতে পারি আমাদের সুপারিশের মাধ্যমে।'বাংলাদেশ সেন্টার ফর ওয়ার্কার সলিডারিটির প্রতিষ্ঠাতা ও নির্বাহী পরিচালক কল্পনা আক্তার বলেন, 'আমরা ট্রেড ইউনিয়নের জায়গা থেকে যখন কথা বলি আমরা প্রথমে আমাদের 'নাই নাই' যে সমস্যাটা সেটা তুলে ধরি। আমরা বলি কলকারখানা পরিদর্শন অধিদফতরের দায়িত্ব সবকিছু করার, তারা কি করছে, রেগুলেশনের দায়িত্ব, রেগুলেশন কি করছে, আজকে একটু ভিন্ন আলোচনা করি। কাউকে দোষারোপ না করে আসলে আমরা কোন দিকে যেতে পারি, সেটা জরুরি। যে নীতিমালাগুলো নেই, সেই নীতিমালাগুলো আমাদের একদম টাইমলাইন ধরে যে আমরা কতদিনের মধ্যে নীতিমালা করতে পারব।'

তিনি বলেন, 'আমাদের দেশে আমরা অনেক অগ্রগতি করছি। স্বাধীনতার পর থেকে এই সময়ে প্রযুক্তি জ্ঞান সবকিছুর সম্ভারও কিন্তু অনেক বাড়ছে। এখনো যদি বলি আমরা আমাদের হচ্ছে আরও উৎপাদন তৈরি করতে হবে আরও শ্রমিকের জন্য কাজের ক্ষেত্র তৈরি করতে হবে। এই জায়গা থেকে হচ্ছে যদি আমরা চিন্তা করি তাহলে আসলে আমরা পিছিয়ে যাব না। শ্রম আইনের যে সংশোধনী এসেছে, এটা ঐতিহাসিক।'

বাংলা ট্রিবিউনের ফেসবুক পেইজ এবং ইউটিউব চ্যানেলে গোলটেবিল আলোচনাটি সরাসরি প্রচারিত করা হয়েছে।

ছবি: নাসিরুল ইসলাম

THE DAILY STAR

UPDATED 19 JANUARY 2026, 02:35 AM

# Striving for Workers' Safety, Voice, and Just Transition

A roundtable titled "Social Sustainability in the Industrial Sector: Current Issues and the Way Forward" was held on 19 November 2025, at **The Daily Star** Centre, Dhaka. Jointly organised by Centre for Policy Dialogue, Embassy of Denmark in Dhaka, the Department of Inspection for Factories and Establishments (DIFE), United Federation of Danish Workers (3F), Bangladesh Institute of Labour Studies (BILS), and The Daily Star, the event brought together policymakers from the country's industrial sector, representatives from labour authorities, and leaders from the business sector. The discussion aimed to forge a collective path forward for Bangladesh's industrial sector, focusing on occupational safety, just transition, and enhancing social dialogue mechanisms.

**Anders Karlsen**
***Deputy Head of Mission***
**Embassy of Denmark, Bangladesh**

*For all latest news, follow The Daily Star's Google News channel.*

Congratulations are in order for the amended Labour Law and the ratification of key ILO conventions, an important step forward over the past year. Our partnership with Bangladesh on social sustainability, particularly since Rana Plaza, has focused on social dialogue, just transition, and workplace safety, in collaboration with the Ministry of Labour and Employment, trade unions, and employers. We have learned from workers, unions, and inspectors that while listening has improved and training is effective, widespread insecurity remains. To move forward, we must expand transparent social dialogue across sectors and at the national level, including clear and credible criteria for selecting representatives to tripartite bodies. We must

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

also protect the right to strike so collective bargaining has real meaning, and safeguard tripartite processes from political interference so both employers and workers are genuinely represented. Furthermore, recruiting more labour inspectors and ensuring inspections lead to meaningful change is essential for systemic progress. While the labour market parties should lead this dialogue, government has a crucial role in regulatory support.

**Ole Rosenborg Justesen**
***Sector Advisor***
**Embassy of Denmark, Bangladesh**

Social sustainability in Bangladesh is about tackling core challenges related to issues such as workplace safety, workers' voice, and adapting to climate change and automation. This matters morally, given tragedies like Rana Plaza and recent factory fires, and strategically, as it is often directly linked to market access. Our Danish-Bangladesh cooperation has trained DIFE inspectors, strengthened union capacity, and integrated issues like heat stress into collective agreements. However, these successes are limited to a few factories. Three key lessons from our collaboration with Bangladesh emerge: institutional capacity in bodies like DIFE is vital for lasting change; genuine worker participation is non-negotiable; and job safety, skills, and climate action are inseparable. Today, we must identify what works and, crucially, discuss how to scale these solutions across the wider industry. Our goal is to craft practical recommendations to guide policy and our ongoing dialogue as Bangladesh approaches its LDC graduation.

**Shah Abdul Tarik**
***Additional Director General***
**Department of Labour**

My focus is Just Transition regarding climate change and automation. The responsibility for creating a safe environment is collective, not just for workers, employers, or the government. Our fundamental issue is a lack of good governance and a genuine sense of duty. Meanwhile, the Fourth Industrial Revolution, driven by trillion-dollar investments from giants like Nvidia, will massively impact production. Our industries cannot remain outside this shift. We must proactively plan for the management of our labour force. In fully automated factories, there will be no labour; we must discuss where new jobs will be created and how to preserve workers' rights during this transition. Failure to address this will create severe economic and social disparity, diverting resources and leaving technically disadvantaged countries like ours in a precarious position. Proactive decision-making from today's discussion is vital.

**Syed Sultan Uddin Ahmed**
***Executive Director***
**Bangladesh Institute of Labour Studies**

While we have healthy debates here, true social dialogue in Bangladesh

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

remains informal, inconsistent, and not institutionalised. The amended labour law's provision for a social dialogue forum is a positive institutional step. However, the amendment itself is not forward-looking; it lacks guidance on preserving jobs during automation or ensuring timely wage payments. For dialogue to work, we need genuine representation, institutional support, and a shift in understanding. It must follow ILO indicators: sharing information and documents, identifying gaps, and leading to collective bargaining not just discussion. We must address why our factories don't receive the same costs or policy support as Cambodia's, or why our workers earn less than China's or Vietnam's. Our priority should be establishing a national minimum labour standard through consistent, outcome-based dialogue involving all stakeholders.

**Abul Kalam Azad**
***President***
**Tannery Workers Union**

The most important thing for any person is the security of their life. The Rana Plaza tragedy showed how severely weak worker safety was in Bangladesh, almost non-existent. While we have tried to recover from that massive disaster through collective efforts, safety at the factory level remains weak, with continuous accidents, from Hashem Foods to chemical fires. I will concentrate on the leather sector, which is the most hazardous and vulnerable. The chemicals used cause severe long-term health issues, like cancer, even after workers leave. A major problem is the total absence of a responsible role from many entrepreneurs. Furthermore, DIFE's supervision and monitoring remain very weak. There is hope that the government will ratify the OSH-related conventions, but ratification alone is not enough. We have many ratified conventions where poor implementation means the crisis continues. My request is that today's discussion ensures authorities play their proper role in implementation.

**Tamim Ahmed**
***Senior Research Associate***
**Centre for Policy Dialogue (CPD)**

While we have prevented another Rana Plaza-level disaster in the RMG sector, this success is limited. Our research shows a staggering 25 per cent of factories, mainly informal ones, operate without regular inspections, putting overall progress at risk. Compared to RMG, sectors like transport, construction, and agriculture have higher accident rates. In tanneries, over 60 per cent of workers suffer from occupational diseases like skin allergies, which are less visible but dangerous. Although DIFE's capacity has improved, it remains inadequate for the growing industry. Initiatives like LIMA have stalled and are not fully operational. A major challenge is unreliable data; DIFE's reports do not match figures from private researchers or other agencies like the Fire Brigade. For effective action, we need concrete data. Future challenges include climate-induced heat stress and the overlooked issue of workers' mental health and harassment in factories.

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

**Shakil Akhter Chowdhury**
***General Secretary***
**Bangladesh Labour Federation**

Occupational safety in Bangladesh is governed by the Labour Law and OSH policy, yet major incidents continue. The critical issue is the informal sector, which constitutes 85 per cent of the workforce and remains largely unaccounted for in our statistics. While the recent labour law amendment is a step forward, its rules must be crafted carefully to avoid regression. The real problem is weak implementation. DIFE, despite its mandate, has not driven sufficient change. Ratifying ILO conventions C155 and C187 is positive, but ratification alone is meaningless without translation into law and ground-level implementation. True social dialogue requires collective bargaining, which is impossible without unions. Very few enterprises have unions. We must bring all workers, including informal ones, under legal coverage. Implementing the Labour Reform Commission's report, which addresses these issues holistically, is the key to achieving just transition, OSH, and social dialogue.

**Md. Abdul Awal**
***Assistant Inspector General – Safety***
**Department of Inspection for Factories and Establishments**

Post-Rana Plaza, we identified 140,000 safety issues across garment factories. Work since 2014 has led to significant improvement. DIFE has been strengthened with a digital inspection platform and advanced OSH training for workers and managers, supported by Danish partners. Legally, the 2013 Labour Act was upgraded, a National OSH Policy and Action Plan were formed, an Employment Injury Scheme pilot began, and an Industrial Safety Unit was established. Our focus was initially on export-oriented factories, but we are now prioritising other hazardous sectors like shipbreaking and construction. A key ongoing challenge is that many factories operate in shared or rented spaces, requiring multi-stakeholder engagement that slows improvements. We are working to strengthen our digital platforms for more dynamic reporting.

**Kalpona Akter**
***President***
**Bangladesh Garment and Industrial Workers Federation (BGIWF)**

Bangladesh is at a critical crossroads. The transition to greener production and automation is inevitable, but will it be just? Currently, workers' voices are excluded from frameworks like the National Adaptation Plan. Workers suffer from heat stress but lack awareness that climate is a factor. Factories and brands set carbon targets without discussing adaptation plans with workers. Automation is wiping out jobs; for instance, when sweater factories adopted new machines, nine out of ten workers lost their jobs, with no framework to track if they were reskilled. This top-

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

down approach must stop. Brands cannot impose policies without financial contribution. A just transition requires including every stakeholder, especially workers, in the dialogue.

### RECOMMENDATIONS AND THE WAY FORWARD

- Set clear, transparent criteria for social dialogue representatives and protect the right to strike from political interference.
- Increase labour inspectors and apply risk-based inspections, prioritising high-risk sectors (construction, agriculture, shipbreaking).
- Enforce existing labour laws, especially in the informal sector, and close legal gaps affecting subcontracted workers.
- Finalise and implement subcontracting guidelines to ensure minimum safety standards and core labour rights.
- Scale up upskilling and reskilling for automation and green transition, with targeted support for women workers.
- Strengthen unions and freedom of association, expanding worker representation in underorganised sectors.
- Promote inclusive leadership and ensure meaningful participation of women in unions and social dialogue.

**Taslima Akter Lima**
***President***
**Bangladesh Garments Sramik Sanghati**

We need a national action plan and social dialogue for social protection in this transitional period. While training is important, it alone cannot prevent job losses, especially for women workers. To cope with automation and the green transition, we must also ensure state and employer policies that address the structural barriers women face. This includes proper maternity leave, childcare support, and a women-friendly work environment. Without these, women cannot enhance their skills or job efficiency while managing household responsibilities. Ensuring continued employment and skill development depends on guaranteeing wages, safety, and these fundamental protections. Therefore, a holistic approach combining training with strong social protection policies is crucial for a just transition.

**Vidiya Amrit Khan**
***Vice President***
**Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Assoication (BGMEA)**

The narrative must change from Rana Plaza to recognising our progress. Bangladesh has the world's highest number of green-certified factories. However, brands systematically reduce prices while demanding higher standards, and our average 45-50 per cent efficiency faces less scrutiny than China's 90-100 per cent. We work on Just Transition, but buyers must share responsibility. My request is for a guideline for union leaders to ensure harmony and prevent violence. With over 300 factory closures last year, we also need support. A unified code of conduct is necessary to reduce costly, redundant audits. The negative press helps no one; to secure our industry's future, we must promote our story of creating safer workplaces since the Rana Plaza tragedy.

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

**Asif Ibrahim**
*Vice Chairman*
**Newage Group of Industries**

We must address sustainability for all industrial sectors, not just RMG. Our goals include reducing labour unrest and improving buyer confidence for long-term competitiveness and market access. Observing the exchange here today highlights a persistent trust deficit between owners and labour leaders. Effective social dialogue, grounded in proper data, is essential to bridge this gap. We urgently need comprehensive digitisation to create structured databases and enhance labour court capacity, especially in industrial zones. We must modernise laws and expand the SDIR model with partners like the ILO. Crucially, the core issue is the unfair pricing from buyers such as the "five dollar conundrum." When a USD 25 shirt earns us only USD 3, paid after 120 days, it ties everyone's hands. Brands must be included in this dialogue for any real progress.

**Neeran Ramjuthan**
***Program Manager - Labour Administration and Working Conditions,***
**ILO**

I congratulate the government on gazetting the amended Labour Act and ratifying ILO conventions C155, C187, and C190, making Bangladesh a leader in South Asia. Effective social dialogue through the TCC made this possible. To strengthen freedom of association, we must simplify trade union registration and protect unions from interference and retaliation. Participation committees must be independent, not managerially nominated, and we need more women in union decision-making roles. Regarding inspections, DIFE must adopt strategic, risk-based labour inspections, prioritising high-risk sectors like construction and shipbreaking over RMG. Crucially, DIFE's dual role in inspection and conciliation is conflictual. Non-payment of wages is a rights violation requiring immediate corrective action, not conciliation. The key recommendation is strategic, risk-based labour inspection.

**Md. Abdus Samad Al Azad**
***Joint Secretary***
**Ministry of Labour and Employment**

Effective social dialogue requires transparency and cooperation. Despite consultation on the Labour Act, differences remain. We will convene talks on a National Tripartite Coordination Council and strengthen factory-level Participation Committees. On OSH, we have ratified Conventions 155 and 187 but need a roadmap for implementation. For Just Transition, associations like BGMEA should establish cells to advise the Ministry, and we must collectively demand fair pricing from buyers. We are developing a Social Insurance Strategy for maternity and unemployment benefits. Inspections must shift from numerous, ineffective checks to strategic, high-penalty audits that deter violations. Industrial relations are human-to-human. With political will and an independent tripartite council, we can overcome these challenges.

**Avra Bhattacharjee**
***Additional Director - Dialogue and Outreach Division***
**Centre for Policy Dialogue (CPD)**

Workers' safety remains a fundamental concern in Bangladesh's industrial sector, an urgency made painfully clear by the Rana Plaza collapse. In the aftermath, CPD closely monitored post–Rana Plaza developments and produced a series of Independent Monitoring Reports.Since then, CPD has worked consistently on occupational safety and health (OSH), social dialogue, and just transition. We have conducted research and organised dialogues on workplace safety, promoted discussions on wages, employment, and workers' well-being, and explored pathways for protecting workers as industries adapt to climate change and automation. We are here, in today's roundtable to listen, learn, and exchange views openly, and to identify practical ideas that can inform stronger policies and better practices. We have compiled case studies and video evidence from our outreach, which will be published and broadcast soon.

**Tanjim Ferdous (Moderator of the Session)**
***In-Charge - NGOs & Foreign Missions***
**The Daily Star**

Today's dialogue is a crucial step in a long journey. We discussed OSH beyond RMG, in construction, transport, and shipbreaking, and must also address the severe risks faced by our migrant workers abroad. On Just Transition, the debate between job loss and upskilling requires strong roles from both employers and workers. For Social Dialogue, we must balance profit with labour well-being. As Bangladesh graduates from LDC status, we face heightened competition. To sustain our industry, we must diversify products, explore new markets, and implement a universal audit mechanism and social well-being schemes through continued collaboration.

NEW AGE MONDAY, JANUARY 19, 2026,

# Political parties urged to keep labour issues in manifesto

## *SKOP holds Dhaka divisional convention*

**Staff Correspondent**

LEADERS of Sramik Karmachari Oikya Parishad, at a convention in Dhaka on Sunday, urged political parties to incorporate labour issues – including a nine-point demand – into their election manifestos for the upcoming February 12 general election.

SKOP, an alliance of 14 labour rights organisations, held the day-long Dhaka Divisional Convention at the Diploma Engineers Institution auditorium, chaired by its joint convener, Abdul Kader Hawlader.

The nine point demands included the formation of a permanent wage commission, the formulation of a democratic labour law, the introduction of a national minimum wage, increasing wages for workers, the reopening of closed nationalised jute and sugar mills.

The labour leaders called on labour right bodies to wage movements to demand the implementation of recommendations of the Srama Sanskar Commission and the demands of the SKOP.

Chairman of Srama Sanskar Commission Syed Sultan Uddin Ahmed, SKOP leaders Mesbah Uddin Ahmmed, Anwar Hossain, Chowdhury Ashikul Alam, Razequzzaman Ratan, Saifuzzaman Badsha, Shamim Ara, Badal Khan, Abul Kalam Azad, Ahsan Habib Bulbul and others spoke at the convention.

Labour leader Rafiqul Islam read out the declaration of the Dhaka Convention, which demanded the introduction of a rationing system allowing workers to buy essential commodities at cheaper prices, the cessation of worker appointments via outsourcing, the introduction of free trade unionism in mills and factories, and the holding of trials for the killers of workers during the last July Uprising.

দৈনিক ইত্তেফাক
সোমবার
৫ মাঘ ১৪৩২, ১৯ জানুয়ারি ২০২৬

স্কপের ঢাকা বিভাগীয় কনভেনশনে বক্তারা

# অভ্যুত্থানে শ্রমিকরা রক্ত দিলেও অধিকারের স্বীকৃতি পাননি

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

জুলাই অভ্যুত্থানে শ্রমিকদের জীবন ও রক্ত আছে; কিন্তু অধিকারের স্বীকৃতি মেলেনি বলে মন্তব্য করেছেন সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞজনেরা। গতকাল রবিবার স্কপের ঢাকা বিভাগীয় কনভেনশনে এ কথা বলেন তারা। কনভেনশনে মজুরি, দুর্ঘটনায় ক্ষতিপূরণ, ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার ও কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠায় শ্রমিক আন্দোলন শক্তিশালী করার আহ্বান জানানো হয়।

শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদ স্কপের যুগ্ম সমন্বয়কারী আব্দুল কাদের হাওলাদারের সভাপতিত্বে এবং আহসান হাবিব বুলবুলের সঞ্চালনায় দিনব্যাপী ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটের মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি মিলনায়তনে কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। কনভেনশনে বক্তব্য রাখেন শ্রম সংস্কার কমিশনের চেয়ারম্যান সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহমেদ, স্কপ নেতা মেজবাহ উদ্দিন আহমেদ, আনোয়ার হোসেন, চৌধুরী আশিকুল আলম, রাজেকুজ্জামান রতন, সাইফুজ্জামান বাদশা, শামীম আরা, নুর মোহাম্মদ আকন্দ, সৈয়দা আজিজুন নাহার, বাদল খান, আমিনুর রশিদ চৌধুরী রিপন, শহিদুল্লাহ বাদল, ফয়েজ হোসেন, নুরুল আমিন, আবুল কালাম আজাদ, মঞ্জুরুল ইসলাম মঞ্জুসহ কনভেনশনে বিদ্যুৎ, পানি, ব্যাংক, টেলিযোগাযোগ, পরিবহন, রেল, গার্মেন্টস, ট্যানারি, ব্যাটারিচালিত রিকশা, হকার, নৌপরিবহন, নারী শ্রমিকসহ প্রায় ৩০টি সেক্টরের নেতৃবৃন্দ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ ব্যাংক ফেডারেশনের সভাপতি রফিকুল ইসলাম, ঢাকা ঘোষণা পাঠ করেন সাকিল আক্তার চৌধুরী।

কনভেনশনে স্কপ নেতৃবৃন্দ স্কপের ৯ দফা, শ্রম সংস্কার কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়নের দাবিতে আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান। নেতৃবৃন্দ একটি স্থায়ী মজুরি কমিশন গঠন এবং জীবন বিকাশের জন্য মজুরি কাঠামো এবং গণতান্ত্রিক শ্রম আইন প্রণয়নের দাবি জানান। বর্তমান সময়ে বাজার দর বিবেচনায় কমপক্ষে ৩০ হাজার টাকা মজুরি, কর্মক্ষেত্রে মৃত্যুতে আজীবন আয়ের সমান ক্ষতিপূরণ, পাট, চিনি ও টেক্সটাইলসহ বন্ধ সব কারখানা চালু, শ্রমিকদের ডাটা বেজ, আউট সোর্সিং বন্ধ করে স্থায়ী কাজে স্থায়ী শ্রমিক নিয়োগ, শ্রমিকের নিয়োগপত্র, নারী শ্রমিকদের মর্যাদাপূর্ণ কর্ম পরিবেশ প্রতিষ্ঠার দাবি জানান।

প্রথম আলো
সোমবার, ১৯ জানুয়ারি ২০২৬,

সংক্ষেপে

স্কপের কনভেনশন

# শ্রমজীবীরাই শেষ পর্যন্ত বঞ্চিত থাকেন

দেশে এখন পর্যন্ত সংগঠিত প্রতিটি গণ-আন্দোলনে সামনের কাতারে থেকেছে শ্রমিকশ্রেণি। ২০২৪ সালের গণ-অভ্যুত্থানেও তাঁরা অংশ নিয়েছেন। সবচেয়ে বেশি জীবন দিয়েছেন ও সীমাহীন নির্যাতন ভোগ করেছেন। কিন্তু শ্রমিকদের অংশগ্রহণে আন্দোলনে বিজয় অর্জিত হলেও শেষ পর্যন্ত বঞ্চিত থাকেন শ্রমজীবীরাই।

শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদের (স্কপ) ঢাকা বিভাগীয় কনভেনশনে শ্রমিকসহ বিভিন্ন খাতের নেতারা এ কথা বলেন। গতকাল রোববার রাজধানীর ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনের মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি মিলনায়তনে এ কনভেনশনের আয়োজন করা হয়। স্কপের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, নেতারা একটি স্থায়ী মজুরি কমিশন গঠন, জীবন বিকাশের জন্য মজুরি কাঠামো ও গণতান্ত্রিক শ্রম আইন প্রণয়নের দাবি জানান।

**নিজস্ব প্রতিবেদক**, *ঢাকা*

বণিক বার্তা কার্যালয়ে গতকাল গৃহকর্মীদের অধিকার ও নিরাপত্তায় সংশোধিত শ্রম আইন নিয়ে আয়োজিত জাতীয় সংলাপে আলোচকরা ছবি : নিজস্ব আলোকচিত্রী

## বণিক বার্তা ও অক্সফ্যাম আয়োজিত জাতীয় সংলাপে আলোচকরা

# গৃহকর্মীদের অধিকার সুরক্ষায় সংশোধিত শ্রম আইনে স্পষ্ট রোডম্যাপ ও বৈশ্বিক মানদণ্ড অন্তর্ভুক্ত করা জরুরি

নিজস্ব প্রতিবেদক

দেশে গৃহকর্মীদের প্রকৃত সংখ্যা নিরূপণে সরকারি পর্যায়ে দ্রুত ডাটাবেজ তৈরি এবং সংশোধিত শ্রম আইনে স্পষ্ট রোডম্যাপসহ বৈশ্বিক মানদণ্ড অন্তর্ভুক্ত করা জরুরি। গতকাল বণিক বার্তা কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত 'গৃহকর্মীদের অধিকার ও নিরাপত্তায় সংশোধিত শ্রম আইন : সুযোগ, চ্যালেঞ্জ ও করণীয়' শীর্ষক জাতীয় সংলাপে আলোচকরা এসব কথা বলেন। বণিক বার্তা এবং বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা অক্সফ্যামের যৌথ উদ্যোগে এবং কানাডা সরকারের সহায়তায় সংলাপটি অনুষ্ঠিত হয়।

সংলাপে সভাপতিত্ব করেন শ্রম সংস্কার কমিশনের প্রধান ও বিলসের নির্বাহী পরিচালক সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহমেদ। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. মো. সানোয়ার জাহান ভূইয়া।

বণিক বার্তা সম্পাদক ও প্রকাশক দেওয়ান হানিফ মাহমুদ সংলাপে স্বাগত বক্তব্য দেন। এরপর একটি ভিডিও ডকুমেন্টারি প্রদর্শিত হয়। সংলাপে প্যানেল আলোচকদের মধ্যে ছিলেন বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজের (বিলস) উপপরিচালক (অ্যাডভোকেসি) মো. নজরুল ইসলাম, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী শারমিন সুলতানা (মৌসুমি), গৃহশ্রমিক অধিকার প্রতিষ্ঠা নেটওয়ার্কের সমন্বয়কারী ও শ্রমিক নেতা আবুল হোসাইন, গৃহকর্মী জাতীয় ফোরাম-বাংলাদেশের সভাপতি জাকিয়া সুলতানা এবং সাধারণ সম্পাদক মর্জিনা সুলতানা, কর্মজীবী নারীর অতিরিক্ত নির্বাহী পরিচালক সানজিদা সুলতানা, ব্রেকিং দ্য সাইলেন্সের নির্বাহী পরিচালক রোকসানা সুলতানা, অক্সফ্যাম ইন বাংলাদেশের প্রোগ্রাম কোঅর্ডিনেটর শাহজাদী বেগম, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দলের (বাসদ) কেন্দ্রীয় কমিটির সহকারী [illegible] রতন, অক্সফ্যাম ইন বাংলাদেশের প্রোগ্রাম সমন্বয়কারী তারেক আজিজ, সবুজের অভিযান ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক মাহমুদা বেগম, অক্সফ্যাম ইন বাংলাদেশের জেন্ডার ও ইনক্লুশন স্পেশালিস্ট রওশন আক্তার উর্মি এবং মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক শাহীন আনাম। সংলাপটি সঞ্চালনা করেন বণিক বার্তার সহকারী সম্পাদক এবং বিশেষ সংবাদদাতা মো. বদরুল আলম।

স্বাগত বক্তব্যে গৃহকর্মীদের ডাটাবেজ তৈরি এবং তাদের জন্য ডিজিটাল পেমেন্ট ব্যবস্থা গড়ে তোলার কথা বলেন বণিক বার্তা প্রকাশক ও সম্পাদক দেওয়ান হানিফ মাহমুদ। এছাড়া তিনি দেশের বাইরে কর্মরত গৃহকর্মীদের নিরাপত্তা ও মজুরি নিয়ে জাতীয় চার্টার তৈরি এবং তাদের অধিকার নিশ্চিত করার ওপর জোর দেন।

In partnership with Canada

বণিক বার্তা

OXFAM

গতকালের সংলাপে বক্তারা উল্লেখ করেন, কেবল আইনি কাঠামো সংশোধনই যথেষ্ট নয়; বরং গৃহশ্রমিকদের অধিকার নিশ্চিত করতে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি, মালিক ও শ্রমিকের মধ্যকার 'কনফ্লিক্ট অব ইন্টারেস্ট' নিরসন এবং সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির আমূল পরিবর্তন প্রয়োজন। বিশেষ করে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের এ বৃহৎ শ্রমশক্তিকে সুরক্ষার আওতায় আনতে হলে আইনি শব্দচয়ন থেকে শুরু করে ট্রেড ইউনিয়নের অধিকার এবং কর্মস্থলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে বৈশ্বিক মানদণ্ড অনুসরণ করা এখন সময়ের দাবি।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. মো. সানোয়ার জাহান ভূইয়া বলেন, 'সবকিছু করার মতো সক্ষমতা আমাদের নেই। এটি সরকারের একার সমস্যা নয়, এ সমস্যা প্রত্যেক ঘরে ঘরে। এখানে একটি কনফ্লিক্ট অব ইন্টারেস্ট ইস্যু আছে। এ কনফ্লিক্ট অব ইন্টারেস্ট হলো—যিনি নিয়োগকারী এবং যিনি কর্মী, তারা আসলে

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

## গৃহকর্মীদের অধিকার সুরক্ষায়

শেষ পৃষ্ঠার পর

নিজেদের অধিকার সম্পর্কে অবগত নন। এখন গৃহকর্মীরা যদি নিজেদের অধিকার সম্পর্কে অবগত না থাকেন, তাহলে দিনশেষে ক্ষতিগ্রস্ত আমরা সবাই হব। এজন্য দরকার আমাদের মানসিকতার পরিবর্তন। সবচেয়ে বড় দায়িত্ব নিয়োগকারীর—তাদের মনমানসিকতার পরিবর্তন খুব জরুরি।'

পরিস্থিতি পরিবর্তনে সব পক্ষকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে উল্লেখ করে শ্রম ও কর্মসংস্থান সচিব বলেন, 'এ পরিবর্তনের জন্য ঘরে ঘরে কাজ করতে হবে, সচেতনতা তৈরি করতে হবে। এখানে সরকারের পাশাপাশি এনজিও, বিভিন্ন সংগঠন এবং শ্রমিক নেতাদের দায়িত্ব রয়েছে। সরকার একটি আইনি কাঠামো দিয়েছে, অন্যান্য যে সহযোগিতা দরকার, তা সরকার দেবে। আইন বাস্তবায়ন ও তদারকির দায়িত্ব সরকারের। তবে অংশীদার আপনারা সবাই। আমরা সবাই মিলে দায়িত্ব নিলে যেকোনো সমস্যার সমাধান করা সম্ভব বলে আমি মনে করি।'

শ্রম সংস্কার কমিশনের প্রধান এবং বিলসের নির্বাহী পরিচালক সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহমেদ বলেন, 'রাজনৈতিক অঙ্গীকার একটি বড় বিষয়। আমরা যত আলোচনাই করি না কেন, যদি মনোজগতে এ অঙ্গীকার না থাকে, তাহলে ফল আসবে না। সচিব মহোদয় কয়েকটি বিষয় খুব স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন। প্রথমত, আইন পুরোপুরি বাস্তবায়ন হচ্ছে কিনা তা তদারকির জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দ্বিতীয়ত, অনেক সময় অর্থনৈতিক উন্নয়ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নের চেয়ে এগিয়ে যায়, ফলে সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রগুলো পিছিয়ে পড়ে। বর্তমানে যেসব সরকারি প্রতিষ্ঠান রয়েছে তাদের সঙ্গে আমাদের আলোচনার সুযোগ তৈরি করা জরুরি। নীতিমালার ভিত্তিতে যে আইন ও অঙ্গীকার রয়েছে সেগুলোর আলোকে কোথায় কোথায় প্রাতিষ্ঠানিক পদক্ষেপের মাধ্যমে ন্যূনতম সুরক্ষা নিশ্চিত করা যায়, সে দায়িত্ব নিতে আমরা প্রস্তুত।'

মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক শাহীন আনাম তার বক্তব্যে আইনের পাশাপাশি মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন, 'মানুষের মনমানসিকতার পরিবর্তন না আনলে কেবল ভালো আইন দিয়ে কোনো কাজ হবে না। আমাদের সমাজ শ্রেণিবিভক্ত ও বৈষম্যে জর্জরিত। যারা আমাদের ঘরে এত কাজ করেন, তাদের মর্যাদা কোথায়? তাদের সম্মান না দেয়ার কারণেই দেশে এত ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স ঘটে।'

গৃহশ্রমিকদের শ্রমের গুরুত্ব তুলে ধরে শাহীন আনাম বলেন, 'ঘরের সৌন্দর্য ও শৃঙ্খলা এ শ্রমিকের ওপর নির্ভর করে। আমরা একে অন্যের ওপর নির্ভরশীল। অথচ ঝুঁকিপূর্ণ কাজের তালিকায় ৩৬টি পেশা অন্তর্ভুক্ত হলেও গৃহশ্রমিকদের এখনো সেখানে ঠাঁই হয়নি। অনেক বিধিবিধান থাকলেও সেগুলো বাস্তবায়নের সংস্কৃতি গড়ে ওঠেনি। নিয়োগকারীদের দৃষ্টিভঙ্গি বদলাতে সরকারকে ব্যাপক প্রচার-প্রচারণা চালাতে হবে এবং ঘরে ঘরে সচেতনতা পৌঁছে দিতে হবে।'

সংলাপে ধারণাপত্র উপস্থাপন করেন অক্সফ্যাম ইন বাংলাদেশের জেন্ডার ও ইনক্লুশন স্পেশালিস্ট রওশন আক্তার উর্মি। ধারণাপত্রে বলা হয়, বাংলাদেশের অর্থনীতি ও সমাজ ব্যবস্থায় গৃহকর্মীরা গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে তারা অবহেলিত শ্রমশক্তি। শহর ও গ্রামে ৪০ লাখের বেশি (সংখ্যা অনির্ধারিত) জনগোষ্ঠী, যার ৯০ শতাংশেরও বেশি নারী গৃহকর্মী হিসেবে কর্মরত তাদের শ্রমের স্বীকৃতি, নিরাপত্তা এবং ন্যায্য অধিকার এখনো নিশ্চিত হয়নি। গৃহস্থালি কাজকে দীর্ঘদিন অনানুষ্ঠানিক ও পারিবারিক সহায়তা" হিসেবে দেখার প্রবণতার কারণে এ বিপুল জনগোষ্ঠী জাতীয় অর্থনৈতিক গণনা এবং শ্রম আইনের মূল সুরক্ষা কাঠামোর বাইরে রয়ে গেছে।

বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের অ্যাডভোকেট শারমিন সুলতানা মৌসুমি বলেন, 'সংশোধনের আগে থেকেই আমরা চেয়েছিলাম গৃহশ্রমিকদের সঠিকভাবে সংজ্ঞায়িত করা হোক। শ্রম খাতে তাদের যে অবদান, আমরা চেয়েছিলাম সেটার স্বীকৃতি আসুক। সংজ্ঞায়িত যেহেতু হয়েছে এবার অধিকারের জায়গাটুকু দেয়ার চেষ্টা থাকবে। আইনের জায়গায় গৃহশ্রমিকদের নিয়োগ প্রক্রিয়াটা একেবারেই পরিষ্কার না। এ কারণে যখন একজন গৃহশ্রমিক আইনের আশ্রয় নিতে চাইবেন সেক্ষেত্রে তার প্রমাণ করাটা কঠিন হয়ে যায়।'

গৃহশ্রমিক অধিকার প্রতিষ্ঠা নেটওয়ার্কের সমন্বয়কারী আবুল হোসাইন বলেন, 'গৃহপরিচারক শব্দটির সংশোধন করতে হবে। তিনটি অধ্যায় নিয়ে কথা বলা হয়েছে—সংগঠন, দুর্ঘটনা ঘটলে ক্ষতিপূরণ এবং আদালতের দ্বারস্থ হওয়া। কিন্তু এ তিনটি অধ্যায়ই বাস্তবায়ন করা খুব কঠিন। বিধিতে কিছুটা হলেও পরিবর্তন করা জরুরি। আমাদের জন্য যে তিনটি আইন দেয়া হয়েছে সেগুলো পরিষ্কার করা প্রয়োজন। যাতে আমরা এ সুযোগ-সুবিধা পাই।'

আইন শুধু তৈরি করলেই হবে না, সেগুলো প্রচার-প্রচারণাও জরুরি বলে মন্তব্য করেন গৃহকর্মী জাতীয় ফোরাম-বাংলাদেশের সভাপতি জাকিয়া সুলতানা। তিনি বলেন, 'আমরা যেহেতু গৃহশ্রমিক, আমরা বিভিন্ন বাসায় কাজ করি। যে বিধিবিধান বা আইন তৈরি করা হচ্ছে সেগুলো নিয়োগকারীরা জানেন না। তাদের কাছে এগুলো পৌঁছে দেয়া জরুরি। অনেক গৃহকর্মীও সেটি জানেন না। কারণ আইন করা হলেও তা নিয়ে যথেষ্ট প্রচার-প্রচারণা করা হয় না।'

পেশাগত মনোভাব এবং পেশাদারত্বের জায়গাটা দুই পক্ষের জন্যই প্রয়োজন বলে মন্তব্য করেন অক্সফ্যাম ইন বাংলাদেশের প্রোগ্রাম কোঅর্ডিনেটর শাহাজাদী বেগম। তিনি বলেন, 'গৃহকর্মী নিবন্ধন এবং এটি কোথায় এবং কী প্রক্রিয়ায় করা হবে সেটি নিয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেয়া দরকার। কারণ এটির সঙ্গে অন্যান্য কাজও সম্পর্কিত। নিবন্ধিত শ্রমিকদের মাধ্যমেই আমরা কাজগুলো শুরু করব। ফলে সাড়া পড়ে যাবে। পরে আরো মানুষ নিবন্ধনে আগ্রহ প্রকাশ করবে। শ্রমিকের এজন্য পেশাগত দক্ষতা থাকাও প্রয়োজন। এতে তাদের দরকষাকষির ক্ষমতাও বাড়বে। এছাড়া নিয়োগকর্তাদের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। পেশাগত মনোভাব এবং পেশাদারত্বের জায়গাটা দুই পক্ষের জন্যই প্রয়োজন।'

সবুজের অভিযান ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক মাহমুদা বেগম বলেন, 'গৃহকর্মীদের মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে কাজ করতে হবে। তাদের এই দিক উপেক্ষিত। বিশেষ করে যারা দেশের বাইরে গৃহকর্মী হিসেবে কাজ করেন তাদের বেশির ভাগের মানসিক স্বাস্থ্য নাজুক থাকে।'

গৃহকর্মী জাতীয় ফোরাম-বাংলাদেশের সাধারণ সম্পাদক মর্জিনা সুলতানা বলেন, 'গৃহকর্মীর ভাগ্যের পরিবর্তন তখনই আসবে, যখন কোনো সরকার এমন একটি আইন, এমন একটি নীতি তৈরি করবে যা দৃষ্টান্তমূলক হবে। এমন একটি অধ্যাদেশ, এমন একটি নীতিমালা তৈরি করা হোক, এমন একটি আইন তৈরি করা হোক, যা সারা জীবন ইতিহাস হয়ে থাকবে।'

কর্মজীবী নারীর অতিরিক্ত নির্বাহী পরিচালক সানজিদা সুলতানা বলেন, 'যেহেতু এ সংশোধন এখনো অধ্যাদেশ পর্যায়ে আছে এবং ভবিষ্যতে সংসদে যাবে, তাই আমাদের একটি সুনির্দিষ্ট দাবি হলো—আমরা "গৃহপরিচারক" শব্দটি চাই না, এর পরিবর্তে "গৃহশ্রমিক" শব্দটিই রাখতে চাই। আমরা একে একটি আনুষ্ঠানিক খাত হিসেবে দেখতে চাই। বাংলাদেশে গৃহশ্রমিক, শিশুশ্রমিকসহ অধিকাংশ শ্রমিকই অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কাজ করেন, যেখানে শ্রম আইনের প্রয়োগ খুবই সামান্য। দীর্ঘ দেনদরবারের পর ২০১৩ সালে তাদের-বিষয়টি শ্রম আইনে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এবং ২০১৫ সালে ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার সংযোজিত হয়েছে।'

অক্সফ্যাম ইন বাংলাদেশের প্রোগ্রাম সমন্বয়কারী তারেক আজিজ বলেন, 'গৃহশ্রমিকদের সংজ্ঞাটি স্বচ্ছ ও দৃশ্যমান হোক। ক্ষমতার কাঠামোতে একজন নিয়োগকারী এবং একজন গৃহকর্মী ঠিক কোন অবস্থানে দাঁড়িয়ে দরকষাকষি করবেন, তা স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন। অধিকারকে দয়াদাক্ষিণ্য থেকে দেখা বন্ধ করতে হবে। এটি তাদের আইনি পাওনা, কোনো দান নয়। অক্সফ্যাম সবসময় অনিয়ম ও বৈষম্যের লেন্স থেকে বিষয়গুলো দেখে। বৈষম্য ও নির্যাতন কোথায় হচ্ছে, সেই লেন্সটি আমাদের আরো শক্তিশালী করতে হবে। সবশেষে আমি বলব, প্রণীত আইনটি যেন কেবল লোকদেখানো বা কাগজে-কলমে সীমাবদ্ধ না থাকে। এটি যেন শ্রমিকদের সত্যিকারের কল্যাণে কার্যকর ভূমিকা রাখে।'

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজের (বিলস) উপপরিচালক (অ্যাডভোকেসি) নজরুল ইসলাম বলেন, 'একজন শ্রমিকের পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিত না করলে অনিরাপত্তার ঝুঁকি অনেক বেড়ে যায়। গৃহশ্রমিকরা সারাক্ষণ আগুন ও পানির মতো ঝুঁকিপূর্ণ কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। তাদের সুরক্ষার বিষয়টিকে প্রাধান্য না দিলে সরাসরি ক্ষতিপূরণের মেকানিজমে নিয়ে আসা সবার জন্যই চ্যালেঞ্জিং হবে। বিশেষ করে যারা একাধিক বাড়িতে কাজ করেন, তাদের ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণের বিষয়টি আরো জটিল হয়ে দাঁড়াবে। এ ক্ষেত্রে সরকারের এমপ্লয়মেন্ট ইনজুরি স্কিম যদি গৃহশ্রমিকদের জন্য কার্যকর করা যায়, তবে সেটি ভালো সমাধান হবে।'

ব্রেকিং দ্য সাইলেন্সের নির্বাহী পরিচালক রোকসানা সুলতানা বলেন, 'সংগঠিত হওয়ার অধিকার যেহেতু পাওয়া গেছে সেহেতু আমার মনে হয়, কাজ করার অনেক সুযোগ এ সংগঠনগুলোর আছে।'

বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ) কেন্দ্রীয় কমিটির সহকারী সাধারণ সম্পাদক ও শ্রম সংস্কার কমিশনের সদস্য রাজেকুজ্জামান রতন বলেন, 'পরিচ্ছন্নতাকর্মী ছাড়া যেমন শহর চলে না, গৃহশ্রমিক ছাড়া তেমনি ঘর চলে না। শ্রমিকদের জন্য তিনটি বিষয় অপরিহার্য: রিকগনিশন (স্বীকৃতি), রেজিস্ট্রেশন (নিবন্ধন) এবং রেমুনারেশন (পারিশ্রমিক)। স্বীকৃতির জন্য প্রয়োজন স্পষ্ট আইন, যার মাধ্যমে তারা সংগঠন করার অধিকার পাবে।'

তিনি আরো বলেন, 'পারিশ্রমিক নির্ধারণে আমাদের একটি মজুরি বোর্ড গঠন করা দরকার। এ বোর্ড থাকলে খণ্ডকালীন ও পূর্ণকালীন কাজের ধরন অনুযায়ী আলাদা মজুরি নির্ধারণ করা সম্ভব হবে।'

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২৯ নভেম্বর ২০২৫, ২০:৪৪

# রাসায়নিক দুর্ঘটনা রোধে জাতীয় নীতিমালা প্রণয়নের তাগিদ

কারখানায় রাসায়নিক দুর্ঘটনা যখন ঘটে তখন এ নিয়ে আলাপ হয়, কিন্তু কার্যকর কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয় না। কারণ সংস্থা এবং দফতরগুলোর মধ্যে সমন্বয় নেই। দুর্ঘটনা ঘটলে এক সংস্থা আরেক সংস্থার ওপর দায় দিয়ে এড়িয়ে যায়। তাই দুর্ঘটনা রোধে একটি জাতীয় নীতিমালা করার তাগিদ দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা।

শনিবার (২৯ নভেম্বর) ডেইলি স্টার সেন্টারে দেশের শীর্ষস্থানীয় অনলাইন পোর্টাল বাংলা ট্রিবিউন এবং বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজের (বিলস) যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত 'শিল্পখাতে অগ্নি ও রাসায়নিক দুর্ঘটনা রোধে কার্যকর নীতি বাস্তবায়ন ও টেকসই কর্মপরিবেশ' শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে এই পর্যবেক্ষণ তুলে ধরেন বিশেষজ্ঞরা। একইসঙ্গে তা বাস্তবায়ন নিশ্চিতের দাবিও জানিয়েছেন তারা।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই বাংলা ট্রিবিউনের নির্বাহী সম্পাদক উদিসা ইসলাম একটি উপস্থাপনের মধ্যে তৈরি পোশাক কারখানাসহ অন্যান্য কারখানায় দুর্ঘটনার চিত্র এবং তার বর্তমান প্রেক্ষাপট তুলে ধরেন।

আলোচনায় আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা আইএলও'র কান্ট্রি ডিরেক্টর ম্যাক্স টুনন বলেন, 'রাসায়নিক সুরক্ষা, অগ্নি সুরক্ষা, গ্যাস সিলিন্ডার ব্যবহার এবং স্টোরেজের জন্য, তথ্য এবং কীভাবে এগিয়ে যেতে হবে এবং ফাঁকগুলো ও সমস্যাগুলো সংশোধন করতে হবে, তার জন্য জ্ঞান এখানেই রয়েছে। সুতরাং আমি মনে করি যা আসলে গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রয়োজনীয় তা হলো একটি জাতীয় নীতি বা এমন কিছু যা এই খাতে কাজ করা প্রত্যেককে সংযুক্ত করে।'

তিনি বলেন, 'আমরা জানি বা আপনি জানেন যে কী হওয়া দরকার, সম্মিলিতভাবে কাজ করতে এবং একটি শক্তিশালী প্রতিক্রিয়া তৈরি করতে এবং আইএলও'র ভূমিকা হচ্ছে উপদেষ্টা হিসাবে কাজ করা এবং আমরা আপনাকে একসঙ্গে কাজ করতে সহায়তা করার জন্য সংযোগকারী হতে পারি এবং আমরা যেকোনও উপায়ে সমর্থন করতে পেরে খুশি হবো।' কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদফতরের যুগ্ম মহাপরিদর্শক মো. মাহফুজুর রহমান ভুঁইয়া বলেন, 'এখন যদি

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

## সংবাদপত্রে বিল্‌স

আমরা মনে করি যে, আমরা আর দুর্ঘটনা চাই না, না কেমিক্যাল দুর্ঘটনা না শিল্প দুর্ঘটনা, তাহলে আমাদেরকে ধরে ধরে হাঁটতে হবে। আমাদেরকে টু দ্যা পয়েন্টে কাজ করতে হলে আমাকে অবশ্যই বলতে হবে যে এই এই জায়গাতে এই জাতীয় দোকান হবে। এই এই জায়গাতে এই জাতীয় দোকান হবে না। অর্থাৎ যার তাপ উৎপাদন করে তার সঙ্গে দাহ্য বস্তুর কোনও সম্পর্ক থাকা যাবে না। এটাকে আগে চিন্তা করতে হবে। আমরা মনে করি যে, আমাদের কাছে প্রচুর তালিকা আছে, ফায়ার সার্ভিসের তালিকা আছে, সিটি কর্পোরেশন চাইলে আমরা সমন্বিত ভাবে অন্ততপক্ষে ঢাকা শহরের জন্য মনে করি যে, এই তিনটা দফতরকে একসঙ্গে করে যদি চাই আমরা অনেক কমিয়ে আনতে পারবো।' বুয়েটের কেমিক্যাল ইঞ্জিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. ইয়াসির আরাফাত খান বলেন, 'কার্যকর নীতিমালা ইফেক্টিভ রুলস রেগুলেশন কীভাবে নিশ্চিত করা যায়? প্রশ্ন হচ্ছে কেমিক্যাল সেফটির জন্য আমাদের কি নীতিমালা আছে কি-না? একটা প্রজেক্ট নেওয়া হয়েছিল কেমিক্যাল সেফটির জন্য সেটা আলোর মুখ দেখে নাই। সেটা দুঃখজনক। কারণ এত দুর্ঘটনা ঘটছে, কিন্তু সেটা হচ্ছে না।'

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের পরিচালক (অপারেশন ও মেইনটেন্যান্স) লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, 'আমরা টোটাল ৮টি পয়েন্ট নোট করেছি। এর মধ্যে সব ক্ষেত্রেই যেই সমস্যাগুলো রয়েছে সেগুলো মূল্যায়ন করাটা খুবই জরুরি। এই মুহূর্তে প্রেজেন্ট যে ফায়ার রিসক এসেসমেন্ট এইটা এখন আমাদের দ্রুত এসেস করতে হবে। আমরা যাতে বুঝতে পারি, অর্থাৎ জোন ভিত্তিক অথবা ফায়ারের রিস্কের যেই মাত্রা সেই মাত্রা হিসেবে দ্রুত এই ফায়ারের রিস্কের এসেসমেন্টটা করা দরকার। কোনও আবাসিক জায়গায় কখনও কোনও গোডাউন, কেমিক্যাল গোডাউন অথবা ইন্ডাস্ট্রি হতে পারে না। এটা হতে গেলেই অবশ্যই আমাদের ওই এলাকার কমিউনিটিতে প্রভাব পড়বে।'

ফায়ার সার্ভিসের সাবেক মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) আলী আহমেদ খান বলেন, 'আমাদের অনেক আইন আছে, সংস্থা আছে। কিন্তু দিন শেষে দেখা যায় যে, তাদের মধ্যে কোনও সমন্বয় নাই। আমাদের প্রয়োগকারী সংস্থা আসলেই খুব দুর্বল। যখন একটা রাসায়নিক দুর্ঘটনা ঘটে, তখন তার দায় কে নিবে? সুতরাং আমাদের সংস্থাগুলোর মধ্যে কোনও সমন্বয় নেই, সিদ্ধান্ত গ্রহণের অভাব আছে। শুধু গার্মেন্টস না, আরও অনেক শিল্পের কারখানা আছে, সুরক্ষা পদক্ষেপের সংস্কৃতি সেখানে নেই। মালিক এবং শ্রমিকের মধ্যে অনেক ভালো সমন্বয়ের

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

## সংবাদপত্রে বিল্‌স

প্রয়োজন আছে। দুর্ভাগ্যবশত কারখানার মালিকরা যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করে না। তারা সবসময় সস্তা জিনিসের পেছনে ছুটে। সেগুলো সুরক্ষা নিশ্চিতে খুব ভালো কোনও ফলাফল দেয় না। বেশিরভাগ শ্রমিকেরই তেমন কোনও প্রশিক্ষণ নেই। অনেক কারখানায় এলপিজি ব্যবহার করে, সেখানে একটা যথাযথ নকশা প্রয়োজন আছে। নাহলে বড় বিপদ ডেকে আনতে পারে।' বিজিএমইএ'র সিনিয়র ডেপুটি সেক্রেটারি মো. শফিকুল ইসলাম বলেন, 'আপনি পলিসি যত কিছুই করেন না কেন এক হাজার পৃষ্ঠা বা ১০০ পৃষ্ঠার, কোন লাভ নাই যদি বাস্তবায়নের জায়গাটায় আপনি না যান।'

নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞ আবুল বাশার মিয়া বলেন, 'আমাদের ফুড সেফটি সিকিউরিটির ক্ষেত্রে আমাদের বাংলাদেশে বর্তমানে একটা নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ আছে। আমরা কিন্তু আমাদের দেশে কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিগুলো সেইভাবে ডেভেলপ করতে পারি নাই। আমাদের একটা বেস্ট কেমিক্যাল ম্যানেজমেন্ট দরকার বাংলাদেশের জন্য। দুর্ভাগ্যবশত আমাদের দেশে এই যে রাসায়নিক দুর্ঘটনা যখন সামনে আসে, তখন হয়তো আমরা আলাপ করি যে আমাদের দেশে তো আসলে এই যে কেমিক্যালের বা এই সংক্রান্ত আমাদের কোনও কর্তৃপক্ষ নাই। আমি মনে করি এই মুহূর্তে আমাদের দেশে একটা কেমিক্যাল আইন হওয়া দরকার এবং তার সঙ্গে ব্যাপক ভিত্তিক বিধিমালা হতে হবে যে কেমিক্যাল ইনসিডেন্ট না শুধুমাত্র কেমিক্যাল ফায়ার না শুধুমাত্র কেমিক্যালের বিপত্তি যেসব আছে, এমনকি খাদ্য শৃঙ্খলের জন্যও। আমি একটা যথাযথ আইনের জন্য জোর দাবি জানাচ্ছি যে, আমাদের এই রাসায়নিক দ্রব্যের নিরাপদ ব্যবহার এবং এই সংক্রান্ত একটা আইন দরকার।'

জাতীয় শ্রমিক জোটের সাধারণ সম্পাদক নাইমুল আহসান জুয়েল বলেন, 'আমরা মনে করি যে লেবার রিফর্ম কমিশন সারা বাংলাদেশের সব সেক্টরের সঙ্গে আলোচনা করে একটা সুপারিশ দিয়েছেন। আমরা ভবিষ্যতে সেটা নিয়ে কাজ করতে পারি। আমি যেটা মনে করি যে, কার্যকরী নীতি আর আইন করলে হবে না। কিন্তু বাস্তবায়ন করতে হবে। সেই ক্ষেত্রে একটা শক্তিশালী আইন করতে হবে বা নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে। নিয়মিত যে ঝুঁকিগুলো আছে সেগুলো মূল্যায়ন করতে হবে। শ্রমিক এবং যারা ব্যবসায়ী তাদের সঙ্গে আলোচনা করতে হবে এবং ইন্ডাস্ট্রির ভিতরে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রাখতে হবে এবং যে সর্বাধুনিক যে প্রযুক্তিগুলো আসছে আমরা যে প্রযুক্তির উপর নির্ভরশীল হচ্ছি সেগুলারও কিন্তু মনিটরিং থাকতে হবে।'

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

তিনি বলেন, 'আমি মনে করি যে সরকারের একটা মাইন্ডসেট সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন, মাইন্ডসেট যদি না থাকে তাইলে কাজ করা কঠিন হবে।'

বিলস'র নির্বাহী পরিচালক সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহমেদ বলেন, 'আমরা তো মূলত মৃত্যুকূপের মধ্যে আছি। সবদিক দিয়ে বন্যা, খরা, এই ভূমিকম্পের মধ্যে যে আগুন এই কেমিক্যাল সবকিছু নিয়েই আমরা ক্ষতির মধ্যেই আছি, রিস্কের মধ্যে আছি এবং জীবননাশের এবং অঙ্গনাশের দুশ্চিন্তার মধ্যেই থাকি। এর সঙ্গে আমি বলব যে, আমাদের আশার অনেক দিকও আছে। এইযে আজকে এখানে আমরা আসছি, এখানে আমাদের দুইজন রিটায়ার্ড গভমেন্ট অফিশিয়াল আছেন এবং তারা নিজেদের আবেগের কারণে নিজের কমিটমেন্টের কারণে কিন্তু এই কাজগুলো চালিয়ে যাচ্ছেন। এটাও তো আমাদের একটা আশার দিক। আমাদের অনেক প্রতিষ্ঠান খুব সততার সঙ্গে দায়িত্বশীলতার সঙ্গে কাজ করেন। আবার আমরা অনেকেই ওইভাবে সততার সাথে কাজ করি না। এই যে আমাদের আমাদের যে দুর্বলতার দিক, আমাদের যে শক্তির দিক সবগুলো নিয়ে আলোচনা করে সমন্বিত উদ্যোগ দিতে পারলেই আমরা দেশটাকে ভালো একটা দিকে নিয়ে যেতে পারবো। কারণ আমরা বেশিরভাগ মানুষই দেশপ্রেমী মানুষ। বেশিরভাগই মানুষই মানুষকে ভালোবাসার মানুষ। সে মানুষকে ভালোবাসার জন্য দেশকে দেশকে ভালোবাসার জন্য দেশকে একটা উন্নত বিশ্বে একটা উদাহরণ হিসেবে নেওয়ার জন্য আমরা সবাই মিলে কাজ করব। আমরা নিজ থেকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, আমরা এটা নিয়ে কাজ চালিয়ে যাব। নিশ্চয়ই আমরা যখন পলিসি তৈরি করবো, আমাদের যারা সরকারি প্রতিষ্ঠান আছেন যারা বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ প্রতিষ্ঠান আছে সবাইকে নিয়ে আমরা আবার একটু বসবো। আপনাদের সবারই পরামর্শ নিয়ে আমরা এটা তৈরি করব। কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে বাস্তবায়ন করা। বাস্তবায়ন করা যাদের কাজ তারা যদি ঠিকমত না করে আর আমরা যার কাজ যেটুকু সেই কাজটুকু যদি আমরা না করি তাহলে তো কেউ আগাতে পারবে না।'

গার্মেন্টস শ্রমিক সংহতির সভাপ্রধান তাসলিমা আখতার বলেন, 'এটা রাষ্ট্রেরই তদারকি করার দরকার, মালিককে আমরা দুষ্ট মালিক খারাপ মালিক লোভী মালিক এগুলো আমরা বলতে পারি কিন্তু দিনশেষে আসলে কতটা কী করবে বা পরিবেশটা কি হবে সেটা রাষ্ট্রের আসলে কতটুকু মনোযোগ আছে সেটার ওপর নির্ভর করে এবং সেইটা তখনই নিশ্চিত হবে, যখন আসলে এটা যারা স্টেকহোল্ডার এবং আমাদের দেশের যারা এই বিষয় নিয়ে কাজ করেন এবং আমরা এই


পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

দেশটাকে একটা নিরাপদ দেশ হিসেবে রাখতে চাই শ্রমিকের জন্য জনগণের জন্য তাদের আসলে খুব জরুরিভাবে বারবার এই জিনিসটাকে সামনে আনা দরকার।। কারণ অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা যদি ঠিক না থাকে বা ভবন যদি ঠিকমত না থাকে সেটার প্রভাব শুধু যারা ওই জায়গায় কাজ করছে তারা না, যে টক্সিক যে গ্রহণ করে এটাতে যে কি পরিমাণ ভয়াবহ ক্ষতি হয় সেই জায়গাগুলো আমার মনে হয় অনেক বেশি জানা নয় এবার শ্রম আইনে যেমন একটা সেফটি কমিটির গঠনের আইনটা যুক্ত করা হয়েছে সেটার আরও বিস্তারিত হয়তো বিধিতে থাকবে। দুর্ঘটনার ঝুঁকির তালিকাগুলো মালিক এবং প্রতিনিধিদেরকে জানানো সেটার একটা ধারা এখানে যুক্ত হয়েছে। তফসিলের মধ্যেও বিভিন্ন ঝুঁকিপূর্ণ তালিকার কথাগুলো উল্লেখ আছে। কিন্তু আমার মনে হয় এগুলো কিভাবে কার্যকর হবে এবং কার্যকর না হলে কি কি শাস্তি হবে সেই বিষয়গুলো আরও জোরের সাথে আমাদের সামনে আনা দরকার।'

কর্মজীবী নারী'র প্রকল্প সমন্বয়ক রিনা আমেনা বলেন, 'আমাদের আসলে কাজের একটা বড় জায়গা হবে এই যে রাসায়নিক এবং অগ্নি দুর্ঘটনা- এই জায়গাটাতে শ্রমিকরা কিভাবে তাদের সেফটি মেজারসগুলো নিতে পারে, কিভাবে তারা নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারে, সেই জায়গাটাতে আসলে তাদেরকে কিছু ড্রিল করানো বা তাদেরকে সচেতন করার জন্য যা যা কিছু করা দরকার। একটা নিয়মিত ড্রিলের ব্যবস্থা করা, কমিউনিটির লোকজন ভূমিকম্প হলে বা আগুন লাগলে কোন দিকে দৌড় দিবে জানেনা, নারীদের ক্ষেত্রে এটা আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা তারা অনেক বেশি প্যানিক করেন, শিশুরা অনেক বেশি প্যানিক করে। মানুষ যখন একটা নিয়মিত প্রশিক্ষণের মধ্য দিয়ে যায় তার মধ্যে একটা অভ্যস্ততা যখন তৈরি হয় এই প্যানিকের জায়গাটা কমে ঠাণ্ডা মাথায় সে অনেক সিদ্ধান্ত নিতে পারে। এই প্রশিক্ষণের জায়গাটা এবং তাদের যে ব্যক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রী ব্যবহার করা রিস্কি জায়গাগুলোতে, সেই জায়গাগুলো আসলে নিশ্চিত করতে হবে এবং আমি মনে করি যে সুশীল সমাজ আমরা যারা কর্মজীবী নারীর মত আরও অনেক সংগঠন কাজ করেন এই সচেতনতার জায়গা এবং ক্যাপাসিটির বিল্ডিংয়ের জায়গাগুলোতে আমরা স্টেক হোল্ডারদের সঙ্গে সমন্বয় করে কাজ করতে পারি এবং পলিসি ব্রিফিংয়ের জায়গায়ও আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারি কোথায় গ্যাপ আছে ,সেটা আসলে আমরা জানাতে পারি আমাদের সুপারিশের মাধ্যমে।'বাংলাদেশ সেন্টার ফর ওয়ার্কার সলিডারিটির প্রতিষ্ঠাতা ও নির্বাহী পরিচালক কল্পনা আক্তার বলেন, 'আমরা ট্রেড ইউনিয়নের

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

জায়গা থেকে যখন কথা বলি আমরা প্রথমে আমাদের 'নাই নাই' যে সমস্যাটা সেটা তুলে ধরি। আমরা বলি কলকারখানা পরিদর্শন অধিদফতরের দায়িত্ব সবকিছু করার, তারা কি করছে, রেগুলেশনের দায়িত্ব, রেগুলেশন কি করছে, আজকে একটু ভিন্ন আলোচনা করি। কাউকে দোষারোপ না করে আসলে আমরা কোন দিকে যেতে পারি, সেটা জরুরি। যে নীতিমালাগুলো নেই, সেই নীতিমালাগুলো আমাদের একদম টাইমলাইন ধরে যে আমরা কতদিনের মধ্যে নীতিমালা করতে পারব।'

তিনি বলেন, 'আমাদের দেশে আমরা অনেক অগ্রগতি করছি। স্বাধীনতার পর থেকে এই সময়ে প্রযুক্তি জ্ঞান সবকিছুর সম্ভারও কিন্তু অনেক বাড়ছে। এখনো যদি বলি আমরা আমাদের হচ্ছে আরও উৎপাদন তৈরি করতে হবে আরও শ্রমিকের জন্য কাজের ক্ষেত্র তৈরি করতে হবে। এই জায়গা থেকে হচ্ছে যদি আমরা চিন্তা করি তাহলে আসলে আমরা পিছিয়ে যাব না। শ্রম আইনের যে সংশোধনী এসেছে, এটা ঐতিহাসিক।'

বাংলা ট্রিবিউনের ফেসবুক পেইজ এবং ইউটিউব চ্যানেলে গোলটেবিল আলোচনাটি সরাসরি প্রচারিত করা হয়েছে।

ছবি: নাসিরুল ইসলাম

প্রথম আলো
বৃহস্পতিবার, ৮ জানুয়ারি ২০২৬,

# শ্রমিকের জন্য রেশন, আবাসন সুবিধা নিশ্চিতসহ ১৫ সুপারিশ

## শ্রমিক ইশতেহার

ইশতেহারে নারী শ্রমিকদের জন্য মাতৃত্বকালীন ছুটি ছয় মাসে উন্নীত করার সুপারিশ করা হয়েছে।

**নিজস্ব প্রতিবেদক**, *ঢাকা*

আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে রাজনৈতিক দলগুলোর ইশতেহারে শ্রমিকদের জন্য রেশন, আবাসন ও স্বাস্থ্যসেবা, মাতৃত্বকালীন ছুটি ছয় মাস, কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনার ক্ষতিপূরণ বাড়ানোসহ ১৫ দফা সুপারিশ রাখার অনুরোধ করেছে শ্রমিক অধিকার জাতীয় অ্যাডভোকেসি অ্যালায়েন্স।

শ্রমিক অধিকার নিয়ে কাজ করা বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠন ও ফেডারেশন নিয়ে গঠিত এই অ্যালায়েন্স বা জোট গতকাল বুধবার সংবাদ সম্মেলন করে শ্রমিক ইশতেহার প্রকাশ করেছে। রাজধানীর বিজয়নগরের ৭১ হোটেলে আয়োজিত এ সংবাদ সম্মেলনে স্বাগত বক্তব্য দেন অ্যালায়েন্সের আহ্বায়ক ও বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান। শ্রমিক ইশতেহার তুলে ধরেন অ্যালায়েন্সের সদস্যসচিব ও বিলসের নির্বাহী পরিচালক সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহম্মদ।

আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে শ্রমজীবী মানুষের অধিকার ও প্রত্যাশাকে রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে সুপারিশ আকারে তুলে ধরতে জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন, শ্রমিক অধিকার সংগঠন ও তাদের বিভিন্ন জোট, শ্রমিক অধিকার ও কল্যাণ ইস্যুতে কর্মরত বিভিন্ন সংগঠন, প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির সমন্বয়ে একটি যৌথ প্ল্যাটফর্ম হিসেবে শ্রমিক অধিকার জাতীয় অ্যাডভোকেসি অ্যালায়েন্স গঠিত হয়।

### শ্রমিক ইশতেহারে যা আছে

অ্যালায়েন্সের পক্ষ থেকে শ্রমিক ইশতেহারে প্রাতিষ্ঠানিক, অপ্রাতিষ্ঠানিক, কৃষি, গৃহকর্মী, অভিবাসী, আউটসোর্সিং, আত্মনিয়োজিত, সেবা খাতসহ সব শ্রমিকের আইনি স্বীকৃতি, নিবন্ধন ও সুরক্ষা নিশ্চিতের সুপারিশ করেছে। এ ছাড়া শ্রমজীবী মানুষের শোভন ও মর্যাদাপূর্ণ কাজের অধিকার ও সুযোগ নিশ্চিত করা এবং জীবনধারণের উপযোগী মজুরি (লিভিং ওয়েজ) ভিত্তি ধরে জাতীয় ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণের পাশাপাশি মজুরিবৈষম্য দূর করার সুপারিশও করা করেছে।

শ্রমিকের জন্য রেশন, আবাসন, স্বাস্থ্যসেবাসহ সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করার ওপর জোর দিয়েছে অ্যালায়েন্স। ইশতেহারে বলা হয়েছে, গ্রাম ও শহরের শ্রমজীবী মানুষের জন্য ভর্তুকিমূল্যে রেশন ও পর্যায়ক্রমে সবার জন্য আবাসনের ব্যবস্থা করতে হবে। রেশনিং ব্যবস্থা চালু না হওয়া পর্যন্ত বড় বড় সব শহর, কারখানা ও শিল্পঘন এলাকায় টিসিবির মাধ্যমে স্থায়ী ন্যায্যমূল্যের দোকান এবং ওএমএসের মাধ্যমে শ্রমিকদের পণ্য দেওয়া নিশ্চিত করতে হবে।

ইশতেহারে নারী শ্রমিকদের জন্য মাতৃত্বকালীন ছুটি ছয় মাসে উন্নীত করার সুপারিশ করা হয়েছে। দীর্ঘদিন মাতৃত্বকালীন ছুটি ছিল ১১২ দিন। গত মাসে শ্রম আইন সংশোধনের মাধ্যমে সেটি বাড়িয়ে ১২০ দিন করা হয়েছে।

এ ছাড়া ইশতেহারে শিশু-কিশোর শ্রম বন্ধে সরকারের যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলা হয়েছে। একই সঙ্গে শ্রমসংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানের জবাবদিহি ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার সুপারিশ করা হয়।

> সব আন্দোলনে শ্রমিক তাঁর রক্ত দেন এবং তাঁদের অবদান সবচেয়ে বেশি থাকে, অথচ পরিবর্তনের হাত ধরে যাঁরা ক্ষমতায় আসেন, তাঁরা শ্রমিকদের কথা মাথায় রাখেন না।
>
> **সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহম্মদ**
> নির্বাহী পরিচালক, বিলস

### শ্রমিকনেতারা যা বললেন

অ্যালায়েন্সের আহ্বায়ক নজরুল ইসলাম খান বলেন, শ্রমিকদের অধিকার, মর্যাদা ও সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্যই এই ইশতেহার। যদিও শ্রমিকদের সব সমস্যার কথা বলা যায়নি। এখানে শুধু প্রধান সমস্যাগুলো সংযুক্ত করা হয়েছে। এই ইশতেহারে শ্রমিকদের যেসব সমস্যা তুলে ধরে সমাধানের দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়েছে, তা বাস্তবায়ন করা হলে শ্রমিকদের মর্যাদা, সুরক্ষা ও অধিকার মোটামুটি পূরণ করা যাবে।

নজরুল ইসলাম খান বলেন, 'বিভিন্ন রাজনৈতিক দলকে আমরা এই ইশতেহার দিচ্ছি। তাদের নির্বাচনী ইশতেহারে এগুলো সংযুক্ত করার অনুরোধ করছি। আমরা প্রত্যাশা করি, শ্রমিকদের প্রধান সমস্যাগুলো যেন রাজনৈতিক দলের ইশতেহারে থাকে।'

সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, সব রাজনৈতিক দলকে অনলাইনে ইতিমধ্যে শ্রমিক ইশতেহার পাঠানো হয়েছে। এখন পর্যন্ত গণফোরাম, ন্যাশনাল সিটিজেন পার্টি (এনসিপি) ও বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) নেতৃত্বের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এই ইশতেহার দেওয়া হয়েছে। দলগুলো ইতিবাচক মনোভাব দেখিয়েছে।

অ্যালায়েন্সের সদস্যসচিব সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহম্মদ বলেন, 'সব আন্দোলনে শ্রমিক তাঁর রক্ত দেন এবং তাঁদের অবদান সবচেয়ে বেশি থাকে, অথচ পরিবর্তনের হাত ধরে যাঁরা ক্ষমতায় আসেন, তাঁরা শ্রমিকদের কথা মাথায় রাখেন না। তবে শ্রমিকদের বাদ দিয়ে বাংলাদেশের কোনো রূপান্তর হবে না।'

সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদের যুগ্ম সমন্বয়কারী আব্দুল কাদের হাওলাদার, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দলের সভাপতি আনোয়ার হোসেন, জাতীয় শ্রমিক জোটের সভাপতি সাইফুজ্জামান বাদশা, বাংলাদেশ ফ্রি ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সভাপতি এ আর চৌধুরী রিপন, সম্মিলিত গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি নাজমা আক্তার, শ্রমিক নিরাপত্তা ফোরামের ভারপ্রাপ্ত সদস্যসচিব সেকেন্দার আলী মিনা, নারীপক্ষের সদস্য রওশন আরা প্রমুখ।